

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[শ্রীলোচনদাস কৃত পদাবলী সহ]



৩৫৬৭

শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত ।

[দ্বিতীয় সংস্করণ ।]

শ্রীযুগালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত ।

গৌরাক্ষ ৪৪৪ ।

মূল্য আড়াই টাকা ।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১/০	নারদের খেতবীপে শ্রীবলদেবের	
মঙ্গলাচরণ এবং বৈষ্ণবমাহাত্ম্য	১	নিকটে গমন	৩০
শ্রীগৌর ও তাঁহার ভক্তদিগের বন্দনা	২	নিজ নিজ অংশে দেবগণের জন্মগ্রহণ	৩৩
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনার কারণ	৩	হৃদয়খণ্ডের হৃচিপত্র সমাপ্ত ।	
গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের হ্রদ	৪	আদিখণ্ড ।	
শ্রীগৌরাক্ষাবতার	৭	শ্রীশচীগর্ভে শ্রীগৌরাক্ষের আবির্ভাব,	
শ্রীকৃষ্ণদেবীর প্রণ	৯	দেবগণের গর্ভস্থিতি এবং শ্রীগৌরাক্ষের	
শ্রীকৃষ্ণের উত্তর	১০	জন্ম	১
নারদমুনির শ্রীগৌররূপ দর্শন	১১	শ্রীগৌরাক্ষাবতাবে নববীপে আনন্দ	৪
নারদের কৈলাসে গমন এবং		বাল-গৌরাক্ষের রূপবর্ণন	৫
মহাপ্রসাদ-মহিমা	১৩	শ্রীগৌরাক্ষের বাল্যলীলা	৫
শ্রীকৃষ্ণ এবং পার্শ্বভী সংবাদ	১৭	শ্রীগৌরাক্ষের শূচরণে নৃপুরুষনি	
কলিযুগাবতারের প্রমাণ এবং		এবং দেবগণের স্থিতি	৩
“কৃষ্ণবর্ণঃ” প্রোক্তের ব্যাখ্যা	১৯	উচ্ছিষ্ট মৃত্যু ও উপরে প্রভুর খেলা	৯
কলিযুগের মাহাত্ম্য	২৩	শ্রীগৌরাক্ষের কুকুরশাবক লইয়া ক্রীড়া	১১
নারদের আনন্দধ্বনি	২৫	কুকুরশাবকের গোলোকপ্রাপ্তি	১৪
নারদ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য	২৫	শচীদেবীর ষষ্ঠীপূজা	১৬
গোলোকে শ্রীরাধা-ললিতাদি কর্তৃক		মুরারিশুপ্তের প্রতি প্রভুর ব্যঙ্গ এবং	
শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক	২৬	অন্নভোজনের বেলা প্রস্রাব ত্যাগ	১৭
শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণদেবীর নিকটে		হরিশ্রবণ করিয়া প্রভুর সহিত পণ্ডিত-	
শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কারণ কথন	৩০	গণের নৃত্য	১৯

শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
বিশ্বরূপের সন্ন্যাস	২০	বরদর্শনে শচীভবনে নদীয়ানাগরী- গণের আগমন	৫২
শ্রীশচীদেবীর বিলাপ এবং শচীপ্রতি শ্রীজগন্নাথের উপদেশ	২১	চতুর্দোলারোহণে সনাতন মিশ্রভবনে প্রভুর গমন, বাসরকোতুকাদি এবং বরকন্ঠার গৃহে আগমন	৫৩
প্রভুর বিচারমুখ, চূড়াকরণ এবং কর্ণবেধ	২১	ব্রাহ্মণগণ সহ প্রভুর গয়াধামে গমন ও আদিখণ্ড সমাপ্তিসূচক বৈষ্ণবমাহাত্ম্য	৫৮
গঙ্গাতীরে প্রভুর বাল্যক্রীড়া দর্শনে মিশ্রপুরন্দরের ক্রোধ এবং তাঁহার স্বপ্ন-দর্শন	২২	কীর্তন	৫৮
প্রভুর উপনয়ন	২৩	আদিখণ্ডের সূচাপত্র সমাপ্ত ।	
শ্রবাক ভোজনে মুচ্ছা এবং দামোদর ও মুরারির সিদ্ধান্ত	২৭		
শ্রীমিশ্রপুরন্দরের দেহত্যাগ	২৮		
অদর্শন ও গঙ্গাদাসের নিকটে প্রভুর পাঠস্বীকার এবং বনমালী আচার্য্য- কর্তৃক বিবাহ প্রস্তাব	৩০	মধ্যখণ্ড ।	
নদীয়ানাগরীগণের জলসাহি-ক্রীড়া	৩৩	শ্রীশচীদেবীর প্রার্থনায় প্রেম-বর দান	১
বল্লভাচার্য্যের গৃহে বরসজ্জা		শুক্লাধর ব্রহ্মচারীর প্রতি প্রভুর রূপা এবং 'হরেনার্য্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা	২
প্রভুর গমন	৩৪	শুক্লাধর ও গদাধর পণ্ডিতের প্রেম- প্রাপ্তি এবং মেঘনিবারণ	৫
বরদর্শনে নাগরীগণের আনন্দ	৩৬	সকল ভক্তদিগকে প্রেমদান	৭
শ্রীআচার এবং কন্ঠাদান	৩৭	প্রেমমগ্ন গৌরাঙ্গ বর্ণন	৮
শ্রীলক্ষ্মীপ্রদায় সহিত প্রভুর গৃহে আগমন	৪০	আশ্রয়কু অর্জুন	১০
শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে নাগরীদিগের ভাবান্তর	৪০	মুকুন্দাদির আধ্যাত্মচর্চা নিবারণ	১০
কোন এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক গঙ্গার কাহিনী কীর্তন	৪১	শ্রীমহাপ্রভু ও অদ্বৈত সমাগম	১২
প্রভুর পূর্বদেশে গমন	৪৩	মুরারির শ্রীরামে ঐকান্তিকী ভক্তি	১৬
সর্পদংশনে শ্রীলক্ষ্মীপ্রদায় দেহত্যাগ	৪৫	শ্রীনিত্যানন্দের আগমন	১৭
শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহের উদ্বোধন	৪৭	প্রভুর ষড়্ভুজমূর্ত্তি ধারণ	২০
প্রভুর বরসজ্জা	৫০	শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নবদ্বীপে আগমন, শ্রীনিত্যানন্দের কৌপীনপ্রসাদ বিত- রণ এবং প্রভুর হঠাৎ অদর্শন	২২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা
প্রভুর বস্ত্রহর-লীলা এবং শ্রীনিত্য- নন্দের পাদোদক গ্রহণাদি	২৪
শ্রীজগাই মাধাই উদ্ধার এবং সপুত্র বনমালী ঋচার্যের প্রেমপ্রাপ্তি	৩০
প্রভুর শিবগায়নের স্বন্ধে আরোহণ এবং শ্রীবাসের শিবস্তুতি	৩২
প্রভুর গঙ্গাজলে স্নান প্রদান	৩৩
নিজজন সহ প্রভুর হাড়িক রূপ- ধারণ এবং দেবগৃহ মার্জনা	৩৪
কুষ্ঠব্যাদিযুক্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্রাহ্মণ- উদ্ধার	৩৬
প্রভুব প্রতি ব্রহ্মশাপ	৩৭
ব্রহ্মশাপ শ্রবণে শ্রীশচীদেবীর বিলাপ এবং প্রভুকর্তৃক সান্ত্বনা	৩৮
প্রভুর বলদেব-আবেশ	৩৯
প্রভু বলদেবরূপে নৃত্য	৪০
কলিয়ুগে কীর্তনের প্রাপ্যতা	৪১
চন্দ্রশেখর গৃহে শ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয়	৪২
অ ভাষ্য হলে জ্যোতির্শাস্ত্র দর্শন	৪৫
শ্রীমহাপ্রভুর স্বপ্নে সন্ন্যাস-মন্ত্র শ্রবণ এবং মুরারি রুত তাহার ব্যাখ্যা	৪৭
শ্রীনবদ্বীপে কেশবভারতীর আগমন এবং প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কল্পনা	৪৭
তৎশ্রবণে ভক্তগণের বিলাপ	৪৮
শ্রীশচীমাতার বিলাপ	৫১
প্রভুকর্তৃক শচীদেবীর প্রবোধ	৫৩
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার বিলাপ এবং প্রভু কর্তৃক প্রবোধ	৫৫

বিষয় !	পৃষ্ঠা
মুরারি প্রভৃতি নিজজন প্রতি প্রভুর উপদেশ	৫৭
প্রিয়াজীর সহিত প্রভুর প্রেমবিলাস	৫৮
প্রভুর কাটোয়ায় গমন	৬০
ভারতী গোস্বামীর নিকটে অস্থায় এবং মস্তক-মুণ্ডনা	৬২
প্রভুর দণ্ডধারণ, রাঢ়দেশে ভ্রমণ এবং শ্রীচন্দ্রশেখরের নবদ্বীপে আগমন	৬৭
ভক্তগণের গৌরনাম জপে প্রভুর গতি ভঙ্গ	৬৯
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমন	৬৯
শ্রীমহাপ্রভুর ও নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের শ্রীশান্তিপুর্বে আগমন	৭০
প্রভু কর্তৃক শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রেম- বন্ধন এবং শ্রীপুরুষোত্তমের গমন	৭৪
প্রভু কর্তৃক ঘটপাল-উদ্ধার	৭৫
দণ্ডভঙ্গ-লীলা	৭৬
প্রভুর রেমুণা, বৈতরণী, বিরজা, নাভিগয়া, একাম্বকাননা দর্শন	৭৭
শ্রীবি-নির্মাল্য ভোজন সিদ্ধান্ত	৮০
শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরধ্বজে গোপালমূর্তি দর্শন, পুরুষোত্তমধামে গমন, সার্ক- ভৌম-দক্ষিণ, সার্কভোমের বড়- ভুক্তমূর্তি-দর্শন প্রভৃতি	৮১
মধ্যখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত ।	
শেষখণ্ড ।	
প্রভুর দক্ষিণগমন, জিরড় নুসিংহের ইতিবৃত্ত এবং রামানন্দ-সমাগম	৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চবটী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ প্রভৃতি দর্শন এবং ত্রিমল্ল ভট্ট ও পরমানন্দ- পুরীর সহিত মিলনাদি	২২	শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোড়ে আগমন, পথিমধ্যে প্রভুর ঘোলপান-লীলা, জননৌ-জন্মভূমি দর্শন এবং নীলা- চলে আগমন	১০৮
সপ্ততাল-মোচন, সেতুবন্ধ-দর্শন এবং পুনর্ব্বার প্রভুর নীলাচলে আগমন	২৩	রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুর মিলন	১১১
মুংহানন্দের জাজালবন্ধন	২৪	দ্রাবিড়ী দরিদ্র-ব্রাহ্মণের ব্যবরণ এবং বিভীষণ-সমাগম	১১৩
প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমন, কৃষ্ণদাস সহ মিলন, শ্রীবৃন্দাবনের নীলাস্থান দর্শন		শ্রীমহাপ্রভুর নির্য্যাণ	১১৬
এবং তদ্বিবরণ শ্রবণাদি	২৫	গ্রন্থকারের পরিচয় ও গ্রন্থসমাপ্তি	১১৭
		শেষখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত ।	

পরিশিষ্ট—শ্লোকের অনুবাদ, লোচনের ‘ধামালী’ ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থের সূচীপত্র সম্পূর্ণ ।

ভূমিকা ।

‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’-গ্রন্থকর্তা ঠাকুর লোচন-দাস । ইনি ত্রিঙ্গলাচন, সুলোচন এবং লোচনানন্দ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন । কিন্তু আমরা ইহাকে লোচন-দাস বলিয়াই আখ্যাত করিলাম ।

লোচনের বাসস্থান ইষ্ট ঈশ্বরী রেল ওয়ের গুহুরা ষ্টেশনেব পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী কুহুব নদীর তীরে কো গ্রাম । ঐ গ্রামে প্রতি বর্ষে উত্তবায়ণ সংক্রান্তিতে তাঁহার স্মরণার্থে একটি মেলা হইয়া থাকে । লোচন বৈষ্ণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে নিজের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম কমলাকরদাস, মাতার নাম সদানন্দী, মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত এবং মাতামহীর নাম অভয়াদাসী । যথা (শেষখণ্ড ১১৯ পৃষ্ঠা) :—

“বৈষ্ণুকুলে জন্ম মোর কো-গ্রাম নিবাস ॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম ।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-কাম ॥
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মবাতা ।
যাহার প্রসাদে কহি গৌরগুণগাথা ॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে একগ্রামে ।
খন্ড মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে ॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত ।
নানাতীর্থ-পুত তেঁহ তপস্তায় তৃপ্ত ॥

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র ।

সহোদর নাহি, নাহি মাতামহের পুত্র ॥”

লোচন বাল্যকালে ভালরূপে লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই । “মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র” এই পঞ্চাংশই তাহার একমাত্র প্রমাণ । তিনি আরও লিখিয়াছেন—

“যথা তথা যাই সে ছল্লিল করে মোরে ।

ছল্লিল লাগিয়া কেহ পড়াইতে নাহে ॥”

পুরুষোত্তম গুপ্তের একটা মাত্র কন্তা, আর কোন সন্তানাদি ছিল না । সুতরাং লোচনের প্রতি তাঁহার স্নেহ অতিশয় গাঢ় হইয়াছিল । লোকপরম্পরা শুনা যায় যে, লোচনের হাতের লেখাগুলি অতি-শয় কদম্বা ছিল, তিনি চিরকালই উঠান জোড়া ‘ক’ লিখিতেন ।

প্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল গায়ক কঁাকরা-নিবাসী ৬প্রাণবল্লভ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটিতে লোচনদাস ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত যে পুঁথি আছে তাহার লেখা দেখিলে তিনি যে উঠান জোড়া ‘ক’ লিখিতেন তাহা বেশ জানা যায় । লোচন দৈন্তপূর্বক লিখিয়াছেন তিনি লেখাপড়া শিখেন নাই । কিন্তু যিনি ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনি যে লেখাপড়া জানিতেন না, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ?

বিশেষতঃ তার রামানন্দের ‘অগ্রাধবল্লভ’ করিলেন । তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ নামক সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের সরস ও সুললিত গীতিচ্ছন্দে অনুবাদ করিয়া তিনি বৈষ্ণবমণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়াছেন । সুতরাং তিনি যে সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য । শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের সূত্রখণ্ডে (৩ পৃষ্ঠা) লোচনদাস লিখিয়াছেন :—

“মুরারিগুপ্ত বেজা বৈসে নববীপে ।
নিরন্তর থাকে গোরানন্দের সমীপে ॥
তাঁহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে ।
হস্তমান বলি যশ খ্যাতি পৃথিবীতে ॥
সমুদ্র লভিয়া যেবা লঙ্কাপুরী দহে ।
সীতার বান্ধা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে ॥
বিশাল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে অসীয়ায় ।
সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায় ॥
সর্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ ।
গোরপদারবিন্দে ভকতপ্রবীণ ॥
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল ।
আত্মোপাস্ত যত যত প্রেম প্রচারিল ॥
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে ।
আত্মোপাস্ত যত কথা কহিল প্রকারে ॥
শ্লোকছন্দে হৈল পুথি গোরান্দ্রচিত ।
দামোদর-সংবাদ মুরারি মুখোদিত ॥
শুনিয়া আমার মনে বাটিল পীরিত ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহৌ গোরান্দ্রচিত ॥”

ইহার স্থূল কথা এই যে, লোচনদাস মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত (কড়চা) সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দেখিয়া সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ পাঁচালি ছন্দে প্রকাশ

হইলে কখনই এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন না ।

আরো তিনি সূত্রখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের —“নাগ্ন বর্ণাজয়ো যুগ্ম”, “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবা-কৃষ্ণং”, “কশ্মিনকালে চ ভগবান্” প্রভৃতি দশম ও একাদশ স্কন্ধের শ্লোকগুলির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

আমোদপুর কাকুটে গ্রামে অতি অল্প বয়সে লোচনের বিবাহ হয় । তিনি সদা-নন্দময়, অতি মধুর চরিত্র, বিশেষতঃ কবি এবং সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন । পিতৃভবন ও মাতুলালয় একগ্রামে ছিল বলিয়া সেই গ্রামের সকলের সহিতই তিনি কোন না কোন সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন । মাতামহের একমাত্র দৌহিত্র এবং পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া তাঁহার বিবাহেও বেশ একটু ধুমধাম হইয়াছিল ।

শ্রীখণ্ডের আর একটা নাম বৈষ্ণবগুণ, তাহার কারণ এখানে অনেক বৈষ্ণব বাসস্থান । সুতরাং শ্রীখণ্ডই বৈষ্ণবদিগের সঙ্গিত লোচনের আত্মীয়তা থাকি অসম্ভব নহে । তিনি এই সূত্রেই হটক বা গল্প কোনরূপে হটক খণ্ডবাগী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন । নরহরি ঠাকুর শ্রীগোরানন্দের মর্শ্বিতক । তিনি নাগরীভাবে গোরভজন করিতেন । সুতরাং তিনি লোচনকে সেই ভাবেই

উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। লোচন সরকার ঠাকুরের নিকট উপদেশ গ্রহণ পূর্বক গৌররসে মাতোয়ারা হইয়া সংসার-কার্য এককালে বিস্মৃত হইলেন।

এ দিকে তাঁহার জ্ঞী যুবতী হইয়া উঠিয়াছেন। বিবাহের পরে লোচন আর খুশুরালয়ে যান নাই, সুতরাং তত্রস্থ সকলে লোচনের জন্ম মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অমুসন্মানে জানিলেন, লোচন শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের উপদেশে গৌররসে মাতোয়ারা হইয়া সংসার রূপে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। এজন্ত তাঁহার সরকার ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া নরহরি লোচনকে খুশুরবাড়ী যাইতে আদেশ করিলেন। লোচন অশ্রুপূর্ণ লোচনে গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—“ঠাকুর, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।” নরহরি লোচনকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্বক একটু হাসিয়া বলিলেন,—“লোচন, তুমি নির্ভয়ে গমন কর, শ্রীভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।”

লোচন একাকী আমোদপুর কাকুটে গ্রামে গমন করিলেন। বিবাহের পরে বহুকাল খুশুরবাড়ী যান নাই, সুতরাং গ্রামের কোন্ স্থানে খুশুরের গৃহ তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। লোচন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খুশুরবাড়ীর কথা কাণে জিজ্ঞাসা করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এই সময়ে দেখিলেন একটা নবীন

যুবতী কলসী কক্ষে সেখানে পাড়াইয়া আছেন। তিনি তাহাকে মাতৃ সন্বেদন করিয়া নিজের খুশুরবাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই যুবতী অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক বলিলেন,—“ঐ আমাদের বাড়ী।”

এই নবযুবতীটা অল্প কেহ নহেন, ইনি লোচনের পত্নী। লোচন খুশুরালয়ে পৌছিয়া এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন যে ঠাকুর নরহরির আশীর্বাদ সফল হইয়াছে। তিনি শ্রীভগবানের কৃপা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। লোচন এখনও গৌরভাবিনী। তিনি যে পুরুষ সে অভিমান তাঁহার বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি স্বীয় জ্ঞীকে মাতৃ-সন্বেদন করিয়া হুঃখিত হইলেন না, বরং অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়া বারংবার শ্রীমন্নরহরির শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

লোচন তাঁহার জ্ঞীকে বলিলেন যে, তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, সংসারধর্ম করিতে ইচ্ছা নাই। জ্ঞী কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন লোচন নরহরির শক্তিতে শক্তিমান হইয়াছেন। তিনি স্বীয় পত্নীপ্রতি সেই শক্তি সঞ্চার করিলেন। ইহাতে তাঁহার যুবতী স্বীয় মনও নির্মল হইয়া গেল। লোচন ডার্ম্যাাকে সন্বেদন করিয়া বলিলেন “তোমাকে আমি কখনও বিস্মৃত হইব না, তুমি নিয়ত আমার হৃদয়কন্ডরে বাস

করিবে । আবার ইচ্ছা করিলে কখন কখন
ভূমি আমার সঙ্গলাভও করিতে পারিবে ।
তখন আমরা দুইজনে একত্র শ্রীগোরাঙ্গের
শুণগান করিয়া অপ্রাকৃত সুখ লাভ
করিব ।”

লোচন শৃঙ্গুরালয় হইতে শ্রীখণ্ডে
আসিয়া শ্রীনরহরির চরণপ্রান্তে সমস্ত বৃত্তান্ত
নিবেদন করিলেন । নরহরিও সকল কথা
শুনিয়া আনন্দে লোচনকে আলিঙ্গন প্রদান
করিলেন ।

নরহরি ঠাকুরের উপাসনার টাইটী
স্থান ছিল । একটি শ্রীখণ্ডস্থিত তাঁহার
নিজ বাটীতে, অষ্টটি বডডাঙ্গার জঙ্গলে ।
বডডাঙ্গা শ্রীখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে
অর্দ্ধকোশ ব্যবধানে অবস্থিত । বড-
ডাঙ্গার ঠাকুরঘর ও আঙ্গিনার মার্জ্জনাদি
কার্য্যে লোচন নিযুক্ত ছিলেন । নর-
হরির জীবনের সাধ ছিল যে শ্রীগোরাঙ্গ-
লীলা বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করেন, তাহ
তাঁহার পদেই ব্যক্ত করিতেছে—

যথা পদ ।

“গোরলীলা দরশনে, বাঞ্ছা কত হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি ।”

অতঃপর ।

“কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে কেহ লীলা ।

নরহরি পাবে সুখ, সুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ॥”

নরহরির এ সাধ বাঙ্গদেব বোষ কতক

পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন, যথা বাঙ্গ-
দেবের পদ :—

“শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে ।
পদ্ম প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈলু মনে ॥
সরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা ।

ব্রজে মধুমতী যে শৃঙ্গের নাহি সীমা ॥”

এই সময়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের
শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও
তাহাতে নরহরির আশা মিটে নাই । যেহেতু
তাহাতে নাগরীভাবে গোরাঙ্গ-ভজনের
কথা বর্ণিত হয় নাই । সুতরাং লোচন
দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিবেন এই প্রবল
বাসনা তাঁহার মনে উদ্ভিত হয় । লোচনও
এই সময়ে বডডাঙ্গা থাকিয়া বটপত্রের
উপর খাটার কাটি দিয়া পদ লিখিতে
আরম্ভ করেন । নরহরি ঐ সকল পদ পাঠ
করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন । তখন তিনি
বুঝিলেন লোচন দ্বারা তাঁহার চিরকালের
আশা পূর্ণ হইবে ।

ঠাকুর নরহরির আদেশ ক্রমে লোচন
স্বীয় বাসস্থান কো-গ্রামে গিয়া শ্রীচৈতন্য-
মঙ্গল গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন । নরহরি
তাঁহার শিষ্যকে নিজের কাছে শ্রীখণ্ডে
অথবা তাঁহার নির্জন ভজনকুঠী বড-
ডাঙ্গায় থাকিয়া গ্রন্থ লিখিতে না দিয়া
কো-গ্রামে কেন পাঠাইগেন, এই সম্বন্ধে
নান জনে নানা কথা বলিয়া থাকেন ।
কাতারও মতে নির্জন স্থানে থাকিয়া
গ্রন্থ লিখিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই
লোচনকে তাঁহার স্বীয়গ্রামে পাঠাইবার

এখান কারণ। কিন্তু বড়ভাঙ্গার জঙ্গল অপেক্ষা কো-গ্রাম যে অধিক নির্জনস্থান নহে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের মনে হয়, নরহরি নিজে নাগরী-ভাবে গোরভজন করিতেন। তিনি জানিতেন যে, অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের সঙ্গ ব্যতীত মধুর রসের পুষ্টিসাধন হয় না। অবশ্য লোচনকে নিজের কাছে রাখিয়া গ্রন্থ লেখাইতে পারিলে সম্ভবতঃ সুবিধা হইত। কিন্তু একে ত সরকার ঠাকুর প্রায় সর্বদাই ভজন সাধনে নিমগ্ন থাকিতেন, তাহারপর তিনি অবশ্য জানিতেন লেখককে স্বাধীন ভাবে রচনা করিতে না দিলে ভাব ও ভাষা প্রস্ফুটিত হয় না। বিশেষতঃ নরহরি বুঝিয়াছিলেন লোচনের সহধর্মিণী প্রকৃতই তদগতপ্রাণা হইয়াছেন, এবং লোচনেরও এরূপ পত্নীর প্রতি আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক। কাজেই তাঁহার স্ত্রীর জায় মর্দ্বী সঙ্গিনীর প্রভাবে লোচনের রচনা যে সরস ও মর্ম্মস্পর্শী হইবে তাহা বুঝিয়াই সরকার ঠাকুর তাঁহার প্রিয় শিষ্যের অভাবজনিত ক্রেশ স্বীকার করিয়াও লোচনকে তাঁহার স্বায় বাসস্থান কো-গ্রামে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

শুনা যায় লোচন তাঁহার বাড়ীর নিকট একটা কুলতলায় একখানি পাথরের উপরে বসিয়া তেড়েটের পাতায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণ ও বন্দনা

শেষ করিয়া লোচন গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রথমেই আপন স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত দটা রচনা করিলেন :—

“আমার প্রাণ ভাষা

নিবেদৌ নিবেদৌ নিজ কথা।

আশীর্বাদ মাগৌ। যত যত মহাভাগ

তবে গাব গোরগুণ গাঁথা ॥”

তাঁহাদের উভয়ে কিকণ গাঢ় প্রীতি ছিল তাহা এই পদটিতেই প্রকাশ। লোচন স্ত্রীকে এত ভাল বাসিতেন যে তাঁহার অনুমতি লইয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। লোচন প্রাণের ভাষাকে সঙ্গিনীকণ্ঠে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ এইরূপ প্রাণস্পর্শী ভাব ও ভাষায় রচনা করিতে পারিয়াছিলেন এবং ভক্তমণ্ডলীর নিকট ইহা অস্বাভাবিক ও অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া আসিতেছে।

এই গ্রন্থ বিষয়ে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা এখানে বিবৃত করিতেছি। লোচন গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া নরহরিকে ইহা দেখিতে দেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া নরহরি দেখিলেন যে ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দের নামগন্ধও নাই (১)। লোচন নরহরি-চরণে বৈরাগ্য আত্ম-সমর্পণ

(১) এই কিংবদন্তী কতদূর সত্য বলা যায় না। আমাদের সংগৃহীত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সূত্র-খণ্ডের শেষভাগে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা স্তব-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—সূত্রখণ্ড—১০ পৃষ্ঠা।

করিয়াছিলেন, শ্রীহৃদ্যাবন দাসও সেইরূপ
 শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া
 ছিলেন। হৃদ্যাবন দাসের মনে এইরূপ
 বিশ্বাস জন্মে যে নরহরি ঠাকুর শ্রীনিত্যা-
 নন্দ প্রভুকে যথেষ্ট সম্মান করেন না। এই
 নিমিত্ত তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার “চৈতন্য
 ভাগবতে” নরহরির নাম উল্লেখ করেন নাই।
 কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গলীলায় শ্রীগদাধরকে বাদ
 দিলে যেকণ অঙ্গ ভঙ্গ হয়, সেইরূপ নর-
 হরিকে বাদ দিলেও লীলা অসম্পূর্ণ থাকে।
 তাই নরহরির নাম একেবারে বাদ না
 দিয়া তিনি যে শ্রীপ্রভুর চামর ঢুলাইতেন
 তাহা এই ভাবে উল্লেখ করিয়া হৃদ্যাবন
 দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন :—

“কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়।”

আরও একটি কিংবদন্তী আছে যে,
 যখন নরহরি “চৈতন্যভাগবত” গ্রন্থ
 দর্শন করিবার জন্ত হৃদ্যাবনদাস ঠাকুরের
 ঘাটে গমন করেন তখন তাঁহার পাছকা

— “সব অবতারে যেই খেলার সংহতি ।

বলবান জনম লভিলা এই ক্ষিতি ।

ব্রাহ্মণের কুলে বৃগধর্ম অমুকপ ।

নিত্যানন্দকন্দ নাম সহস্রধকপ ।

এক অংশে বাহার সহস্রকণা ধবে ।

এক কণে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবাবে ।

পদ্মাবতী উদরে জনম বলরাম ।

গিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম ।

মা বাপে খুইল নাম কৃষ্ণের পণ্ডিত ।

সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সূচরিত ।

শুভ্রা ব্রোহদলী শুভবোগ মাঘ মাসে ।

পৃথিবী জনম লৈলা পরম হরিষে ॥”

একজন বৈষ্ণবশিষ্য বহন করিয়া লইয়া
 গিয়াছেন দেখিয়া হৃদ্যাবন দাসঠাকুর
 বিরক্ত হন, এবং তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া
 গ্রন্থ দেখিতে দেন না।

লোচন এই সকল কারণে হৃদ্যাবন
 দাসের উপর বিরক্ত ছিলেন ; এবং হৃদ্য-
 বনদাস নরহরিকে যে ছুঁথ দিয়াছেন
 তাহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্তই তিনি
 হৃদ্যাবনদাসের ঠাকুর নিত্যানন্দকে
 “চৈতন্যমঙ্গলে” স্থান দিলেন না।

ইহাতে নরহরি বিরক্ত হইয়া লোচনকে
 অনেক ভৎসন করিলেন এবং বলিলেন,—
 “যখন তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে উপেক্ষা
 করিয়াছ তখন আমাকেও উপেক্ষা
 করিয়াছ।” লোচন ইহা শ্রবণ করিয়া
 আপনাকে অপরাধী মনে করিলেন, এবং
 বড় ভাস্কর জঙ্গলে প্রবেশপূর্বক অনাহারে
 পড়িয়া থাকিলেন।

সরকার ঠাকুরের একটি নিয়ম ছিল
 তিনি ও তাঁহার কএক জন শিষ্য প্রতিদিন
 ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। ভিক্ষা দ্বারা
 যে চাউল অর্জন হইত তাহাতে শ্রীগোরা-
 ঙ্গের ভোগ দিয়া ঐ প্রসাদান্ন আগন্তুক
 বৈষ্ণবদিগকে গ্রহণ করাইতেন এবং নরহরি
 সকলের শেষে প্রসাদ পাইতেন। যে পর্য্যন্ত
 কোন বৈষ্ণব অনাহারে থাকিতেন সে
 পর্য্যন্ত তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না।

যে দিন নরহরি লোচনকে ভিরঙ্কার
 করেন সেদিনও তিনি পূর্ব নিয়মামুসারে
 সমস্ত অভ্যাগত বৈষ্ণবগণকে ভোজন

করাইয়া সন্ধ্যার পরে নিজে প্রসাৎ গ্রহণ করেন। আহাৰাস্তে নরহরি হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যেন শ্রীগৌরাজ তাঁহাকে বলিতেছেন,—“নরহরি, আজি তুমি কি করিলে? বৈষ্ণব উপবাসী থাকিতে আহাৰ করিলে?” নরহরি চমকিয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণবই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও স্থিতির হইতে না পারিয়া বড়ভাজার অঙ্গলে তল্লাস আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে দেখেন যে এক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় একটা নিভৃত স্থানে পড়িয়া আছেন। নিকটে যাইয়া লোচনকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দর্শন করিয়া নরহরির হৃদয় বিগলিত হইল। তখন তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণপূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং পরে গৃহে আনিয়া সুস্থ করিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনাঃ পরই নিম্নের চরণ দুটা রচনা করিয়া লোচন তাঁহার শ্রীগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন :—

“অভিন্ন চৈতন্ত সে ঠাকুর অবধূত।

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দেঁ৷ রোহিণীর সূত ॥”

তখন নরহরি সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্ত-মঙ্গল গ্রন্থ প্রচারের অনুমতি প্রকাশ করিলেন। সরকার ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থ প্রচারার্থে শ্রীবৃন্দাবন দাশঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিতে তাঁহার বাটীতে গমন করেন। প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনদাস লোচনের গ্রন্থ

পাঠ করিতে মনস্ত হইলেন না। কিন্তু গ্রন্থকারের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া গ্রন্থখানি একবার উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু গ্রন্থখানি খুলিবামাত্র উপরের উদ্ধৃত দুইটা চরণ তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি নিজ প্রভুর এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণন দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং লোচনকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন,—“লোচন, তুমি আমা অপেক্ষাও শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিয়াছ। কারণ আমি তাঁহাকে শ্রীগৌর হইতে পৃথক বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া গৌর-নিতাই অভিন্ন-কলেবর বলিয়া বর্ণন করিয়াছ। অতএব তোমার গ্রন্থের নামই ‘শ্রীচৈতন্ত-মঙ্গল’ হওয়া উচিত, আর আমার গ্রন্থ ‘শ্রীচৈতন্তভাগবত’ নামে অভিহিত হউক।”

যখন এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখন বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে বিস্তীর্ণরূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ইহার সৌরভ শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীগোস্থামিপাদদিগের নিকট পর্য্যন্তও পৌঁছিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত শ্রীবৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে “শ্রীচৈতন্তমঙ্গল” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই অবধি লোচনের নিকট বৃন্দাবনের কৃতজ্ঞতার আর সীমা রহিল না, কারণ লোচন তাঁহার সর্বস্বত্বন নিতাইচন্দকে

গৌরের অভিন্ন-কলেবর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি তখনই একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে লিখিত হইল,—বৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরাজের ‘ঐশ্বর্য-লীলা’ এবং লোচনদাস প্রভুর ‘মাধুর্য্যলীলা’ বর্ণন করিয়াছেন, অতএব শ্রীবৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ ও লোচনের গ্রন্থের নাম ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থাপত্র সমস্ত বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনের এই অদ্ভুত উদারতা দেখিয়া বৈষ্ণব-জগৎ একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন।

কথা এই, উভয় গ্রন্থই ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ বলিয়া প্রচারিত হইল। ইহাতে গওগোল সজ্জাবনা বোধ করিয়া উভয় গ্রন্থকর্তা, অস্ত্রান্ত বৈষ্ণব মহোদয়গণের পরামর্শ লইয়া, একখানি গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করা সাব্যস্ত করিলেন। কোন বৈষ্ণব বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুর শ্রীযাম্যদেবের অবতার, অতএব তাহার গ্রন্থ ‘শ্রীভাগবত’ বলিয়া অভিহিত হওয়া কর্তব্য। শ্রীবৃন্দাবনদাস কৃতার্থ হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন।

এখন রসিকশেখর শ্রীগৌরাজের খেলা দেখুন। যখন নরহরি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল দেখিবার জন্ত তাহার বাটিতে গমন করেন, তখন তিনি যদি ঐ গ্রন্থ নরহরিকে দেখাইতেন, তাহা হইলে হয়ত নরহরি সন্তুষ্ট হইতেন, এবং লোচনকে গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করি-

তেন না। কিন্তু বৃন্দাবনদাস নরহরির প্রতি কটাক্ষ করিলেন, এবং তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া লোচন দ্বারা আর একখানি পুস্তক লেখাইলেন। যেই ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হইল, অমনি বৃন্দাবন ও নরহরিতে শ্রীতি সংস্থাপন হইল। মহাপ্রভুর এই ভঙ্গিতে জগতের জীব ‘চৈতন্যমঙ্গলরূপ’ মহানিধি পাইলেন।

এই সময়ে লোচনের গ্রন্থপাঠ করিয়া বৃন্দাবনের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। লোচনের গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, প্রভু সন্ন্যাসের পূর্বে রাজিতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ভূবন-মোহিনী রূপে সাজাইয়া এবং তাহাকে শেষ আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনদাস এই ঘটনা অবগত ছিলেন না, সুতরাং শ্রীচৈতন্যভাগবতে উহার উল্লেখ নাই। লোচনের এই বর্ণনা দেখিয়া বৃন্দাবন সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাহার মাতা নারায়ণী দেবীর নিকটে জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে নারায়ণী বলেন যে, লোচনের একটি কথাও অত্যাশ্চর্য্য নহে, কারণ ঐ রাজিতে তিনি প্রভুর বাটিতে ছিলেন।

যখন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয় তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই ধরাধামে ছিলেন। গ্রন্থ প্রচারে দেবীর অনুমতি নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিকটে এই গ্রন্থ প্রেরিত হইল। গ্রন্থের সঙ্গে লোচন একখানি পত্রও শ্রীমতীকে প্রদান করিলেন। পক্ষে

অস্ত্রাঙ্গ কথার মধ্যে এইরূপ লিখিত ছিল,
—“মা, গ্রহে আপনার সম্বন্ধে কতক কতক
বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু একটি বিষয় অতি
গুহ্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি নাই,
সেজন্য আমি অত্যন্ত মনোবৈদনা পাই-
য়াছি। বিবাহ করিয়া প্রভু যখন আপনাকে
বাগর ঘরে লইয়া যান, তখন আপনার
পায়ের অঙ্গুলীতে উছোট লাগিয়াছিল,
এবং অল্প রক্তপাতও হয়। এইজন্য
আপনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন দেখিয়া
প্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ ঘারাকতস্থান টিপিয়া ধরি-
লেন। ইহাতে আপনার সমস্ত দুঃখ তখনই
দূরীভূত হইল। কিন্তু শুভবিবাহের রাত্রে
এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় আপনি
মনঃক্লেশে স্পন্দহীন হইয়া পড়িলেন। প্রভু
তখন আপনাকে অস্ত্র দান করিয়া এবং
আনন্দ-সাগরে ভাসাইতে ভাসাইতে বাসর-
ঘরে লইয়া গেলেন।”

এই ঘটনাটী কেবল মাত্র শ্রীপ্রভু ও
শ্রীপ্রিয়াজী জানিতেন, ভগতে আর কারও
জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। লোচনের
পত্র পাঠে শ্রীমতী স্তম্ভিতা হইলেন। তিনি
বলিয়া পাঠাইলেন যে, যখন এই গুহ্য
ঘটনা লোচন জানিতে পারিয়াছেন, তখন
প্রভু কর্তৃক আবিষ্ট হইয়াই যে তিনি এই
গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।
এইরূপে শ্রীমতীর সম্মতি পাইয়া
লোচনের গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে মহাপ্রমাণের
গৃহীত হইল।

লোচনদাস স্বভাব কবি এবং অত্যন্ত

হাস্যরস-প্রিয় ছিলেন। তাহার একটা
হাস্য রসাত্মক কবিতার নমুনা পাঠকগণের
পাঠের নিমিত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরাধিকা একদিন কৃষ্ণ-সন্তোষ-চিহ্ন
গোপন করিতে গিয়া শাণ্ডীর নিকট ছিল
প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোচনদাস তাহা
এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

যথা গীত।

“সাঁঝা দিলাম, শলুতে দিলাম,
গোআলে দিলাম রাত।
তোমার ঘরের, চোরা বাছুর,
বুকে মারুলো লাখি ॥
বুক বুক, বলো আমি,
শড়্‌ল্যাম কিতিলে।
এমন কেহ, লিখিত নাই যে,
হাথে ধরি তোলে ॥
লোচন বলে, ভালো দিদি,
আমি তখন কোথা।
শাণ্ডী ফুলাইতে তুমি এত জান কথা ॥”
ঠাকুর লোচনদাস গৌর-রসেরও
অনেক পদ রচনা করেন। সে সকল পদ
নাগরী-ভাষে গৌরভজনের উপযোগী। এই
পদগুলি “লোচনের ধামালী” বলিয়া খ্যাতি
লাভ করে। এই “ধামালী”গুলি পরিশিষ্টে
দেওয়া হইল। তাহার একটা পদ এই :—
“তুন তুন সই, আর কিছু কই,
গৌরাজ মাছুষ নয়।
ভুবন মাঝারে, শচীর কুমারে,
উপমা কিসে বা হয় ॥

ছাডিতে না পারি, যে অবধি হেরি,
গোরাঙ্গ বনন-চান্দ।

সে কপলায়রে, নয়ন ডুবিল,
লাগিল পীরিত্তি কান্দ ॥

ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই,
কনক-কেশর গোরা।

কুলেব বিচার, ধরম আচার,
সকলি করিল ছাড়া ॥

থাকি গুরু মাঝে, হেরিগো নয়নে,
বদান পড়িছে মনে।

নিবারিতে চাই, নহে নিবারণ,
বিকল করিল প্রাণে ॥

গোবাক্স চান্দে, নিছনি লইয়া,
সকলি ছাড়িয়া দিব।

লোচনের মনে, হয় রাত্রি দিনে,
হিয়ার মাঝাবে থোব ॥”

আর একটা পদ এই :—

“হৃদয় বাটীতে গোরা বসিল বতনে।

হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়ে গেল মনে ॥

উঠিল গোরাঙ্গ চেউ মমর না করে।

লোরেতে ভিজিল, বাঁটা গেল ছারে খারে ॥

চাঁদ নাচে সূর্য নাচে আব নাচে তারা।

পাতালে বাজুক নাচে বলে গোরা গোরা ॥

লোচন বলে এ গোরাঙ্গ কোথা বা আছিল।

কত কুণবতীর মন কোঁছোড়ে গুঁজিল ॥

পূর্বে বসিরাছি যে লোচনদাস
শ্রীগোরাঙ্গের মাধুকীলা বর্ণন করিয়া-

ছেন। প্রেম ও ভক্তি সাধনে শ্রীভগ-
বানকে পাওয়া যায়। প্রেম ও ভক্তি যে

পৃথক বস্তু তাহা ‘শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত’
গ্রন্থকার পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রভু জীবকে
প্রথমে ভক্তি শিক্ষা দিয়া পরে প্রেম শিক্ষা

দিতে লাগিলেন। সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবনদাস
শ্রীগোরাঙ্গকে মহাপ্রভু, ঠাকুর, বাগী ইত্যাদি

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীলোচনের
নিকট শ্রীগোরাঙ্গ—প্রভু, গোরা, গোরাচাঁদ,

কান্ত, নাগর ইত্যাদি। যেক্রপ গোবানি-
গণ জীবকে প্রেমভজন শিক্ষা দিবার

নিমিত্ত শ্রীবাধুকীলা বর্ণন করিয়াছেন,
শ্রীলোচনও সেইরূপ প্রেমভজন শিক্ষার্থে

শ্রীগোর-বিসুপ্রিয়া-নীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

লোচনদাস কৃত “চন্দ্রভাগর” নামক
আর একখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

কিন্তু ঐ গ্রন্থ খানি অনেক বৈষম্যের মতে
লোচনের নহে।

ইনি পঞ্চদশ শত শকাব্দার মধ্যভাগে
বর্তমান থাকিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিয়া-

ছিলেন ইহাট সর্ববাদিসম্মত।

শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ।

শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল ।

সূত্রখণ্ড ।

—*—

ভক্তিপ্রেমমহার্ঘরত্ননিকরত্যাগেন সম্ভোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিষ্কৃতিবিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হৃদ্যারবজ্রাকুরৈঃ
শ্রীমন্ত্যাসিশিরোমণির্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ ॥১॥
নিগমকল্পতরোগলিতঃ ফলং শুকমুখাদমৃতত্ৰবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুছরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥২॥

পঠমঙ্গরী রাগ ।

অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণীনাথে,

নমো নমো বন্দেঁ, দেব গণেশ্বর,

অদ্বুত অপরূপ কথা ॥

বিস্ববিনাশ মহাশয় ।

কাকু করৌ দেবগণে, আর যত গুরুজনে,

একদন্ত মহাকায়, সৰ্ব্বকার্যে সহায়,

বিস্ব কেহো না করিহ ইথি ।

জয় জয় পার্শ্বতী-তনয় ॥

না চাও সম্পদ-ঘর, যুগ্ম অতি পামর,

হরগৌরী বন্দেঁ মাথে, জুড়িয়া যুগলহাতে,

নির্ঝিয়ে সম্পূর্ণ হউ পুথি ॥

চরণে পড়িয়া করৌ সেবা ।

ত্রিজগতে এক কৰ্ত্তা, বিষ্ণুভক্তি-ঘর-দাতা,

বিষ্ণুভক্ত বন্দেঁ আগে, আর যত মহাতাগে,

সবে মাত্র এই দেবী দেবা ॥

যার গুণে পৃথিবী পবিজ ।

সরস্বতী বন্দেঁ মূণ্ডে, কেলি কর মোর তুণ্ডে,

সৰ্বজীবে এক দয়া, বিশেষ আরতি পাঞা,

কহৌ গৌরহরি-গুণপাথা ।

ত্রিভুবনে মঙ্গল-চরিত্র ॥

মুখি অতি অভাঞ্জন, না বুঝোঁ ডাহিন-বাম,
 আকাশ ধরিতে চাউ বাহে* ।
 অন্ধে দিব্যরস বাছে, পর্বত না দেখোঁ কাছে,
 না জানি কি পরিণামে হয়ে ॥
 সবে একভরসা আছে, প্রভু কাহো নাহি বাছে,
 গুণ পায় উত্তম অধম ।
 সর্বজীবে এক দয়া, সতে পায় পদ-ছায়া,
 অধিকারী নাহিক নিয়ম ॥
 যে পুন বৈষ্ণবজন, তার কথা কহি শুন,
 অকারণে দয়া সর্বলোকেক ।
 পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ,
 পর-উপকার মানে সুখে ॥
 ঠাকুর শ্রীনরহরি- দাস প্রাণ অধিকারী,
 যার পদ-প্রতিআশে আশ ।
 অথমেহ সাধ করে, গৌর-গুণ গাইবারে,
 ভরসা এ লোচন দাস ॥
 তাঁর পদ-পরসাদে, গাইব অনবসাদে,
 এই মোর ভরসা অন্তর ।
 সে দুখানি চরণ, ইষ্ট-সিদ্ধি-কাবণ,
 হৃদয়ে থুইব নিরন্তর ॥

কেদার মহারাগ ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ ।
 কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
 করুণা ভরল সব হেম-গোরা-গা ।
 বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা ॥

* বাহে—বাহ ঘারা ।

সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে ।
 ও পদ-শীতল বা লাগু কলেবরে ॥
 শরীর ছালা প্রভু করোঁ পরণাম ।
 তিলেক করুণা-দিঠে কর অবধান ॥
 অদ্বৈত-আচার্য্য-শ্লেষাশ্রি দেবশিরোমণি ।
 যার পদ-পরসাদে যন্ত এ ধরণী ॥
 বন্দিয়া গাইব সে শীতার প্রাণনাথ ।
 করুণা করহ প্রভু করোঁ জোড়হাত ॥
 অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত ।
 শ্রীনিত্যানন্দ বন্দোঁ রোহিণীক পুত ॥
 গৌর-গুণ-গরবে গর্বব মাতোয়ার ।
 বন্দিয়া গাইব শ্রীচরণ তাঁহার ॥
 মিশ্র পুরন্দর বন্দোঁ—বিশ্বস্তরের পিতা ।
 আই ঠাকুরাণী বন্দোঁ ঠাকুরের মাতা ॥
 পুণ্ডরীকবিজ্ঞানিধি বন্দিব সানন্দে ।
 যার লাগি মহাপ্রভু ফুকরিয়া কান্দে ॥
 লক্ষ্মীঠাকুবাণী বন্দোঁ বিদিত সংসারে ।
 প্রভুর বিরহসর্প দংশিল যাহারে ॥
 নবদ্বীপমহী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা ।
 যার অলঙ্কার সে প্রভুর রাজা পা ॥
 গণ্ডিতগোসাশ্রি সে বন্দিব এক মনে ।
 ঈশ্বর-মাধব-পুরীর বন্দিয়া চরণে ॥
 গোসাশ্রি গোবিন্দ বন্দোঁ আব বক্রেশ্বর ।
 গোবপদ-কমলে যে মত্তমধুকর ॥
 পুরী সে পরমানন্দ আর বিষ্ণুপুরী ।
 গদাধরদাস যে বন্দিব শিরোপরি ॥
 গুপ্ত বেজা*বন্দিব হরিষ-মনোরথে ।
 গোরাগুণ গাই যদি দয়া কর চিতে ॥

* বেজা—বৈদ্য

শ্রীবাসঠাকুর বন্দেঁ। আর হরিদাস ।
 বাসু দত্ত মুকুন্দ চরণে করৌ আশ ॥
 রায় রামানন্দ বন্দেঁ। পিরিতেঁর ঘর ।
 পণ্ডিত অন্নদানন্দ বন্দেঁ। নিরন্তর ॥
 রূপ সনাতন বন্দেঁ। পণ্ডিত দামোদর ।
 রাঘবপণ্ডিত বন্দেঁ। প্রণতি বিস্তর ॥ -
 শ্রীরাম শ্রুন্দর গৌরদাস খাদি যত ।
 নিত্যানন্দসঙ্গী বন্দেঁ। যতেক ভকত ॥
 কুলের দেবতা বন্দেঁ। শ্রীইষ্টদেবতা ।
 ইহলোকে পরলোকে সেই সে রক্ষিতা ॥
 তাঁ-বহি নাহিক কেহ তিন লোকে বন্ধু ।
 শ্রীনরহরিদাস বন্দেঁ। গোরা-প্রেমসিদ্ধ ॥
 গোলিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর ।
 ভূমে পড়ি কর জোড়ি করৌ নমস্কার ॥
 শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে ।
 অগত মোহিত যার ভাগবতগীতে ॥
 বন্দনা গাইতে ভাই হবে অমুক্ষণ ।
 ঘরের ঠাকুর বন্দেঁ। শ্রীরঘুনন্দন ॥
 সকল মহাস্ত প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন ।
 প্রভু ধারে আগে দিলা মালা চন্দন ॥
 শ্রীমুর্তিরেঁযে বা লাড়ু খাওয়াইল ।
 তাঁহারে মনুষ্য বুদ্ধি কেহ না কবিল ॥
 তাঁর পিতা বন্দিব যে শ্রীমুকুন্দ দাস ।
 চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্মল বিশ্বাস ॥
 কারো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি ।
 সত্তারে বন্দিব সঙ্গে মোর শিরোমণি ॥
 মহাস্ত বন্দিব আগে মহাস্তের জন ।
 একু ঠাঞি বন্দি গাব সত্তার চরণ ॥
 আশু পাছু বিচার না কর কেহ মনে ।
 আখর অমুরোধে গ্রস্থ, নাহি হয় ক্রমে ॥

যার-নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা ।
 শত পরণাম করৌ অপরাধ মার্জনা ॥
 পৃথিবীর ভকত বন্দেঁ। অস্তবীক্ষচারী ।
 সত্তার চরণে একে একে নমস্কার ॥
 গোরা-গুণ গাঙ মোর এই প্রতিআশ ।
 কহয়ে লোচন, প্রভু পূর মোর আশ ॥

বরাড়ী রাগ । দিশা ।

আমার প্রাণভাষা ভাষা আরে হয় ।
 নিবেদৌ নিবেদৌ নিজ কথা রে আরে
 হয় ॥ মুচ্ছা ॥ কিরে কি আরে কি ওরে
 প্রাণ হয়। আগে অশীর্বাদ মার্ণৌ,
 যত যত মহাভাগ, তবে সে গাইব গুণ-
 গাথা । আরে রে হয় ॥
 মো ছার অধমাম কি জানৌ মো তত্ত্ব ।
 গোরা-গুণ-চরিত্রের কি জানৌ মহত্ত্ব ॥
 না জানিঞা প্রলাপ করিয়া কিবা কাস্ত ।
 উত্তমজনের ঠাঁই চৈকিলে হয় লাস্ত ॥
 অধিকারী নহৌ তব করৌ পরমাদ ।
 গোরাগুণমাধুরীতে বড় লাগে সাধ ॥
 মুরারি গুণত বেজা বৈসে নবদীপে ।
 নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে ॥
 তাঁহার মহিমা কে বা পারয়ে কহিতে ।
 'হনুমান' বলি যশ খ্যাতি পৃথিবীতে ॥
 সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যে বা লঙ্কাপুরী দহে ।
 সীতার বার্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে ॥
 বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায় ।
 সেই সে মুরারি গুণ বসে নদীয়ায় ॥

সর্ব তব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ ।
 গৌর-পদারবিন্দে ভক্ত প্রবীণ ।
 অঙ্গ হৈতে বালক-চরিত্র যে বে কৈল ।
 আত্মোপাস্তে যত যত প্রেম প্রচারিল ॥
 দামোদরপণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে ।
 আত্মোপাস্ত যত কথা কহিল প্রকারে ॥
 শ্লোকছন্দে হৈল পুথি 'গৌরাকচরিত' ।
 দামোদর-সংবাদ সুবারিমুখোদিত ॥
 শুনিএা আশ্রয় মনে বাড়িল গিরিত ।
 পাঁচালি-প্রবন্ধে কহে গৌরাকচরিত ॥
 অধিকারী নহে তবু কহে এই দোষে ।
 অবজ্ঞা না কর কেহো না করিহ রোষে ॥
 অমৃত দেখিয়া কাব নাহি লাপে সাধে ।
 অজ্ঞান-বালক-ইচ্ছা আকাশের চাঁদে ॥
 গৌরাঙ্গ গাইতে ইছন মোর সাধ ।
 ইছন সময়ে মাগে বৈষ্ণব-প্রসাদ ॥
 বৈষ্ণব চরণে মুঞি কবোঁ পংগাম ।
 গৌরাঙ্গ গাও মোব এই হিয়াকাম ॥
 আমার ঠাকুর জীনরহরি দাস ।
 এই ভরসার কহে এ লোচনদাস ॥

মারহাটি রাগ । দিশা ।

করি রাম রাম মোর গৌরানন্দ নারে হএ ॥
 প্রথমে কহিব কথা অপূর্বকথন ।
 আচার্য্যগোসাঞি কৈলা গর্ভের বন্দন ॥
 পৃথিবী জনম লৈয়া ত্রিজগতনাথ ।
 সান্দ্রোপাক যত যত পারিষদ সাধ ॥
 পিতামাতা বালক লালিল যেনমতে ।
 অরপ্রাশনে নাম খুইল হরষিতে ॥

বালাচরিত্র কথা কহিব বিধান ।
 শূন্য-চরণে শুনি নুপুং-নিশান ॥
 পবন অশ্রুতি দেশ চলে আচরিতে ।
 আপন মায়েরে জ্ঞান কহিল। যেমতে ॥
 পূবনারীগণ কহে বুঝিয়া চবিত ।
 তার বোলে নাবিকেল আনিলা তুবিত
 কুকুরশাবক লঞা খেলার ঠাকুর ।
 দেখিয়া সকল লোক আনন্দপ্রচুর ॥
 বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে ।
 গুপ্ত বেজা প্রকাশ দেখিল যেন মতে ॥
 বালক সহিতে হরিসকীর্তনে নৃত্য ।
 দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত চিত্ত ॥
 যেন মতে হাথে খড়ি দিলা তার বাপ ।
 যা শুনিলে দূব যায় অমঙ্গল তাপ ॥
 তবেত কহিব কথা অপূর্বকথনে ।
 খেলে বিশ্বস্তর বিশ্বরূপ-জ্যোষ্ঠ সনে ॥
 ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দূই সহোদর ।
 কহিব তাহান কথা শুনিবে উত্তর ॥
 বিশ্বরূপ সম্মাস করিলা যেনমতে ।
 বিশ্বস্তর পিতামাতা প্রবোধে কথাতে ॥
 তবেত কহিব বিশ্বস্তরের-চরিত ।
 বালকের সঙ্গে খেলা খেলে বিপরীত ॥
 সকল বালক মেলি জাহ্নবীর কূলে ।
 বালুকায় পক্ষী পদচিহ্ন দেখি বুলে ॥
 দেখিয়া তাহার পিতা দুঃখী হৈল মন ।
 ঘরেবে আনিয়া কৈলা তর্জন গর্জন ॥
 স্বপনে তাহারে কুপা কৈল যেন মতে ।
 কহিব সকল কথা শুন একচিত্তে ॥
 কর্ণবেধ চূড়াকর্ণ অঙ্গ উপবীত ।
 কহিব সকল কথা আনন্দিত চিত ॥

বাল্যসমাধান এই যৌবনপ্রবেশ ।
 দিনে দিনে করে প্রেমা প্রকাশ বিশেষ ।
 গুরুস্থানে পড়িলেন, সত্যর্থের সনে ।
 বজ্রের কথায় পরিহাসয়ে যেমনে ॥
 মায়ে আজ্ঞা দিলা একাদশী করিবারে ।
 অনেক প্রকাশ-কথা কহিব সেকালে ॥
 হেনহি সময়ে অগস্ত্য-পরলোক ।
 কান্দয়ে যেমতে প্রভু পাঞা পিতৃশোক ॥
 তবে ত কহিব কথা অপরূপ আর ।
 বিবাহ করিলা প্রভু আনন্দ অপার ॥
 গজাদরশনে আর যে হৈল রহস্ত ।
 সাবধানে শুন কথা কহিব অবস্ত ॥
 পূর্বদেশ-গমন কহিব ভালমতে ।
 লক্ষ্মী স্বর্গ-আরোহণ কৈল যেন মতে ॥
 দেশেয়ে আসিয়া পুন বিবাহ করিলা ।
 শিষ্যে বিজ্ঞান দিয়া গয়ায় চলিলা ॥
 প্রত্যেকে কহিব কথা শুন সঙ্গজন ।
 অনেক আনন্দ পাবে না ছাড়িহ মন ॥
 দেশ আগমন-কথা কহিব বিশেষ ।
 প্রেম প্রকাশয়ে নিরন্তর রসাবেশ ॥
 মধ্যখণ্ড-কথা ভাই অনেক আনন্দ ।
 শুনিতে পুলক বাক্যে অমিয়া অখণ্ড ॥
 শুক্লসন্দর্শন-কথা প্রেমার প্রকাশ ।
 কহিবার আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস ॥
 মধ্যখণ্ড-কথা ভাই নদীয়াবিহার ।
 অমিয়ার ধারা যেন প্রেমার প্রচার ॥
 স্ততি অপরূপ কথা প্রকাশিলা প্রভু ।
 চারি যুগে শুক্ল যাগ নাহি শুনে কভু ॥
 হেন অদভূত কথা ভক্তিপরচার ।
 কহিব তা মধ্যখণ্ডে নদীয়াবিহার ॥

সকল ভকত মেলি হইলা যেনমতে ।
 প্রত্যেকে কহিব কথা যে আনি কহিতে ॥
 প্রথমে কহিব শচী পাইলা প্রেমদান ।
 পথেতে আসিতে শুনে বংশীর নিধান ॥
 প্রেমায় বিহ্বল প্রভু ভাবের আবেশে ।
 হেনকালে দৈববাণী উঠিল আকাশে ॥
 মুরারিতে কৃপা কৈলা বরাহ আবেশে ।
 ব্রহ্মা-আদি দেব দেখে আপন-আবাসে ॥
 শুক্লাধর ব্রহ্মচারী প্রেম পাইল তবে ।
 কহিব সকল কথা শুন সর্বভাবে ॥
 পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুর প্রসাদে ।
 প্রেমায় বিহ্বল হঞা দিবানিশি কান্দে ॥
 একে একে দিল সর্বজনে প্রেমদান ।
 কহিব সকল যার যেমন বিধান ॥
 ভক্তকে প্রকাশে আত্মবীজ আরোপণে ।
 যা শুনিলে সব লোকের হৃদে ঘুচে মনে ॥
 অধ্যাত্ম আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয় ।
 জ্ঞানগম্য নহে প্রভু সভারে বুঝায় ॥
 তবে ত কহিব কথা অপূর্ব কথন ।
 যেনমতে হৈলা নিত্যানন্দ দর্শন ॥
 অদ্বৈত-আচার্য নিত্যানন্দ সন্দর্শন ।
 হরিনাম প্রভুলনে মিলয়ে যেমন ॥
 যেনমতে জগাই-মাধাই নিস্তারিলা ।
 পিতা-পুত্র ব্রাহ্মণেরে যেন কৃপা কৈলা ॥
 শিবের গায়নে কৃপা কৈল যেনমতে ।
 আচাৰ্য্যিতে দেখি এক ব্রাহ্মণ-চরিতে ॥
 যেনমতে জাহ্নবীতে দিলা প্রভু ঝাঁপ ।
 যা শুনিলে তিন লোকে উঠে হিয়া-কাঁপ ॥
 তবে আর অপরূপ শুনিবে বিধানে ।
 দেবালয় মার্জনা প্রভু করিল যেমনে ॥

শুনিবে অনেক কথা অতি অপক্লপ ।
 কুটব্যাধি নিস্তারিলা এ বড় কোতুক ॥
 বলরাম-আবেশ-কথা কহিব অনেক ।
 বাহা শুনি আনন্দ পাইব সর্বলোক ॥
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্যের বাড়ীতে প্রকাশ ।
 প্রেম পরকাশে ছায় এ ভূমি আকাশ ॥
 অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাতে ।
 বৈরাগ্য স্বপ্নে প্রভুব উঠে যেনমতে ॥
 কেশবভারতী দেখি নদীয়া-নগরে ।
 সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাসঅঙ্গরে ॥
 যেনমতে সর্বভক্ত জনের বিলাপ ।
 শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শোকসাগরে দিলা কাঁপ ॥
 সন্ন্যাস-আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ।
 সন্ন্যাস করিলা প্রভু ভারতী-সহায় ॥
 কহিব সম্যক সব যত বিবরণ ।
 আচার্য্য প্রভুর ঘর গেলা যেনমন ॥
 সভা-সন্দর্শনে আর যে হইল কথা ।
 সভা প্রবোধিলা প্রভু যাত্রা কৈলা তথা ॥
 পুরুষোত্তম দেখিবারে চলিলা যেমতে ।
 কহিব সকল কথা প্রাম রেমুণাতে ॥
 ক্রমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত ।
 বাহা শুনি সর্বলোক পাইবে পিরিত ॥
 বাজপুর যাঠি প্রভু যে কৈল রহস্য ।
 একান্তনগর কথা কহিব সবস্ত ॥
 জগন্নাথ সন্দর্শন হৈল যেনমতে ।
 সার্বভৌমে প্রকাশ শুনিবে একচিত্তে ॥
 মধ্যখণ্ড কথা ভাই অমৃতের সাব ।
 শেষখণ্ড কথা আছে কতিব তাহার ॥
 মধ্যখণ্ড সায় পুথি প্রেমার প্রকাশ ।
 আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥

ধানশী রাগ । তরঙ্গা ছন্দ ॥

জয় রে জয় রে জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
 আপনি অবনী অবতার ।
 অহলোকের ভাণ্ডো, পৃথিবীসোহাগ করে,
 শ্রীপদ যাহার অলঙ্কার ॥
 অগত-প্রদীপ নব দ্বীপে উদয় কৈল,
 কল্পণা কিরণ পরকাশে ।
 অনেক দিনেও যত, ভক্ত পিয়ালী ছিল,
 ধামল প্রেম-প্রতিআশে ॥
 মধুময় কমলে যেন, যটপদ ভ্রমরা বলে,
 যেন চাঁদ-সকোরার মেলি ।
 বরিষার মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে গো,
 পিউ-পিউ ডাকে মাতোয়ালি ॥
 নাচয়ে জীবক ভোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা,
 হৃদয় গর্জ্জন সিংহনাদে ।
 অধনের ধন যেন হারাঞা পাইঞাছে গো,
 অহুগত আরতিয়ে কঁাদে ॥
 বনের হাথিয়া যেন, বন-দাবানলে পুড়ি,
 অমিয়াসারের দিল কাঁপ ।
 ঐছন প্রেমাব রঙ্গে, অজ ডুবাল গো,
 পাশরল পুরুবের তাপ ॥
 ভালি রে ঠাকুর বোলে, কেহো মালসাট মারে
 প্রেমানন্দে আপনা পাসরে ।
 যে প্রেম লক্ষ্মী মাগে, করজুড়ি অমুরাগে,
 অবিচাবে বিলাস সত্বরে ॥
 কি কহিব আব কথা, অনন্ত তুলিল যথা,
 কিনা রস প্রেমার মাধুরী ।
 শেষ বলিয়ে যারে, শিরে ধরে এ সংসারে,
 সেই রে নিতাই নাম ধরি ॥

প্রেমরসে গরগর না চিনে আপনা-পর,
সভারে বুঝায় এই কথা ।
পদতল-তাল-ভরে, ধরনী টলমল করে,
জিনি ময়মন্ত হাথী মাতা ॥
আর অপরূপ শুন, মহেশ'অদ্বৈত নাম,
বার গুণ গানে অগেআন ।
চৈতন্যঠাকুর সনে, প্রেমরস আলাপনে,
পাসরিল এ যোগ গেআন ॥
রসিক সজীব সঙ্গে, প্রেম বিলসই রঙ্গে,
সভারে বুঝায় অবিরোধে ।
এ দুই ঠাকুর বহি, দয়ার ঠাকুর নাহি,
যা লাগি উদয় গৌরাচাঁদে ॥
অয় অয় মঙ্গল পড়ে, সর্ব্বজনে হরি বোলে,
সভে করি প্রেম-প্রতিআপ ।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমে, সভে অভিলাষী গো,
হাসি কহে এ লোচনদাস ॥

মারহাটি রাগ ।

হরি রাম রাম ॥ মুচ্ছা ॥
আলো মুঞি লো নিছনি বাই গোরা
রূপে গুণের বালাই লয়া । বিলাইল প্রেম-
ধন গোরা অগত ভরিয়া ॥ আরে আরে
হয় ॥ ধ্রু ॥
অয় অয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
অয় অয় অদ্বৈত-আচার্য্য স্মতানন্দ ॥
অয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর নরহরি ।
অয় অয় শ্রীনিবাস ভক্তি-অধিকারী ॥
চৈতন্যের যতক ভক্ত-প্রিয়গণ ।
যত্নর চরণ হৃদি করিয়া বন্দন ॥

কহিব চৈতন্য কথা শুন সাবধানে ।
অবতার কলিযুগে হইল যেমনে ॥
মুরারি গুপত বেজা প্রভুতত্ত্ব জানে ।
দামোদরপণ্ডিত পুছিলা তাঁর স্থানে ॥
“এতক্ষুহাদুতং গ্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেশ্চিয়ঃ ।
শ্রীচৈতন্যকথামন্তঃ শ্রীদামোদর পণ্ডিতঃ ।
কথয়স্ব কথ্যাদিব্যাগমদুতাং লোকপাবনীম্ ॥”
কহ শুনি কি লাগি গৌরাক্ষ অবতার ।
শুনিতে আনন্দ চিত্তে হয়্যাছে আমার ॥
কেনে শ্রামবর্ণ ত্যজি হৈলা গৌরতত্ত্ব ।
কেনে বা কীর্ত্তনে লুঠে গা'র মাথে রেণু ॥
কেনে নাগরালি বেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাস ।
কেনে দেশে দেশে বুলে পাইয়া হাব্যাস* ॥
কেনে কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া ।
কেনে ঘরে ঘরে বুলে প্রেম যাচাইয়া ॥
কহিবা এ সব তত্ত্ব পরম নিগূঢ় ।
যা শুনিলে জ্ঞান পায় অখিলের মূঢ় ॥
শুনিঞা মুরারি কহে—শুনহ পণ্ডিত ।
কহিব সকল কথা যে আছে উচিত ॥
সত্যযুগে চারি-অংশ ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে ।
ত্রৈতায়ে ত্রিভাগ ধর্ম্ম গণিয়ে তাহায়ে ॥
দ্বাপরে অর্ধেক ধর্ম্ম কহিল তোমায়ে ।
কলিযুগে এক অংশ ধর্ম্মের বিচারে ॥
অধর্ম্ম বাড়িল—ধর্ম্ম হইল যে খণ ।
বধর্ম্ম ত্যজিল—বর্ণ-আশ্রম-বিহীন ॥
পাপময় যোর আন্ধার হৈল কলি ।
মজিল সকল লোক-অধর্ম্ম বিকলি ॥
ঐছন দেখিয়া নারদ মহামুনি ।
কলি তারিবারে দয়া করিলা আপনি ॥

ভাবিলেন কলিমর্প মিলিল সভারে ।
 মনে হৈল ধর্মসংস্থাপন করিবারে ॥
 প্রভু বিহু ধর্ম কেহো না পারে স্থাপিতে ।
 অবশু আনিব কৃষ্ণ কলিকে তারিতে ॥
 তত্ক্ষণে গোবিন্দের আছে সর্বকাল ।
 বেদপুরাণ শাস্ত্রে ত করয়ে বিচার ॥
 যদি কৃষ্ণদাস মুঞি হউ সর্বধায় ।
 কলিতে আনিব তবে প্রভু যত্নরায় ॥
 দেখো আগে কলিযুগ করে কোন্ কর্ম ।
 তবে সে আনিব কৃষ্ণ সর্বময় ধর্ম ॥
 আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে ।
 অস্ত্র-পারিষদ আদি করি সাজোপাঙ্গে ॥
 ব্রহ্মা-আদি দেবগণ নারদাদি মুনি ।
 পৃথিবীতে জনমিব দেবী কাত্যায়নী ॥
 দ্বারকার বত ছিল আর বহু বংশে ।
 পৃথিবীতে জনমিব নিজ নিজ অংশে ॥
 কহিব সকল কথা শুন সাবধানে ।
 পৃথিবীতে অবতার হইল যেনমনে ॥
 সব অবতার সার গোরা-অবতার ।
 এমন করুণা কতু নাহি হয়ে আর ॥
 পরহুখে কাতর নারদ মহামুনি ।
 কৃষ্ণকথা-রসগান দিবস রজনী ॥
 কৃষ্ণকথা-লোভে বুলে সংসার ভ্রমিয়া ।
 না শুনিল কৃষ্ণনাম অগত চাহিয়া ॥
 কৃষ্ণরসে গদগদ আধ আধ ভাব ।
 ক্রণেক রোদন ক্রণে অটু মটু হাস ॥
 বীণা-সনে গুণ গায় করে আখিনীর ।
 কৃষ্ণরসাবেশ মূনির অন্তর-বাহির ॥
 ঐছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ পড়াইয়া ।
 না শুনিল কৃষ্ণনাম অগত চাহিয়া ॥

অন্তর হুঃখিত মুনি বিস্মিত হিয়ার ।
 লোক-নিস্তারণ-হেতু না দেখি উপায় ॥
 মংশিল সকল লোকে কলি-কালমর্পে ।
 নিরন্তর দগ্ধ মৃগধ মারা-দর্পে ॥
 শিশ্নোদর-পরায়ণ অগত ভরিয়া ।
 মুচ্ছিত সকল লোক কৃষ্ণ পাসরিয়া ॥
 লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে ।
 নিরন্তর শিখে হিয়া অমিয়া-সেচনে ॥
 এ আমি আমার বলি মরে অকারণে ।
 কে আপনি কে আপনা কিছুই না জানে ॥
 ঐছন লোকের হুঃখ দেখি মহামুনি ।
 অন্তরে চিন্তিত হঞা মনে মনে গগি ॥
 ঘোর কলিযুগে জীবের না দেখি নিস্তার ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল দ্বারকার দ্বার ॥
 দ্বারকার ঠাকুরদেব দেব-শিরোমণি ।
 সত্যভামাগুহে স্তখে বঞ্চিয়া রজনী ॥
 প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে বিধি উচিত ।
 কৃষ্ণীগীর ঘর যাব করিলা ইজিত ॥
 বুঝিরা কৃষ্ণীগীদেবী আপনা মঙ্গল ।
 ধ্যিত্তে না পারে অঙ্গ আনন্দ বিভোল ॥
 গৃহসম্মার্জন করে অঙ্গের স্রবশ ।
 নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ আবেশ ॥
 সুরমঙ্গল পূর্ণঘট ঘুতবাতি জলে ।
 প্রভু শুভ-আগমন কৈলা হেন কালে ॥
 মিজবুলা নগ্নজিতা সুলীলা সুবলা ।
 প্রভু-নির্মল্লন করে আনন্দে বিহ্বলা ॥
 সুবাসিত গন্ধজল প্রভু পাশে আনি ।
 পাদপ্রক্ষালন করে দেবী শ্রীকৃষ্ণীগী ॥
 আপন সম্পদ-পদ ধরি নিজবুকে ।
 অমুরাণে নেহাই হুঃখ দেখে মুখে ॥

হৃদয়ে ত্রিপদ খুঁঞা কান্দয়ে রুশ্মিণী ।
 বিন্মিত হইয়া কিছু পুছে চক্রপাণি ॥
 কান্দনার হেতু কিছু না বুঝি তোমার ।
 কি লাগি কান্দহ দেবি কহ সমাচার ॥
 কিবা অবজায় তোর আজ্ঞা না পালিল ।
 স্বরূপে কহ না দেবি কি দোষ করিল ॥
 তুমি মোর প্রাণাধিকা জগজনে জানে ।
 তোমার অধিক কেবা কহ না আপনে ॥
 একমাত্র পুরুষে যে পরিহাস কৈল ।
 আজিহ অন্তরে তোর সে কথা আছিল ॥
 কতেক প্রণতি কৈল চরণ ধরিয়া ।
 ততু না ঘুটিল তোর এ কঠিন হিয়া ॥
 ঐছন নিষ্ঠুর কথা শুভুমুখে শুনি ।
 সরস সম্ভাষে কিছু কহয়ে রুশ্মিণী ॥
 অন্তব কঠিন মোর কভু নহে আন ।
 এক মতাভাগ্য সবে তুমি মোর প্রাণ ॥
 তোমার পদারবিন্দ তোমার অধিক ।
 আজিহ নাচয়ে শিব পিবই মাধ্বীক ॥
 জগতে যতেক সব তোর স্নগোচর ।
 সবে না জানহ পদ প্রেমার উত্তর ॥
 যবে রাধাভাব হৃদে কর আরোপণ ।
 তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ ॥
 এ বোল শুনিয়া প্রভুর হিয়া চমৎকার ।
 কি বৈলে কি বৈলে দেবি কহ আর বার ॥
 ভাল মতে না শুনিলাম কি বলিলে তুমি ।
 ঐছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি ॥
 চেন কি দুর্লভপদ আছে ত্রিজগতে ।
 আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে শুনিতে ॥
 তোর মুখে শুনি মোর অগোচর আছে ।
 আনন্দে আমার হিয়া কি জানি করিছে ॥

কহ কহ কহ দেবি এহেন বিশ্বাস ।
 চরণ-মহিমা কহে এ লোচনদাস ॥

ধানশী রাগ ।

বোলে দেবী রুশ্মিণী, শুন প্রভু গুণমণি,
 চিন্তে কিছু না ভাবিহ আন ।
 যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সেকথানা জান তুমি
 আর যত যত সব জান ॥
 তুয়া-চরণ কমলে, কি আছে কতেক বলে,
 ভালে না জানহ তুমি ইহা ।
 এ পদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্তস্তরে,
 তা লাগি কান্দয়ে মোর হিয়া ॥
 এ পদ-পদুম-গন্ধে যায়ে যেই দিগ-অন্তে,
 সে দিগ ছাড়য়ে জরা মৃত্যু ।
 পদ-মকরন্দ পানে, জীয়ে যেই যেই জনে,
 তারে কিবা দিবানিশি-মৃত ॥
 পাদপদ্মপর্যাগে, যে ধরয়ে অহুরাগে,
 তার পদ পাই পুণ্যভাগে ।
 কান্দিয়া কটিনে কথা, যত আছে মনব্যথা,
 সব নিবেদিয়ে তু আ আগে ॥
 তুমি ঠাকুর সত্যাকার, তোমার ঠাকুর আর,
 কে আছয়ে সকল সংসারে ।
 তার পদ অহুরাগে, এ রস সোমান্দ পাবে,
 এই পথ নিবেদিয়ে তোরে ॥
 রাধা মাত্র জানে ইহা, ওপদ পিরিতি পাঞা
 যত সুখ যতেক সোহাগ ।
 ভকত বিশ্বাস শুণে, এই কথা রাজদিনে,
 কি না রস প্রেম অহুরাগ ॥

অক্ষা-আদি দেবা দেবী, লখিমীচরণ সেবি,
সে পুন আপনি অমুরাগে ।

করকমল কমলা, অতি-আরতি-বিতোলা,
এই পাদপদ্ম মধু মাগে ॥

সে পুন হৃদয়ে বহি, শয্যায় শুভয়ে নাহি,
বদনে বদন রহ রমা ।

এ-পদ-মাধুরী-আশে, সেহ তাহা নাহি বাগে,
কেবা কহ চরণ মহিমা ॥

লখিমী আপন স্তম্ভ, সে চাহে কাতর মুখ,
হেন পদ-পরসাদে প্রেমা ।

রাধাকৃষ্ণ ইহা জানে, যে ভুঞ্জিল বৃন্দাবনে,
তার ভাগ্যপথে নাহি সীমা ॥

এ পুন জগতে ধাক্কা, তারি গুণে তুমি বাধা,
আজিহ না ছাড় হিয়া আপ ।

রাধানাম লৈতে আঁখি, ছলছল করে দেখি,
হেন পদ প্রেমার প্রতাপ ॥

এ পদ আমার ঘরে, উলসিত অন্তরে,
কান্দি পুন বিচ্ছেদের ডরে ।

তোমার অধিক তোর- শ্রীপদপঙ্কজজোর,
অহুভবি করহ বিচারে ॥

তুমি যাহার ধ্যান, তুমি সমাধি গেয়ান,
তুমিমাত্র সর্বত্র সহায় ।

এ হেন তোমার দাস, তুয়া পদে করি আশ,
এই অপক্লপ বড় মোর ॥

যে পদে লখিমী দাসী, সে কেনে তা অভিলাষী,
ঐছন তোমার ঠাকুরাল ।

ঠাকুর হইয়া পুন, তার ভাল নাহি মান,
অবিচারে তারে দেহ শাল ॥

পদ-মকরন্দ-রসে, যে ভুঞ্জয়ে অভিলাষে,
অক্ষয় অব্যয় ভাণ্ডাগার ।

কিবা নারী লখিমী, আশনাকে ধন্ত মানি,
বিনি সেবা পরবশ তার ॥

সালোক্যাদিমুক্তি চারি, তার পাছে অমূল্যারী
নাহি চায় ময়ানের কোণে ।

যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তাহে বাসে,
বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানি ॥

কর জুড়ি বোল পঙ্ক, এ-পদ-কমল-মন্ড,
মধুকর করি দেহ বর ।

এ-পদ-বিচ্ছেদ-ডরে, এ পাপ পরাণ বুড়ে,
কতু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥

পদ-অরবিন্দ-গুণ, রুক্মিণী কহিল শুন,
কেবল করুণা পরকাশ ।

তাহে সে প্রভুর দয়া, শ্রবণ করে হিয়া,
গুণ গায় এ লোচনদাস ॥

ধানশ্রী রাগ ।

হোরে গৌর জয় জয় ॥ মুচ্ছা ॥

হেন অদভূত কথা, শ্রবণ-মঙ্গল গুণ পাঁখা ঝে
আরে হয় ॥ ধ্রু ॥

শুনিঞা-রুক্মিণী-বাণী অন্তর উল্লাসে ।

অরুণ কমল-আঁখি করুণা-জলে ভাসে ॥

অঙ্গ হেলাইয়া পঙ্ক লছলছ বোলে ।

উথলিল প্রেমসিক্ত আনন্দ-হিল্লোলে ॥

সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে ।

চিবুকে দক্ষিণ কর বয়ান নেহালে ।

হেন অদভূত কথা কতু নাহি শুনি ।

ভুঞ্জিব প্রেমার স্তম্ভ কহিলা আপনি ॥

হেনকালে নারদ দেখিল আচম্বিত ।

বয়ান বিরম মূনির অন্তর-চিন্তিত ॥

উঠিয়া সজ্জমে দেবী পাণ্ড-অর্থ দিয়া ।
 বসাইলা দিব্যাসনে কুশল পুছিয়া ॥
 ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আগ্নেয়ে ।
 সরস সম্পদ কথায় নারদ সম্ভাষে ॥
 অম্বরগে রাঙা দুই আঁখি ছল ছল ।
 গদগদ ভাষ মূনি করে টলমল ॥
 অঙ্ক নিরখিতে আঁগি ঝাঁপে প্রেমনীরে ।
 কহিবারে চাহে কিছু কহিতে না পারে ॥
 প্রভু সুধাইল মূনি কহ সুনিশ্চিত ।
 এহেন চর্যক কেনে অন্তর-চিন্তিত ॥
 তুমি মোর প্রাণাধিক আমি তোর প্রাণ ।
 তোমাতে হুঃখিত দেখি হরল মো জ্ঞান ॥
 নারদ কহয়ে প্রভু কি কহিব আমি ।
 তুমি সর্বৈশ্বরেশ্বর সর্ব-অন্তর্ধামী ॥
 তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহাৰ ।
 তোর গুণলোভে বুলেঁ সকল সংসার ॥
 কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া ।
 নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাসরিয়া ॥
 অহঙ্কারে মুগ্ধ মূর্ছিত সর্বলোক ।
 কৃষ্ণহীন জীব দেখি এই মোর শোক ॥
 লোকের নিস্তার হেতু না দেখি উপায় ।
 এই মনঃকথা মন সদাট ধৈর্য্যায় ॥
 নিবেদিল যে ছিল অম্বরে মোর হুঃখ ।
 তোর পদ-পরসাদে আর সব সুখ ॥
 বাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহামুনি ।
 পূর্ববের যত কথা পাসরিলে তুমি ॥
 কাণ্ডাশ্রয়ী প্রতিজ্ঞা করিল বেন হতে ।
 মহেশসংবাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে ॥
 আর অপরূপ কথা রঞ্জিণী কহিল ।
 শুনিয়া বিন্মিত আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥

ভুক্তিষ প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে ।
 দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥
 ভকতজন্যের সঙ্গে ভক্তি করিয়া ।
 নিজপ্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া ॥
 গুণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন প্রকট করিব ।
 নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লাভিব ॥
 গোর দীর্ঘ কলেবর বাহ জামু-সম ।
 শ্রমেক্সন্দর তহু অতি অমুগম ॥
 কহিতে কহিতে প্রভু গোরতহু হৈলা ।
 দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাড়িলা ॥
 শ্রমেক্সন্দর তহু প্রেমার আবাস ।
 কহয়ে লোচন গোরার প্রথম-প্রকাশ ॥

গৌরাগ । দিশা ।

অকি হোরে গোর জয় জয় ॥ মুচ্ছা ।
 কি না মোর গৌরাক্ষপ্রেম অমিয়া আনন্দ
 গৌরাক্ষ কি আরে গোর জয় জয় ॥ ধ্রু ॥
 দেখিয়া নারদমুনি হরিষ-হিয়ার ।
 বরিতয়ে আঁখিজল সহস্রধারায় ॥
 কোটি-ইন্দ্রজিনি জ্যোতি কোটি রবিতোজ ॥
 কোটি কামজিনি লীলা গোরবর রাজে ॥
 ঝলমল অম্বতেজ চাহিতে না পারি ।
 আঁখি মুদি রহে মূনি কাঁপে থরতরি ॥
 তেজ সঘরিয়া প্রভু মূনিকে নেহারে ।
 অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চসরে ॥
 সষেদন নহে মূনি সে রূপ-ধেয়ানে ।
 পুন দরশন লাগি পিয়াস-নয়ানে ॥
 ঠাকুর কহেন শুন মূনি মহাভাগ ।
 অব্যাহত গতি তোমার সর্বত্র সোহাগ ॥

ঘোষণা করহ শিব-ব্রহ্মা-আদি লোকে ।
 গোর-অবতার মুঞি হব কলিযুগে ॥
 গুণ নাম সঙ্কীৰ্ত্তন প্রকট করিব ।
 নিজ-ভক্তি-প্রেমরস মূৰ্খে প্রচারিব ॥
 শতশত শাখা ভক্তিপথে নাহি সীমা ।
 একমুখ হই লোকে প্রচারিব প্রেমা ॥
 নিজ নিজ ভক্তগণ আর পারিষদ ।
 পৃথিবী জনম' গিয়া প্রেমভক্তি সাধ ॥
 ঐছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিঞা নারদ ।
 খণ্ডিল সকল দুঃখ পদপবসাদ ॥
 চলিলা নারদমুনি বীণা বাজাইয়া ।
 এই মনঃকথা-রসে পরবশ হঞা ॥
 কি দেখিলাঙ গোরা-রূপ অপরূপ ঠাম ।
 কি দেখিলাঙ স্করুণ অরুণ নয়ান ॥
 কি দেখিল অমিয়া-অধিক পরকাশ !
 কি দেখিল শ্রীমুখের মধুরিম হাস ॥
 যত-যত অবতার-কুতূহলগার ।
 কতু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার ॥
 সফল জনম দিল সফল নয়ান ।
 কি দেখিল গোরা-রূপ প্রসন্ন বসান ॥
 এহেন করুণা প্রভুর কতু নাহি দেখি ।
 পাসরিতে নারি হিয়া চিরাইল আঁখি ॥
 চিস্তিতে চিস্তিতে মুনি চলি যায় পথে ।
 নৈমিষ-অরণ্যে দেখা উদ্ধবের সাথে ॥
 উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাণ্ড-অর্ঘ্য দিয়া ।
 দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥
 শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্ত ।
 শুভক্ষণে দেখা হৈল নৈমিষ অরণ্য ॥
 নারদ তুলিয়া কৈলা গাঢ় আলিঙ্গন ।
 চুখন করিয়া লৈলা মণ্ডকের ভ্রাণ ॥

তবেত উদ্ধব দিগ্ধা আসন বসিতে :
 নিজ মনঃকথা পুছে হাসিতে হাসিতে ॥
 জনম সকল মোর দিন স্বতস্তর ।
 এক নিবেদেড় ঠি বৈদনা অন্তর ॥
 পূর্ববে ত ব্যাগ্ধেব নৈমিষ-অরণ্যে ।
 বেদ বিচারিয়া আড্য না ঘুটিল মনে ॥
 তব পরসাদে কথা নিগূঢ় শুনিল ।
 লোকনিস্তারণহেতু ভাগবত হৈল ॥
 তুমি সর্ব তত্ত্ববেত্তা প্রভুতত্ত্ব জান ।
 বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান' ॥
 কলিযুগে লোকের নিষ্ঠার কেনমনে* ।
 পাপাবৃত্ত অন্ধ লোক হৃদয়-নয়ানে ॥
 সত্য ত্রেতা স্বাপরে লোকের ধর্ম জানি ।
 যোর কলিযুগে জীবের নাহি পাপ বিনি ॥
 দয়া কবি কহ যদি ঘুচাত সন্দেহ ।
 তোমার অধিক আর দয়াবস্ত কেহ ॥
 হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তর-উল্লাস ।
 ভাল শুধাইলে রে উদ্ধব হরিদাস ॥
 পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে ।
 ঐছন আছিল শোক বড় মোর মনে ॥
 এখনে জানিল কলিযুগ ধন্ত ধন্ত ।
 কলিযুগ বহি ধন্ত নাচি আর অস্ত ॥
 কৃতআদি-যুগ ধর্ম-আচার কঠিন ।
 কলিযুগ ধর্ম হরিনাম পরবীণ ॥
 নাম গুণ-সঙ্কীৰ্ত্তনে মুক্তবন্ধ হঞা ।
 নৃত্যগীতে বলে যমন্তর এড়াইয়া ॥
 আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে ।
 দ্বারকায় যে দেখিছ আপন নয়ানে ॥

এই-কথা রসে পহু কল্পিণী সহিতে ।
 নিজ প্রেম বিলাসিব হেন লয় চিতে ॥
 সিংহাসনে বসিয়া কল্পিণী করি কোলে ।
 অন্তর চিস্তিত মুঞি গেলু হেনকালে ॥
 দুঃখিত দেখিয়া প্রভু সুখাইল মোরে ।
 এহেন দুর্কল কেনে দেখিয়ে তোমায়ে ॥
 এই মনঃকথা আমি कहিলু পদ পাঞা ।
 প্রসন্ন বদনে প্রভু कहিল হাসিয়া ॥
 কল্পিণী कहিল পদপ্রেমার মহিমা ।
 শুনিঞা বিহ্বল হিয়া আরতি গরিমা ॥
 ভুজিব প্রেমার সুখ ভুজাইব লোকে ।
 দীনভাব প্রকট করিব কলিযুগে ॥
 ঘোর কলিযুগ পাপময় ধর্মহীন ।
 লোক বুঝাবারে প্রভু হৈব মহা দীন ॥
 গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জাহ্নসম ।
 স্মেরু স্মরনতনু অতি অশ্রুপাম ॥
 कहিতে कहিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা ।
 নিজ প্রেমা বিলাসিব প্রতিজ্ঞা করিলা ॥
 যে দেখিল যে শুনিল कहিল তোমায়ে ।
 ঘোষণা দিবারে যাব সকল সংসারে ॥
 পৃথিবী জনগ' গিয়া প্রেমভক্তি লোভে ।
 হেন অপক্লপ রূপ হৈব কলিযুগে ॥
 শুনিঞা নারদবাণী উদ্ধব বিভোলা ।
 চরণে পড়িয়া কান্দে আনন্দ বহলা ॥
 হেন অদভুত কথা कहিলে আমায়ে ।
 জীব সঞ্চারিলে যেন নিজীব শরীরে ॥
 জুড়াইল দেহ মোর তোমার সন্তোষে ।
 চলিলা নারদ বাণী বাজাঞা উল্লাসে ॥
 জৈমিনিভারতে নারদ-উদ্ধব-সংবাদ ।
 শুনিয়া লোচনদাসের আনন্দ-উদ্গাদ ॥

আমার বচনে যদি প্রতীত না যায় ।
 বিচার করক পুথি বজ্রিশ অধ্যায় ॥

ত্ৰীরাগ ।

চলিলা নারদমুনি বাণী গায় গুণ ।
 শুনিয়া বিহ্বল ভূমে পড়ে পুনঃপুন ॥
 কণ্ঠয়ে রোদন কণে অটু-অটু হাস ।
 কণয়ে কাঁপায় কণে আধ-আধ ভাষ ॥
 কণে হৃৎকার ছাড়ে মারে মালসাট ।
 গোরা গোরা বলি ডাকে অন্তর উচাট ॥
 পাসরিতে নারে গোরার স্তমধুর প্রেম ।
 অঙ্গ বলমল তেজ দিনকর যেন ॥
 চলিতে না পারে পথে অন্তর-উল্লাস ।
 আঁখার নিমিখে গেলা শিবের কৈলাস ॥
 মহেশ দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ ।
 कहিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ ॥
 এইজন আনন্দকথা নাতি তিনলোকে ।
 বৃন্দাবনধন প্রকাশিব কলিযুগে ॥
 যে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিকি অনন্ত ।
 তাহা বিলাসিব কলি অধম দুঃসন্ত ॥
 হেন অদভুত কথা कहিব মহেশে ।
 শুনিঞা ঠাকুর পাবে অন্তর সন্তোষে ॥
 কাভ্যায়নী-প্রসাদ লটব পদধূলি ।
 যাব পদ পরসাদে হরিনাম বলি ॥
 চিস্তিতে চিস্তিতে গেলা মহেশেব দ্বার ।
 সন্তমে উঠিলা দেখি নন্দী মহাকাল ॥
 পরণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে ।
 পার্শ্বতী-মহেশ যথা নিজ অন্তঃপুরে ॥

জানাইলা ধারেতে নারদ-আগমন ।
 আনন্দ-হৃদয়ে দৌছে চলিলা তখন ॥
 নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে' ঠাকুর ।
 চরণে পড়িলা মূনি ভক্তি-সুচতুর ॥
 মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণবমহিমা ।
 নারদ গৌরব কবে প্রকাশিয়া প্রেমা ॥
 গাঢ় আলিঙ্গন করি অন্তরমস্তোষে ।
 চরণে পড়িয়া মূনি দেবীকে সম্ভাষে ॥
 করে ধরি লৈয়া গেলা নারদ তপোধন ।
 গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন ॥
 পুত্রস্নেহে নারদে পুছে কাত্যায়নী ।
 কুশল-মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি ॥
 চতুর্দশভুবনের তুমি তত্ত্ব জান ।
 আজি কোথা হঠতে তোমাব আগমন ॥
 নারদ কহয়ে শুন অদভূত কথা ।
 অগত-নিস্তার-হেতু তুমি মাতা পিতা ॥
 পুরুষের ষট্ কথা পাসরিলে তুমি ।
 চরণে ধরিয়া বলোঁ স্মরাইব আমি ॥
 আদ্যোপান্ত কহোঁ কথা তোঁর বিত্তমানে ।
 শুনিঞা প্রসাদ মোরে করিবে আপনে ॥
 পুরুষে প্রভুরে কিছু পুছিল উদ্ধব ।
 তব অন্তর্দানে কিবা পৃথিবী রহিব ॥
 ভকত রহিব কিবা এই মহীমাথে ।
 শুনিঞা ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাজে ॥
 আমি জল আমি স্থল আমি মহী বৃক্ষ ।
 আমি দেব গন্ধর্ব্ব আমি যক্ষ রক্ষ ॥
 উৎপত্তি প্রলয় আমি সর্ব্বজন প্রাণ ।
 আমি সর্ব্বময় কাঁহা মোর অন্তর্দান ॥
 ঐছন ঠাকুর-বাণী শুনিয়া উদ্ধব ।
 বৃকে কয় হানি কহে নিজ অহভব ॥

তুমি সর্ব্বময় প্রভু আমি ইহা জানি ।
 তোমার অধিক তোর পদ ছইখানি ॥
 যে পড়িল পদ-নখচন্দ্রিকার পাশে ।
 আর কি কহিব সেই কাঁহা নাহি বাসে ॥

তথাহি একাদশে উদ্ধবাক্যং—

“হ্যোপযুক্তশৃঙ্গকবাসোহলঙ্কারভূষিতাঃ ।
 উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাবন্ত মায়া জয়েম হি ॥”
 মোরে বলি উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিলো হরিদাস ।
 তোর মায়া জিনি তোর উচ্ছিষ্টের আশ ॥
 ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা ।
 শুনিয়া আমার মনে লাগি গেল ব্যথা ॥
 এতদিন ধরি মোর পথ-পরিচয় ।
 আজিহ না জানোঁ মুঞি উচ্ছিষ্ট নিশ্চয় ॥
 উচ্ছিষ্টের বলে হরিদাস বল ধরে ।
 প্রভু-বিত্তমানে উচ্ছিষ্টেরে পুরস্করে ॥
 হেন মহাপ্রসাদ মুঞি না ভুঞ্জিলু কতু ।
 অন্তরে জানিলু মোরে বঞ্চিতাছে প্রভু ॥
 এ হেন উচ্ছিষ্ট মুঞি ভুঞ্জি কোন্ বুদ্ধি ।
 কেমন উপায়ে মোবে প্রসন্ন হবে ব্রিধি ॥
 এই মনঃকথা-রসে বৈষ্ণুঠেরে গেলুঁ ।
 লখিমীদেবীর সেবা বহুবিধ কৈলুঁ ॥
 পরসন্ন হঞা দেবী পরিতোষে বৈল ।
 ‘মাগ বর দিব’ বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥
 প্রতিজ্ঞা শুনিঞা মনে প্রতিআশা কৈল ।
 সেই সে কুশল-বাণী পুন দঢ়াইল ॥
 কাতর অন্তরে বৈল করজোড় করি ।
 চিরকাল অন্তরে বেদনা বড় যোগি ॥
 সর্ব্বজন বলে তোমার সেবক নারদ ।
 না ভুঞ্জিল মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ॥

প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দেহ একমুষ্টি ।
 এই বর দেহ মোরে চাহ শুভ দৃষ্টি ॥
 শুনিয়া লখিমীদেবী বয়ান-বিস্ময় ।
 কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয় ॥
 প্রভু-আজ্ঞা নাহি কারে দিবারে উচ্ছিষ্ট ।
 আজ্ঞা লজ্জিয়া তোরে দিব অবশিষ্ট ॥
 বিলম্ব করহ যদি আমারে চাহিয়া ।
 বিলম্বে সে দিতে পারি সজ্ঞাত করিয়া ॥
 ঐহন মধুর বোল বৈল ঠাকুরাণী ।
 ভাল ভাল বৈল কাজ বুঝিয়া আপনি ॥
 কথোদিন বহি একদিন পহ রসে ।
 কর পরশিয়া দেবী বসাইলা পাশে ॥
 হাসিয়া কহয়ে কথা সরস সন্তোষে ।
 অল্পমতি না দেই দেবী অন্তর-তরাসে ॥
 প্রণতি করিয়া কহে নিবেদন আছে ।
 হৃদয়-তরাস মোর ঘুচাহ সঙ্কোচে ॥
 সঙ্কট ঘুচাহ প্রভু রাখ নিজদাসী ।
 চরণে ধরিয়া বোলোঁ শুন গুণরাশি ॥
 লখিমী কাতরে কহে প্রভুকে তরাস ।
 স্নদর্শন-পানে চাহে সবিষ্ময়-হাস ॥
 কাঁপে চক্রে স্নদর্শন বোলে বিনয় বাণী ।
 লখিমী-সঙ্কট আগি কিছুই না জানি ॥
 লখিমী কাহল্য-স্নদর্শনের নাহি দোষ ।
 নারদ-কথার মোর হৈল হিয়াশোষ ॥
 ষাটশবৎসর মোর আজ্ঞাত-সেবা কৈল ।
 পরিতোষ পাঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥
 মাগ বর দিব বলি কৈল সত্য সত্য ।
 পুন দঢ়াইল মুনি সেই কথা নিত্য ॥
 মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে ।
 মোর শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লজ্জিবারে

এই কথা বৈল মোর প্রমাদ নিকট ।
 রাখ নিজ দাসী প্রভু ঘুচাও সঙ্কট ॥
 বুঝিয়া কহিল প্রভু শুনহ লখিমি ।
 বড়ই প্রমাদ-কথা কহিলে যে তুমি ॥
 নিভুতে সে দিহ যেন আমি নাহি জানি ।
 শুনিয়া সন্তোষ পাটল প্রভু আজ্ঞাবাণী ॥
 কথোদিন বহি সেই অগতগ্নননী ।
 মহাপ্রসাদ মোরে দিলা ডাকিয়া আপনি ॥
 লখিমী প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইলুঁ ।
 পূর্ণমনোরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলু ॥
 কোটি-ইন্দু-সম জ্যোতি কোটি-কাম রূপ ।
 কোটি-দিবাকর তেজ হৈল অপরূপ ॥
 শতগুণ তেজ মহাপ্রসাদ-পরশে ।
 বাঁধা বাজাইয়া আমি আইলু কৈলাসে ॥
 আমারে দেখিয়া পুন পুছিলা মহেশ ।
 হাসিয়া কহিলা আজি অপরূপ বেশ ॥
 অতি অপরূপ তেজ দেখিতে বিস্ময় ।
 আজি কেনে হেন রূপ কহনা নিশ্চয় ॥
 আত্মোপাস্ত যত কথা সকল কহিল ।
 শুনিয়া মহেশ পুন আমারে গঞ্জিল ॥
 ঐহন হুজ্জত মহাপ্রসাদ পাইয়া ।
 আপনি ভুঞ্জিলা মূনি আমারে না দিয়া ॥
 আমা দেখাবারে পুন আসিয়াছ প্রেমে ।
 এহেন হুজ্জত ধন নাহি দিলে কেনে ॥
 শুনিঞা ঠাকুর-বাণী লজ্জিত হইয়া ।
 নম্রিত-বয়ানে চাহে নখে নখ দিয়া ॥
 আছে মহাপ্রসাদ বলিয়া দিল অশ্বে ।
 পাছু না গণিল হর দিল নিজ মুখে ॥
 আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশঠাকুর ।
 পদতাল শুনে মহী করে ছরছর ॥

প্রেমভরে টলমল সুমেরু পর্বত ।
 কম্পমানা বসুমতী চমক সর্বত্র ॥
 প্রেমে ঘোগেশ্বর কাঁপে আপনা না ধরে ।
 রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে ॥
 অনন্তের কণা ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে ।
 গ্রীবা বজ্রকরি কুর্শ চাহে একদৃষ্টে ॥
 বজ্রগ্রীবা করে যত দিগের বরাহ ।
 হৃদয়ার-নাশে ফাটে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ॥
 মহেশের ভর মহী সহিতে না পারি ।
 আন্তেব্যস্তে গেলা যথা মহেশের পুরী ॥
 কাত্যায়নী স্থানে মহী বৈল কর জুড়ি ।
 মহেশের নৃত্য-ভরে প্রাণ আমি ছাড়ি ॥
 প্রতিকার কর দেবি সৃষ্টি রাধিবারে ।
 প্রেমান পড়িল নহে সকল সংসারে ॥
 পৃথিবী-কাতরবাণী শুনিঞা পার্শ্বতী ।
 সত্বরে চলিয় গেল। যথা পশুপতি ॥
 পূর্ণরসাবেশে নাচে দেবদেবরায় ।
 মহেশ-আবেশ ভাজে কর্কশ কথায় ॥
 সর্বেশ্বর-বেদনা অন্তর-দুঃখী হয়।
 কর্কশ হৃদয়ে কহে পার্শ্বতী দেখিয়া ॥
 কি কৈলে কি কৈলে দেবি হেন অধিধান ।
 এ আবেশভঙ্গ মোর মরণসমান ॥
 তোরেথিকা রিপু মোর নাহি ত্রিভুবনে ।
 এহেন-আনন্দে মোর ঘুচাইলে কেনে ॥
 শুনিঞা মহেশ-বাণী কাতর অন্তর ।
 পৃথিবী দেখেহ প্রভু সম্মুখে তোমার ॥
 তব পদ-তাল ভরে যায় রসাতল ।
 সৃষ্টি নষ্ট হয় দেখি বৈল কটুতর ॥

* নহে—নতুবা ।

† ভৌরবিক—তোমা হইতে অধিক ।

অপরাধ কৈকু দোষ কম মহাশয় ।
 হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী-বিদায় ॥
 পুনরপি পুছে দেবী বিনতি কবিতা ।
 এক নিবেদেও প্রভু লক্ষ্যেহ লাগিয়া ॥
 কৃষ্ণরসাবেশে তুমি মাচ প্রতিদিনে ।
 আজি মহী রসাতল যায় কি কারণে ॥
 কোটি-দিবাকর-ভেজ কিরণ প্রচণ্ড ।
 অপরূপ প্রেমানন্দ না ধরে ব্রহ্মাণ্ড ॥
 আজি কেনে অপরূপ আনন্দ অন্তর ।
 সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত ॥
 মহেশ কহয়ে শুন আমন্দ-কাহিনী ।
 প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দিলা মহামুনি ॥
 দুর্ভাগ এ তিনলোকে বিষ্ণু-নিবেদিত ।
 বিশেষ অধরামৃত বেদে অবিন্দিত ॥
 হেন মহাপ্রসাদ আমি করিল ভক্ষণ ।
 সকল জনম মোর আজি শুভক্ষণ ॥
 নারদ-প্রসাদে মহাপ্রসাদ পরশ ।
 কহিল সম্পদ কথা বড়ই সরস ॥
 শুনি ঠাকুরের বাণী কহে মহামায়।
 এতদিনে জানিল তোমার যত দয় ॥
 অর্জু-অঙ্গে ধর মোরে কেবল কপট ।
 কৈতব-গিরিতি আজি হইল প্রকট ॥
 এহেন দুর্ভাগ মহাপ্রসাদ পাইয়া ।
 একলা থাইলে দেব আমারে না দিয়া ॥
 লজ্জায় অবশ হঞা বোলে শূলপাণি ।
 এ ধনের অধিকারী নহ ত ভবানি ॥
 শুনিঞা কহিলা হিয়া বোলে আত্মশক্তি ।
 বৈষ্ণবী নাম মোর করে। বিষ্ণুভক্তি ॥
 প্রতিজ্ঞা করিছো এই সভার ভিতরে ।
 জানিব আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে ॥

এই মহাপ্রসাদ মুঞি দিব অগতেরে ।
মোর প্রতিজ্ঞায় থাকে শৃগালকুকুরে ॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা যবে কাত্যায়নী কৈল ।
শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ আপনে আইলা ॥
সম্মুখে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাম ।
নিবেদন কৈল দেবী সম্মল-নয়ান ॥
কাতর-অস্তরে কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

বিভাস রাগ ।

বোলে পছন্দ-বোলে, নহে দেবি উত্তরোলে
একি হয়ে তোর ব্যবহার ।
তোর মায়া-বন্ধে অন্ধ, সকল সংসারখণ্ড,
তেঞি সৃষ্টি আছয়ে আমার ॥
তুমিমোর আত্মশক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি,
তুমি মোর প্রকৃতিস্বরূপ ।
আমি তোমা বহি নহি, তুমি আমা বহি কহি
যে করহ তোমারি কিরিপা ॥
হর-গৌরী-আরাধনে, সর্বজন আমা জানে,
হর-গৌরী মোর আত্মতত্ত্ব ।
তোর পরসন্ন দয়া, ঘুচিল সকল মায়া,
ঘুচিল স্ব-পন্ন-ভেদ ভিত্তি ॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর, এহেন উচ্ছিষ্ট মোর,
অবিরোধে দিবে সভাকারে ।
মহাপ্রসাদের গন্ধে, সতে হবে মুক্তবন্ধে,
ঘুচাইব নির্বন্ধ বিচারে ॥
শুনিঞা প্রভুর বাণী, পুন কহে কাত্যায়নী,
মোরে যদি দয়া থাকে চিতে ।

অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুক্তিবে সকল জীব,
অবিরোধে নাথ, জিজ্ঞাসিতে ॥
পুন কহে অগমণি, শুন দেবি কাত্যায়নি,
প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা ।
পুরুব-রহস্ত এই, তোমারে নিভূতে কই,
ঘুচিব সংসার-জর-চিন্তা ॥
পুরুব-রহস্ত যত, কেহো নাহি জানে তত্ত্ব,
সমুদ্র মথিল দেবগণে ।
মন্ডার মথন-দণ্ড, রজ্জু-ফণী অনন্ত,
লোম উপজিল ঘরিশণে ॥
সে মোর কলপতরু, যাচক যাচিঞা করু,
যার যত যেই মনে বাসে ।
যে জন যে ধন চায়, সে জন সে ধন পায়,
বিমুখ না করে প্রতিআশে ॥
তহি এক দিব্য তেজে, চারু তরুর মাঝে,
অধিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য দেহে ।
সে মোর সহজ রূপ, কেবল করুণা-ভূপ,
আর যত অমায়ী সিনেহে ॥
যত যত অবতার, সেই সে আশ্রয়াগার,
লীলা-কলা বিলাসের তরে ।
পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত-নাথ আমি,
করুণা করিব পরচারে ॥
কলিযুগ সবিশেষে, সঙ্কীর্ণ-পরকাশে,
হৈব আমি মহজ-মুরতি ।
তহু হৈব হেমগৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর,
প্রচারিব পরম শিরিতি ॥
এ মোর অন্তর ছিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
সম্মি রাখহ নিজমনে ।
সব-অবতার সার, কলি-গোলা-অবতার,
বিচার করহ নিজগুণে ॥

বিষ্ণু কাভ্যায়নী-সনে, সংবাদ ব্রহ্মপুরাণে, হেন লয় মোর মনে, দেখি তোর সুবদনে,
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ। রহস্ত নিবেশ মহাভাগে ॥

রাজা সে প্রভাশকৃত, সৰ্ব্বগুণের সমুদ্র, তোর যুগোদিত বাণী, শ্রবণে অমিয়া খনি,
ব্যক্ত কৈল পরম উল্লাস ॥ হিরা জুড়াউক কহ শুনি।

এ কথা তোমার মনে, স্মরণ নাহিক কেনে, কৈছন লোকের কথা, কিসে প্রভুর গুণগাথা,
হাসিয়া কহয়ে মূনিরাজে। কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি ॥

প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে, ঘোষণা দিবার তরে, কথা কহে পরিপাটী, নারদের আরভটী,
কলিযুগ-অবতার-কাজে ॥ ক্ষুরিত বসন দোলে অঙ্গ।

সভে কলিযুগ পাঞা, পৃথিবীতে জন্ম গিয়া, বাপ ঝলমল আঁখি, অরুণবদন দেখি,
নাম-বিপর্যাহ নিজ অংশে। কথারস্তে দ্বিগুণ আনন্দ ॥

সে সৰ্ব্ব লোকনাথ, সৰ্ব্ব পারিষদ সাথ, শুন অদভূত কথা, তুমি সৰ্ব্বসৃষ্টিকর্তা,
জন্ম লাভিব বিপ্রবংশে ॥ তোমার নামে খুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড।

শুনিঞা নারদ-বাণী, উলসিত শূলপাণি, যুগ অচরুণ যুগে, কর্মধর্ম করে লোকে,
উলসিতা দেবী কাভ্যায়নী। কলিযুগে পাপপ্রচণ্ড ॥

আনন্দে ভরল পুরী, সভে বোলে হরি হরি, দ্বাপরের শেষ লোক, সৰ্ব্ব দুঃখময় শোক,
উঠিল আনন্দ-রোল-ধনি ॥ দেখি মোর কলিকে তরাস।

চলিলা নারদমূনি, উঠিল বীণার ধনি, কাতর অন্তরে মরি, গেদু প্রভুর বরাবরি,
সরস মধুর স্বর লিকে। শুধাইলু কলির সাহস ॥

অমিয়া-নদীর ধারা, শ্রবণে পুরল পারা, পাপমর কলিযুগে, নিস্তার না দেখি লোকে,
ত্রিভুবন-জন-মন রঞ্জে ॥ কহ প্রভু কেমন উপায়।

আপনা পাসরে ঘাইতে, চলিতে না পারে পথে, ব্রাহ্মণ সে বেদহীন, সৰ্ব্বলোক ধর্মহীন,
অচুরাগে অরুণ-বদনে। মোর হিরা বড়ই সংশয় ॥

না জানিল পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ধর্ম, শুনিয়া কাতরবাণী, হাসি বৈল গুণমণি,
উপনীত ব্রহ্মার সদনে ॥ দূর কর অন্তরের চিন্তা।

দেখি ব্রহ্মা অতিভিত্তে, অতি হরষিত চিত্তে, কলি-লোক নিস্তারিব, নিজভক্তি প্রচারিব,
নারদে করিলা অভ্যর্থন। অবতার করিমু মো তথা ॥

মূনি পরণাম করে, পড়িয়া চরণতলে, দান ব্রত তপ ধর্ম, আর যত যত কর্ম,
তুলি ব্রহ্মা কৈলা আলিঙ্গন ॥ সব আরোপিয়া নিজ নামে।

পুছিলা কুশলবাণী, আগমনে ধন্য রানি, কলি মহাদোষ লেখ, এক মহাগুণ দেখ,
চিরদর্শন-অচুরাগে। মুক্ত মোর নাম-সংকীৰ্ত্তনে ॥

ঘোষণা বোলহ তুমি, শিবব্রহ্ম আদি তুমি,
সভে জনমহ কলি পাঞা ।
করণাবিগ্রহ আমি, জনম লভিব তুমি,
যুগ অতরূপ গৌর হঞা ॥

ঐছন শুনিঞা বাণী বিরিকিঠাকুর ।
হৃদয়ে রইল প্রেম অমিয়া অকুর ॥
গুণ পুলকিত আঁখি অশ্রুধারা গলে ।
অনন্দে বিহ্বল ব্রহ্ম মূনি কৈলা কোলে ॥
বোলায়ে বিরিকি শুন মহামুনিবর ।
তোর পরসাদে লোক প্রসন্ন অন্তর ॥
বিষয়বিপাকে লোক মায়াবন্ধে অক ।
তোর পরসাদে লোক হবে মুক্তবন্ধ ॥
লোকের নিস্তার হেতু তোর মাত্র চিন্তা ।
পুরুষ রহস্ত কিছু কহি শুন কথা ॥
সনকাদি মূনি ষত আমার নন্দনে ।
অন্তরে প্রকাশি কিছু বৈল মোর স্থানে ॥
আমারে কহিল তুমি প্রভুর প্রিয়পুত্র ।
যে কিছু কহিয়ে তার কহ মোরে স্মৃত ॥
অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম ।
শূন্য সর্বৈশ্বরেশ্বর সর্বময় ধর্ম ॥
অনন্ত নিঃশূন্য নিরঞ্জন নিরাকার ।
আত্ম মধ্য অন্ত নাহি এ বুদ্ধি বিচার ॥
ঐছন ঠাকুর হঞা পৃথিবীতে জন্ম ।
অজ হঞা জন্ম করে প্রাকৃতের কর্ম ॥
বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপবধু সঙ্গে ।
কামিজন যেন কাম রতি রস রঙ্গে ॥
কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জনে ।
কৈছন রমণ তোষ অসন্তোষ কেনে ॥

ঐছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল ।
তব্ব কহ চতুর্মুখ ঘুচাহ অজ্ঞান ॥
ঐছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল ।
শুনিঞা হৃদয়ে মোর বিশ্বয় লাগিল ॥
অন্তর চিন্তায় মোর মলিন বদন ।
মোর অগোচর এ প্রভুর আচরণ ॥
বেদান্তের পার প্রভুর কেবা জানে তব্ব ।
আমা হেন কত ব্রহ্ম আছে শত শত ॥
এই মনঃকথা আমি কহিবার বেলে ।
হংসরূপে আসি প্রভু বৈল হেনকালে ॥
চারি শ্লোক সমাধান কহিল আমারে ।
সেই সমাধান আমি দিল তা সত্যারে ॥
সন্তোষ পাইয়া সেই সব মহাশয় ।
পরিতোষে গেলা যার যথা মনে লয় ॥
সেই চতুঃশ্লোক তব্ব সর্ব রসভাগ ॥
তার তব্ব জানে হেন নাট্টিক ব্রহ্মাণ্ড ॥
কথোদিন বহি ব্যাস নৈমিষ অরণ্যে ।
সব বিবরিল যত ভারতপুরাণে ॥
না খুঁটল শেষ কিছু বলিবার তরে ।
জাভ্য না ঘুটিল চতুর পড়িল কাপরে ॥
মূর্ছিত হইলা ব্যাস অরণ্য ভিতরে ।
জানি উপজিল দয়া প্রভুর অন্তরে ॥
আমাকে ডাকিয়া দিল চারি শ্লোক এই ।
এই শ্লোক লঞা তুমি যাহ ব্যাস ঠাই ॥
ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ-তব্ব ।
এই শ্লোক অনুসারে কহ ভাগবত ॥
সেই ভাগবত আমি শুনহ নারদ ।
তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিল শবদ ॥
এতেক বলিয়ে তুমি শুন মুনিবর ।
যুগে যুগে তুমি মাত্র জীব দয়া কর ॥

জীবের নিস্তার হেতু তুমি মতাজ্ঞান ।
 ভাগবত দিব্য শাস্ত্র কভু নহে আন ॥
 নির্দ্বিষয় ভাগবত স্বতন্ত্র পুস্তক ।
 না বুদ্ধিপ্রাণ শাস্ত্রজ্ঞান কবয়ে মুকথ ॥
 হেন ভাগবত কথা কৃষ্ণ অবতারে ।
 গর্গমুনি বৈল নামকরণের কালে ॥
 তবে সে স্মরণ হৈল গর্গমুনি বাণী ।
 চাবিযুগ অমরূপ বরণকাহিনী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

আসন্ বর্ণাশ্রমো হস্ত গৃহতোহমুদয়ং তনুঃ ।
 শুক্লোরজস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
 সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পবচাব ।
 ত্রেতায়া অরুণকাস্তি যজ্ঞ নাম তাব ॥
 এবৈ কৃষ্ণবর্ণ এই নন্দেব কুমার ।
 পরিশেষে পীতবর্ণ হৈব অবতার ॥
 ক্রমভঙ্গ বলি বোকে সন্দেহ যাহাব ।
 চারিযুগে তিনবর্ণ এ বুদ্ধি তাহার ॥
 শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চাবি বর্ণ বহি ।
 চারিযুগ বহি আর এক যুগ নাহি ॥
 নহে বা বিচারি দেখ গোব কোন্ যুগে ।
 আশ্বেষ্যন্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাজে ॥
 ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন ।
 অজ্ঞান লোকেতে আমি বুঝাব এখন ॥
 একাদশে এই কথা শ্রীভাগবতে ।
 রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন মুনিতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

কস্মিন্ কালে সত্তগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ ।
 নামা বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিত্যোচ্যতাম্ ॥
 কোন্ কালে সত্তগবান্ কোন্ বর্ণ ধরে ।
 কি নাম ওঁহার সেই হৈল কোন্ কালে ॥

কোনকালে কোন্ ধর্ম কেমন মাতৃষ ।
 কোন বিধি পূজা কবে কিসে বা সন্তোষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকরভাজন উবাচ ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপবঞ্চ কলিরিতোষু কেশবঃ ।
 নানাবর্ণাভিধাকাবে নাটনৈব বিধিনেজ্যতে ॥
 কৃতে শুক্লচতুর্ভাজটিলো বকলাশ্ববঃ ।
 কৃষ্ণাজিনোপবীতাকান বিভ্রদণ্ড-কমণ্ডু ॥
 মনুষ্যান্ত তদা শাস্ত্রা নিবেশবাঃ সুহৃদঃ সমাঃ ।
 যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥

বাজাকে কহিছে মুনি শুন সাবধানে ।
 সত্য-আদি যুগে লোক পূজয়ে যেমনে ॥
 সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হংস-নাম ধবে ।
 চতুর্ভাজ তপোধর্ম জটাবাকল পবে ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসাব-উপবীত ।
 শাস্ত্র নির্বেদ সর্ব লোকেব চরিত ॥

তত্র ত্রেতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ভাজস্ত্রিমৈখলঃ
 হিবণাকেশত্রয়াছা শ্রবশ্রবাহুপলক্ষণম ॥
 তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হবিম্ ।
 যজন্তি বিদ্বদা ত্রয়া ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধবে ।
 চারি বাহু ত্রিমৈখল শ্রব-শ্রব কবে ॥
 তপ্ত-হাটক-বেশ, শিরের উপবে ।
 সর্বদেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে ॥
 ত্রয়ী-বেদ আত্মা তার নাম হবে 'যজ্ঞ' ।
 বেদ বিধিমতে পূজা করে ধর্মবিজ্ঞ ॥

তথাহি দ্বাপরে শ্রীমদ্ভাগবতে—

দ্বাপরে ভগবান্ গামঃ পীতবাসা নিজাযুধঃ ।
 ত্রীবৎসাদিভিরিকৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥
 তং তদা পুরুষং মর্ত্য্য মহারাজোপলক্ষণম
 যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পুংস জিজাসবো নৃপ ॥

ইতি দ্বাপর উকীশ স্তবতি জগদীশ্বরম্ ।
 নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥
 দ্বাপরে শ্রামবর্ণ প্রভু ভগবান ।
 শ্রীবৎস কৌন্তভ অঙ্গে পীত পরিধান ॥
 মহারাজরাজাধিপ-লক্ষণ বিরাজে ।
 ভাগ্যবান্ জন তারে বেদ-তন্ত্রে পুজে ॥
 এই প্রভু প্রতিযুগে যুগে-অবতার ।
 যে যুগে যে যুগ-ধর্ম করয়ে প্রচাণ ॥
 সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিনযুগ গেল ।
 শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণ বরণ कहিল ॥
 তিন যুগে তিন বর্ণ কৈয়া দিল মুনি ।
 সাবধানে শুন কলিযুগের কাহিনী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সাক্ষোপাস্কাস্ত্রপার্শ্বদম্ ।
 যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায়ৈষযজ্ঞি তি হুমেষসঃ ॥

‘কৃষ্ণ’ এই দুই বর্ণ আছে যাহাতে ।
 ‘কৃষ্ণবর্ণ’ নাম তার কহে ভাগবতে ॥
 কাস্তিতে ‘অকৃষ্ণ’ তেঁহ শুন সর্বজন ।
 গোরা গোরা বলি টেবে গাই তে কারণ
 সাক্ষোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ্ যত আর ।
 সস্তার সতিত প্রভু কৈলা অবতার ॥
 সঙ্গে বলরাম বলি তেঞি কহি ‘সাক্ষ’ ।
 উপ অঙ্গ আভরণ তেঞি সে ‘উপাঙ্গ’ ॥
 সূদর্শন-আদি অস্ত্র আর পারিষদ্ ।
 সংহতি আইলা প্রভুর প্রহ্লাদ নারদ ॥
 যতযত অবতারের দাসদাসী যত ।
 সাক্ষোপাঙ্গে অবতার নাম লৈব কত ॥
 এতেক বৈষ্ণব সব কহে অচ্যুতবে ।
 যে নাম আছিল তথা যে বা নাম এবে ॥

সামান্ত মাতৃষে ইহ। বৃষ্ণিব কেমনে ।
 বিশ্বাস করিতে নারে অধর্মের মনে ॥
 এই ত কারণে মুনি कहিল বচন ।
 এতেকে বুঝয়ে ইহা স্মৃমেধা যে জন ॥
 সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ ধর্ম পরকাশ ।
 স্মৃমেধা জনার ইথে পরম উল্লাস ॥
 এতেকে বলিয়ে ইথে স্মৃমেধা যেজন ।
 চারিযুগে তিন বর্ণ তাহার বাখান ॥
 কাস্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ দুই হৈল এক ।
 আর দুই-যুগেব বর্ণ এক নাহি দেখ ॥
 কলি বা দ্বাপর দুই যুগে এক বর্ণ ।
 দুই যুগে এক বর্ণ এই তার মর্ম ॥
 সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্ত দুই বর্ণ আছে ।
 কলি দ্বাপরে এক বর্ণ হৈল পাছে ॥
 গর্গমুনির বাক্য কেনে বোল ক্রমভঙ্গ ।
 ক্রমভঙ্গ নহে শুন আছে বড় রঙ্গ ॥
 ভূতভবিষ্য বর্তমান कहিাব তরে ।
 তিন-কাল কহে চারি-যুগেব ভিতরে ॥
 সত্য ত্রেতা বহি দ্বাপর বর্তমান ।
 দ্বাপরে কৃষ্ণ-অবতাব কৃষ্ণ-নাম ॥
 ‘ইদানী’ বলিয়া তেঞি বৈল গর্গমুনি ।
 ভূতকাল ভিতরে ভবিষ্যকাল গনি ॥
 ভবিতব্যতা তার আছে ইহা জানি ।
 ভূতের ভিতরে তেঞি ভবিষ্য বাখানি ॥
 ভবিষ্যৎ-অর্থে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত ।
 নিশ্চয় জানিহ তাহে এইত ইঙ্গিত ॥
 তথাপি তাহান্তে ‘তথা’ শব্দ দিল মুনি ।
 গুরু রক্ত বলি ‘তথা’ কি কাজ কাহিনী ॥
 ‘তথা’ শব্দে পূর্ক-উক্ত শ্বেত রক্ত যথা ।
 কলিযুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা ॥

ইবে ষাগরে এই কৃষ্ণতাকে গেল ।
 গর্গমুনি চারি-যুগে তিন-কাল কহিল ॥
 আমার বচন যে না লয় অবজ্ঞাতে ।
 কি কারণে 'তথা' শব্দ কহক সত্যতে ॥
 এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল ।
 কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর ॥

আর অপরূপ শুন শ্রোকের ব্যাখ্যান ।
 এই মাত্র ব্যাখ্যা ইতি নহে অগ্রমাণ ॥
 এই ত ব্যাখ্যাতে আছে অপূর্ণ পূর্ণপক্ষ ।
 যুগ-অবতার কৃষ্ণ এ বড় অশক্য ॥
 আর যুগে অবতার অংশ কলা লবি ।
 আপনে সে ভগবান্ ভাগবতে সাক্ষী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বরূপ ।
 ইন্দ্রািয়াকুলং লোকং হৃদয়স্তি যুগে যুগে ॥
 যুগ-অবতার কৃষ্ণ কহিব কেমনে ।
 এ বচন তবে কেনে কহে ভাগবতে ॥
 বৃন্দাবনচন্দ্রে যুগ-অবতার নহে ।
 পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে ॥
 এহি ত কারণে কিছু কহি তাহা শুন ।
 অরজ্ঞান না করিহ কর অবধান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

আসন্ বর্ণাভ্রবোহস্ত গৃহতোহমুযুগং তমুঃ ।
 শুকো রক্ততথা পীত ইদানীঃ কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
 গর্গমুনি কহিল গভীর ঝড় বোধ ।
 কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধ ॥
 বৃদ্ধিমান্ হয় যদি আনে ভক্তজনে ।
 বৃদ্ধিমান্ লোক তাহা করয়ে প্রমাণে ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ কহিলেন মুনি ।
 তুত ভবিষ্য বর্তমান ত্রিকালকাহিনী ॥
 চারিযুগে তিন কাল কহিবারে চাহে ।
 এ সব একত্রে কথা এক শ্লোকে কহে ॥
 সত্য জ্ঞেতা ষাগর আর যুগ কলি ।
 শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চৌযুগ-ভিত্তি ॥
 চারি-যুগ আছে চারি-কাল হয় যবে ।
 এই মত অবতার ক্রমে হয় তবে ॥
 তবে সে কহিলে হয় যথাক্রমে কথা ।
 যথা অবতার কথা অমুসারে তথা ॥
 এতেকে সে ক্রমভক্ত কতু নহে শ্রোকে ।
 'তথা' শব্দে ভবিষ্যকাল গর্গমুনি লেখে
 কে বা অবতার চারি বর্ণ বা কাহার ।
 কে বা অবতারী কেমন বিচার ইহার ॥
 আপনেহি ভগবান্ অগ্নি যত্নবংশে ।
 পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে ॥
 বিশেষা-বিশেষণ কথা একত্র বাধানে ।
 এই ত সন্দেহ ইথে দ্বিধা তে কারণে ॥
 যতেক চৌ-যুগ তাহে অংশ-অবতার ।
 যুগ-অরূপ বর্ণ ইহা সভাকার ॥
 ধর্মসংস্থাপন-অধর্মবিনাশ-নিমিত্তে ।
 প্রতিযুগে অংশ-অবতার হয় তাথে ॥
 আপনেই ষাগরে ভগবান্ হারি ।
 অবতার-শিরোমণি সত্যর উপরি ॥
 এবে কৃষ্ণতাকে গেলা গর্গমুনি কহে ।
 ক্রামমুন্দর তমু বর্ণ কৃষ্ণ নহে ॥
 প্রতি ষাগরে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণবর্ণ ।
 তদ্রূপতা গেল প্রভু এই তার মর্ম্ম ॥
 যেনই ষাগরে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র ।
 এই তই যুগে সব যুগের স্বতন্ত্র ॥

এই ছই যুগে এক পূর্ণ অবতার ।
ব্যাস কহিলেন উদাহরণ ইহার ॥

তথাহি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে—

তমারাধ্য তথা শস্তো গ্রহীষ্যামি বরং সদা ।
চাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলর। মানুষাদিষু ॥
বাগমৈঃ কলিতৈঃকং জনান্ মনুষ্যান্ কুরু ।
মাকং গোপয় যেন স্তাং যন্তিরেযোত্তরোত্তরা ॥
আর কিছু কহি শুন ভগবদগোতা ।
শ্রীমুখ উদিত প্রভুর নিজ কথা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়াম্—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতায় ।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সত্ত্বায়ামি যুগে যুগে ॥
সাধুজন-পরিভ্রাণ ধর্ম সংস্থাপন ।
অধর্ম-বিনাশ-হেতু কহিল এ মর্ম ॥
যুগে-যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি ।
এই ছই যুগে মাত্র আপনেই আমি ॥
এক যুগ-শব্দে কহি আমার নাম 'যুগ' ।
বিশেষণ-বিশেষ্য করি বাখানয় লোক ॥
যুগ বিশেষণ যুগের তেঞি 'যুগ' বলি ।
এক ছাপর যুগ আর যুগ কলি ॥
যুগে-যুগে চারিযুগ বলি কেনে বোল ।
কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার অংশ কেনে কর ॥
সে চারি-যুগের কথা আর-ঠাই কহে ।
তাঁহাও কহিব আমি মন দেহ তাহে ॥

তথাহি তত্বেব—

বদা বদা হি ধর্মস্ত গ্নানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্ত তদাত্মানং স্বভাসামহম্ ॥
যে যে কালে যে যে যুগে ধর্মের হয় গ্নানি ।
অধর্মের অভ্যুত্থান সে সে কালে জানি ॥

তদাকালে আগনাকে করিয়ে স্বজন ।
প্রতিযুগে অবতার অংশেতে জনম ॥
এত্কে কহিরে আমি শুন মোর বোল ।
কহয়ে লোচন কথা না ঝেলিহ মোর ॥

কলিযুগে গৌর-কৃষ্ণ আনিঞাছি আমি ।
বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি ॥
আর অপরূপ শুন কলিযুগ মর্ম ।
আশ্রমে নিস্তারে লোক সর্বময় ধর্ম ॥
দান-ব্রত-তপো-ধর্ম-স্বাধ্যায়-সংযম ।
বাসনা বিষয় তেজে এ বিধি নিয়ম ॥
কর্মকাণ্ড শ্রুতি শুনে সব মারাবন্ধ ।
নাম-শুগ-মহিমা না জানে ছার অন্ধ ॥
কর্মস্বত্রে বন্দী ভব ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
নিবৃত্তি না হয় কর্ম নায়ে সকলিতে ॥
প্রলয়ের কালে সতে কর্মবন্ধ ঘুচে ।
হেন বন্ধ ঘুচে কৃষ্ণকথা যবে পুছে ॥
হেন গুণসকীর্্তন কলিযুগধর্ম ।
ঘোর পাশময় বোলে না আনিঞা মর্ম ॥
যুগধর্ম-সকীর্্তন ঘুচাবে কেমনে ।
কে বা ধর্মসংস্থাপন করে প্রভু বিনে ॥
পুরুষ প্রতিজ্ঞা গীতায় প্রভুর বচনে ।
প্রভু অবতার হয়ে যেই বেই কারণে ॥
সাধুজন-পরিভ্রাণ অধর্ম-বিনাশ ।
ধর্ম-সংস্থাপন প্রতিযুগে পরকাশ ॥
কলিযুগে সংকীর্্তন-ধর্ম ইহা মান ।
কলি গোরা অবতার কতু-নহে আন ॥
ইহা বলি কোলাকোলি করে মুনিসনে ।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা কিছুই না জানে ॥

এক কহে আর উঠে গৌরাঙের প্রবাহে ।

সকল ইন্দ্রিয় স্থপ করিবারে চাহে ॥

আর কথা শুন প্রভুর সহশ্রেক নামে ।

এক কালে ছই নাম বৈল একু ঠামে ॥

তথাহি মহাভারতে শাস্তিপর্বনি—

স্বৰ্ণবর্ণো হেমাক্সো বরাজ্জলনাজদী ।

সন্নাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ ॥

হেমগোব কলেবর স্ববরণ-শ্ৰোতি ।

সন্ন্যাস করণে সে পরম মহাবতি ॥

ভবিষ্যপুরাণে আর কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ।

কলি জনমিব তিনবার এষ্ট আজ্ঞা ॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—

অজাবশ্মজায়শ্মজায়শ্মং ন সংশয়ঃ ।

কলৌ সঙ্কীৰ্ত্তনাবন্তে ভবিষ্যামি শতীহৃতঃ ॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে ।

কলিযুগ-ধর্ম-মর্ম বিচারহ মনে ॥

পাপময় কলিযুগ কহে সর্বজনে ।

অধর্ম প্রকট ধর্ম ক্ষীণ আচরণে ॥

হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন এই ধর্ম তার ।

এই শুন হরিনাম সর্বধর্মসার ॥

দান-ব্রত-তপো-ধর্ম-যজ্ঞ-জপ-ফল ।

অনারাসে মুক্তি দেই এক নাম-বল ॥

বিষয়ী বিষয়ভোগে নাম করে চিন্তা ।

আগে ভোগ দেই পাছে হরিভক্তি-দাতা ।

শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি হরিগুণ গায় ।

সব স্থখ ছাড়ি প্রভু তার পাছে ধায় ॥

এ হেন কৃষ্ণের নামগুণসঙ্কীৰ্ত্তনে ।

পাপময় কলিযুগে হেন কেনে ধর্মে ॥

যুগের স্বভাবে আর যুগধর্ম কহি ।

পাপময় কলিযুগে পরধর্ম এহি ॥

যদি বা বলিবা পাপি হুশ্চেজ্ঞ কারণে ।

প্রকাশিলা মহাখড়্গ নামগঙ্কীৰ্ত্তনে ॥

সত্য-আদি-প্রজা কেনে কলিজন্ম মাগে ।

হরিপরায়ণ কেনে হয় কলিযুগে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবন্ ।

কলৌ ধনু ফবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ ॥

কৃষ্ণ অবতারে সে লইয়া সর্বশক্তি ।

পাপাশয়-জনে কেনে দেই হরিভক্তি ॥

ঐছন করুণা কহ কোন্ যুগে আর ।

না ভজিতে প্রেম যাচে কোন অবতার ॥

পাপনাশহেতু আছে ধর্ম কর্ম তীর্থ ।

কি জানিহ ধর্মশীল পায় হীন অর্থ ॥

এতেকে জানিল কলিযুগ যুগসার ।

সঙ্কীৰ্ত্তনধর্ম বহি ধর্ম নাহি আর ॥

এতেক বিচার কথা কহিল বিরিকি ।

শুনিঞা নারদ বীণা বাজায় সুসন্ধি ॥

এহেন অমৃত ব্রহ্মা-নারদ-সম্ভাষ ।

দস্তে তুণ ধরি কহে এ লোচনদাস ॥

নারদ কহয়ে ব্রহ্মা কি কহিব আর ।

যে কিছু কহিলা এই হৃদয় আমার ॥

কর্মবন্ধে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কল্প ।

দৈবে বৈষ্ণবের সেবা ঘটে যদি অল্প ॥

তার মহোত্তম কথা নিগূঢ় শুনিঞা ।

পালয়ে পরম যত্নে সাবধান হঞা ॥

তবে মুক্তবন্ধ হঞা কৃষ্ণপর হয়ে ।

সালোক্যাদিচারিমুক্তি অঙ্গুলি না ছোয়ে ॥

তার পর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব ।

কে বা অধিকারী আছে এ সব আলাপ ॥

বা সস্তার বশ প্রভু ত্রিভুগত নাথ ।
 প্রাকৃত জনের হেন কুলটার সাথ ॥
 তার প্রেমভক্তি কথা কে বলিতে জানে
 গুল্ললতা উদ্ধব মাগয়ে যার গুণে ॥
 যে পছ চরণ ব্রহ্মা-মহেশ ধোয়ান ।
 যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না পায় ॥
 অশেষ-লখিমী যার পদ করে সেবা ।
 বাক-অগোচর যার পদমধু-প্রভা ॥
 চারি-বেদে যাচার মহত্ব নিত্য গায় ।
 অনন্ত মহিমা গুণে ওর নাহি পায় ॥
 শেষ মহাশয় যার শয়নের শয্যা ।
 হেন প্রভু করে গোপিকার পরিচর্যা ॥
 আর কত ভকত আছেয়ে শত শত ।
 হেনরূপে বশ কৈল কোন অমৃত ॥
 কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা নিগূঢ় এ প্রোমা ।
 কোথা গোপী বনচারী ব্যাভিচারী কামা ॥
 ঐছন ভকতিতত্ত্ব বুঝিবারে চাই ।
 পরম নিগূঢ় ভক্তি ইহা বট নাট ॥
 হেন ভক্তি প্রচারিব কলিযুগে প্রভু ।
 লখিমী অনন্ত বাহা নাহি ভুঞ্জ কভু ॥
 ঘোষণা বোলহ ব্রহ্মা এট ব্রহ্মলোকে ।
 নিজ নিজ অংশে জন্ম হউক কলিযুগে ॥
 ইহা বলি মহামুনির অন্তর উল্লাস ।
 চলিলা নারদ কহে এ লোচনদাস ॥

বরাড়ী রাগ ।

প্রাণ গোরাটাদ নারে হয় ॥

চলিলা নারদমুনি, বীণার গর্জন শুনি,
 শ্রবণ মঙ্গল গুণ গীত না ।

অমিয়া সিঞ্চিল যেন, জগতজনের মন,
 ত্রিভুবনে আনন্দচমকিত না ॥১॥
 জয় জয় হরিবোল, আনন্দময় কল্লোল,
 ঘোষণা পড়িল তিন লোকে না ।
 অস্ত্র পারিষদ সব, সাজোপাজ জয়লাভ,
 গোরা অবতার কলিযুগে না ॥২॥
 ঐছন করুণাকর দেখব নয়ান মোর,
 অমিয়া সিঞ্চিব কলেবর না ।
 জয় জয় জগন্নাথ, কতেক ভকত সাথ,
 করুণা করিব পরচার না ॥৩॥
 ধনিরে ধনিরে ধনি, কলিযুগে লোকে ধনি,
 অবনী নদীয়া তার মাঝে না ।
 ধনিরে ধনিরে শচী, ধনি মিশ্র পুরন্দরে,
 জনম লভিব গোরাবাস না ॥৪॥
 অহহ সঙ্গিনী সঙ্গে, হরিগুণ গাব রঙ্গে,
 শঙ্খ মৃদঙ্গ করতাল না ।
 ভুবন চতুর্দশ, প্রেম বরিষণ বশ,
 কীর্তন করব পরচার না ॥৫॥
 বৃন্দাবন গুণ বস, প্রণয় সে সরবস,
 ধাপনে আশ্বাদি দিব সব না ।
 দেব নাগ নরগণে, আচণ্ডাল সবজনে,
 পিয়াইব মহা করি লোভ না ॥৬॥
 আনন্দে আনন্দ গুণ, মঙ্গলে মঙ্গল শুন,
 বৃন্দাবন-ধন পরকাশ না ।
 সকল ভুবনপতি, কৃপায় আওল ক্ষিতি,
 আনন্দে ভুলল লোচনদাস না ॥৭॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদি লোকে ।
 শুনিঞা আনন্দময় নাচয়ে কোতুকে ॥

নারদ আনন্দময় ত্রিসিয়া কোতুকে ।
 মঞ্জরিত যুততরু যেন দেখে লোকে ॥
 হেন মতে ত্রিসিতে ত্রিসিতে আচরিত ।
 ধর্মবিপর্যায় দেখে লোকের চরিত ॥
 দান ব্রত তপস্যা ছাড়িয়া সর্জনজন ।
 নিজ নিজ কর্ম ছাড়ি উদয় পালন ॥
 কৃষ্ণ-উদাসনা-ধর্ম ছাড়িল ব্রাহ্মণ ।
 ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র ছাড়ে ব্রাহ্মণ সেবন ॥
 মাতা পিতা গৌরব ছাড়িয়া সব জন ।
 শ্রীয়েয় গৌরব করে কারবাকামন ॥
 মনে অহুমানি মূনি জানিল নিশ্চয় ।
 এই কলিযুগ ইথে নাহিক সংশয় ॥
 যা লাগিয়া তিনলোকে বোষণা পাঞ্ছিল ।
 কারে নিবেদিব সেই কলিযুগ আইল ॥
 চিন্তিত হইয়া মূনি বসিলা ধোয়ানে ।
 আচরিতে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥
 অগ্নিধর্ম দারুণত্ব আমি নীলাচলে ।
 লোক নিস্তারের হেতু সমুদ্রের কূলে ॥
 পুরুষ বৃন্তান্ত স্তম্ভরূপ নাহি তোর ।
 কাত্যারনী প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইলে মোর ॥
 চল চল মূনিরাজ নীলাচল পুরী ।
 আচরিত অগ্নিধর্ম আজ্ঞা অহুসারি ॥
 চলিলা মুনীন্দ্ররাজ হরিষ হিয়ার ।
 উঠিল বীণার ধ্বনি অগত জুড়ায় ॥
 'হাহা অগ্নিধর্ম' বলি অহুসারে ধায় ।
 দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিভুগতরায় ॥
 যত যত অবতার আশ্রয় সদন ।
 সর্ব কলা রসময় প্রসন্ন বদন ॥
 চরণে পড়িয়া মূনি রৈল করজুড়ি ।
 কৃপা কর অগ্নিধর্ম আইল যুগ কলি ॥

মহাযোর পাপেতে ষড়্ভিল সর্ব লোকে ।
 শ্রীশ্রীচৈতন্য পরলোক জন্মে মহাশোকে ॥
 তুনিঞা ঠাকুর মনে হাসি হাসি বৈল ।
 কব পরশিয়া তারে নিভৃত্তে কহিল ॥
 পরম নিগূঢ় কথা কহি হোয় সনে ।
 গোলোকে চলহ মূনি আমার বচনে ॥
 বৈকুণ্ঠ উপরি স্থান, গোলোক তাহার নাম,
 গৌরানন্দ স্নান তাহে রাজ্য ।
 লখিমী অধিক নারী, কে কহ পুরুষ ত্রি,
 সুখময় সকল পরজা ॥
 রাধা আর কল্লিনী, এই দুই ঠাকুরাণী,
 তার অংশ যতেক নাগরী ।
 শত শত শাখা ভক্তি, এ দৌহার লঞা শক্তি
 সেবা করে সব অহুচরী ॥
 আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অহুপামা,
 সব রস বৈদগ্ধ্যীর সীমা ।
 লীলা বিলাস লাবণ্য, সর্বকলা রস ধন,
 ত্রিভুগতে রমণী পরমা ॥
 সঙ্গীত বলিরে যারে, তাল সঙ্কনরে স্বরে,
 শব্দব্রজ ভগতে বাধানে ।
 বলিরে পঞ্চম বেদ, যে বৃক্সে স্বরভেদ,
 বুদ্ধিরূপা সর্বত্র সমানে ॥
 পুরুষ ঠাকুর অংশ, সকল বৈষ্ণব বংশ,
 রসময় রঙ্গ নামা পুরী ।
 ঐছন মহিমা যার, কহিতে শক্তি কার,
 এক মুখে কহিতে না পারি ॥
 যতেক গোপিকাগণে, রাস কৈল বলাবনে,
 রাধা আগে করি করে সেবা ।

মলিতা বিশাখা যত, রাধিকার অহুগত,
 আর যত সব অহুতবা ॥
 তক্তি বিস্ত নাহি তার, নিরবধি যশ গায়,
 স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন ।
 মুক্ত পুন সৰ্বজন, প্রাকৃত জনের হেন,
 ভকতি কেবল যেন দীন ॥
 সালোক্যাদি চারি মুক্তি, বৈকুণ্ঠনাথের শক্তি,
 ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র ।
 লক্ষ্মী সম্পদময়, দীনভাব নাহি রয়,
 ভকতি কেবল পরতন্ত্র ॥
 শরুয়া সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে,
 পরজনে দেই উপভোগ ।
 ঐহন মুক্তি পদ, ভক্তিপথে দেই বাধ,
 সব পর প্রেমভক্তিযোগ ॥
 বিশ্বতার অগোচর, সে পুরী আমার ঘর,
 করুণা কারণে আইলু এথা ।
 চৈতন্য সর্বেশ্বরে, গৌর দীর্ঘ কলেবরে,
 দেখিয়া বুঢ়াহ মনোব্যথা ॥
 যে রূপে দেখিবে তথা, সে রূপে আসিব হেথা,
 কীর্তন করিব পরচার ।
 বুঢ়াব সকল দুঃখ, প্রচারিব প্রেমসুখ,
 কলিলোক করিব নিস্তার ॥
 চলিল নারদমুনি, শুনি অপরূপ বাণী,
 বেদ অগোচর এই কথা ।
 বৈকুণ্ঠের পর আর, বৈকুণ্ঠ দেখিব যার,
 সকল ভুবনে গুণ পাঁথা ॥
 মুক্তি পরমুক্তি আর, ভাগবত বিচার,
 নিগূঢ় শুনিল এই কথা ।
 লোক বেদ আবাদিত, অবেকত অবিহিত,
 বেকত দেখিব আজি তথা ॥

অহুরাগে ধার মুনি, বীণার গর্জন শুনি-
 বৈকুণ্ঠের প্রজা হরষিত ।
 বৈকুণ্ঠের দ্বারের গিয়া, প্রেমার বিহ্বল হঞা,
 অমল গায় গুণগীত ॥
 দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ, সব পারিষদ সাধ,
 বসিয়াছে স্বর্ণ সিংহাসনে ।
 মুনি পরগাম করে, পড়িয়া চরণতলে,
 তুলি পছঁ কৈল আলিঙ্গনে ॥
 হাসি হাসি বোলে পছঁ, আজ কোথা হৈতে তুচ্ছ,
 কহ মুনি হৃদয় সম্বরে ।
 উৎকণ্ঠা হৃদয় মোর, পালিব অন্তর তোর,
 অগোচর করিমু গোচরে ॥
 কর জোড়ি বোলে মুনি, তুমি সৰ্ব অন্তর্যামী,
 তোমায়ে মুক্তি কি বলিব আর ।
 দাক্ষিণ্য রূপে মোরে, যে কহিলে অন্তরে,
 সেই রূপ দেখহ আমার ॥
 পুন কহে গুণমণি, নিতুতে কহিএ আমি,
 সেই রূপ সহজ অরূপ ।
 তার ছায়া মায়া যত, অবতার শত শত,
 কেবল করুণাময় ভূপ ॥
 যার শক্তি ছায়া আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি,
 সৰ্বময় বিষ্ণু বিষ্ণু সৰ্ব ।
 লক্ষী যোর অহুচরী, আর এই মুক্তি চারি,
 তেঁরে এই কহিল সন্দর্ভ ॥
 যার ছায়া বিষ্ণু আমি, সম্পদ ছায়া লক্ষী,
 বৈকুণ্ঠের ছায়া এ বৈকুণ্ঠ ।
 মুক্তি ছায়া চারি মুক্তি, সবে আরোপিয়ে ভক্তি,
 সেবে নাথ সে পছঁ বৈকুণ্ঠ ॥
 রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি,
 যার বশ পুরুষ প্রধান ।

প্রকৃতি দক্ষিণা বামা, ললিতা বিশাখা নামা, সবতরু কল্পক্রম তহি এক নিরুপম ,
 তিন গুণ শক্তি সন্ধান ॥ রত্ন-নদী তার চারি পাশে ।
 নিশ্চয় বচন যোয়ি, অমায়া সে গৌরহরি, স্বর্ণ সিংহাসন তার, বসিয়া গৌরানন্দ রায়,
 প্রকট করুণা কল্পতরু । অমৃত মধুর লহ হাশে ॥
 চল যুনি চল যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাই, সশাখ মঙ্গলঘণ্টে, সিংহাসন সরিকটে,
 সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥ বামপদাঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া ।
 চলিলা যুনীশ্বরায়, বীণা হরিগুণ গায়, রতনপ্রদীপ জলে, যেন দিন দিবাকরে,
 আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে । আলোকিত জগত ভরিয়া ॥
 পূজকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা, রাধিকা দক্ষিণপাশে, অঙ্গুরী করি কাছে,
 প্রেমবারি ছুনয়ানে ঝাঁপে ॥ রতন কলস করি করে ।
 প্রেমমদে মাতোয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার, বামপাশে রুঞ্জিণী, কাছে করি সজিনী,
 ক্ষণে ডাকে গৌরান্দ বলিয়া । রত্ন ঘণ্টে পূর্ণ জল ভরে ॥
 ক্ষণে আধ পদ যায়, ক্ষণে ক্ষণে ফিরি চায়, নগ্নজিতা জল ভরে, দেই মিজবুন্দা করে,
 ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধা'য়া ॥ মিজবুন্দা স্নানকণা-করে ।
 আচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ায় অন্তর দেহে, সে দেই রুঞ্জিণী হাথে, দেবী চালে প্রভু মাথে,
 লাখ লাখ হিমকর জ্যোতি । অভিষেক সুরনদীজলে ॥
 ত্রীপাদপদ্ম গন্ধে, আউলায় শরীর বন্ধে, তিলোত্তমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া-করে,
 হেন বুঝি তহি কাম কাঁতি ॥ মধুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী-করে ।
 অনেক মদনরায়, অঙ্গুগত কাজে ধায়, সে দেই রাধিকা-হাথে, রাই চালে প্রভুমাথে,
 প্রোমাবিহু না দেখিয়ে লোক । অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে ॥
 না দিবা রজনী আনি, না দেখিয়ে তিনাভিনি, সত্যভামা অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে,
 সর্বজন হরিষ অশোক ॥ দিব্য বস্ত্র দিব্য উপহার ।
 গমন নটন লীলা, বচন সঙ্গীতকলা, লক্ষণা স্তম্ভা ভদ্রা, সত্যভামা পরভদ্রা,
 নয়ান চাহনি আকর্ষণ । অঙ্গুক্রমে করে দেই তার ॥
 রক্ত বিহু নাহি অঙ্গ, ভাব বিহু নাহি সঙ্গ, আর দিব্য নারী যত, চারি পাশে শত শত,
 রসময় দেহের গঠন ॥ দিব্য রত্ন দিব্য অলঙ্কার ।
 তবু চিদানন্দময়, ভূমি চিন্তামণি হয়, রতনতরু করে, রহে প্রভু বরাবরে,
 কল্পতরু তরুসর্ব্ব তথা । অয়জয় মঙ্গল উচ্চার ॥
 প্রসুতি যতেক সব, কামধেনু একরব, গোলোক নাথের স্থান, ইহা বহি নাহি আন,
 উকবাতির আশা গুল্ললতা ॥ আগ্রমে কহিল এই ধ্যান ।

হেমগৌর কলেবর, মন্ত্র চারি অক্ষর, যে পুন আরতি করে, তুমি পথ অহুসারে
 সহজে বৈকুণ্ঠনাথ জাম ॥ নানা বুদ্ধি নহে এক মত ।
 শ্রামদেহে চারি হাথ, ধরেন বৈকুণ্ঠনাথ, কেহ বোলে সর্বব্যাপী, স্মৃতিবানী সাংখ্যযোগী,
 চারি হস্তে চারি অঙ্গ তার । তুলসেবা করয়ে ভক্তত ॥
 হেম কমলীয়া পছ, হেম-অঙ্গে হাঁসে লহ, কেহো বেদ অহুসারে, নিত্য ধর্ম-কর্ম করে,
 দ্বিত্ব শরীর শুন সার ॥ বর্ণাশ্রমধর্ম অহুগত ।
 ঐছন সময় মুনি, দেখি গৌরগুণমণি, বেদান্তসিদ্ধান্ত সেই, সমাধান নাহি পাই,
 বিহ্বল পড়িলা পরতলে । নির্বিকিঞ্চিৎ নহে একমাত্র ॥
 আঁখি মিলিবারে নারে, পুন চাহে দেখিবারে, অত্যাশ্চে বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অহুমানে,
 সিনাইল নয়নের জলে ॥ কহে পুন একই অশ্বৈত ।
 স্নান সমাধিয়া পছ, মুচকি হাসিয়া লছ, না বৃদ্ধি তোমার মর্ম, পক্ষ ধরি করে কর্ম,
 নারদ তুলিয়া লৈল কোলে ॥ তোর কথা সব অবিত্ত ॥
 ঘুচিল সংশয় চিন্তা, খণ্ডিল মনের ব্যথা, এবে পর পরসাদে, নিরবধি প্রাণ কঁাদে,
 পছ প্রিয় লহ লহ বোলে ॥ ছাড়ি ইহা প্রাকৃত মুরতি ।
 মুনি বোলে শুন প্রভু, হেন অবতার কভু, পুন জনমিব আর, কলিলোক সংসার,
 না দেখিল না শুনিলা আমি । আচরিব এট প্রেমভক্তি ॥
 জনম সফল আজি, দেখিল অমায়ারাজি, ঐছন নারদবাণী, শুনি কহে গুণমণি,
 ধনি ধনি আপনা বাখানি ॥ চল চল চল মুনিরাজ ।
 ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতার অবিত্ত, কলিলোক নিস্তারিব, নিজপ্রেম বিস্তারিব,
 অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোনা । জনমিব নদীয়ার মাঝ ॥
 জ্যোতির্ময় বোলে কেহো, মুখে না নির্বচে সেই, চল নারদ তুমি, শ্বেতদ্বীপে আছি আমি,
 কহিবারে নাহিক উপমা ॥ বলরাম নামে সত্যোদয় ।
 কেহো বোলে পরাংপর, প্রধান পুরুষবর, অনন্ত বাহার অংশ, একাদশ রূপবংশ,
 বিচারি না করে নিরূপণ । সেবা করে মহেশ ঈশ্বর ॥
 সর্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় যুক্তি, রেবতী রমণী সঙ্গে, আছয়ে বিলাস সঙ্গে,
 অগোচর তোর আচরণ ॥ ক্ষীরজলনিধি মহী মাঝে ।
 সহস্রকণা অনন্ত, না পায়্য গুণের অন্ত, যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়,
 দ্বিজিহ্বা ধরিল সব মুখে । আগে করি করি নিজ কাজে ॥
 না পাইল গুণের ওর, ঐছন ঠাকুর গৌর, চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ,
 কৃপাবলে দেখিল তোমাকে ॥ কহি যে করিবে পরবন্ধ ।

নিজনিজ অংশ লঞা, পৃথিবী জনম' গিরা,

অনাম ধরহ নিত্যানন্দ ॥

আনন্দে নারদমুনি, শুনিঞা ঠাকুরবাণী,

হিস্ত্রথে বোল হরিবোল ।

কহয়ে লোচনদাস, এ দোহাঁর সম্ভাষ,

শুনি উঠে আনন্দ-হিরোল ॥

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর ।

আপন অন্তর কথা তুলিলা অকুর ॥

পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে ।

তত্ত্ব কহি সর্বজন শুন সাবধানে ॥

নিজবন্দ লঞা কহে নিজ মনঃকথা ।

মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা ॥

জাহিনে রাধিকা রহে বাগেতে কল্লিণী

তাহার অন্তরে যত প্রধান রঙ্গিণী ॥

তাহার অন্তরে যত প্রিয় পরিষদ ।

তাহার অন্তরে যত আর অহুগত ॥

প্রাণনাথ-প্রিয়কথা শুনিব প্রবণে ।

লাখলাখ আঁখি এক স্থলরবননে ॥

অনেক চকোর যেন একচক্রে আশে ।

পিবইতে অগ্নি ত্রীমুখ পরকাশে ॥

যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাথে ।

সানুপরিজ্ঞাপ ধর্ম রাখিবার কাজে ॥

ধর্মসংস্থাপন করি না বুঝই কেহো ।

অধিক বাঢ়য়ে পাপ পরমাদ সেহো ॥

সত্যযুগ অধিক জেতায় ষাঢ়ে পাপ ।

স্থাপরে তাহারধিক এ বড় সম্ভাপ ॥

কলি ঘোর অন্ধকার নাহি ধর্মলেশ ।

করুণা বাড়িল দেখি সর্বজন ক্রেশ ॥

অধর্ম বিনাশ হেতু মোহ অবতার ।

অধর্ম বাঢ়য়ে পুন কি কলঙ্ক আমার ॥

ঐহন জানিঞা দয়া উর্দ্ধজল চিতে ।

জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥

ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া ।

বৃথাইব সর্বলোকে প্রেম প্রচারিয়া ॥

নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে ।

গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র ঘরে ॥

অক্ল অবতার চেন অবতার নহে ।

অমুর সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥

মহাকায় মহামুর মহা মত্ত মোর ।

মহারণে প্রহার করিয়া করি দূর ॥

এবে সেই সর্বজন হৃদয় আহারি ।

প্রজা তীক্ষ্ণ অস্ত্র নহে রণে কিবা করি ॥

নামশ্রুণ সঙ্কীর্্তন বৈষ্ণবের শক্তি ।

প্রকাশ করিব আমি নিজ প্রেমভক্তি ॥

এই মতে কলিপাপ করিব সংহার ।

সতে চল আগে পাছে নাহিক বিচার ॥

এবে নাম-সংকীর্্তন প্রজা তীক্ষ্ণ লঞা ।

অন্তর আহার জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥

যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যায় ।

মোর সেনাপতি ভক্ত ঘাইব তথায় ॥

নিজপ্রোমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব ।

কতু না রাখিব হুঃখ শোক কলরব ॥

ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম দেবগণে ।

শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥

চলিলা নারদমুনি, উটল বীণার ধনি,

পাণিপদ না চলয়ে আর ।

ঘাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখিঝাঁপে, সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম,
 টলমল যেন মাতোয়ারা ॥ রহি করে কৃষ্ণের পিরিতি ।
 পদ দুই চারি ঘাই, পুন পড়ে সেই ঠাই, আশ্রয় মধ্য আর অন্ত, বার অংশ অনন্ত,
 কৃষ্ণ নাম আধ আধ বোলে । এক-কণার ধরি রহে ক্ষিতি ॥
 অনেক শক্তি উঠি, ধরিয়া ধরনীকটি, আপনে ঈশ্বর হঞা, শ্বেতদীপ-মাঝে রঞা,
 নদী বহে নয়নের জলে ॥ বিলাস করয়ে নানা রঙ্গে ।
 কণে মহা উনমাদ, হৃদয়ার সিংহনাদ, সর্বোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভু ঠাম,
 গোয়ারূপ হৃদয়ে ধ্যান । সেবা করে অপক্লপ লজ্জা ॥
 বাহ্য নাহি অন্তরে, না জানে আপনা পরে, গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসনবস্ত্র,
 সবজনে একুই গেহান ॥ শয়নের কালে হয় শয্যা ।
 কোটি রবি তেজ যেন, অঙ্গে নিকলই হেন, প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দিব্য অন্ত,
 নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে ॥ নানামতে করে পরিচর্যা ॥
 উত্তরিলে সেই ঠাম, প্রভু বলরাম, এক অংশে সেবা করে, আর অংশে মহীধরে,
 চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে ॥ হেন প্রভু বলরাম মোর ।
 পুরী প্রবেশিয়া রহি, চমকি চোদিকে চাহি, ত্রিজগত-অধিরাজে, দেখিব ক্ষীরোদ-মাঝে,
 লাখ লাখ হিমকর জ্যোতি । প্রভু আজ্ঞা করিব গোচর ॥
 বায়ু বহে মন্দ মন্দ, দিব্য কুহুম গন্ধ, এই দুই প্রভু মাজ, যেন রাজা মহাপাত্র,
 প্রতি দ্বারে লবে গজমতি ॥ পৃথিবী পালয়ে এক বৃদ্ধি ।
 সঙ্কল্প সর্বলোক, না জানে বৈশুণ্য শোক, আর বত রক্তবংশ, সেহো তার অংশাংশ,
 সর্বজন সত্যকার বন্ধু । অবতার করি রহে ক্ষিতি ॥
 স্বপনে যে দেখি দিটি, সেই সর্বাধিক মিটি, হেন মনঃকথারসে, মূনি তেল পরবশে,
 বলদেবময় জীরসিকু ॥ পুরী প্রবেশিলা প্রেমানন্দে ।
 দেখিয়া নারদমুনি, ধনি ধনি মনে গগি, দেখি ত্রিজগত-নাথ, সব-পারিষদ-সাধ
 ধনি ধনি আপনা বাখানে । অপক্লপ বলরামচাঁন্দে ॥
 ত্রিজগত নাথ স্বামী, দেখিব নয়ানে আমি, অকুর পর্ত্ত যেন, বসি শ্বেত-সিংহাসন,
 কান্দিয়া পড়িব শ্রীচরণে ॥ অমৃত মধুর লছ ভাসে ।
 সেই বলরাম রায়, যুগে যুগ সহায়, রাতা উতপল আঁখি, চুলু চুলু যেন দেখি,
 করি কৃষ্ণ করে অবতার । আধ-মুদিত তার কিসে ॥
 খেলায় বিবিধ খেলা, অন্তরে বিনোদলীলা, তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার সাধ,
 করি করে অহর সংহার ॥ আধ উদাস আধ দেখি ।

মণি মুকুতা প্রবাল, দিব্য রত্নময় হার, অধর্ম বিনাশ কাজে, আর কোন মর্ম আছে,
 অলঙ্কারে অঙ্গ নাহি লখি ॥ হেন বৃদ্ধি আকার ইচ্ছিতে ।
 আলিসে-বাণিস করে, বাম কর দিয়া শিরে, আজ্ঞা দিলা আমারে, ঘোষণা দিবার তরে,
 ডাহিনে রেবতী-কর ধরে । শুনি লোক ভেল আনন্দিতে ॥
 রেবতী তাম্বুল করে, দেই প্রভুর অধরে, রাখাভাব অন্তরে, রাধাবর্ণ বাহিরে,
 অমুরাগে বরান নেহারে ॥ অন্তরীক্স রাখাময় হব ।
 অমুচরী চারি পাশে, চামর ঢুলায় হাসে, সঙ্গে সখা সখী বৃন্দ, আর ভক্ত অনন্ত,
 ককণ কিকিণী ধ্বনি শুনি । ব্রজভাবে অখিল মাতাব ॥
 কেহো বীণা বেণু বায়, কেহো বা সঙ্গীত গায়, তোব অগোচর নহে, তার মর্ম কর্ম দেহে,
 তাল সঙ্গে পরম রমণী ॥ কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র ।
 তাহার অন্তরে যত, অমুগত শত শত, নিজ নিজ জন লৈয়া, পৃথিবীতে জন্ম গিয়া,
 যার যেই যেই নিষোজিত । স্বনাম ধরিহ নিত্যানন্দ ॥
 ঐছন সময়ে মূনি, করিল বীণার ধ্বনি শুনি বলরাম রায়, আনন্দে চৌদিকে চায়,
 ঠাকুর দেখিল আচম্বিত ॥ অটু অটু হাসে উচ্চনায়ে ।
 বিহ্বল নারদমুনি টলমল পড়ে ভূমি, ঘন ঘন হৃদকার, প্রকাশয়ে চমৎকার,
 ঠাকুর উঠিয়া কৈল কোলে । আপনা পাসরে প্রেমানন্দে ॥
 চিরদিন অমুরাগে, দেখিলাম মহাভাগে, আজ্ঞা দিল নিজজনে, পৃথিবী কর গমনে,
 ভূষিল শীতল প্রিয় বোলে ॥ প্রভু আজ্ঞা পালিবর তরে ।
 হাসি-হাসি বোলে গর্হ, কহ কোথা হৈতে তুহু, চল নারদ ভূমি, জনম লভিব আমি,
 রহস্ত কহিবে হেন বাসি । অগোচর করিব গোচরে ॥
 কহ না কেমন কাজ, শুনিয়া হৃদয় মাঝ, ঐছন অমৃত-কথা, শুন গোরা গুণ-গাথা,
 আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি ॥ সবজন কর অবধানে ।
 সন্মমে কহয়ে মূনি, আমি কি বলিতে জানি, সব অবতার সার, কলি গোরা অবতার,
 তুমি প্রভু সর্ব অন্তর্যামী । বিচার করহ নিজ মনে ॥
 যে কিছু কহিতে পারি, সেই কথা অমুসারি, তুণ ধরি দশনে, বৌলো মো কাতর মনে,
 যে জুয়ার কর যে আপনি ॥ গোরা গুণে না করিহ হেলা ।
 পাপময় কলিযুগে, নিস্তার না দেখি লোকে, সংসারে না দিহ মতি, কর কৃষ্ণে শিরিত্তি,
 দয়া উপজিল প্রভু চিতে । সংসার তরিতে এই ভেলা ॥
 পালিব ভকত জন, আর ধর্ম সংস্থাপন, কতু নাহি হয় যেই, গোরা অবতার সেই,
 জনম লভিব পৃথিবীতে ॥ হইব পরম পরকাশ ।

নিজীবে জীবন পাবে, অন্ধে গ্রহ বিচারিবে,
শুণ গাঁর এ লোচন দাস ॥

হেন মতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা ।
নিজ নিজ অংশে সতে জন্মিতে লাগিলা ॥
মহেশ্বৰীকুর সৰ্ব্ব আগে আগুয়ান ।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম ॥
পঢ়িয়া শুনিঞা শুণে পরবীণ হৈল ।
'অদ্বৈত আচার্য্য' বলি পদবী লভিল ॥
সেই মহামহেশ্বর সন্তুগুণ ধরে ।
তমোগুণ বলি যারে ঘোষয়ে সংগারে ॥
অন্তর্কীর্ষে বিচার না করি কহে পুন ।
বাহু আচরণ দেখি বোলে তমোগুণ ॥
কৃষ্ণের কেবল আত্মা নামে হরিহর ।
পরাকৃত তমোগুণ গুণের তিতর ॥
প্রাকৃত তকত বোলয়ে তমোগুণী ।
অধম বলিয়ে অন্ন জনে কিবা জানি ॥
এক মনে হরিহর বোল তমোগুণ ।
অবজ্ঞা না কর যবে মোর বোল শুন ॥
মনে অহুমান করি করহ বিচার ।
যুগে যুগে কলি গৌরা অবতার সার ॥
সব অবতারে যেই খেলার সংহতি ।
বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি ॥
'ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম অজ্ঞরূপ ।
নিত্যানন্দকন্দ নাম সহজস্বরূপ ॥
এক অংশে বাহার সহস্ররূপা ধরে ।
এক কণে মহী ধরে স্রষ্টা রাখিবারে ॥
পদ্মাবতী উদরে জনম বলরাম ।
পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম ॥

মা বাপে খুইল নাম কুবের পণ্ডিত ।
সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুচরিত ॥
শুক্রা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে ।
পৃথিবী জনম লৈলা পরমহরিষে ॥
কাত্যারনী জনম লভিলা মহী মাষে ।
সীতা নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে ॥
অদ্বৈতঠাকুর সনে একত্রে বিলাস ।
দৌহে মিলি আসি কৈল তকতি প্রকাশ ॥
আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি ।
অবতার নির্ণয় কথা কেমনে বাখানি ॥
মহাক্তের মুখে যেই শুনিঞাছি কাণে ।
তাঁহো কহিবারে নারি সন্কোচ পরাণে ॥
আমার শক্তি নাহি করিতে নির্ণয় ।
নাম লঞা যাব যেই বেই যেবা হয় ॥
আগে পাছে বিচার না কর কেহো মনে ।
আখর অমুরোধে গ্রহ নাহি হর ক্রমে ॥
শচীদেবী অগস্ত্য মিশ্র পুরন্দর ।
আপনে ঠাকুর জন্ম লৈলা বার বার ॥
গোপীনাথ নাম কাশীমিশ্র যে ঠাকুর ।
চৈতন্ত-সম্বত-পথে নির্মল ঠাকুর ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর গদাধর দাস ।
মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস ॥
রায় রামানন্দ আর বাহুবদেব দত্ত ।
হরিদাস ঠাকুর গোবিন্দ অজ্ঞমত ॥
ঈশ্বর মাধব পুরী বিষ্ণুপুরী আর ।
বক্রেশ্বর পরমানন্দ পুরী শুদ্ধাচার ॥
পণ্ডিত অগদানন্দ আর বিষ্ণুপ্রিয়া ।
রাঘবপণ্ডিত আদি পৃথিবী অসিয়া ॥
রামদাস গৌরীদাস ঠাকুর স্মর ।
কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম এ কমলাক্ষর ॥

কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারগদ্য ।
 ষাটশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ব ॥
 পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস ।
 কাশীশ্বর রূপ সনাতন পরকাশ ॥
 গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর ।
 সত্তে মিলি আসি কৈল ভক্তি প্রচার ॥
 দামোদর পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই ।
 জনম লভিলা পৃথিবীতে এক ঠাঁঞি ॥
 পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমানন্দ বৈষ্ণৱ ।
 পৃথিবী আইলা বত ছিলা অন্ত আন্ত ॥
 শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার ।
 বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার ॥
 তাঁহার মহিমা আমি কি কহিতে জানি ।
 আপন বুদ্ধির শক্তি কিছু অনুমানি ॥
 অভিমান কেহো কিছু না করিহ মনে ।
 প্রণতি করিরে নিখ গুরুর চরণে ॥
 যার পদ-পরসাদে আমি হেন ছার ।
 তো সব ঠাকুর গুণ কহৌ তো সভার ॥
 শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার ।
 বৈষ্ণৱুলে মহাকুলপ্রভাব বাহার ॥
 অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তত্ত্ব ।
 অল্পগত জনে না বুঝায় প্রেম বিহু ॥
 অসম্মতী ভীষ্মেরে দয়া কাতর-হৃদয় ।
 কৃষ্ণ অল্পরূপে সদা অধির আশ্রয় ॥
 রাধাকৃষ্ণরসে তত্ত্ব গড়িরাছে যেন ।
 ভাবের উন্নয় বলি যখন যেমন ॥
 কণে কৃষ্ণ কণে রাধা ভাবের আবেশে ।
 রাধাকৃষ্ণরস মুষ্টিমন্ত্র পরকাশে ॥
 চৈতন্য-সম্রাট পদে সে শুভ বিচার ।
 অতুল পরস তর্ক-বর্জিত অর্থাহার ॥

সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সম্মান পিরিতি ।
 সকল সংসারে যার নির্মল কীর্ত্তি ।
 শ্রীশ্রী ভূখণ্ড মাঝে যার কল্যাণত্বিত্তি ।
 নরহরি চৈতন্য বলিয়া যার খ্যাতি ॥
 বৃন্দাবনে মধুমতি নাম ছিল যার ।
 রাধাপ্রিয় সখী সেই মধুর ভাণ্ডার ॥
 এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি ।
 বাধাকৃষ্ণ প্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারী ॥
 তার ব্রাতৃশ্রদ্ধা শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ।
 সকল সংসারে যশ ঘোষণে প্রচুর ॥
 শ্রীমুর্ত্তিকে লাড়ু খাণ্ডলাইল যেই জন ।
 তারে অল্পবুদ্ধি করে কোন্ মুঢ়জন ॥
 সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের তিতর ।
 কৃষ্ণসঙ্গে যার কথা সে কৃষ্ণ কেবল ॥
 শ্রীমুর্ত্তির সনে কথা যার অল্পব্রত ।
 তাহারে কেমন জানে কেমন মহত্ব ॥
 বাহারে চৈতন্য বোলে—মোর প্রাণ তুমি ।
 প্রকাশ করিলা যারে অতিরাম গোস্বামী ॥
 মদন বলিয়া অবতার জানাইল ।
 চৈতন্যের কোলে সবে তেমতি দেখিল ॥
 কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য অগ-মন মোহে ।
 নাহি তিনাতিহু সব লমান গিনেহে ॥
 সর্বদা মধুর রস বোলয়ে বদনে ।
 সর্বকাল না শুনিল উৎকট কথনে ॥
 চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাভ্য ।
 রসময় দেহ তার এ সংসারে যত ॥
 পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস ।
 চৈতন্য-সম্রাট-পথে মধুর বিখ্যাস ॥
 ময়ুরের পাখা দেখি রাজসন্নিধানে ।
 পড়িলেন কৃষ্ণরূপ আকর্ষণী মনে ॥

কে জানে কেমন রূপ চৈতন্তের সঙ্গী ।
 জ্ঞানয়ে অনন্ত আদি যারা অঙ্গ সঙ্গী ॥
 জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব ।
 সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ-অনুভব ॥
 কি কহিব আর অস্ত্র পাণ্ডিষদ যত ।
 পৃথিবী আইলা সন্তে নাম লৈব কত ॥
 সমুদ্রের জল যবে কলসে পরিমাণি ।
 পৃথিবীর রেণু যদি একে একে গণি ॥
 আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি ।
 তত্‌ গোরা অবতার লিখিতে না পারি ॥
 মুক্তি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর ।
 মুকুথ হইয়া করৌ ষেদেব বিচার ॥
 অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রত্ন চাহে ।
 ঈর্ষ্য যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহে ॥
 পক্ষু মহী লজ্জিবারে করে অহঙ্কার ।
 ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বাহিবার ॥
 ঐছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল ।
 গোরা অবতার কথা করিতে প্রচার ॥
 করজোড় করি বোলৌ শুন সর্বজন ।
 বাচাল করয়ে গোরাগুণে মুকুজন ॥
 নিজ্জীবী কহয়ে সে প্রকট চাঁটু বাণী ।

না পল্লি মুকুথ কহে ব্রহ্মের কাহিনী ॥
 পৃথিবী জনমি মহা মহা ভাগবত ।
 কৃষ্ণের গোপত কথা করিতে বেকত ॥
 অকারণে করুণা করেন সর্বজীবে ।
 মাতা যেন দুর্ভাগ্য তনয় পরিবেষে ॥
 ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অবাধ ।
 অধম হইয়া অমৃতের করি সাধ ॥
 শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেখে ।
 পাতকী দেখিয়া দয়া বাকুল সিনেহে ॥
 দুঃস্থ পাতকী অন্ধ অতি দুঃখাচারে ।
 অনাধ দেখিয়া দয়া করিল আমারে ॥
 তার দয়াবলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে ।
 এই ভরসায় পুণি হইবে অবাধে ॥
 করজোড় করি বোলৌ কান্তর বয়ানে ।
 আশ্র নিবেদেও মুক্তি বৈষ্ণবচরণে ॥
 মোরেধিক অধম নাহিক ঈহী মাঝে ।
 বৈষ্ণবের কৃপাবলে সিদ্ধি সর্ব কাঙ্গে ॥
 দশনে ধরিয়া তুণ এ লোচনদাস ।
 প্রণতি বিনতি করৌ পূর যৌর আশ ॥
 সূত্রখণ্ড সাগ পুণি কহিল এখন ।
 অবতার আদিখণ্ডে শুভ সর্ব জন ॥

শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ।

শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল ।



আদিখণ্ড ।

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি ।
জয় জয় নিত্যানন্দ সৰ্বশক্তিধারী ॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য মহেশ্বর ।
জয় জয় গৌরান্দের ভক্ত মহাবর ॥
সতীর চরণধূলি মন্তকে ধরিয়া ।
আদিখণ্ড কহি কথা শুন মন দিয়া ॥
সৰ্ব নিজজন হবে জনম লভিল ।
সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল ॥
পৃথিবী চলিতে আর নাহিক বিলম্ব ।
আপনি ঠাকুর শচীগর্ভে অবলম্ব ॥
জয় জয় শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ।
দেব নাগ নর দেখে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
কেহো যারে বোলে জ্যোতির্স্বর সনাতন ।
কেহো যারে বোলে স্তম্ব স্থল নারায়ণ ॥
কেহো যারে বোলে স্থল স্তম্ব পরব্রহ্ম ।
সে জন আপনে শচীগর্ভের আরম্ভ ॥
তেজোময় বায়ুরূপ গর্ভ বাঢ়ে-নিতি ।
দেখিয়া সকল লোকের বাঢ়য়ে পিরিতি ॥
দিনে দিনে তেজ বাঢ়ে শচীর শরীরে ।
দেখিয়া সকল লোক হরিষ অন্তরে ॥

না জানিয়ে কোন্ জন আইল শচী ঘরে ।
এই মনে ঘরে ঘরে সভাই বিচারে ॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে ।
শচীর উদরে মহানন্দ পরকাশে ॥
ছয়মাস পূর্ণ হৈলে শচীর উদর ।
অন্দের ছটায় ঝলমল করে ঘর ॥
হেনই সময়ে এক অদভূত কথা ।
আচম্বিতে অদ্বৈত-আচার্য্য গেলা তথা ॥
ঘরে বসি আছে জগন্নাথ দ্বিজবর্ষা ।
সঙ্গমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সৰ্বশুণামী ।
ত্রিজগতে ধন্ত তার গুণ অমুখাম ॥
দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সঙ্গমে ।
বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে ॥
চরণের ধূলি লৈল মন্তক উপর ।
সঙ্গমে আচার্য্য কৈল বিনয় বিস্তর ॥
পাদ প্রকালনে জল দিল শচীদেবী ।
শচী দেখি সঙ্গমে উঠিলা অম্বরাসী ॥
অম্বরাসে রাঙ্গা দুই কমললোচন ।
বাশ্প ঝলমল আঁখি অরুণ বধন ॥

সবস্ম অধর গদগদ কণ্ঠধর ।
 ধরিতে না পারে অজ করে উলমল ॥
 শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম ।
 চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান ॥
 জগন্নাথ সসন্দেহ শচী সবিস্মিত ।
 কি কর কি কর বোলে হৃদয়ে ছঃখিতা ॥
 জগন্নাথ বোলে শুন আচার্য্য গোসাঞি ।
 তোমার চরিত্র বুঝিবারে কেহো নাঞি ॥
 দয়া করি কহ যদি ঘুচাই সন্দেহ ।
 নহে বা এ চিন্তা অগ্নি গোড়াইল দেহ ॥
 আচার্য্য কহয়ে শুন মিশ্র পুরন্দর ।
 জানিবে সকল পাছে কহিল উত্তর ॥
 পুলকিত সব অজ জানিঞা সন্দর্ভ ।
 গুরু চন্দনে পূজে শচীর শ্রীগর্ভ ॥
 সাত প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম ।
 না কহিল কিছু গেলা আপনার স্থান ॥
 এথা শচী জগন্নাথ মনে অহুমান ।
 মৌর গর্ভ বন্দনা করিলা কি কারণে ॥
 আচার্য্য গোসাঞি কৈল গর্ভের বন্দনা ।
 শতশ্রুতেজ শচী পাসরে আপনা ॥
 সব স্মরণ দেখে নাহি দেখে ছঃখ ।
 সর্ব দেবগণ দেখে উদর সম্মুখ ॥
 ব্রহ্মা শিব শক্র আদি ষত দেবগণ ।
 উদর সম্মুখে সতে করয়ে শুবন ॥
 জয় জয় অনন্ত অমৃত সনাতন ।
 অমৃত্যুতানন্দ নিত্যানন্দ অনার্দন ॥
 জয় সঙ্করজ-সুভ—প্রকৃতির পন্ন ।
 জয় মহাবিক্র কারণ-সমুদ্র তিতর ॥
 জয় পরমোদয়নাথ মহিমা বিস্তার ।
 জয় সঙ্ক পন্নসঙ্ক বিস্ময়স্বাকার ॥

জয় গোলোকের পতি রাখার ঈশ্বর ।
 জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর ॥
 জয় জয় নিশ্চিন্ত ধীর ললিত ।
 জয় জয় সর্বমনোহর নন্দমুখ ॥
 ইবে কলিযুগে শচীপুর্বে ত প্রকাশ ।
 আপনে ভুজিতে আইলা আপন বিলাস ॥
 জয় জয় পরানন্দ দাতা ইবে প্রভু ।
 এহেন করুণা আর নাহি হয় কত ॥
 আপনি আপন দাতা হৈলা কলিকালে ।
 পাণ্ডাপাত্র বিচার না হৈব গদাধরে ॥
 যে প্রেম যাচিঞা করো মোরা সব দেবে ১-
 না পাইল লব-লেশ গুরু অমৃতভবে ॥
 সে প্রেম মধুর রস আপনি খাইয়া ।
 ভুজাইবে আচণ্ডালে—দোষ না দেখিয়া ॥
 তুরা প্রেম লব-লেশ মোরা যেন পাই ।
 তোর সঙ্গে রাখাক্ষক গুণ ধেন গাই ॥
 জয় জয় সংকীৰ্ত্তনদাতা গৌরহরি ।
 ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি ॥
 চারিমুখে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তুতি ।
 তরাসিত শচীদেবী চমকিত মতি ॥
 সর্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে ।
 আত্মজ্ঞানে দয়া করে নাহি ভিন্ন পবে ॥
 দশমাস পূর্ণ গর্ভ ভেল দিশে দিশে ।
 আপনা পাসরে শচী মনের হরিষে ॥
 শুভদিন শুভক্ষণ পৌর্ণমাসী তিথি ।
 কান্তন শোভন নিশি হিমকরমুখি ॥
 রাহ চন্দ্র গরাসরে অদভূত বোলে ।
 উঠিল চৌদিগ ভরি হরি হরি বোলে ॥
 চৌদিগ তরিল তার দিব্য চাক্রগুরু ।
 পরসন্ন দশদিক—বাসু মঙ্গ মঙ্গ ॥

বড় ঋতু উদয় তৈ গেল সেই বেলে ।
 প্রভু শুভজন্ম পৃথিবীতে হেনকালে ॥
 অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য মানে চাহে ।
 গোরা অঙ্গ দেখিবারে অহুরাগে ধাএ ॥
 একমাত্র ধনি শুনি হরি হরি বোল ।
 জন্মমাত্র প্রকট করিল প্রভু মোর ॥
 শচীর উদরে মহা-বৈকুণ্ঠ সম্পদ ।
 আনন্দে বিহ্বল দেবী বোলে গদগদ ॥
 জগন্নাথ পণ্ডিতেরে ডাকে হাথলানে ।
 জনম সফল দেখে পুত্রের বয়ানে ॥
 পুত্রনারীগণ জয় জয় দেই মুখে ।
 আনন্দে বিহ্বল সতে দেখিয়া বালকে ॥
 বেদ দেব-নাগকন্ঠা সভাই আইলা ।
 দেখিয়া গৌরাজ জয় জয়ধ্বনি কৈলা ॥
 গৌর নাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড ।
 প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমৃত অংশু ॥
 দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ান ।
 সভার মনে হৈল এই নাগরীর প্রাণ ॥
 এহেন বালক কতু নাহি দেখি শুনি ।
 বালক দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি ॥
 মাহুঘের হেন ঠাম না দেখিয়ে কিছু ।
 দিব্য বিলাসিনী কহে জানিব ইহা পিছু ॥
 জগন্নাথ বিহ্বল দেখিয়া পুত্রমুখ ।
 ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার মনের কোতুক ॥
 কত চান্দ উদয় দেখিয়া মুখখানি ।
 প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি ॥
 উন্নত নাসিকা তিলকুসুম জিনিঞা ।
 বলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিঞা ॥
 অধর অরুণ আঁর চাক্র গুণোজ্যোতি ।
 স্নানর শ্রীবুক দেখি উঠয়ে পিরিতি ॥

সিংহ শ্রীব গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয় ।
 আত্মাহুত্বিত তুল তহু রসময় ॥
 বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর যেন ।
 অরুণ কমলদল দুখানি চরণ ॥
 ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সে পঞ্চম পদতলে ।
 রথ ছত্র চামর স্তম্ভিক অমূল্যলে ॥
 উর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুস্তবরে ।
 সব অপরূপ রূপ অমিয়া উগরে ॥
 হেন অদভূত রূপ পৃথিবীর মাঝে ।
 মহারাজ-রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র কিবা ব্রহ্মা আদি দেবগণ ।
 পৃথিবী আইলা কিবা কোতুক কারণ ॥
 নয়ানে লাগিল সভার অমিয়া অঞ্জন ।
 চির অহুরাগে যেন প্রিয় দরশন ॥
 জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা ।
 কত দিন ছিল পুঙ্কবের যেন লখা ॥
 প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চারে রাশি রাশি ।
 নিরখিতে হৃদয়ে নয়নে হেন বাসি ॥
 বালক দেখিয়া হিয়া ভরল আশঙ্ক ।
 আলমল অঙ্গ সভার স্নেহ নীবিষক ॥
 জন্মমাত্র বালক দেখিল এইক্ষণে ।
 কত কোটি কাম জিনি স্নানর বদনে ॥
 হেন অহুমানি সবে দেই জয় জয় ।
 স্বরূপে মাহুঘ নহে শচীর তনয় ॥
 অভিনব কামদেব শচীর মন্দন ।
 সবয়ে অমিয়া ধবে করয়ে ক্রন্দন ॥
 আপনে বৈকুণ্ঠনাথ কৈল অবতার ।
 নির্জারিল নারীগণ অহুমানি সার ॥
 সবলোকনাথ সে অবনী পরকাশ ।
 আনন্দে বিহ্বল কহে এ লোচনদাস ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।

মঙ্গলগুৰ্জরী রাগ ।

শচী মিশ্রপুরন্দর, আনন্দে গরগর,
গদগদ তেল কর্ণধরে ।

ইষ্ট কুটুবে, আনি অবিলম্ব,
পুজেনহোৎসব করে ॥

মঙ্গল করহ উচ্ছাহ ।

আনন্দে শচীর মন্দিরে গোরাগুণগাহ
না হারে আরে হর ॥ মুচ্ছা ॥ ধ্রু ॥

অয় জয় অয়, চৌদিগে সুধমর,
আনন্দে ভরল নগরী ।

কুলবধু যত, আ ওল শতশত,
বিশায় লিন্দুর পিঠায়ি ॥

পুজ করি কোলে, আনন্দে প্রেমভরে,
গদগদ বোলে শচীদেবী ।

আলীকর্মান কর, গদধূলি দেহ বর,
বালক হউ চিরজীবী ॥

বালক নহে শোর, আপন বলি বর,
দেহনা সব নারীগণে ।

অমিয়া অধিক দেহ, পরিণাম বিপর্যয়,
নিমাই বলিয়া খুইল নামে ॥

এ অষ্ট দিবসে, শিশুগণ সন্তোষে,
অষ্ট কলাই বিলাই ।

নবরাজি মহোৎসব, আনন্দময় সব,
বাজএ আনন্দ বাধাই ॥

বাঢ়য়ে মিনে মিনে, শ্রীশচী নন্দনে,
অবনী পূর্বিমার চাঁদে ।

কাঝরে উজোর, নরন যুগল,
গোরোচনা তিলক পুছানে ॥

এ কর চরণ ' সঘনে চালন,
জীবৎ হাসয়ে মুচকি ।

শচী জগন্নাথ, দেখি অদভূত,
নিরিখে অনিমিষ ঈশি ॥

শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন, করয়ে নিতিনিতি,
সুগন্ধি তৈল হরিজা ।

বদন চুষয়ে, হিয়া ভরি থুয়ে,
ধস্ত শচী সূচরিজা ॥

ঐছন দিনে দিনে, প্রীতি কণে কণে,
আনন্দ নদীয়া নগরে ।

কিবা দিবা রাতি, না জানে বায় তিথি,
প্রেমায় আপনা পালয়ে ॥

নদীয়া নগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,
না জানি কি নারী পুরুষে ।

বালক বৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম পরবন্ধ,
মাতুল অতুল হরিবে ॥

শারদ-শশী জিনি, বদন অলুমানি,
মদন মদন বিরাজে ।

যুবতী যত ছিল, উমতি সন্তে তেল,
ছাড়ল গুরুগৃহ কাজে ॥

দিনে তিন বেরি, ধারে পুরনারী
বালক দেখিবার তরে ।

দেহি দেখি বলি, সন্তেই কোলে করি,
পুলকে ভরি কলেবরে ॥

ঐছন দিনে দিনে, প্রীতি কণে কণে,
আনন্দ কহিল না যায় ।

ছিরি নরছরি, তার পদ ধরি,
লোচনদাস গুণ গায় ॥

এইমতে দিনে দিনে শচীর কুমার ।
 বাড়য়ে শরীর যেন অমিরার সার ॥
 কি দিব উপমা রূপের না দিলে সে নারি ।
 খলবল করে প্রাণ কহিলে সে পারি ॥
 নিতি বোলকলা-পূর্ণ ইন্দু-মুখচন্দ্র ।
 সাথে দেখিবারে ধার জনমের অন্ধ ॥
 একে সে অধর রাতা মুচকি হাসিতে ।
 অমিয়া সারয়ে যেন হিলোল সহিতে ॥
 রসে ডুবুডুবু রাতা নয়নযুগল ।
 কাজরে অমিয়াপকে কে বাক্য বাকুল ॥
 শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান ।
 সাদরে নিরোধে হেন পুত্রের বরান ॥
 কণে কান্দে কণে হাসে কণে খটি করে ।
 কণে কোলে কণে দোলে হিয়ার উপরে ॥
 শচী স্তনযুগে ছুটি চরণ রাখিয়া ।
 দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা ॥
 অতি দীর্ঘ নয়ান সুন্দর অটুহাসি ।
 অধরে অমিয়া যেন ঢালিছেন শব্দ ॥
 নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনিয়া সুন্দর ।
 গণ্ডযুগ জ্যোতির্ময় গঠন সোসর ॥
 এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে ।
 নামকরণ হৈল অন্নপ্রাশন দিবসে ॥
 পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর ।
 অলঙ্কারে ভূষিত সোণার কলেবর ॥
 অজদ কঙ্কণ গলে গজমতি হার ।
 কটি স্বর্ণ-শিকলি মগরা পারে আর ॥
 মাড়িল ভিজুল যেন কর পদন্তল ।
 অধর বাকুলী আধি রাতা উত্তপল ॥
 বিজুরী মাজিল গা রাতুল ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি ।
 ঝলমল অজতেজ চাহিতে না পাই ॥

বিশ্বপালন হেতু খুইল 'বিশ্বস্তর' নাম ।
 সরস্বতী সংবাদ যে পুরুষ প্রধান ॥
 কণে গিতামাতা কর-অঙ্গুলি ধরিয়া ।
 অধির শরীর পড়ে পদ দুই গিরা ॥
 অবেকত আধ আধ লহ লহ বোলে ।
 চাঁদের সারয়ে যেন অমিয়া উথলে ॥
 এইমতে দিনে দিনে আভিনা বেড়ার ।
 ঘুচিল বিবিধ তাপ অগত জুড়ার ॥
 লখিমীলালিত পদ ধরণীর কোলে ।
 আনন্দে পৃথিবী দেবী আপনা পাসরে ॥
 গগনে এক চাঁদ ভূমে দশ নখ-চাঁদ ।
 কিরণের তেজ সে যে আঁধি পাইল আঁধ ॥
 দশ চাঁদ কর-নখ অঙ্গুলির আগে ।
 পাতকী দেখিলে হিরা আক্কেয়ার ভাজে ॥
 শ্রীমুখচাঁদ প্রভুর কোটি চাঁদের রাজা ।
 ভুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা ॥
 কি কহিব আর তার করণ চন্দ্রিমা ।
 অন্তর তিমির কাটে নাহি করে কমা ॥
 কে কহিতে পারে তার বালক চরিত্র ।
 লৌকিক আচারে কৈল সংসার পবিত্র ॥
 অগ্রজ বাহার বিশ্বরূপ মহাশর ।
 অন্নকালে সর্বশাস্ত্র জাজয়ে আশর ॥
 তাহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে পারে ।
 বাহার অমুজ মহাপ্রভু বিশ্বস্তরে ॥
 দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ ।
 শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥

বরাড়ী রাগ ।

চান্দা চান্দা চান্দা, গগন উপরে,
 কে পাড়ি আনিয়া দিব ।

কলক মুছিয়া, গোরা রায়ের,
কপালে চিহ্ন লিখিব ॥
আরে বাছা আর আর, আমার সোণার স্নাত,
নিশ্চয়ের লাগিয়া কান্দে ।
আখটি করিতে, একটা বোল নিমাইর,
অমিরা অধিক লাগে ॥ ৬ ॥
এখনি আসিব, নিমাইর বাপ,
কীর কদলক লঞা ।
হের আসিছে বাছা, হাউ ছরন্ত রে,
নিন্দ বাহ আঁখি মুছিয়া ॥
সোণার পদ্মস্থ, রাতা পহুম আঁখি,
আখ মুদিত তারা ।
হেন বুঝি পারা, মহর পাখারে,
ডুবিলা আখ ভ্রমরা ॥
শাটের গিলাপ, নেতের তুলি,
রচিয়া শয্যাখানি ।
পাখালি হইয়া, পুত্র কোলে লৈয়া,
শুভিলা দেবী শচীরানী ॥
এক স্তন বুখে, রহি রহি চাপে,
অঙ্কুলি নাড়য়ে আর ।
লোচন বোলে সব, দেব-শিরোমণি,
বালক-রূপেতে বিহার ॥

আরে আরে হয় ।

হেন অদ্বৈত কথা, শ্রবণমঙ্গল নাম রে
শুন গোরা গুণপাঁখা রে আরে হয় ॥ ৭ ॥
এক দিন এক কথা শুন সাবধানে ।
আপনা প্রকাশ প্রভু কৈল যেন মনে ॥
এক গৃহে অগমাথ গৃহান্তরে শচী ।
পুত্র কোলে করি শয্যার স্নেহে শুতি আঁখি ॥

শুভঘরে কত সৈন্ত সামন্ত তরিল ।
ঐহন দেখিয়া শচী তরাসিত হৈল ॥
যত দেবগণ আসি শচী কোলা হৈতে ॥
বসাইল রত্নসিংহাসনেতে তুরিতে ॥
অভিষেক করি নানাবিধ পূজা করি ॥
প্রদক্ষিণ করি পড়ে চরণেতে ধরি ॥
শঙ্খঘটা ধ্বনি সন্তে করে বারবার ।
জয় অগমাথ সন্তে করিছে বিস্তার ॥
জয় অগমাথ তুমি সন্তার পালন ।
কলিযুগে সন্তাকার করিবে পোষণ ॥
বৃন্দাবন ধনরস দিবে সন্তাকারে ।
নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বস্তরে ॥
দেখি শচীমাতা বারংবার চমকিত ।
পুত পুত করি শচী ভেল মহাভীত ॥
আপনাকে ভয় নাহি পুত্রগত প্রাণ ।
বালক পাঠাঞা দিল অগমাথ স্থান ॥
তোর পিতা শুতি আছে ঐ দেবঘরে ।
তথা গিয়া স্নেহে নিদ্রা যাহ তার কোলে ॥
চলিলা ত গোরাচাঁদ মায়ের বচনে ।
নুপুরের ধ্বনি শুনি শূন্ত চরণে ॥
বাহিরে আইলা যবে দেবশিরোমণি ।
সকল দেবতা আইলা পাছে জোড়পাণি ॥
প্রভু কহে দেবগণ নাচাহ আমারে ।
গাও রাধাকৃষ্ণলীলা কহিলাও তোমারে ॥
দেবে রাধাকৃষ্ণপ্রেম গানেতে মিশাঞা ।
দিলেন আনন্দে গোরচন্দ্র দরসিয়া ॥
আপনে কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে ।
রাধা রাধা গোবিন্দ প্রভু বলিছে আপনে ॥
কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন বলি ডাকে ।
রাধা রাধা বলিয়া ডাকয়ে প্রেমস্নেহে ॥

দেখিয়া পুত্রের সীমা মুছা শতী পাইলা ।
 শব শুনি জগন্নাথ মন্দিরে আগিলা ॥
 জগন্নাথ ডাকে শতী কিনা ধনি শুনি ।
 উচ্চস্বরে ডাকে তরাসিত শচীরানী ॥
 বাহিরে আসিয়া দোহে পুত্র নিল কোলে ।
 শূন্য চরণ দেখি আপনা পাসরে ॥
 তহিষ্কণে কৃষ্ণর চরিত্র মনে পড়ে ।
 শচীদেবী বলে যে দেখিল নিজঘরে ॥
 চারিমুখ পাঁচমুখ আদি যত দেবা ।
 দিব্য-বানে আসি বালকের কৈল সেবা ॥
 দেখিয়া তরাসে তোর ঠাঞি পাঠাইল ।
 শূন্য-চরণে নুপুর শব্দ শুনিল ॥
 এহেন বালক দিব্য সুরতি স্রষ্টান ॥
 না জানি কখনে হয় কুজ্ঞান বিজ্ঞান ॥
 সাতকন্ধ্য মরি মোর এইটী ছাওরাল ।
 ইহা হৈতে কিছু হৈলে নাহি জীব আর ॥
 সাত পাঁচ নাই সবে দুই আখির তারা ।
 আঙ্কলের লড়ি সবে এই ধন মোরা ॥
 ঘর-সরবস-ধন দেহ আত্মা তহু ।
 না রহে জীবন মোর গোরাতাঁদ বিহু ॥
 বিদ্র নিবারণ কিছু প্রতিকার চিন্ত ।
 বালক মজল কর দেব আদি অস্ত ॥
 হেনমনে অহুমানি রাত্রি সুপ্রভাতে ।
 খেলায় শচীর স্নত বালক সহিতে ॥
 ক্রণে অজিনাতে নাট এধূলি ধূসর ।
 দেখিয়া জননী বোলে বচন কাতর ॥
 সোণার পুতলী তহু বদন সুছান্দ ।
 উপমা দিবারে নাহি আকাশের চান্দ ॥
 এহেন অমর গায় ধরনী পড়িয়া ।
 নুটীঞা বুলহ কেনে মাঝের নাখা ধাঞা ॥

ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুসয়ে বদন ।
 পুলকে ভরল অঙ্গ সজল লোচন ॥
 তবে আর কথো দিনে শচীর নন্দন ।
 বয়স্ক সহিতে করে বাহিরে পধ্যটন ॥
 গঙ্গাতীরে তরুমূলে খেলাঞা বেড়ায় ।
 মকট খেলা খেলে এক চরণে যায় ॥
 শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গোরহরি ।
 ধরিতে চলিলা পুত্র হাতে সাট করি ॥
 জাহুর উপরে জাহু—রহে একলদে ।
 দেখিয়া জননী ডাকে উৎকট শব্দে ॥
 মাঝেরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়া যায় ।
 মাতিলকুঞ্জর যেন উলটিয়া যায় ॥
 ধর ধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরানী ।
 আগে আগে যায় মোর প্রভু বিজয়মণি ॥
 ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে ।
 ধাঞা সাঙাইল গিয়া ঘরের ভিতরে ॥
 ঘরমধ্যে যত ভাণ্ড ভাঙ্গন আছিল ।
 ধর ধর করিতে সর্ব আছাড়ি ভাঙ্গিল ॥
 নাসার অঙ্গুলী শচী দাঁড়াইয়া চাহে ।
 হেঠ বদন করি বিশ্বস্তর রহে ॥
 অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জাভরে ।
 রোদন কররে প্রভু অশ্রুমেজে ঝরে ॥
 চক্রে উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া ।
 উগারে মুহূর্তা হার যেন গিলিয়া ॥
 দেখি শচী গৌরমুখ প্রেমোপর্ণ হঞা ।
 আইস কোলে করি বোলে মোর জুলালিয়া ॥
 করে ধরি কোলে করি বোলে শচীরানী ।
 ঘর-সরবস বাউ তোমার মিছনি ॥
 এইমত নানা লীলা করে গোরহরি ।
 বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাকুরী ॥

লোক বেন অগোচর চরিত্র অপার ।
 ঐক্যত্ব আনিল শচী না বুঝি বেতার ॥
 হৃদয় আনিল পুত্র চঞ্চল নিমাই ।
 ছুঃখভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞি ॥
 আর দিনে পরিণত আনি যত নারী ।
 পুছিলেন সভাকারে অমুনর করি ॥
 কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঞি ।
 কিশুমত আচরণ বুঝি কিছু নাঞি ॥
 এক করে আর বোলে বুঝিতে না পারি ।
 আচার বিচার কিছু না করে বিচারি ॥
 শুনি সবে কান্দিতে লাগিলা ছুঃখভরে ।
 কোলে করি গোরানন্দ সন্তে মেলি বোলে ॥
 কেনে কেনে বাপ কর এত অমঙ্গল ।
 শুনি বিশ্বস্তর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চল ॥
 দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তরে ।
 শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্তরে ॥
 কবে হৈতে এমন হটল পুত্র তোয় ।
 শচী বোলে না পারি কহিতে কিছু ওয় ॥
 একদিন রাজে পুত্র ছিহ্ন কোলে করি ।
 আসি সব দেহতা রহিল ঘর ভরি ॥
 দিব্যসিংহাসনে মোর নিমাই রাধিয়া ।
 দণ্ডবৎ করে তারা ভূমিতে পড়িয়া ॥
 জাগিয়া দেখিলু মুঞি এত চমৎকার ।
 সেই হইতে কিবা তত্ত্ব হইল ইহার ॥
 শুনি সন্তে এই সত্য বলিলেন বাণী ।
 কোন দেব ইহাতে আছেন অমুনানি ॥
 সব দেব নামে এক বস্তু আরম্ভিয়া ।
 সব বিপ্র লঞা আইস মিলেয়ে বলিয়া ॥
 স্বতন্ত্রন করি কর বালক কল্যাণ ।
 পূজা পাঞা দেব বেন যার নিজহান ॥

চিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয় ।
 পূজা পাইলে তোরে সন্তে করাব অস্তর ॥
 সভারে বিদায় দিল পদধূলি লঞা ।
 কহিলেন শচী সব মিলেয়ে বাইয়া ॥
 শুনি মিত্র সচিস্তিত দ্রব্য সব করি ।
 যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণের গণকে আহরি ॥
 এথা শচী গৌরচন্দ্র লঞা গঙ্গাস্নানে ।
 চঞ্চল ঘুচিব পুত্র করি এই মনে ॥
 শচী আগে আগে যায় বিশ্বস্তর রায় ।
 খেলিতে খেলিতে সে অন্তঃকণ্ঠে যায় ॥
 ত্যক্ত ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায় ।
 দেখিয়া জননী দেবী করে হায় হায় ॥
 অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার ।
 স্বতন্ত্রনের ধর্ম্ম আর হইল বিস্তার ॥
 ছি ছি বলিয়া ডাকে বোলে কটুস্তর ।
 শুনিয়া সদয় বাণী বোলে বিশ্বস্তর ॥
 কি শুচি অন্তঃকণ্ঠে কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব ।
 না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে অগত ॥
 ক্রিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার ।
 অগতে যতেক ইহা বহি নাহি আর ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বহি আর নাহি ধর্ম্ম ।
 কৃষ্ণ সর্ব্বোত্তমের কহিল এ ধর্ম্ম ॥
 ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হইয়া ।
 সুরনদা আন কৈলা বিশ্বস্তর লৈয়া ॥
 ঘরেয়ে আসিয়া শচী জগন্নাথে কহে ।
 বালক চরিত্র কিছু শুন মহাশয়ে ॥
 সর্ব্বযজ্ঞধর্ম্ম এই তোমার তনয় ।
 নিশ্চয়ে জানিহ এই বিষ কিছু নয় ॥
 অন্তঃকণ্ঠে যেথেরে গিয়া কহে হেন বার্তা ।
 না দেখিল না শুনিলে বালকের কথা ॥

ইহা শুনি অপরূপ পুত্র কোলে কৈল ।
 ছুইল অশ্রুচি দেশ সব ভাল হৈল ॥
 কুলের প্রদীপ আমার নয়নের তারা ।
 এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥
 ইহা বলি দৌড়ে পুত্র-বদন নেহারে ।
 প্রেমে পরগর তরু আপনা পাসরে ॥
 অরুণ নয়নে অল শতধারা গলে ।
 পুলকিত সব অঙ্গ আধ আধ বোলে ॥
 হেন বেলে বিশ্বস্তর বিশ্বরূপ সনে ।
 খেলায় বিবিধ খেলা এ গীত নাচনে ॥
 ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সোহোদর ।
 দেখি শচী অপরূপ হরিষ অন্তর ॥
 দৌড়ে দৌহার মুখ দেখি উপজিল হাস ।
 গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥

গৌরাগ ।

অকি হোয়ে গৌর অয়, অয় ॥ দিশা ॥ মুচ্ছা ॥
 কি না মোর গৌরাজ প্রেম অমিয়া ।
 কি না মোর গৌর কি আরে অয় অয় ॥ ক্র ॥
 এই মনে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন ।
 বাচয়ে শরীর যেন সুমেক বন্ধান ॥
 অমৃতের ধারা যেন বচন মাধুরী ।
 শুনি শচীদেবী অতি মনে কুতূহলী ॥
 কথাকুলে কথা শুনিবারে চাহে রাণী ।
 প্রভু বোলে শুনিতে না পাই তোর বাণী ॥
 উচ্চ করি শচী ডাকে মহাকুতূহলী ।
 শুনিতে না পাই বোলে গোরা বনমালা ॥ ৮ ॥
 বাৎসল্য ভাবেতে মুগ্ধ হৈলা শচীমাতা ।
 ক্রোধ করি ছাট লঞা যায় উনমতা ॥

আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত ।
 বৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে তাত ॥
 এত বাক্য শুনি তবু শচীর নন্দন ।
 খটি করি না শুনিলা মায়ের বচন ॥ ৯ ॥
 বলিলা সে শচীদেবী চাহে একদিঠে ।
 ধাঞা মারিবারে গেলা হাতে লজ্জা সাটে ॥
 ধাঞা গৌরচন্দ্র গেলা অশ্রুচির স্থান ।
 ত্যক্ত মৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জয়ে যে স্থান ॥ ১০ ॥
 দেখিয়া জননী নিজ শিরের কর হানি ।
 ছিছি বলিয়া ডাকে বোলে কটুবাণী ॥
 অধিক সে বিশ্বস্তর কবিল হিয়ার ।
 উপরি উপরি ভাঙে চড়িয়া বেড়ায় ॥
 স্কোপ বচন শুনি করে বিপরীত ।
 দেখিয়া জননী কিছু বোলয়ে নিরিত ॥
 আইস আইস বাপ ছাড় জুগলিত বর্ষ ।
 এ নহে উচিত তোর ব্রাহ্মণের বর্ষ ॥
 ব্রাহ্মণকুমার আরে কুলীনের পুত্র ।
 শুনি কি বলিব লোকে কুচ্ছিত চরিত্র ॥
 আইস আইস বাপ আন কর গজাজলে ।
 মায়ের পরাণ রাখো চরসিয়া কোলে ॥
 নহে বা মরিব এই গজার নাশিয়া ।
 এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াও কান্দিয়া ॥
 কবিত এ দশ-বাণ সুবরণ তরু ।
 এহেন স্নানর গায় কালি মাখ কেন ॥
 অশ্রুচি কুচ্ছিত স্থান ছাড় বাপ মোর ।
 চান্দ্রের কলঙ্ক যেন গায়ে কালি তোর ॥
 শুনিঞা কবিল বিশ্বস্তর গুণরাশি ।
 বারে বারে বোলো তোরে কত না বুঝি ॥
 অশ্রুচি অশ্রুচি করি বোলসি কুবোল ।
 কি শুচি অশ্রুচি আগে বিচারহ মোর ॥

ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা কৈল হাথে ।
 ইষ্টকা প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥
 ইষ্টকা-প্রহারে মুর্ছা পাইলা শচীরণী ।
 মা মা বলিয়া পুন কান্দয়ে আপনি ॥
 কান্দনার বোল শুনি পুণনারীগণ ।
 নিকটে যে ছিল ধাঞা আইল তখন ॥
 গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল ।
 সংজ্ঞামাত্র বিশ্বস্তর বলিয়া ডাকিল ॥
 বাহু পসারিয়া নিয়া পুত্র কোলে কৈলা ।
 মুর্ছিত হইয়া পূৰ্ণজ্ঞান পাসরিলা ॥
 কান্দয়ে ত গৌরাচন্দ মায়েরে দেখিয়া ।
 তহি এক দিব্যানারী কহিল হাসিয়া ॥
 চিবুকে ধরিয়া গৌরচন্দ্রে কহে শাণী ।
 নারিকেল ফল দুই মায়ে দেহ আনি ॥
 তবে সে জীয়রে শচী দেবী তোর মাতা ।
 নহে বা মরিল এই শুন মোর কথা ॥
 ইহা শুনি বিশ্বস্তর হরিষ হইল ।
 তখনি যুগল নারিকেল আনি দিল ॥
 তৎকাল-গলিত-বৃন্ত স্নিগ্ধ সোপাবণ ।
 নারিকেল ফল আনি দিলা মায়ের স্থান ॥
 দেখিয়া সে নারীগণে বিশ্বাস লাগিল ।
 এইখানে শিশু নারিকেল কোথা পাইল ॥
 তহি এক দিব্য নারী বিলাসিনী আছে ।
 লহলহ হাসে বিশ্বস্তরে কিছু পুছে ॥
 শিশু হঞা নারিকেল কোথা পাইলে তুমি ।
 তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি ॥
 ঐছন বচন শুনি বিশ্বস্তর রায় ।
 হৃদয় করিয়া ধরে মায়ের গলায় ॥
 লচেতন হঞা শচী পুত্র কৈল কোলে ।
 লাখলাখ চুপ দিল বদন-কমলে ॥

বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন খুঁচিলে ।
 শ্রীঅঙ্গ মার্জনা কৈল স্নাননীর-অঙ্গে ॥
 স্নান করাইল গঙ্গাজল আভিষেকে ।
 অন্তর-বিশ্বয় পুত্র-বদন মিরিখে ॥
 সমুদ্র-গম্ভীর কোটি-দিনকর-ছটা ।
 কোটি-নিশাকর-তেজ নখ কুড়ি-গোটা ॥
 কোটি কাম নিজরূপ স্থললিত তত্ত্ব ।
 রজিম ভজিম আঁখি তুচ্ছ কামধনু ॥
 সর্বলোকনাথ সে অবনী পরকাশ ।
 দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস ॥
 পুরুষ রহস্য গর্ভধারণের কালে ।
 দেখিল দেবতা চারিপাশে স্ততি করে ॥
 আর যত বালক-চরিত্র যে যে কৈল ।
 তখনে সকল সেই স্মরণ হইল ॥
 নিশ্চয় আনিল জ্যোতির্শ্বর সনাতন ।
 নিল্পেপ নিরাকার নিরঞ্জন নারায়ণ ॥
 সর্বময় সর্বশক্তির অস্মারাম ।
 যোগীন্দ্রগণের ইহৌ ধ্যান অল্পপাম ॥
 মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন ।
 ব্রহ্মা মহেশ্বর আনি যত দেবগণ ॥
 সভার আরাধ্য এই আমার তনয় ।
 বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায় ॥
 যেই-মাত্র কোলে কৈল বিশ্বস্তর হরি ।
 পুত্রভাবে শচীদেবী ঐশ্বর্য্য পাসরি ॥
 ঘরেরে তাইলা শচী বিস্তিত ভাবিয়া ।
 কোন দেবতা আবির্ভাব হৈল পুত্র দিয়া ॥
 এত চিন্তি রক্ষা বাক্যে অঙ্গে হস্ত দিয়া ।
 জনাৰ্দ্দন হৃদীকেশ গোবিন্দ বলিয়া ॥
 শিয় স্তোর রক্ষা কর চক্ৰ-সুদর্শন ।
 চক্ষু নাটিকা মুখ রাখু মারায়ণ ॥

বন্ধ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর ।
 বাহু তোর রক্ষা করু প্রভু রঘুবর ॥
 উদয়-রক্ষণ তোর করু দামোদর ।
 নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর ॥
 জাহ্নু দুটি রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম ।
 রক্ষা করু ধরাধর তোর হুঁচরণ ॥
 সব অঙ্গে খুণ্ণকার দেউ শচীমাতা ।
 পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা ॥
 হেনমতে আনন্দে সানন্দে দিন গেল ।
 পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল ॥
 স্নাত্বে শচী গৌরচন্দ্র প্রাক্ষণে রাখিল ।
 দাস-দাসীগণে সন্ধ্যাকার্য্যে নিরোজিল ॥
 হেনমতে দিন-অবসানে সন্ধ্যা হৈল ।
 পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গগনে উঠিল ॥
 হেনকালে গৌরচন্দ্র চতুর স্মৃজান ।
 মা মা বলিয়া কান্দে যেনক অজান ॥
 শচী বোলে সন্ধ্যাকালে না কর রোদন ।
 যাহা চাহ তাই দিব শুন মোর ধন ॥
 প্রভু বোলে চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া ।
 হাসি হাসি শচী বোলে আরে অবোধিরা ॥
 ধিক্ ধিক্ এ পুত্র হইল মোর ঘরে ।
 চাঁদ কেহ আকাশের পারে ধরিবারে ॥
 প্রভু বোলে বোলিলে যে যাহা চাহ তুমি ।
 তাহা দিব এমন কহিলে কেন বাণী ॥
 এই লাগি চাঁদ নিতে হৈল মোর মন ।
 ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন ॥
 আঁচলে ধরিয়া কান্দে নানা-খটি করে ।
 চরণ আছাড়ে করে নরান কচালে ॥
 কায়ের গলা ধরি কান্দে বিখন্ডর রায় ।
 খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায় ॥

কণে খটি কণে লুটি মারের চুল ছিঙে ।
 ধূলায় ধূলর কর তানে নিষ-মুণ্ডে ॥
 দেখিয়া জননী বোলে অবোধিরা পুত ।
 তোহার চরিত্র মোরে বড় অদভুত ॥
 আকাশের চান্দ কেহ পারে ধরিবারে ।
 ওহেন কতেক চাঁদ তোমায় শরীরে ॥
 হেরো দেখ লাগে চান্দ মলিন হইল ।
 না বুঝি তোমার আগে উদয় করিল ॥
 না জানিএ নবদীপচন্দ্রের উদয় ।
 লজ্জা পাঞা মেঘের ভিতরে ঝাঞা রয় ॥
 নবদীপে হাউ আইল শুনহ সচন ।
 না কান্দিহ ওরে বাপ আমার জীবন ॥
 ইহা বলি কোলে করি চুষ দেখে মুখে ।
 আপনা পাসরে দেবী প্রেমামান্ন সুখে ॥
 আনন্দে-সানন্দে দেবী সম্পদ-বিহ্বলা ।
 দিগ-বিদিগ নাহি দেখি পুজলীলা ॥
 অন্তর-উন্মাদে দেবীর গদগদ-ভাষ ।
 গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥

ধানশ্রী রাগ ।

অন্ন অন্ন অন্ন, শ্রীশচী মন্দন,
 আনন্দ-কন্দ কিশোরী ।
 বালকের সঙ্গে, খেলে নানা-রঙ্গে,
 করিয়া অর্ডক-লীলা ॥ ক্র ॥
 খেলিতে খেলিতে, তহি আচম্বিতে,
 স্থান-শাবক জুই চারি ।
 বাড়িল কৌতুক, তহি বাড়ি এক.
 ধরি মিল গৌরহরি ॥
 সন্দের ছাওয়ারে, কহিল তাহারে,
 শুন শুন বিখন্ডর ।

কুচ্ছিত ছাড়িলে ভাল ভূমি নিলে,
 না খেলাব বাব ঘর ॥
 তবে বিশ্বস্তর, কহিল উত্তর,
 এই শাবক সত্তার ।
 সত্তেই মিলিয়া, খেলিব ইহা লঞা,
 থাকিবে ঘরেতে আমার ॥
 ইহা বলি সেই, স্থান-সুত লই,
 চলিলা আপন ঘরে ।
 নিজ ঘরে গিয়া, গলে দড়ি দিয়া,
 বাক্সিল পিড়ার উপরে ॥
 হেন-কালে তথা, বিশ্বস্তর-মাতা,
 সমাধিয়া গৃহকাজ ।
 প্রান করিবারে, যায় পক্ষাতীরে,
 পুরনারী করি সাধ ॥
 তবে বিশ্বস্তর, পাঞা শূত্র ঘর,
 স্থানের শাবক লঞা ।
 বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
 ধূলার ধূসর হঞা ॥
 খেলিতে খেলিতে, উঁহি আচম্বিতে,
 দৌহে উপজিল বন্দ ।
 তবে পৌরহরি, একে পুরস্করি,
 আরেই বসিল মন্দ ॥
 মিতি-নিতি আসি, কলহ করসি,
 কেমন বেভার তোর ।
 হেন বুঝি রীতি, তোহার চরিত্তি,
 স্থানের শাবক-চোর ॥
 সেই সেই কালে, কবির অস্তরে,
 বাহিরে চলিল ধাঞা ।
 শচীর সম্মুখে, বোলে বড়-ডাকে,
 কোণে গদগদ হঞা ॥

শুন শুন আরে, চোর বিশ্বস্তরে,
 স্থানের শাবক লঞা ।
 কণে কোলো করে, কণে গলে ধরে,
 বালক দেখনাসিরা ॥
 শুনি শচীরানী, বালকের বাণী,
 সম্মুখে আইলা ঘরে ।
 দেখি পরন্তে-খ, স্থানের শাবকে,
 গৌরচন্দ্র কোলে করে ॥
 শিরে কর হানি, বোলে শচীরানী
 না জানি কি তোর লীলা ।
 সকল থাকিতে, অতি বিপরীতে,
 কুকুর-ছা লঞা খেলা ॥
 জনক তোহারি, অতি ধর্ম্মাচারী,
 ত হার তনয় ভূমি ।
 কি বলিব লোকে, স্থানের শাবকে,
 খেলাহ কি স্মরণি ॥
 ব্রাহ্মণকুমার, হেনই আচার,
 কিছুই নছিল তোর ।
 ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব,
 এ শেল হৃদয়ে মোর ॥
 এতেন স্তম্ভর, স্মৃতি তোহার,
 ধূলা মাখ কিবা স্মৃথে ।
 বলিতে বচন, নাথাহ বদন,
 আগি লাগু মোর স্মৃথে ॥
 কত চাঁদ জিনি, তোর মুখখানি,
 এ ধির-বিকুরি অঙ্গ ।
 বেশ নাহি চার, ধূলা মাখ গার,
 অধম-বালক সঙ্গ ॥
 কোণে শচীদেবী, দস্তে ওঠ চাপি,
 বালককে সেই গালি ।

নিজঘরে বাহ,
মা-বাণেরে দেহ ডালি ॥
ইহা বলি সেই,
পুত্র-মুখ চাই,
ডাকরে আনন্দ ভরে ।
আইস আইস বাপ, কোলে আসি চাপ,
বদন চুষি তোরে ॥
স্থানের শাবক,
ছাড়ি দেহ বাপ,
স্নান কর গঙ্গাজলে ।
বেলি দুই-গোর,
সুখ নাহি তোর,
কত দুঃখ দেহ মোরে ॥
নহে স্থান স্নত,
বাঙ্কি রাখ পুত,
স্নান করিবারে যাহ ।
বিকালে খেলিহ,
কুকুর-ছা লৈহ,
এখনে ত কিছু খাহ ॥
ও মুখ মলিন,
সোণার নলিন,
আতপে যেন মৈলান ।
নাসিকার আগে,
বর্ষাবিন্দু আগে,
দেখিয়া বিদরে প্রাণ ॥
মায়ের উত্তর,
শুনি বিশ্বস্তর,
হাসি উঠি বৈল বাণী ।
মোর স্থান-স্নত,
জানি যার কথু,
তবে সে জানিবে আপনি ॥
ইহা বলি হরি,
মায়ের গলা ধরি,
স্নান করিবারে চাহে ।
এ ধূলি ঝাড়িয়া,
বদন মুছিয়া,
গন্ধ তৈল দিল গারে ॥
স্নান করিবারে,
যার গঙ্গাতীরে,
বসন্ত করিয়া সঙ্গে ।
সুর-নদীজলে,
অতি কুতূহলে,
জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥

সতে সত্য অঙ্গে,
মাতিল কুঞ্জর যেন ।
গোরাবর তজ্জ,
সুন্দরক জম্বু,
অটল অভুত হেন ॥
এথা শচীদেবী,
মনে অকুণ্ঠি,
কুকুর ছায়ে এড়ি দিল ।
নিজমাতা পাঞা,
সঙ্গে গেল ধাঞা,
না জানি কোথারে গেল ॥
সেইখানে এক,
আছিল বালক,
ধাঞা গেল গঙ্গাকুল ।
শুন বিশ্বস্তর,
জননী ভোমার,
কুকুর ছা এড়ি দিল ॥
বালক বচন,
শুনিঞা তখন,
সত্বরে আইলা ধাঞা ।
যেখানে থাকিত,
সেই স্থান-স্নত,
সেখানে দেখিল গিয়া ॥
চারি দিগে চাহি,
কুকুর ছানা নাহি,
অস্তর ভরিল কোণে ।
কান্দে উত্তরার,
গালি দেয় মায়,
স্থানের শাবকশোক ॥
শুন অবোধিনি,
কি কৈল জননি,
এ দুঃখ দেয়লি মোরে ।
পরম স্নন্দর,
স্থানশিষ্টবর,
কেমতে দিলি কাহারে ॥
বোলে শচীরাগী,
আমিত না জানি,
স্থানের শাবক তোয় ।
এইখানে ছিল,
কেবা কতি নিল,
সঙ্গের বালক চোর ॥
কোন প্রয়োজনে,
করহ ক্রন্দনে,
স্থানের শাবক লাগি ।

করিয়া যতনে, লইল যে জনে
কালি আনি দিব মাগি ॥
করহ অবধি, আপন সপতি,
করিয়া বোলিছ তোরে ।
খানের শাবকে, আনি দিব তোকে,
না কান্দ না কান্দ আরে ॥
এতেক বলিয়া, বদন মুছিয়া,
পুত্র কোলে করি নিল ।
শ্রীমুখ চাহিয়া, মহানুখ পাঞা,
লাখলাখ চুষ দিল ॥
অঙ্গের মার্জনা, কৈল শুচিপণা,
গ্নান কৈল গজাজলে ।
লক্ষ্যে মোদক, কীর কদলক,
ভক্ষণ করিল ভালে ॥
তিন খুটি মাখে, পাঁচ থুগী তাখে,
একজ করিয়া বান্ধি ।
নয়ানে কাজর, সুরেখা উজর,
দিঠি এ অগত রঞ্জি ॥
রক্তপ্লাস্ত ধড়া, দিয়া কটি বেড়া,
প্রপদ-অঞ্চল দোলে ।
মুকুতার হার, হৃদয় উপর,
চন্দন-তিলক ভালে ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
চরণে মগরা খাড়ু ।
বালকের ঠায়, খেলিবারে যার,
হাথে লঞা ক্ষীরলাড় ॥
বদন সুন্দর, জিনি শশধর,
বচন গভীর মধু ।
বালকের মাঝে, শোভে বিজরাজে,
তারায়ে বেঢ়ল বিধু ॥

ঐছন লীলায়, ঠাকুর খেলায়,
দেবতা দেখিয়া হাসে ।
মার্জার কুকুর, পরশে ঠাকুর,
কোতুক লোচনদায়ে ॥
গোরাঙ্গপরশে সে কুকুর ভাগ্যবান ।
স্বভাব ছাড়িয়া তার হৈল দিব্যজ্ঞান ॥
রাধাকৃষ্ণ গোরাঙ্গ বলিয়া হাসে নাচে ।
নদীয়ার লোক সব ধায় পাছে পাছে ॥
কুকুরের আবেশ এমন সতে দেখি ।
পুলকিত সব অঙ্গ অশ্রময় আঁখি ॥
আচরিতে খান-দেহ ছাড়ি ভাগ্যবান ।
কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোলোকে প্রয়াণ ॥
আচরিতে দিব্য এক রথ যে আসিয়া ।
আকাশ পথেতে যায় তাহারে লইয়া ॥
সুবর্ণের রথ চারু সহস্রশিখর ।
মণি মুকুতার ঝারা করে বলমল ॥
লক্ষ লক্ষ ঘটাবনি হৈতেছে তাহারে ।
কাংশ করতাল কত বাজে যুখে যুখে ॥
শঙ্খধনি জয়ধনি হরিধনি শুনি ।
গজকর্ক কিম্বর গায় রাধাকৃষ্ণবাণী ॥
ধ্বজপতাকা সব রথোপরে উড়ে ।
সূর্যের মণ্ডপ ঢাকে কিরণ উজ্জলে ॥
রথমধ্যস্থানে এক রত্নসিংহাসনে ।
কমনীয় কাস্তি সেই অতি মনোরমে ॥
দিব্য আভরণ তার অঙ্গ মাঝে সাজে ।
কোটি মদন মুরছন হয় লাঞ্জে ॥
পরমশুভল হৈলা কোটিচন্দ্র জিনি ।
রাধাকৃষ্ণ গোরাঙ্গ বলিয়া করে ধনি ॥

সিদ্ধগণ সত্ত আসি চামর করিয়া ।
 চলিলা গোলোকপথে তাহারে লইয়া ॥
 ব্রহ্মা শিব সনকাদি সত্তে কর জুড়ি ।
 গৌরানন্দমহিমা গায় সত্তে রথ বেড়ি ॥
 জয় জয় কৃপাসিদ্ধ শচীর নন্দন ।
 এমন করুণা কতু না কৈল কখন ॥
 কুকুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায় ।
 দিব্য দেহ হেন কতু কেহো নাহি পায় ॥
 তয় জয় অগতির গতি গৌরহরি ।
 জয় জয় অবতার সত্তার উপরি ॥
 তোর করুণায় কলিঙ্গীব নিস্তারিব ।
 আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব ॥
 মোরা সব দেব কবে হব ভাগ্যবান্ ।
 পাইব তোমার পদপ্রসাদ প্রধান ॥
 কুকুরে তরিয়া যায় তোমার পরশে ।
 এমন করুণা কতু নাহি স্থায়ীকেশে ॥
 কবে মোরা এমন হইব ভাগ্যভাগী ।
 কুকুরে কৃতার্থ কৈলে তাই মোরা মাগি ॥
 নমোনম অদোষদরশী গৌররায় ।
 নমোনম তোমার অন্তর হই পায় ॥
 অমৃতজি হেনরূপে যত দেবগণ ।
 কবে মোরা পাব গৌরাচন্দ্রের চরণ ॥
 এথা গোলোকেরে আইলা মহাভাগ্যবান্ ।
 গৌরান্দের লীলা অমৃতত তথা গান ॥
 হেন অদভূত গৌরাচন্দ্রের প্রকাশ ।
 আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥

পুরনারী যত, সত্তে করি ব্রত,
 গিয়া বটবৃক্ষ তলে ॥
 নৈবেদ্যের সজ্জা করিয়া স্নানাদি,
 বসনে ঢাকিয়া লঞা ।
 ব্রত করিবারে, যায় বটতলে,
 অতি হরসিত হঞা ॥
 হেনই সময়, বিশ্বস্তর রায়,
 গেলিতে গেলিতে পথে ।
 জননী দেখিয়া, আইল ধাইয়া,
 কি লইয়া যাইচ হাথে ॥
 বাছ পসারিয়া, পথ আশুলিয়া,
 জননী রাখিতে চায় ।
 কি কি বলি যায়, যন্নিবারে চান্ন,
 আখটি করিয়া মাংস ॥
 দেব আরাধনে, করিয়া যতনে,
 লইয়া নৈবেদ্যখানি ।
 যজ্ঞী পূজিবারে, যাই বটতলে,
 এতখানে খেলহ তুমি ॥
 আসিবার কালে, সন্দেশ তোমারে,
 দিয়া যাব পুন বাপ ।
 দেবতা পূজিব, বর যে মাগিব,
 ঘুচিব অমঙ্গল তাপ ॥
 এতেক উত্তর, জননী অন্তর,
 জানিঞা শ্রীবিষ্মস্তর ।
 কহে লছ বাণী, আমিলা লবণী,
 মুখে মিলাইছে তোর ॥
 এই মনে তোবে বোলোঁ বারেবারে,
 না বুঝি অবোধিনি ।

তবে শচীদেবী, মনে অমৃতভবি, ক্ষুধায়ে আমার পোড়য়ে অন্তর,
 যজ্ঞব্রত করিবারে । নৈবেদ্য খাইব আমি ॥

ইহা বলি ধরি, সেই গৌরহরি,
নৈবেদ্য পূরিল মুখে ।

দেখিয়া জননী, হাহাকার বাণী,
অন্তর ভরিল দুঃখে ॥

দেবতার দ্রব্য, দ্ব্যত মধু গব্য,
বিশ্বস্তর খাইল দেখি ।

অন্তর চিত্তার, বিস্মিত হিয়ায়,
কোপে ছল ছল আঁখি ॥

অবোধিয়া পুত, বুঝাইব কত,
দেবতা না মান তুমি ।

প্রাক্ষণকুসার, হেন ছুরাচার,
এ দুঃখে মরিব আমি ॥

শুনি গৌরমণি, জননীর বাণী,
অন্তর ভরিল কোপে ।

কহিল সে সব, না বুঝি তবু,
কুবোল বোলসি মোকে ॥

শুন অবোধিনি, আমি সব জানি,
আমি তিন লোক সাব ।

বত বত দেখ, আমি মাত্র এক,
ত্রিঙ্গতে নাহি আর ॥

তরুণুলে যেন, জল নিবেচন,
উপরে সিক্ত শাখা ।

প্রাণ নিবেষণ, ইন্দ্রিয় যে হেন,
ঐছন আমার লেখা ॥

ইহা বলি হবি, করিয়া চাতুরী,
মায়ের গলায়ে ধরে ।

শচীর স্বয়ং, অতি সবিস্ময়,
গেলা যজ্ঞী পূজিবারে ॥

সেই যজ্ঞদেবী, বহুবিধ সেবি,
বোলয়ে কাতরবাণী ।

এমোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল,
এ দোষ খেমিবে তুমি ॥

এতেক বলিয়া, চরণে পড়িয়া,
যত বৃদ্ধনারীগণে ।

কহয়ে কাকূতি, করিয়া প্রণতি,
আশীর্ব্বাদ কর মনন ॥

চরণের ধূলি দেহ নিজ বলি,
মোর গোরচান্দশিরে ।

এ মোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল,
বৃদ্ধি হয় যেন স্থিরে ॥

দন্তে তুণ ধরি, বোলে শচীরাগী,
সভার চরণ সেবি ।

সভে দেহ বর, এই বিশ্বস্তর,
পুত্র হউ চিরজীবী ॥

যজ্ঞীপূজা করি, পুত্র করে ধরি,
ঘরেই আইলা দেবী ।

জগন্নাথ সনে, করে অনুমানে,
মনে অমৃততব ভাবি ॥

কি কহিব আব, তিনলোক সার,
অবনীতে পরকাশ ।

বাগকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
কহয়ে লোচন দাস ॥

—

বড়ারী রাগ ।

তবে আর কথোদিনে, সেই শচীনন্দকে,
ধূলার খেলার রাজপথে ॥

এ ধূলিতে ধূসর, হেম গৌর কলেবর,
অভুগত বরষা সহিতে ॥

শিশু শিশু খেলা খেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি, গৃহকার্য ব্যাপ্তে, পাসরিল আনচিন্তে,
 ধূলা-রণে অন্ধ দিগবাস । হৈল সেই ভোজন সময় ॥

সমান সে বয়ঃক্রম, সন্তে মেলি একমর্ষ, এথা বিশ্বস্তর হরি, অজের সুবেশ করি,
 ঘর্ষবিন্দু খেলার আয়াস ॥ কটিতে আটিয়া পিঙ্কে ধড়া ।

সন্তে মেলি খেলা খেলে, গুপ্তবেজা হেনকালে, শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায়ে সে রসকাঠি,
 সেই পথে আইলা আচর্ষিত । কর্ণে মগ্ন মুকুতা হবোলা ॥

তার বেই বেই জন, সঙ্গে করে গমন, নয়ানে অঙ্গনরেখা, পাঁচুপী বান্ধে শিখা,
 জ্ঞানপথ বিচারে পণ্ডিত ॥ ঝলমল হেম অলকার ।

তার সঙ্গে অহুমনে, যোগ তর্জা বাখানে, চরণে মগরা খাড়ু, হাতে লঞা ক্ষীরলাড়ু,
 কর শির করিয়া চালন । চলিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর ॥

দেখি বিশ্বস্তর রায়, তার পাছেপাছে ধায়, মুরারিগুপ্তের ঘর, গেলা নিজ অভ্যস্তর,
 অহুগত কুপার কারণ ॥ ভোজন করয়ে বৈত্তরাজ ।

দেখি বৈত্তর মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি, মেঘগজ্জীর নাদে, নিজমন পরসাদে,
 পুন করে তর্জার বাখান । মুরারি বলিয়া দিলা ডাক ॥

সেইমতে বিশ্বস্তরে, তর্জার বাখান করে, স্বর শুনি ঝড়িল, বিশ্বস্তর যে বলিল,
 যেন হাথ যেন মুখখান ॥ গুপ্তবেজা চমকিত চিত্ত ।

এইমনে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌরহরি, হেনকালে গৌরহরি, কি কর কি কর বলি,
 শিশুগণ সংগতি করিয়া । সেইখানে হৈল উগনীত ॥

দেখিয়া মুরারি বৈত্তর, নিজ-আচরণে গজ, তরু না হয় তুমি, এইখানে আছি আমি,
 কুবচন বলিল ক্রিয়া ॥ ভোজন করহ বাণী বৈল ।

এছারে কে বোলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল, মধ্যভোজন বেলা, ঘরে ঘরে নিয়ড়ে গেলা,
 মিশ্র পুরন্দর স্মৃত এই । খাল ভরি এ মৃত মৃতিল ॥

সর্বত্র শুনিএ কথা, ইহারি সে গুণগাথা, কি কি বলি ছি ছি করি, উঠিলা সে মুরারি
 ভালে নাম ইহার নিমাই ॥ করতালি দিয়া বলে গোরা ।

শুনিলো মুরারি-বাণী, হাসি বৈল গুণমণি, কর শির নাড়িয়া, ভক্তি যোগ ছাড়িয়া,
 অহুগত কুপার কারণে । তর্জা বোল এই অভিপারা ॥

ক্রকুটি বদন করি, বোলে বাক্‌চাতুরী, জ্ঞান-কর্ম উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া,
 জানাইব ভোজনের ক্ষণে ॥ রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ ।

শুনি বিশ্বস্তর বাণী, মুরারি সে মনে গুণি, ভৌতিকে তাহার দৃষ্টি, এ নহে ভজনপুষ্টি,
 ঘর গেলা বিস্মিত-হিরায় । নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ ॥

পরমদয়ানু হরি, তিঁহো সর্বশক্তিধারী, দেখিয়া সে বিশ্বস্তর, মায়ের কোলের তিতর-
 জীবতে সম্ভবে ইকি কথা । সান্তাইল ঘেনক অঙ্গান ॥
 তেঁহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবন ধন, শচী জগন্নাথ বোলে, হাহা এই কি করিলে,
 না ভজিয়া কেনে দেহ বাধা ॥ তোরে দেখি দেবতাসমান ।
 ইহা বলি গৌরমণি, কতি গেলা নাহি জানি, আশীর্বাদযোগ্য তোরে, এজতি বালক মোর,
 মুরারি দেখিতে নাহি পায় । কি করিলে বড় অধিধান ॥
 মনে মনে অনুমান, এহ কভু নহে আন, তোরে দেখি শূদ্রমুনি, জগজনে বাখানি,
 সত্য পুঁহ শচীর তনয় ॥ বালকে কি কৈল অপরাধ ॥
 এত অনুমান করি, তবে সেই মুরারি, মো দিয়া যে হয় হউ, বাচুক শিশুর আউ,
 আশুব্যাপ্তে চলিলা সত্বর । চিরজীবী দেহ আশীর্বাদ ॥
 চলিতে না পারে পথে, অতি আনন্দিত চিতে, ইহা বলি হাতে ধার, কাকুতি বিনতি করি,
 গেলা যথা শচী পুরন্দর ॥ শচী আর মিশ্র পুরন্দর ।
 (এথা) শচী-জগন্নাথ মেলি, পুজেরে ছললকরি, হাসি বৈল মুরারি, এ না পুত্র তোহারি,
 তুমি মোর সবস্ব ধন । দেব দেব দেব বিশ্বস্তর ॥
 যেখানে-সেখানে যাই, যথা যে দুঃখ পাউ, বালক লালিছ কাছে, ইহা ত জানিবে পাছে
 দেখি পাসরিয়া চান্দবদন ॥ তোর সম নাহি ভাগ্যবান ।
 ইহা বলি দৌছে মেলি, দুইগালে দুচুষ করি, সম্মরি রাখিহ মনে, এই মোর বচনে
 কোলে করিবারে টানটানি । বিশ্বস্তর প্রভু ভগবান ॥
 হেনকালে মুরারি সেইখানে বরাবরি, ইহা বলি গুণবেজা, না করিল আন চর্চা,
 আনন্দে না নিঃসরয়ে বাণী ॥ চলি গেলা হৃদয় সত্বর ।
 দেখিয়া তরুণ হৈরা শচী-জগন্নাথ পিয়া, পুলকিত সব গা, আপাদ মন্তক যা,
 বৈজ্ঞেরে করিল অত্যাখান । গেলা যথা অদৈত ঈশ্বর ॥
 কারে কিছু না বলিলা, আর সব পাসরিলা, অদৈত আচার্য্য নাম, সেই সর্বগুণধাম,
 দেখি গোরীচাঁদের বরান ॥ সেই সর্বজন শিক্ষাগুরু ॥
 পুলকিত সব গা, আপাদ মন্তক যা, পড়িয়া চরণতলে, কাকুতি বিনতি করে,
 ধারা বহে নয়নের অগে । সর্ববেত্তা ভক্তি-কল্লভর ॥
 অরুণকমল আঁখি, ঐ সে প্রেমের সাখী, দেখিলাম অদভুত, মিশ্র পুরন্দর স্মৃত,
 গদ গদ আধ আধ বোলে ॥ নিমাইপণ্ডিত বিশ্বস্তর ।
 থির দাণ্ডাইতে নাংরে, পড়িয়া চরণতলে, বাণ্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে,
 পুনঃপুনঃ করে পরণাম । গুণ চরিতের নাহি ওর ॥

ইহা শুনি দ্বিজমণি, হকার করয়ে ধনি,
 পূলকে পুরল সব অন্ধ ।
 রহন্ত রহন্ত এই, তোমায়ে নিভুতে কই,
 সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীমজ্ঞ ॥
 ইহা বলি দৌহে মেলি, প্রেমানন্দ কোলাকুলি
 বেকত না করে বিশোয়াস ।
 সকল ভুবনপতি, রূপায়ে আওল ক্ষিতি,
 গুণ গায় এ লোচন দাস ॥

ভাটিয়ারী রাগ ।

হরিনাম হরি হরি চৌদিকে ধনি ।
 হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি ॥ ৫ ॥
 বদস্য বালক সব করি একমেলা ।
 হরিগুণ কীৰ্ত্তনে ভাল পাতিয়াছে খেলা ॥
 চৌদিকে বেড়িয়া বালক হরি চরি বোলে ।
 আনন্দে বিহ্বল গৌরা ভূমে গড়ি বুলে ॥
 বোল বোল বলিয়া ডাকে মেঘগভীর স্বরে ।
 আইস আইস বলিয়া বালক কোলে করে ॥
 শ্রীঅজ পরশে বালক পাসরে আপনা ।
 ফাঁফরে পড়িয়া দেখি বালক কঁাদনা ॥
 আপাদমস্তকে পুলক অশ্রুধারা গলে ।
 করতালি দিয়া তারা হরি হরি বোলে ॥
 চৌদিকে বেড়িয়া বালক মাঝে গৌরসিংহ ।
 মধুময় কমলে যেন বেড়িয়াছে ভৃঙ্গ ॥
 হেনকালে সেই পথে দুই চারি পণ্ডিত ।
 বিশ্বস্তরের খেলা দেখে আচম্বিত ॥
 অপরূপ দেখি গৌরা বালকের খেলা ।
 বনফুল পাঁখিয়া তারা গলে দিল মালা ॥

হরি হরি বোলে মুখে করে করতালি ।
 আনন্দে নাচিয়া বুলে মাঝে গৌরহরি ॥
 আপনা পাসরি পণ্ডিত সান্তাইলা মেলে ।
 করতালি দিয়া সে তারাও হরি বোলে ॥
 যে যায় সে পথ দিয়া সতে হয় ভোলা ।
 কাঁখে কুন্ত করিয়া চাহয়ে নারী গুলা ॥
 হরি হরি বোলে শুনি জয় জয় নাদে ।
 আনন্দে খাইল লোক দেখিবার সাধে ॥
 হরিবোল শুনি শচী আইলা আচম্বিত ।
 দেখিল আপন পুত্র নিমাইপণ্ডিত ॥
 পুত পুত বলি শচী নিমাই নিল কোলে ।
 সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুরবাণী বোলে ॥
 এমত বেভার তেল পণ্ডিতসভায় ।
 পরপুত্র পাগল করি উন্মত্ত নাচায় ॥
 কর্কশ কথায় সভায় হইল চৈতন ।
 কি হৈল কি হৈল বলি গুণে মনমন ॥
 বিশ্বস্তরে লঞা গেলো বিশ্বস্তর-মাতা ।
 আনন্দে লোচন গায় গৌরাগুণগাথা ॥

মল্লার রাগ ।

এই খানে এক কথা কহিব এখন ।
 মুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন ॥
 মুরারিকে পুছিয়া পণ্ডিত দামোদর ।
 এক নিবেদেড়ি চির বেদনা অন্তর ॥
 কহ কহ গুণবেদ্য পুছো তোম ঠাকুর ।
 কতি গেলো বিশ্বরূপ ঠাকুরের ভাই ॥
 তাহার চরিত্র কিছু পুছো মো তোমাঝে ।
 কহয়ে মুরারি অতি হরিষ অন্তরে ॥

ত্ৰিঐচৈতন্যমঙ্গল ।

স্তন স্তন দামোদর পণ্ডিত প্রধান ।
 যে জানিয়ে কহৌ কিছু তোর বিদ্যমান ॥
 বিশ্বস্তর জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ গুণধাম ।
 কি কহিব তার গুণ চরিত্র বাখান ॥
 অল্পকালে সৰ্বশাস্ত্র জানয়ে সকল ।
 জানে তৎপর বুদ্ধি সংলাপে বিরল ॥
 এইরূপে বিশ্বরূপ বিশ্বস্তরের জ্যেষ্ঠ ।
 পড়িয়া বেড়ায় স্নেহে সৰ্বগুণ শ্রেষ্ঠ ॥
 স্বচ্ছন্দ হৃদয় বিজ দেবগুরু ভক্ত ।
 পিতৃমাতৃ পূজা করে অতি অমুরক্ত ॥
 গুরুর আশ্রমে পড়ি বয়স্যের মেলা ।
 নক্ষত্র বেড়িল যেন চান্দ বোলকলা ॥
 বেদান্ত সিদ্ধান্ত জানে সৰ্বধর্ম মর্ম ।
 বিশ্বভক্তি বিহু সে না করে কোন কর্ম ॥
 সৰ্বলোক প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি ।
 অন্তরে বৈরাগ্য তত্ত্ব জানে নিষ্ঠাবুদ্ধি ॥
 সমাধ্যায়ি সনে কথা পুথি বামহাথে ।
 জগন্নাথ পিতা তা' দেখিলা আচম্বিতে ॥
 বোড়শবরিষ পুত্রের ভেল বয়ঃক্রম ।
 বিবাহের যোগ্য রূপ যৌবন সম্পন্ন ॥
 এই মনঃকথা পিতা মনেতে চিন্তিল ।
 বিশ্বরূপ বিভা দিতে কষ্টা বিচারিল ॥
 চিন্তিত হইয়া বিপ্র আইল নিজ ঘরে ।
 বিশ্বরূপ বিভা দিব চিন্তিল অন্তরে ॥
 কতোক্ষণ বহি বিশ্বরূপ আইলা ঘরে ।
 সুবিস্মিত পিতা দেখি জানিল অন্তরে ॥
 অন্তরে জানিল মোর বিভাহের তরে ।
 চিন্তিত হইয়া এই কার্য্য করিবারে ॥
 বিবাহ করিব আমি না হয় উচিত ।
 নহে বা জননী দুঃখ পাবে বিপরীত ॥

এই মতে অজুমানি রাত্রি সুপ্তভাতে ।
 বাহির হইয়া গেলা পুথি বামহাথে ॥
 গজাজল সন্তরণ করি পার হৈলা ।
 গত যাত্র মহাশয় সম্যাস করিলা ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ।

তৃতীয় প্রহর বেলা, কেনে পুত্র না আইলা,
 পিতা মাতা চিন্তিতহৃদয় ।
 জগন্নাথ খেদ করে, চাহি প্রতি ঘরে ঘরে,
 না পায়েন আপন তনয় ॥
 তবে লোক কাণাকাণি, কার্য্য হৈল জানাজানি,
 বিশ্বরূপ সম্যাস করণ ।
 তো কাণি মো কাণি কথা, শুনি জগন্নাথ পিতা,
 আচম্বিতে হরিল চেতন ॥
 শচীদেবী ইহা শুনি, মুচ্ছিত পড়িলা ভূমি,
 অন্ধকার হৈল ত্রিজগত ।
 বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আররে পুত্র দেখি তোকে,
 কি লাগি হইলা বিরকত ॥
 সে হেন সুল্লর গা, সে হেন সুল্লর পা'
 কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে ।
 প্রহরেক জোক তুমি, তিলেক সহিতে নার,
 আখটি করিবে কার কাছে ॥
 পড়িবারে যাও পুত, সোয়াস না পাও চিত,
 বেলি চাই তখনে তখন ।
 নান করিবারে যাই, তথা স্থির নাহি পাই,
 বিশ্বরূপ আসিবে এখন ॥
 তুমি মা বলিলা ডাক, সেই খন লাথেলাখ,
 মুখ চাঞা পাসরি আপনা ।

না জানি কি দুখ পাঞা, মোর ঘুথে আগি দিয়া,
সন্ধ্যাস করিলে দীনপণা ॥

কতি গেলা তার পিতা, যাহ বিশ্বরূপ যথা,
ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে ।

যেবলু সে বলু লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে,
পুন উপবীত দিব তারে ॥

অগস্ত্য বোলে বাণী, শুন দেবী শচীরানী,
স্থির কর আপন অন্তর ।

শোক না করিহ আর, মিথ্যা সব এ সংসার,
বিশ্বরূপ সুপুরুষবর ॥

আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য,
অকুমায়ে করিল সন্ধ্যাসে ।

এই আশীর্বাদ কর, সেই পথে হউক স্থির,
সন্ধ্যাস করুক অনায়াসে ॥

সম্পদে বিপদ হেন, না মানিহ ইহা শুন,
শোক না করিহ অকারণ ।

একটি সন্ধ্যাস করে, কুল কোটি নিস্তারে,
ভাল কৈল আমার নন্দন ॥

শুনি অগস্ত্য বাণী, পুন কহে শচীরানী,
কি কহিলে কহ মহাশয় ।

একটি সন্ধ্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
ভাল কৈল আমার তনয় ॥

এইমনে দুই জনে, হরিষ বিবাদ মনে,
গেড়াইলা কথোক সময় ।

কি কহিব মহিমা, ভাগ্য পথে নাহি সীমা,
গোরাচাঁদ যাহার তনয় ॥

কহিল মুন্সারি গুপ্ত, দামোদর পণ্ডিত,
শুন বিশ্বরূপের সন্ধ্যাস ।

তবে পুন পুছে কথা, বিশ্বস্তর গুণগাথা,
গুণ গার এ লোচন দাস ॥

ধনশী রাগ ।

হেন মনে দিনে দিনে মিশ্র পুরন্দর ।

চিস্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বস্তর ॥

শুভদিন শুভক্ষণ তেন স্থনক্ষত্র ।

হাথে খড়ি দিল তার সময় বিচিহ্ন ॥

দিনে দিনে পড়ে সেই অগস্তের গুরু ।

দেখি শচী অগস্ত্য আপনা পাসর ॥

কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে ।

দেখি শচী অগস্ত্য আপনা পাসরে ॥

দিন দুই তিনে সে লিপিল সর্ব্ব কলা ।

নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম মালা ॥

রামকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।

অহনির্শ লিখেন পড়েন কুতুহলী ॥

এই মনে খেলা লীলায় কথোদিন গেল ।

শচী অগস্ত্য দৌহে যুক্তি করিল ॥

বিশ্বস্তর চূড়াকর্ণ করি মনে মনে ।

ইষ্ট কুটুম্ব সব আনিলা তখনে ॥

শচী বোলে শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে ।

করিব ত চূড়াকর্ণ দঢ়াইল মনে ॥

নদীয়া নগরে ঘরে ঘরে আমন্দিত ।

ব্রাহ্মণসম্মান সব লোকে যে পূজিত ॥

ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়মে গায় গীত ।

করিল ত যজ্ঞ আদি যে বিধি উচিত ॥

জয় জয় দেই যত কুলবধূগণ ।

সভাকারে দিল গন্ধ গুবাক চন্দন ॥

নানাবিধ বাস্ত্র বাজে আনন্দ অপার ।

শয্যা দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল ॥

মুদক পড়াহ বাজে কাংশু করতাল ।

সাহিনী শব্দ শুনি বড়ই রসাল ॥

চতুর্দিকে হরি-ধ্বনি বাঁপরে গগন ।
 চূড়াকর্ণ কর্ণবেধ করিল তখন ॥
 আনন্দিত হৈল সব নদীয়া-নাগরী ।
 বিশ্বস্তর-মুখ দেখি আপনা পাসরি ॥
 হাটে মাঠে ষাটে যেই যেই যথা যায় ।
 দৌছে দৌড়া মেলি গোরীচাঁদ-গুণ পায় ॥
 পর পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয় ।
 শচী জগন্নাথের ভাগ্য কহেন না যায় ॥
 নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য ।
 ও রূপ দেখিলে হয় নয়ানের প্লাব্য ॥
 এবোল শুনিয়া সর্বজনের উল্লাস ।
 আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥

আর একদিনে গঙ্গা-বালুকার তটে ।
 বালকসহিতে খেলা খেলে গঙ্গাঘাটে ॥
 বালুকার পঙ্ক-পদ চিহ্ন অহুসারি ।
 গমন করয়ে পঙ্ক-পদচিহ্ন ধরি ॥
 এইমতে মহাপ্রভু-ত্রীগোবিন্দজ ।
 বালকসহিতে ক্রীড়া করিল নির্ঝর ॥
 এই পঙ্ক-পদ যেবা বালকে ডেঙ্গায় ।
 সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় পায় ॥
 যে জন ত আগে যাঞা পারে ধরিবারে ।
 সেই জন খেলা জিনে কান্ধে চড়ে তারে ॥
 তার কান্ধে চড়ি তার পিঠে মারে ছাট ।
 কান্ধে করি লঞা যায় সঙ্কেতের বাট ॥
 ইহা করি শিশু লই বালুকার ধায় ।
 মহাপরিশ্রমে বর্ষ নিকলই যায় ॥
 হেনই সময়ে সেই মিশ্রপুরুন্দর ।
 শ্রান করিবারে গেলা জাহ্নবীর জল ॥

দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপজিল ।
 বিশ্বস্তর দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥
 সুবর্ণের পদ্ম যেন আতপে মৈলান ।
 মধু নিকলই যেন বসনের ধাম ॥
 ডাকিতে ডাকিতে মিশ্র যায় পাছে পাছে ।
 পিতা দেখি গৌরীচাঁদ পাটিলেন লাজে ॥
 লাজে মুখ নাহি তোলে অন্তরে তরাস ।
 আপনি পণ্ডিত গেলা বিশ্বস্তরপাশ ॥
 করে ধরি লঞা আটলা আপন কুমার ।
 সকল বালক ঘর গেল আপনার ॥
 জগন্নাথ গঙ্গান্নান করি আটলা ঘর ।
 ঘরে আসি বিশ্বস্তরে ভজিলা বিহর ॥
 পাঠ সাঠি গেল তোর অধমের হেন ।
 কুবুদি করিয়া তু বুলিস অতৃষ্ণ ॥
 ব্রাহ্মণকুমার হঞা নাহিক আচার ।
 ইহার উচিত ফল দিগে যে তোমার ॥
 ইহা বলি জগন্নাথ হাতে ছাট ধরি ।
 তর্জনি করিতে শচী তার করে ধরি ॥
 না মারিহ পুত্র মোর না খেলাবে আর ।
 সর্বদা পড়িবে কাছে থাকিয়া তোমার ॥
 বিশ্বস্তর শাস্তাইল জননীর কোলে ।
 না খেলাব না খেলাব ধীরেধীরে বোলে ॥
 জগন্নাথে পাছে করি পুত্র আগোলিয়া ।
 না মারিহ পুত্র মোর মৈল ডরাইয়া ॥
 ইহা বলি শচীদেবী পুত্র কৈল কোলে ।
 বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন অঞ্চলে ॥
 না পড়ুক পুত্র মোর হউক মুকুট ।
 মুকুট হইয়া শত বস্ত্রিখ জীউক ॥
 শুনিঞা শচীর বাণী মিশ্রপুরুন্দর ।
 বহিতে লাগিল কিছু সক্রোধ উত্তর ॥

না পড়িলে পুত্র মোর বস্ত্রিবে কেমনে ।
 কোন ব্রাহ্মণে ইহায় কন্ডা দিবে দানে ॥
 জগন্নাথ মিশ্র দেখে পুত্রের বয়ান ।
 পিতা পানে চাহে ঘন তরাস-নয়ান ॥
 অন্তরে পোড়য়ে মিশ্রের বাহিরে কঠিন ।
 ফেলিল হাথের ছাট প্রেমপরবীণ ॥
 সজল নয়ানে মিশ্র পুত্র কৈল কোলে ।
 পুত্রেরে বুঝায় মিশ্র স্নমধুর-বোলে ॥
 পড়িলে শুনিলে বাপ লোকে বোলে ভাল
 আমি পাট ধড়া দিব কদলক আর ॥
 এইমনে আনন্দে-সানন্দে দিন গেলা ।
 সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিলা ॥
 নিদ্রাগত হৈল রাত্রি তৃতীয় প্রহর ।
 স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইল ফাঁফর ॥
 রাজ্য সুপ্রভাতে উঠি ডাকিল সভারে ।
 স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহিল সভারে ॥
 দেখিল ত এক দিব্য পুরুষ বিশাল ।
 দিনকর-কিরণ বরণ উজ্জিয়ার ॥
 রত্ন অলঙ্কারে সে ভূষিত দিব্য দেহ ।
 অঙ্গের ছটায় বলমল করে গেহ ॥
 বলিল আমারে মেঘগস্তীর বচনে ।
 বিশ্বস্তুর নিজপুত্র করি মান কেনে ॥
 আমি দেব ভগবান ইহা নাহি জান ।
 কেবল আপন পুত্র করি কেনে মান ॥
 পশু না জানয়ে স্পর্শমণির পরশ ।
 পুত্রজ্ঞানে জান মোরে এ বড় সাহস ॥
 সর্কশাস্ত্র জানি আমি সর্ক শিক্ষা গুরু ।
 আমা পঢ়াইতে কেন হাথে ছাট ধরু ॥
 এইছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি ।
 সে অবধি মোর ক্রিয়া করয়ে কি জানি ॥

শচী অতি কষ্টে মতি আর সর্কজন ।
 সন্তে নিরীক্সে গোরাচাঁন্দ্রের বদন ॥
 শচী-জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি ।
 আমার তনয় বিশ্বস্তুর গৌরহরি ॥
 অনন্ত মহিমা যার বেদে নাহি জানে ।
 শিব-সনকাদি যারে না পায় ধোয়ানে ॥
 হেন মহা মহত্ত্ব মহিমা জানে কেবা ।
 মোর পুত্র হইয়া জনম গৌর দেবা ॥
 বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎসল্য হইল ।
 ঐশ্বর্য যতেক ভাব সব দূরে গেল ॥
 স্বপন শুনিঞা সর্কজনের উল্লাস ।
 গোরা গুণ গায় স্নেহে এ'লোচনদাস ॥

এইমনে আনন্দে-সানন্দে দিন যায় ।
 নদীয়া নগর স্তম্ভসাগরে ভাসায় ॥
 তিলেকের যত স্নেহ কে কহিতে পারে ।
 শচী জগন্নাথের ভাগ্য সংসারে না ধরে ॥
 একদিন বয়স্কের সঙ্গে আচরিত ।
 জগন্নাথ দেখিল তনয় স্মৃতিরিত ॥
 নবম বরিখ পুত্রের যোগ্য সময় ।
 উপবীত দিব বলি চিহ্নিল হৃদয় ॥
 ঘরে আসি শচীসঙ্গে যুক্তি করিল ।
 দৈবজ্ঞ আনিঞা শুভদিন চরচিল ॥
 ইষ্ট-কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা ।
 আজ্ঞা কর দিব বিশ্বস্তুরের পইতা ॥
 মিশ্র আচার্য্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত ।
 যজ্ঞ বিধি জানে যে জানএ বেদবিৎ ॥
 গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল ।
 শতশত কুলবধু সিন্দুর পরিল ॥

যদি কদলক আর তৈল হরিদ্রা ।
 প্রত্যক্ষে সভারে দিল শচী সুরচরিত্রা ॥
 শঙ্খ-চন্দ্রভি হলাহলি জয় জয় ।
 প্রভু অধিবাস কৈল উত্তম সময় ॥
 ব্রাহ্মণেত বেদ পড়ে ভাটে কায়বার ।
 আশীর্বাদ কৈল যার যে বিধি আচার ॥
 রাত্রি-সুপ্রভাতে উঠি মিশ্রপুরন্দর ।
 নান্দীমুখ শ্রীক-বুদ্ধি করিল স্নন্দর ॥
 ব্রাহ্মণ পুজিল পাণ্ড আচমন দিয়া ।
 যজ্ঞকর্ম আরম্ভিলা সময় বুঝিয়া ॥
 এথা শচীদেবী যত আইহ স্নেহ লঞা ।
 প্রহরহোৎসবে বুলে কোতুক করিয়া ॥
 নাগরীর গণ যত গোরাঙ্গ বেঢ়িল ।
 শ্রীঅঙ্গ মার্জনা করিবারে মন কৈল ॥
 তৈল-হরিদ্রা বিশ্বস্তর-অঙ্গে দিল ।
 গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল ॥
 অভিষেক করাইলা সুরনদীজলে ।
 দেখি সর্বজন ভাসে আনন্দ তিলোলে ॥
 শঙ্খ চন্দ্রভি বাজে ভেউর কাহাল ।
 মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাণ্ড করতাল ॥
 ঢাকের হুড় হুড়ি শুনি যোজনেক পথে ।
 শুনিয়া জুড়ায় হিয়া সাহীনি শব্দে ॥
 বীণা বেণু কবিনাশ রবাব উপাঙ্গ ।
 মেলিয়া বাজায় পাখোরাঙ্গ একসঙ্গ ॥
 নর্তকে ত নাচে গীত গাঁএ ত গায়ন ।
 শুভক্ষণ করি কৈল মস্তক মুগুন ॥
 প্রতি অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিল ।
 গন্ধ চন্দন মাণ্ডে স্রবেশ করিল ॥
 স্বয়ংহানে লঞা আইলা শচীর নন্দন ।
 যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণ ॥

রক্তবস্ত্র উপবীত পরাইল এঙ্গে ।
 রূপ দেখি ভুলি গেলা আপন অনঙ্গে ॥
 গৌরচন্দ্রের কর্ণে মন্ত্র কহে তাঁর বাপ ।
 দণ্ড করে দেখি ডরে ডরাইল পাপ ॥
 ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম-আচার ।
 সন্ন্যাস-আশ্রম সর্ব আশ্রমের সার ॥
 যুগধর্ম সন্ন্যাস করিতে মন ছিল ।
 মুগুনের কালে তাহা মনে পড়িল ॥
 এইমন হইব বলি হইল আবেশ ।
 কলি সর্বজীবের আমি ঘুচাইব ক্লেশ ॥
 পুনর্কিত সর্ব অঙ্গ আপাদ-মস্তক ।
 কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক ॥
 করুণ অরুণ দুই দীঘল লোচন ।
 বাল দিনকর যেন অঙ্গের কিরণ ॥
 প্রেমারম্ভে মহাদম্ভ হৃদয় গর্জন ।
 চমক লাগিল দেখি সকল ব্রাহ্মণ ॥
 সুদর্শন আদি যত পণ্ডিত প্রধান ।
 একত্র হইয়া সন্তে করে অহুমান ॥
 সকল পণ্ডিত মেলি করয়ে বিচার ।
 মাহু ব না হয় এই শচীর কুমার ॥
 কোন দেবতার তেজ জানিল নিশ্চয় ।
 এ তেজ গোবিন্দ বিহু আর কার নয় ॥
 আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচার ।
 অহুমান করি কহৌ বুদ্ধির বিচার ॥
 একজন বোলে শুন আমার বচন ।
 না বুঝিয়ে এই দঢ় প্রভুর আচরণ ॥
 যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম্ম ।
 লোক নিস্তারিতে প্রভুর যুগে যুগে জন্ম ॥
 কত কত অবতার কার্য-অহুসারে ।
 যুগের স্বভাবে মাত্র চারি অবতারে ॥

ধর্মসংস্থাপন আর অধর্ম বিনাশে ।
 প্রতিযুগে অবতার হয় পরকালে ॥
 অল্পসংহার হেতু বত অবতার ।
 কার্য-অবতার বলি এ নাম তাহার ॥
 শ্রীরাম আদি মত অবতার লেখি ।
 কার্য অবতার তার কার্যে পাই সাক্ষী ॥
 ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ যজ্ঞ তার ধর্ম ।
 কদলশ্রাম প্রভু রক্ষ অঙ্গ কর্ম ॥
 সকল ত্রেতায় নাহি হয় রঘুনাথ ।
 রাবণ বশিতে খেলা বানরের সাথ ॥
 চৌদ চৌযুগ সে রাবণের পরমাই ।
 কতকত ত্রেতা গেল লেখা কর তাই ॥
 এতেকে বোলিয়ে সব ত্রেতার অংশ নহে
 কার্য অল্পমানে বোলি যখন যে হয়ে ॥
 সত্যে শ্বেত তপোধর্ম হংস নাম জানি ।
 নৃসিংহাদি অবতার কার্যে অল্পমানি ॥
 যুগ অল্পরূপ বর্ণ ধর্মসংস্থাপন ।
 যুগ-অবতার বলি জানিয়ে সে জন ॥
 দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন সর্বজন ।
 একলা ঠাকুর সেই নাহি অন্তজন ॥
 কার্য-অবতার কিবা যুগ-অবতার ।
 সর্বকলা পূর্ণ সেই নন্দের কুমার ॥
 পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম যারে বোলে সর্বজনে ।
 গোপিকা-লম্পট সে জানিহ বৃন্দাবনে ॥
 অবতারশিরোমণি কৃষ্ণ-অবতার ।
 দ্বাপর উপরি এই দ্বাপর সার ॥
 আর দ্বাপর যুগে আছে অবতার দুই ।
 কার্য-অবতার কিবা যুগাবতার এই ॥
 ঘেই দ্বাপরে হয় কৃষ্ণ-অবতার ।
 সেই কলিকালে গৌরচন্দ্র পরচার ॥

যেন কৃষ্ণ অবতার তেন গৌরচন্দ্র ।
 এই দুই যুগ সব যুগের স্বতন্ত্র ॥
 সর্ব দ্বাপরে নহে কৃষ্ণের বিহার ।
 সব কলিকালে নহে গৌরা অবতার ॥
 কত দ্বাপর কলি সত্য ত্রেতা যায় ।
 অংশ অবতার প্রভু করে তা সত্য ॥
 এই দ্বাপরে আর এই কলিযুগে ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মিল হৈল বহু ভাগ্যে ॥
 ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার ।
 দ্বাপরে কলিযুগে করেন বিহার ॥
 বৈষ্ণবত মনুষ্যেরে শ্রাম গৌর হঞা ।
 দ্বাপরে পূজা কলি কীর্তন করিয়া ॥
 ধনুধনু কলিযুগ যুগের উপরি ।
 সাকীর্তন যজ্ঞে সন্তে হৈলা অধিকারী ॥
 আরে আরে দয়ার ঠাকুর গৌরাচন্দ্র ।
 সাকীর্তনে পার কৈল পঙ্ক জড় ঝাঁধ ॥
 আমার বচনে যদি না হয় প্রতীত ।
 যে কিছু কহিল তার কহ সমুচিত ॥
 যে যুগে বাহার যে বা আছে বর্ণ ধর্ম ॥
 যুগ অবতারে প্রভু করে সেই কর্ম ॥
 দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ অবতার ।
 যুগধর্ম আচরণে করিল আচার ॥
 দ্বাপরে পরিচর্য্যাদর্ম শাস্ত্রে কহে ।
 যুগধর্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে ॥
 অংজ্ঞা না কর যবে বোল এক বোল ।
 যুক্তিগর কহে কথা না ঠেলেহ মোর ॥
 আগনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র দৈশ্বর ।
 কার্য কিবা যুগধর্ম সর্ব অবতার ॥
 যুগধর্ম সংস্থাপনে কৈল যে বা কার্য ।
 সকল করিল প্রভু দেখিতে আশ্চর্য্য ॥

রাধাকৃষ্ণ অবতাবে করিল বিহার ।
 আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার ॥
 প্রকৃতি পুরুষ যেন দোঁহে আত্মতত্ত্ব ।
 দোঁহে একতত্ত্ব কার্য্য বুঝি হৈলা ভিছু ॥
 রাখানাম ধরে কৃষ্ণ আরাধনা কাজ ।
 পরিচর্যা করে যেন গোপিকা সমাজ ॥
 প্রেমভক্তি করে গোপী শত শত শাখা ।
 প্রকৃতিস্বরূপ সেই কেবল রাধিকা ॥
 কৃষ্ণ সমর্পয়ে সব দেহের স্বভাব ।
 নিত্য নৌতুন তায় বাঢ়ে অমুরাগ ॥
 এই পরিচর্যাধর্ম্ম না বুঝিল কেহো ।
 এই কথা কহে সব ভাগবত দেহো ॥
 আর ষাণ্ময়গুণে অংশে করে কর্ম্ম ।
 ধর্ম্ম সংস্থাপন করে না বুঝে মর্ম্ম ॥
 ধর্ম্ম বলি দান ব্রত তপোধর্ম্ম কহি ।
 ধর্ম্ম করি সমর্পণ করে সতে তাহি ॥
 এই ত কারণে প্রভু প্রকাশিল নিজ ।
 তত্ত্ব না বুঝিল কেহো ধর্ম্মমর্ম্ম বীজ ॥
 কলিযুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা ।
 যুগ অবতার কার্য্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥
 রাখার বরণে অঙ্গ গোব অঙ্গ হঞা ।
 রাখিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া ॥
 সেট ভাবে কান্দে এই রসিকশেখর ।
 বিকাসিত পুলককঙ্ক কলেবর ॥
 সেট প্রেমে পরগর মাতোবালা হঞা ।
 ছকার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
 সে গর্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল ।
 চেতন পাইয়া সতে আনন্দ বিশাল ॥
 তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে চাসে ।
 অঙ্গকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥

ষাণ্ময়ে উপজে কৃষ্ণ প্রেমময় স্তম্ভ ।
 কলি অচেতন লোক করাঞে চেতন ॥
 প্রেম প্রকাশয়ে গৌরা করি ধীনভাব ।
 আপনা বিলায় আপে মানে নিজ লাভ ॥
 এ হেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল ।
 না ভিজিলে প্রেম দেই নাহিক বিচার ॥
 এতেকে বলিয়ে যুগ অবতার এই ।
 এই পূর্ণ অবতারে প্রবেশিল সেই ॥
 আর কলিযুগে নারায়ণ অবতার ।
 কৃষ্ণ হু-আখর নামে এ নাম তাহার ॥
 শুকপক্ষ পাখার বরণে বর্ণ ধার ।
 ইন্দ্রনীলমণি দ্যুতি বোলে চাঁকাকার ॥
 এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রজ ।
 অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মর্ম্ম ॥
 পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য গোসাঞি ।
 এহেন করুণানিধি আর কেহো নাঞি ॥
 কার্য্য অবতারে যুগ অবতার এক ।
 যুগ অন্তরূপ তেঞি গৌর পরতৈ ॥
 কলি পীত অবতার সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে ।
 এই বিশ্বস্তর প্রভু কহু আন নহে ॥
 বিচারি পণ্ডিত সব দড়াটল হিয়া ।
 আপনা সম্বরে প্রভু সে কাজ বুঝিয়া ॥
 সব সম্বরিল প্রভু তিলেকে তখন ।
 'বিশ্বস্তর গৌরহরি' উঠিল বচন ॥
 সব লোক কাণাকাণি অপরূপ কথা ।
 সাত পাঁচ অন্তমানি যেই যথ্য ভথা ॥
 আশ্চর্য্য থাকিল কারো সন্দেহ হিয়ার ।
 যে দেখিল বিশ্বস্তর চরিত্র আশর ॥
 লোকমুখে যে শুনিল বিশ্বস্তর কথা ।
 সাক্ষাত দেখিল এই জগত করতা ॥

আনন্দে ভরল দেহ দেই জয় জয় ।
খনি গোরাগুণগাথা এ লোচনে কর ॥

শ্রীরাগ । দিশা ॥

অকি হোরে গোর জয় জয় ॥ ৫ ॥
আর একদিন প্রভু বসি নিজ ঘরে ।
আপন অন্তর কথা পরকাশ করে ॥
নিজ তেজ অমিয়া পুরিল সব দেহ ।
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা নিজগৃহ ॥
মায়েরে দেখিয়া বৈল শুন মোর বোল ।
এক মহাদোষ মুঞি দেখিয়াছি তোয় ॥
একাদশী তিথি অন্ন না খাইবে আর ।
যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার ॥
মেঘগম্ভীরনাদে কহিল মায়েরে ।
শুনি মাতা গবিন্দপ্রভা সন্তম অন্তরে ॥
পালিব তোমার আজ্ঞা কহে ধীরে ধীরে ।
ধর্ম বুঝাইল প্রভু সদয় অন্তরে ॥
হেনকালে এক বিজ আসি আচম্বিত ।
আনি দিল গুয়া পান অতি শুদ্ধচিত ॥
হাসিয়া তখনে প্রভু গুবাক খাইল ।
কণেক অন্তরে পুন মায়েরে ডাকিল ॥
মায়েরে কহিল প্রভু আমি যাই, দেহ ।
যতনে পালিহ তুমি নিজস্বত এহ ॥
ইহা বলি কণার্ক নিশ্চেষ্ট হঞা রহি ।
দণ্ডপূজা করি লোটায়েয়া যছৌ ॥
নিঃশঙ্কে রহেন দেখি শটী তরাসিত ।
গজাজল মুখে দিল হৃদয়ে তুলিছ ॥
কণেকে তখন প্রভু হইলা সন্মিত ।
সহজ রূপের তেজে ঘর আলোকিত ॥

মায়েরে কহিলা প্রভু আমি যাই দেহ ।
একথার তত্ত্ব কহিবারে আছে কেহ ॥
মুরারি গুপত ওঝা প্রভুঅন্তরীণ ।
সর্বতত্ত্ববেত্তা সেই ভকত প্রবীণ ॥
মুরারি গুপত ওঝা দশ তিন লোকে ।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥
কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি ।
ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি ॥
মুরারি কহরে শুন শুন মহাশয় ।
আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের জগয় ॥
যে কিছু কহিরে নিজ বুদ্ধি অজ্ঞমানে ।
যুক্তিপূর হয় যদি রাখিহ পরাণে ॥
প্রবণে দর্শনে ধ্যানে আর সঙ্কীর্ণনে ।
হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ ভক্তজনে ॥
নিজ দেহ দেহ নহে নিগূর্ণ আকার ।
গুণে সে গুণের ভোগ আচার বিচার ॥
এতেকে ভকতদেহ দেহ করি মানে ।
অচ্ছন্দবিহার তাহি সব আচরণে ॥
নিজপূজা অধিক ভকতপূজা মানে ।
পূজার সংগ্রহ তাথে আটম মনে মনে ॥
আপনে ঠাকুর আর তাক্সীন জন ।
লোক আচরণে মায়া বলিয়ে শুনন ॥
আপনা অধিক কেনে জানয়ে ভকত ।
এ কথা বুঝিতে নারে সকল জগত ॥
রসময় বিগ্রহ লাভগ্যময় দেহে ।
সকল সম্পদময় নিরমিল নেহে ॥
বিলাস বিনোদলীলা বিনে নাহি আর ।
নিগূর্ণ বলিয়া গালি দেই কোন ছার ॥
মায়ার কারণে আপে না হয় বেকত ।
ভক্তদেহে বিলাস করয়ে অবিরত ॥

তক্তের ভোজন নিদ্রা শয়ন বিলাস ।
 তাহাতেই কৃষ্ণমুখ হয়ে ত প্রকাশ ॥
 তক্তজন অল্প জন আচরণ এক ।
 দেহের স্বভাবে এক দেখি পরতেধ ॥
 পরতেধে দেখি যার মনুষ্য গেরানে ।
 কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ দেখিয়ে নয়ানে ॥
 কৃষ্ণ সর্কেশ্বরের নিগুণ সে ব্রহ্ম ।
 মাহুয শরীরে করে প্রাকৃতের কর্ম ॥
 ইহা বলি না মানয়ে যে যুগধ জন ।
 তক্তদেহে প্রভুদেহ জানয়ে উত্তম ॥
 এই অসুমান কথা মোর চিন্তে লয় ।
 আপনে বুঝিয়া চিন্তে কর যে জুরায় ॥
 সদা কৃষ্ণময় তহু বৈষ্ণব জানিয়ে ।
 শ্রীবেদ পুরাণ ভাগবতেতে শুনিয়ে ॥
 যার পদপাংগুতে পবিজ সর্কজন ।
 গঙ্গাদি করিয়া তীর্থ সত্যার পাবন ॥
 হেন জনার দেখকে যাইতে করে সাধ ।
 না বুঝিঞা সেই জন করে অপরাধ ॥
 এই মত দামোদর মুরারি গুপতে ।
 নিবাকিল কথা দৌহে অতি হরষিতে ॥
 আপনার দেহ প্রভু দেহ নাহি গণে ।
 তক্তত জনার দেহ দেহ করি মানে ॥
 এতেক রহস্ত গেল সেই ছুই জনে ।
 শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥

মোর প্রাণ আরে বিজচান্দ নায়ে হয় ॥ ৫ ॥
 সর্কজন শুন আর অপরাধ কথা ।
 যাহা শুনি সত্যার হৃদয়ে জাগে ব্যথা ॥

গুরুর আশ্রমে সর্ক বেদতত্ত্ব জানি ।
 বরেন্দ্রে আইলা অগরাধ বিজমণি ॥
 দৈবনির্কঙ্কে তার অর হৈল দেহে ।
 বিপরীত জ্ঞান দেখি তরাস উঠয়ে ॥
 শচীর কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়া ॥
 প্রবোধ করেন প্রভু তত্ব বুঝাইয়া ॥
 মরণ সত্যার মাতা আছয়ে নিশ্চয় ।
 ব্রহ্মা ব্রহ্ম সমুদ্র পর্বত হিমালয় ॥
 ইন্দ্র বরুণ অগ্নি কালে সর্ক নাশে ।
 মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে ॥
 তোর বন্ধু গণ যত আনহ এখন ।
 সন্তে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥
 বান্ধবের কার্যমৃত্যুকালে সত্য জানি ।
 স্মরণ করার প্রভু দেব যজ্ঞমণি ॥
 শুনিঞা কুটুম্ব-বন্ধুগণ সব আইলা ।
 প্রভুর বাড়িতে আসি মিশ্রকে বেটীলা ॥
 পরিণত যত যত বৃদ্ধগণ ছিল ।
 কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুগতি করিল ॥
 বিশ্বস্তর বোলে আর না কর বিলম্ব ।
 এইক্ষণে চাহি যত ইষ্টকুটুম্ব ॥
 ইহা বলি মায়ে-পোয়ে ধরিলেন তারে ।
 পিতার সহিত গেলা আহবীর তীরে ॥
 পিতার চরণ ধরি কান্দে বিশ্বস্তর ।
 সম্বরিতে নারে কর্ত্ত গদগদ স্বর ॥
 আবারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি ।
 বাপ বলি ডাক আর নাহি দিব আমি ॥
 আজি হৈতে শূন্য হইল এ ঘর আমার ।
 আর না দেখিব ছুই চরণ তোমার ॥
 আজি দশদিগ শূন্য অন্ধকার মোরে ।
 না পঢ়াবে যত্ন করি ধরি নিজকোরে ॥

ঐহন তুমিএক বাণী কহে অগম্য।
 সকল-কণ্ঠে সুধায়ে নাহি বাত।
 গদগদ স্বরে বোলে শুনি বিশ্বস্তর।
 কহিল না হুই মোর যে ছিল অন্তর।
 রঘুনাথচরণে সপিলু আমি তোমা।
 তুমি পাঠহে কোমকালে পাসরিবে আমা।
 ইহা বকি হুই হুই করয়ে মরণ।
 গজাঙ্গনো নাথাইলা সকল ব্রাহ্মণ।
 গলায় তুমি দিল তুলসীৰ দাস।
 চৌদিকে ভকত সব লয় হরিনাম।
 চতুর্দিকে হয় হরিনাম-সকীৰ্তন।
 হেনকালে ষিগোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন।
 বৈকুণ্ঠে চলিল। দ্বিজ রথ-আরোহণে।
 ধরনী বিদায় দেই শচীৰ কান্দনে।
 পতিৰ চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া।
 মো যাব আমাৰে লহ সজতি করিয়া।
 এতদিন ধরি তোৰ সেবা কৈলু মুঞি।
 বৈকুণ্ঠে চলিল। তুমি আমি আছি জুঞি।
 শয়নে-ভোজনে মুঞি সেবা কৈলু তোৰ।
 আজি দশদিগ শূন্য অঙ্ককার মোর।
 অনাথিনী হৈলু তোৰ ছোড়পুত লঞা।
 নিমাই থাকিবে কোথা কত দুঃখ পাঞা।
 অগত-ছিন্নত তোৰ তনয় নিমাজি।
 সকল পাসরি বাহ আমার গোলাঞি।
 মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ।
 কান্দয়ে শচীৰ স্নত অঝর-নয়ন।
 গজমতিহার যেন পাঁখিল স্নতায়।
 নয়নে গলয়ে জল বিশাল হিয়ার।
 ভক্তজন বহুজন হাহাকার করে।
 প্রভুৰ কান্দনাই কান্দে সকল সংসারে।

শান্ত করাইল সতে মধুর বচন।
 সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে।
 নারীগণে প্রবেশ করিল শচীদেবী।
 গোরাচান্দেৰ মুখ দেখি সব পাসরিবি।
 আপুনে সুখীৰ প্রভু সৰ্ব সমাধিৰ।
 কাল যথোচিত কৰ্ম করিল সংজিয়া।
 তবে বেদবিধি স্তোত্রে যে ছিল উচিত।
 করিল বাপের কৰ্ম কুটুম্ব সহিত।
 পিতৃভকত প্রভু পিতৃযজ্ঞ কৈল।
 ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণেৰে দিল।
 তোয়াধাৰ ভাৰ্য্যাদি জব্য যত যত।
 ব্রাহ্মণেৰে দিলা প্রভু পিতৃভকত।
 অগম্য-বৈকুণ্ঠগমন এই কথা।
 আপনে সে ষিগোত্তম বিশ্বস্তৰ শিতা।
 প্রজ্ঞাবন্ত জন যদি এই কথা শুনে।
 বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গজায় মরণে।
 গোরাচাঁদ দেখি শচী ছাড়এ নিশ্বাস।
 পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস।
 বিদায়সে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহাৰ।
 তবে মনঃস্থখে পুত্র গোষ্ঠায় আমার।
 হেন অদভুত কথা শুনি সৰ্বজন।
 গোরাচাঁদচৰিত্র কিছু কহয়ে মোচন।

একদিন শচী কর ধরি গৌৰহরি।
 পড়িতে গোরাচাঁদ দিল নিরোপিত করি।
 সকল পণ্ডিত-হানে পুত্র সমসিৰ।
 বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া।
 পঢ়াবে আমার পুত্রে তোমরা চাকুর।
 রাখিবে আগম কাছে না রাখিবে দূৰ।

গিতপুস্ত পুত্র মোর গিরিতি করিবে ।
 আপন ভনয় হেন ইহারে জানিবে ॥
 শুনিঞা পণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে ।
 কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তরে ॥
 মো সত্তার ভাগ্য এতদিনে সে জানিল ।
 কোটি-সরস্বতী কান্ত আমরা পাইল ॥
 অখিলে পঢ়াবে ইহৌ নিজ প্রেম-নাম ।
 সৰ্বলোক-গুরু ইহৌ সত্তার প্রধান ॥
 আমরাহ পঢ়িব ইহার সন্নিধান ।
 নিশ্চয় জানিহ মাতা এসত্য বচনে ॥
 শুনি শচীদেবী বৈল বিনয় বচনে ।
 পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপন ভবনে ॥
 হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 পঢ়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের ঘর ॥
 স্নানধর্ম আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে ।
 পঢ়িলা অগত-গুরু তা'সত্তার হিতে ॥
 লোক আচরণ মায়ামাহুযবিগ্রহ ।
 পঢ়য়ে পঢ়ায় বিভা লোক অমুগ্রহ ॥
 পণ্ডিত শ্রীস্নানধর্ম ঘরে একদিনে ।
 পরিহাস করে নিজ সত্যার্থের সনে ॥
 বজ্রের কথা কহে বড়ই রসাল ।
 অতি মনোহর হাসি অমিয়া-মিশাল ॥
 এইমনে রক্ত-চন্দ্রে কথোদিন গেল ।
 বনমালী-আচার্য্য দেখিব মনে কৈল ॥
 তারে দেখিবারে তার আশ্রমেরে গেলা ।
 দেখিয়া প্রণত তেঁহ সজ্জমে উঠিলা ॥
 করে ধরি তার সনে চলি যার পথে ।
 কোতুক রহিত কথা কহিতে কহিতে ॥
 হেমকালে বজ্রত সে আচার্য্যের কন্ডা ।
 রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগত ধন্ডা ॥

গঙ্গা-স্নানে যান দেবী সখী সহিতে ।
 গৌরচন্দ্র প্রভু তা দেখিল আচরিতে ॥
 একদৃষ্টে চাহে প্রভু বিস্মিত নয়নে ।
 ইন্দ্ৰিতে জানিল তার অন্তর, কারণে ॥
 বনমালী সুদোষিয়া হাসিতে হাসিতে ।
 এত শ্লোক বৈল তার বৈদম্বী জানিতে ॥
 দৃষ্টাক্ষীতোহন্তবদলিরসৌলোখপঙ্ক বিশালং
 কপং বর্ণং কিমিতি কিমিতি ব্যাহরন্নিপপাত ।
 নাসীদগছো ন চ মধুকণা নাগিতং সৌকুমার্যং
 বর্ণমুদ্রাহবনতমুখো ব্রীড়য়া-নির্জগাম ॥
 লক্ষ্মীদেবী দেখি পূর্ন স্রবণ হইল ।
 এতদিনে বিধি মোবে সদয় হইল ॥
 লোক-লজ্জা ভয়ে কিছু বলিতে না পারি ।
 কিরূপে পাটব পদ বক্ষঃস্থলে ধরি ॥
 গজমতি হার ছিল গলায় তাহার ।
 ছিঁড়িয়া ফেলিল ভূমে পড়িল অপার ॥
 বামকর বক্ষে রাখি গেই মুক্তা তোলে ।
 কোথা পাব কোথা পাব এই বাক্য বোলে ॥
 সকল সঙ্গিনী মুক্তা চাহে হেটুমুখে ।
 গৌরচন্দ্র লক্ষ্মী প্রতি চাহে এক দিঠে ॥
 লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাহা ইন্দ্ৰিতে বুঝিল ।
 প্রভুপাদপদ্ম ধূলি মন্তকে বন্দিল ॥
 আচার্য্য সে বনমালী বড়ই চতুর ।
 বুঝিল অন্তর দোহার হৃদয়-অক্ষুর ॥
 আর দিন বনমালী-আচার্য্য আপনে ।
 আনন্দ হৃদয়ে গেলা শচীর ভবনে ॥
 হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে ।
 প্রণতি করিয়া কহে মধুর বচনে ॥
 তোমার পুঙ্কের যোগ্য আছে এক কন্ডা ।
 রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্ডা ॥

বল্লভ-আচার্য্য-কল্পা অতি সুচরিতা ।
 যদি ইচ্ছা থাকে কহ অন্তরের কথা ॥
 তবে শচীদেবী শুনি আচার্য্য-বচন ।
 এ অতি বালক মোর পঢ়ুক এখন ॥
 পিতৃ-শুভ পুত্র মোর পঢ়ুক কথোদিন ।
 তাহাতে করহ যত্ন হউক প্রবীণ ॥
 শুনিয়া আচার্য্য তবে সন্তোষ না পাইল ।
 বিরসবদন হঞা ঘরকে চলিল ॥
 কাদিতে কাদিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে ।
 হা হা গৌরাচাঁদ বলি ডাকে উচ্চস্বরে ॥
 মোর ভাগ্যে না করিলে পতিতপাবন ।
 বাহ্যকল্পতরু-নাম ধর কি কারণ ॥
 মোর বাহ্য পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে ।
 বাহ্যকল্পতরু-নাম ধরিবে কেমনে ॥
 অয় অয় দ্রৌপদীর লজ্জাভঙ্গ হারী ।
 অয় গজরাণ্ধকে কুস্তীর-মুখে তারি ॥
 অয় অভ্যাসিল-গণিকার জাগদাতা ।
 আমারে যে জাগ কর অখিলের পিতা ॥
 এণা গুরুগৃহে প্রভু জানিল অন্তরে ।
 আচার্য্য শোকেতে যত হঞাছে কাতরে ॥
 আশ্রয়ে-ব্যস্তে পুত্রক সছরি ভগবান ।
 গুরু সম্ভাষণা প্রভু করিলা পয়াণ ॥
 মাতল কুঞ্জর ঘেন গমন সুন্দর ।
 গৌর-তনু অলঙ্কারে করে বলমল ॥
 কীচর কেশের বেশ অখিল-মোহন ।
 অধর বাজুলী-কুল মুকুতা দশন ॥
 চন্দনে চর্চিত মনোহর অঙ্গশোভা ।
 তনু সূখ-বসন-পিঙ্কন মনোলোভা ॥
 কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি ।
 কুলবতী-কলঙ্ক-বিধার-হেহধারী ॥

আচার্য্য আগিয়া প্রভুর সত্বর গমন ।
 বাহ্যকল্পতরু-নাম বলি যে কারণ ॥
 আচার্য্য কাদিয়া সে আইসে পথে পথে ।
 হা হা গৌরাচাঁদ বলি আইসে উচ্ছ্বাসে ॥
 হেনকালে গৌরচন্দ্র গুরুগৃহে হৈতে ।
 আসিতে হইল নেপা আচার্য্য সহিতে ॥
 পড়িলা আচার্য্য পার দণ্ডবত হঞা ।
 তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥
 নমস্কার কবি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ।
 কোথা গিয়াছিল বৈল মধুর বচন ॥
 আচার্য্য কহিল হের শুন বিশ্বস্তর ।
 আমি গিয়াছিল এই মন্দিরে তোমার ॥
 তোমার জননী দেবী অতি সুচরিতা ।
 গোচর করিলুঁ তারে অন্তরের কথা ॥
 তোমার বিতার যোগ্য আছে এক কল্পা ।
 বল্লভ-আচার্য্য-কল্পা সর্ব্বগুণে ধরা ॥
 এ কথা তোমার মাতা শুনি অজ্ঞানীন ।
 ঘরেরে চলিল আমি অন্তর-মলিন ॥
 কিছু না বলিলা প্রভু শুনিঞা বচন ।
 মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন ॥
 সে চাতুরী লাভ্যা মধুর মন্দ হাসি ।
 হেরিয়া আচার্য্য মনে হৈল অভিলাষী ॥
 জানিলেন মোর কার্য্য অবশ্য হইব ।
 অন্তরে জানিল প্রভু বিবাহ করিব ॥
 ঘরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হঞা ।
 প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া ॥
 ঘরে আসি জননীরে বৈষ্ণব বিশ্বস্তর ।
 বনমালী-আচার্য্যেরে কি দিলা উত্তর ॥
 বিমনা দেখিলু আমি তারে পথে বাইতে ।
 সম্ভাষে না হৈল সূখ তাহার সহিতে ॥

তার অগভীর কেনে করিয়াছ তুমি ।
 বিমনা দেখিয়া চিতে দ্বন্দ্ব খাই আমি ॥
 শুনিঞা গুরুর বাণী শচী অচতুরা ।
 ইচ্ছিক কুন্নিঞা হৈল কদর সখরা ॥
 স্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে ।
 সংবাদ শুনিঞা তেঁহ আইলা সম্বারে ॥
 আনন্দে পুরিত তম্ব গদগদ কুণ্ডলা ।
 শচী-কাছে উপনীত প্রণত হইয়া ॥
 নমস্কার করি লৈল চরণের ধূলি ।
 কি কারণে আজ্ঞা য়েদে করিলা দৈবরী ॥
 শুনি শচীদেবী তবে আচার্য্য-বচন ।
 প্রণত হইয়া দেবী কহেন তখন ॥
 পূর্বে যে বৈলে তার করহ উদ্দেশ্য ।
 গৌরচাঁদের বিভা দিব সত্যর সম্ভাষ ॥
 আমার অধিক শ্রম তোর বিশ্বস্তরে ।
 আপনে করিবে সৰ্ব্ব কি বলিব তোরে ॥
 বিশ্বস্তর-বিবাহ নিমিত্তে যে কহিলে ।
 আপনে উদ্দেশ্য কর কহিল তোমারে ॥
 ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য উত্তর ।
 পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল কখন ॥
 ইহা বলি বজ্রআচার্য্য-বাড়া পেলা ।
 বজ্রআচার্য্য অতি সঙ্গমে উঠিলা ॥
 বলিতে আগল দিল বিনয় করিয়া ।
 নিজ ভাগ্য স্থানি কিছু বোলেন হাসিয়া ॥
 বলিলা আমার আগুণে তোর আগমন ।
 আর কিবা কার্য্য আছে কহ না কখন ॥
 বজ্রমিশ্রের কথা শুনিয়া আচার্য্য ।
 প্রবন্ধ করিয়া কহে কদরেক কাঁধা ॥
 সৰ্ব্বকাল আমারে করহ তুমি স্নেহ ।
 দেহবন্দী কুণ্ডলা আমি আইলু তু আগুণে ॥

বিশ্বপুরন্দরপুত্র ত্রীল বিশ্বস্তর
 কুলে শীলে গুণে তেঁহ সূর্য্যার্থে স্থলর ॥
 আমি কি বলিতে পারি তাঁর গুণ কথা ॥
 একত্র সকল গুণে গড়িল বিধাতা ॥
 কি কহিব তাঁর গুণ গায় সৰ্ব্বলোক ॥
 শুনিয়াছ তাঁর গুণ সৰ্ব্বলোক স্নেহ ॥
 যেন রূপ কল্পা তোমার ততোধিক বর ।
 কতিল সকল ইবে যে দেহ উত্তর ॥
 একথা শুনিয়া বিশ্ব মনে অস্থম্যানি ।
 একথা আমার ভাগ্যে কহিলে সে তুমি ॥
 আমি ধনজন কিছু দিবারে না পারি ।
 কস্তামাত্র আছে মোর পরমস্থলরী ॥
 ইহা জানি অজ্ঞা যদি করেন আপনে ।
 কস্তা দিব বিশ্বস্তর জামাতা-রতনে ॥
 দেব-পিতৃগণ য়েদে হইবে আনন্দে ।
 যবে বিভা দিব নিজ কস্তা গৌরচন্দ্রে ॥
 অনেক তপের কলে হয় হেন কার্য্য ।
 তোরেধিক বন্ধ নাহি কহিল আচার্য্য ॥
 এই মনে ভুট জনে কথা নিবড়িল ।
 আচার্য্য শচীক স্থানে পুন নিবেদিল ॥
 শুনিয়া সে শচীদেবী কড় তুষ্ট হৈল ।
 বনমালী আচার্য্যেরে মাশীর্বাদ কৈল ॥
 ইষ্টকুটুম্ব আমি নিবেদিল কথা ।
 আনন্দে তরল তম্ব অতি হরষিতা ॥
 কুটুম্বসোদর স্তত সঙ্কে আজ্ঞা দিল ।
 বিচার করিয়া সন্তে ভাল ভাল বৈল ॥
 তবে শচী নিজ সন্ত-বদন চাহিয়া ।
 মধুর বচনে কিছু বোলেন হাসিয়া ॥
 তন তন অশ্রুবাণে কের সোঁপার স্নত ॥
 বজ্রমিশ্রের কস্তা অতি অদভুত ॥

তোমার বিচার যোগ্য মোর মনে গদ ।
 তেন শূন্যধর্ম মোর কত ভাঙ্গো হয় ॥
 বিচার করিবা কর বিচার সময় ।
 দ্রব্য আহরণ কর যে উচিত হয় ॥
 গুনিয়া মারের বোল বিশ্বস্তর রায় ।
 করিল সকল দ্রব্য যতেক ছুরায় ॥
 হৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত ।
 করিল ত শুভদিন সময় অতিত ॥
 সেই শুভদিন শুভ সময় আইল ।
 ব্রাহ্মণসজ্জন সতে আনন্দে খাইল ॥
 আনন্দিত হৈলা সব নদীরা-নাগরী ।
 উথলিল সুখসিন্ধু আপনা পাসরি ॥
 আইছ-সুহ লঞা শচী করে শুভকার্য্য ।
 প্রভু অধিবাস করে যতেক আচার্য্য ॥
 চতুর্দিকে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ ।
 শব্দ দুন্দুভি বাজে মঙ্গল লক্ষণ ॥
 নীশমালা পতাকা শোভিত দিগন্তরে ।
 শ্রুতিব্রাহ্মণপূর্ব্ব দেবপূজা করে ॥
 সকল ব্রাহ্মণে প্রভুর কৈল অধিবাস ।
 কোটিকামজিনি-রূপ অজের প্রকাশ ॥
 বলমল করে অজছটা আলোকিত ।
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব হৈল চমকিত ॥
 সুগন্ধি চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল ।
 ঘন ঘন তাহুল গানে বড় তুট্ট কৈল ॥
 কত অধিবাস করে বল্লভআচার্য্য ।
 সুমঙ্গল কর্ম করে লঞা বিজয়বা ॥
 অনন্ত সৌরভ গন্ধমালা চন্দন ।
 অধিবাসে ফুবা কৈল আনন্দেরতন ॥
 অধিবাস-সমাধান রত্নদীর শেষে ।
 পানী সাতিব বসি হইল উজাসে ॥

নাঁমা বাঙ একি-কটিলে হইল উজি ।
 কুলবধু সভাকার ব্রত হৈল তখ ॥
 যুবতী উন্নতি হৈলা নদীরা-নগরে ॥
 গৌরাঙ্গ-বিবাহ-রঙ্গ-সমুদ্র-হিজলো ॥
 যুখে-যুখে নাগরী চলিলা বিপ্রবধু ।
 অবনীমণ্ডলেরে মণ্ডলী বৈদ্য বিধু ॥
 কুরঙ্গ নরনী চাক খজ্ঞ-পাখিলী ।
 বলমণ অজতেজ মদনপাখিলী ॥
 কেশ বেশ বসন ভূষণ অতুল্যম ॥
 হেরিলে হরিতে পারে মূনির পরীক্ষ ॥
 হাসিতে দামিনী কাপে বচনে অধিরা ।
 হাস-পরিহাসে চলে ছলিয়া ছলিয়া ॥
 গাইছে গৌরাঙ্গগুণ মধুর-আলাপে ।
 স্বর-পঞ্চ-ধ্বনিতে অমঙ্গ-অঙ্গ কাপে ॥
 নানার বেশর দোলে মুকুটা হিজলো ॥
 নক্ষত্র পড়িছে বেন অরণ্যমণ্ডলে ॥
 শচীর মন্দিরে আইলা কুরাকুরঙ্গ ॥
 সভাকারে দিল পঞ্চ ভবাক চন্দন ॥
 চলিলা নাগরী সতে পানী সন্ধিবারে ॥
 মঙ্গল আনন্দের প্রক্তি বরে বরে ॥

মঙ্গল রাগ ।

সচল্লিম রত্ননী চল্লিমধুরী বালা ।
 সুবর সঙ্গীত রে গাইখ গৌরালীলা ॥
 কে কে আছে বাইবে গো,
 গৌরাঙ্গ বাইবে গো,
 চন্দ্র বাই পানী সাধিবারে ।
 হিয়া উথলে চিত কেবা পারেন ধরিতরঙ্গ

কেহো পটুবিলাসিনী কেহো পীতবাসে ।
 ছলিতে ছলিতে যায় অজের বাতাসে ॥
 স্নগন্ধি চন্দন মালা ঢাকিঞা লেহ করে ।
 গোরা-অঙ্গ পরশ করিব সেই বেলে ॥
 কর্পূর তাহুল রে ঢাকিয়া লেহ হাথে ।
 করে কর ধরি গোরা'র দিব হাথে হাথে ॥
 শচী আগে আগে করি ঘাটব পাছে পাছে ।
 আসিতে ঘাইতে বেড়াইব গোরা'র কাছে ॥
 ব্রাহ্মণ সজ্জন সত্তার অলসাহি ক'রে ।
 আনন্দে আইলা শচী আপন মন্দিরে ॥
 আইহু-সুহ মিলিয়া কোতুক-রঙ্গরসে ।
 পানী সাহিল গুণ গায় এ লোচনদ্বাসে ॥

গোরা'জের নয়ন-সন্ধান-শরধাতে ।
 মানিনীর মানমুগী পলায় বিপথে ॥
 অধির নাগরীগণ শিথিল বসন ।
 মাতুল ভুজঙ্গফুল গুণেগ্র যেমন ॥
 তুঙ্গভঙ্গী আকর্ষণে রঙ্গিনীর গণ ।
 দোলমান ক্রময় করিছে অক্লুণ ॥
 বক্ষস্থল পরিলয় সুমেরু জিনিয়া ।
 কেশরী জিনিয়া মাঝা অতি সেখীগীরা ॥
 চিত্ত হরি লইল সত্তার এককালে ।
 মানমৌন ধরিয়া রাখিল রূপজালে ॥

ভাটিয়ারি রাগ ।

আনন্দে-সানন্দে সেই রাজি সুপ্রভাতে ।
 ধখাধিধি কর্ম করে অস্তি হরষিতে ॥
 রাস দান কর্ম কৈল যে বিধি উচিত ।
 জেরপূজা পিতৃপূজা করিল বিহিত ॥

নান্দীমুখশ্রী কৈল যে বিধি স্থিধান ।
 সকল সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণের দান ॥
 নর্ত্তকেরে দিল প্রভু আর ভাটকুণে ।
 সত্তার সন্তোষ কৈল নানাজব্য স্থানে ॥
 দ্রব্যের অধিক মানে মধুর বচনে ।
 দেখিয়া জুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম বদনে ॥
 প্রবোধ করিল যার যেই অহুমান ।
 বিবাহ-উচিত প্রভু পুন করে স্থান ॥
 নাপিতে নাপিতক্রিয়া কবিল সেকালে ॥
 অঙ্গউদ্বর্ত্তন করে কুলবধু-মেলে ॥
 স্খ্যাকরময় গোরা রূপের পাথার ।
 ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥
 পরশে অবশ অঙ্গ হৈল সতাকার ।
 গদগদ বচন নয়ানে জলধার ॥
 হেরইতে পহু-মুখ কি ভাব উঠিল ।
 মনমে মদন-অরে ঢলিয়া পড়িল ॥
 কেহো কেহো বাহু ধরি অধির হইয়া ।
 কেহো রহে উদ্বর্ত্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া ॥
 কেহো বৃকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে ।
 ভুজগতা দিয়া সে বাক্সিল পরবন্ধে ॥
 কেহো চিত্তার্পিত হঞা নেহারে গৌরাঙ্গে ।
 কেহো জল দেই শিরে মদনতরঙ্গে ॥
 উন্নত হইয়া কেহো হাসে ঘনে ঘনে ।
 সতীত্ব নাশিল ছেরি গোরা'জবদনে ॥
 স্থান সমাধিয়া প্রভু বসিলা আসনে ।
 বেটিল নাগরীগণ শচীর নন্দনে ॥
 নানাবিধ বাজ্য বাজে স্তমজল-ধ্বনি ।
 চতুর্দিক্কে অরুণনি স্তমজল শুনি ॥
 অতিবেক কৈল প্রভু সুরনদীজলে ।
 দেখি সর্বজনস্তুতাসে আনন্দ-হিমোলে ॥

তবে শচীদেবী লই আইহ-সুহ যত ।
 আদরে পুঞ্জিল যার যেই সমুচিত ॥
 সত্যারে পুঞ্জিলা গৃহে বন্ধুগণ যত ।
 কহিল সত্যারে দেবী হৃদয় বেকত ॥
 পতিহীন মুঞি ছার, পুত্র পিতাহীন ।
 তো সত্যার সেবা কি করিব মুঞি দীন ॥
 এ বোল বলিতে শচী গদগদ ভাষ ।
 ভিজিল আঁখির নীরে হৃদয়ের বাস ॥
 ঐছন কাতরবাণী শচীদেবী বৈল ।
 শুনি গৌরচন্দ্র পছঁ হেঁঠ মাথা কৈল ॥
 চিস্তিতে লাগিলা মোর পিতা গেলা কোথা ।
 পুড়িতে লাগিল হিয়া পাইল বড় ব্যথা ॥
 মুকুতা-পাঁখিল যেন চক্ষে পড়ে পানী ।
 দেখিয়া তটস্থ হৈলা শচীঠাকুরাণী ॥
 আর যত নারীগণ তার পাশে ছিল ।
 প্রভুর কান্দনা দেখি কান্দিতে লাগিল ॥
 কেনে কেনে বাছা হেন বিরসবদন ।
 এহেন মঙ্গলকার্য্যে কান্দ কি কারণ ॥
 সকল সংসারে মাত্র তুমি মোব ধন ।
 তুমি বিমরিষ প্রাণ ছাড়িব এখন ॥
 শুনিঞা মায়ের বোল প্রভু বিশ্বস্তর ।
 বাপের হাব্যালে কণ্ঠ গদগদ-স্বর ॥
 প্রাতঃকালে শশী যেন মলিন বদন ।
 নবীন-মেঘের যেন গম্ভীর গর্জন ॥
 মায়েরে কহিল প্রভু শুন মোর কথা ।
 কি লাগিয়া এতদূর তোর মন-ব্যথা ॥
 কিবা ধন নাহি মোর কিবা পাইলে দুঃখ ।
 দীন একাকিনী হেন কহ অতি ক্লখ ॥
 পিতা-অদর্শন মোর স্নোড়রাইলে তুমি ।
 যেমন করিছে হিয়া কি বলিব আমি ॥

একজনে ছবার দেহ শুবাক চন্দন ।
 যথেষ্ট করিয়া দেহ যত লয় মন ॥
 সর্ব্বাঙ্গে লেপহ সত্যার সুগন্ধি-চন্দনে ।
 যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে ॥
 পৃথিবীতে কেহো বাহা নাহি করে লোকে ।
 ইজিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে ॥
 এ বোল শুনিঞা শচী কহে ধীরে ধীবে ।
 মধুর বচনে শাল কৈল বিশ্বস্তরে ॥
 যেন মতে আদেশ করিল বিশ্বস্তর ।
 তেনমতে তুষিল সে ব্রাহ্মণ সকল ॥
 হেনকালে বল্লভ-আচার্য্য নিজঘরে ।
 ব্রাহ্মণ সহিতে দেব-পিতৃপূজা করে ॥
 আপন কন্যারে নানা অলঙ্কার দিল ।
 গন্ধ-চন্দন মাণ্যে সুবেশ রচিল ॥
 শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর ।
 ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল আনিবারে বর ॥
 এথা প্রভু গৌরচন্দ্র বরস্তর লক্ষ ।
 আত অদভূত বেশ করয়ে শ্রীঅঙ্গে ॥
 গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন ।
 ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ ॥
 নকরকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল ।
 মুকুতার হার শোভে হৃদয়-উপর ॥
 কাঁয়ের উজোর রাতা-কমল নয়ান ।
 ভুরুযুগ যেন দুই কামের কামান ॥
 অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য রতন-অঙ্গুরী ।
 ঝলমল অঙ্গ তেজ চাঁহিতে না পারি ॥
 দিব্য মালা গলে শোভে রক্তপ্রাস্ত বাস ।
 গন্ধে মহ-মহ করে অঙ্গের বাতাস ॥
 সুবর্ণদর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র ।
 হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় অন্তর ॥

বধূগণ যিকল হইল রূপ দেখি।
 রূপ দেখি নারী না নিরুড় করে দেখি ॥
 অধির নারীগণ শিখিল বসন।
 মখিল তুচ্ছকুল খগেন্দ্র যেমন ॥
 চিত্ত হরি লইল সভার একু কালে।
 মান-মীন ধরিয়া রাখিল রূপ-আলে ॥
 হরিশ্চন্দ্রনরীগণ গৌরাক দেখিয়া ॥
 বলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিরা ॥
 সে হস্ত-মাধুরী যার পশিল হিরায ॥
 মরমে মরিল তারা মননব্যথার ॥
 সে তুচ্ছ-বিলাস-রস-পদম লক্ষ্মিমা ॥
 মানিনীর মানগণ কুলে লুকাইয়া ॥
 তুচ্ছভক্তি আকর্ষণে রমণীর গণ ॥
 দৌলমান হ্রস্ব করয়ে অকারণ ॥
 মায়ে নমক্লি প্রভু চলে শুভকপে ॥
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি অর হরিনামে ॥
 দিবা যানে চড়ে প্রভু বরজবেষ্টিত ॥
 দেখি সর্বলোক অতি হরষিত হিত ॥
 যাত্রা করি যার প্রভু বরজের সনে ॥
 সম্মুখে রাঢ়িরা নাচে গগন দিবা গানে ॥
 জ্ঞানপে ত বেদ পাঠে ভাটে কাণ্ডকার ॥
 শিখা বরপৌ. বাজে সখিনাশিশাল ॥
 নানাবিধ ষাণ্ড-বাজে গড়াই মৃদল ॥
 মৌসরি মৌসরি বাজে শুনিতে আনন্দ ॥
 হরি হরি বোল শুনি অররস নান ॥
 আনন্দে নদীরার লোক ভোগ উনমাদ ॥
 চৌকসিল ধায় লোক পথ নাহি পার ॥
 চমক লাগিল ছোখা বাগরীসভার ॥
 কেহো কেশ নাহি ঝাড়ে না সঘরে বাস ॥
 দেখিবারে প্রাণরোধই বন আছে খাল ॥

কাণাকালি দামালানি নাহি আর লাভ ॥
 ডাকাডাকি ধায় লব বাগরীসভার ॥
 গরবী গরব সব করে তেরাশিলা ॥
 গৌরাক দেখিতে ধায় উল্লসিত চক্রে ॥
 পথ-বিশব কেহো না মানে রিকিণী ॥
 অনন্ততরঙ্গে রজে ধাইল রইনী ॥
 অন্তরীক্ষে-দেবগণ দিব্যধামে চাহে ॥
 গৌরা-অঙ্ক দেখিবারে অমুখাগে খায়ে ॥
 সুরবধূগণ বিশ্বস্তরমুখ চাহে ॥
 চতুর্দিকে দিব্য নারী স্তমকল গায়ে ॥

বিহাগড়া রাগ ।

অয় অয় অয়, চৌদিগে স্তমকল,
 গৌরাকচাদের বিবাহ ॥
 কুলবধু মেলি, অয় হলহলি,
 আনন্দে মদল গাহ ॥এ৷
 হাস বেশ কর, পাটশাড়ী পর,
 কাজর দেহ না নয়ানে ॥
 ছিরিবিষস্তর, সাজি সব দল,
 বিবাহে করল পয়াণে ॥
 হার কেয়ুর, কঙ্কণ কিরীণী,
 নুপুর গরহ না বাট ॥
 অলক-স্তমিকটে, সিন্দূর ললাটে,
 চকনবিন্দু জ্বর চোটে ॥
 তাবুল অম্বরে, তাবুল বাসকরে,
 কীলা চুলি চলি যাই ॥
 দেখি বিশ্বস্তর, জিনি পাচশর,
 জালি মনকল খাই ॥

তাহুল চক্রে,

হাসিয়া বয়ানে,

চৌদিকে জয় জয়,

মঙ্গল বিজয়,

জ্বলন্ত বিকসি ।

বহরে লোচনদায়ে ॥

বাঙ্গুলী-অধরে

দশন-মধুকরে,

আলো দেখে অপরূপ গৌরী পরাণ-

পাশে মধুলোতে বসি ॥

পুতুলী বক্ষীয়ে ।

নাগরী সারিসারি,

চলিলা কুতূহলী,

হেন মন করিছে গৌরী জ্বলন্তা ধ্বজি

মরালগমন স্থাষ ।

বৃকে ॥ ৫ ॥

অঙ্গের মাধুরী,

বইছে বিজুরী,

হেন মতে বজ্রভাচার্য্য-বাটী গিয়া ।

বসন শোভে অজুগাম ॥

জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ ভরিয়া ॥

নানা বাস্ত বাজে,

শত শব্দ গাজে,

শত শত দীপ জলে উজ্জল পুখিবি ।

মুদক পড়াহ কাহাল ।

অলমল করে তাহে গৌরী-অঙ্গের ছবি ॥

আনন্দে হৃদয়,

বাজরে ডিগুনি,

তবে ত বজ্রভমিপ্র পাণ্ড অস্ত্র দিয়া ।

দণ্ডিম মুহুরি রসাল ॥

ঘরেরে আনিল বর মঙ্গল করিয়া ॥

বীণা কবিনাস,

বেণু মন্দভাষ,

তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে গিয়া ।

রবাব উপাধ পাখোয়াজু ।

দাণ্ডাইলা পীঠোপরি উলসিত হঞা ॥

নদীমানগরে,

আনন্দ ঘরে ঘরে,

পূর্বিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিঞা বঙ্গল ।

মঙ্গল-বাধাই বাজু ॥

তাহাতে ঈশ্বর হাসি অমিতা মিলন ॥

গৌরচন্দ্রমুখ,

দেখি সর্ব লোক,

তপত-কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ ।

আনন্দ নদীয়া-সমাজ ।

সুমেধপর্বত জিনি দেহের পঠন ॥

কোটি কাম জিনি,

সে রূপ বাখানি,

অঙ্গদ কদম ফুলে কদম-মজুরী ।

নিরখি না রাখরে লাজ ॥

অরুণ-কিরণ করতল ঝাঙ্কনি ॥

জ্বল কবরী,

চীর না লঘরি,

দিব্য মালতীর মালা দোলে ঘোর-অঙ্গে ।

ধারে উনমত্ত-বেশা ।

জ্বলক উপরে বেন গজায় তরঙ্গে ॥

পাসরি পতি স্তম্ভ,

বদন সুবেকত,

মুকুটের নিকট ললাট ভট সাজে ।

ছিন্ন-পরি কেলে কেশা ॥

কাম-কোটি কাভয় হেরিয়া রহে আজ ॥

ধনি ধনি ধনি,

কহরে রমণী,

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কি দিব তুলনা ।

আন না জনিয়ে বাণী ।

দূর কৈল মানিনীর মাহমর গরিমা ॥

চৌদিকে হাটে-বাটে,

নাগরীর ঠাটে,

হেনমতে মহাপ্রভু ছোড়লাতে আছে ।

দেখিতে করল উঠানি ॥

বর উরষিতে তথা আইছগণ কাছ ॥

কেহো বীণা বার,

কেহো শ্রীত পায়,

করিয়া বিচিত্র দেখ শরি দিব্যবর্ন ।

কেহো ধাতরে উল্লাসে ।

হাথেতে উজ্জল দীপ অন্তর উল্লাস ॥

আইহগণ আগে পাছে কস্তার জননী ।
 বর উরখিতে ধনি চলিলা আপনি ॥
 সাত প্রদক্ষিণ কৈল সাত-দীপ হাথে ।
 চরণে ঢালিল দধি হরষিত চিতে ॥
 বর উরখিয়া ধনি চলিলা আলয় ।
 শুভক্ষণ হৈল সেই গোধূলি সময় ॥
 তবে সেই বল্লভ আচার্য্য দ্বিজবর ।
 কস্তা আনিবারে আজ্ঞা দিলেন সত্বর ॥
 স্নগঠিত সিংহাসন মাঝে রূপবতী ।
 অঙ্গের ছটায় অলমল করে ক্ষতি ॥
 রতন প্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে ।
 বদন জিতল পূর্বচ্ছ পরকাশে ॥
 সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার রতন-কাঞ্চে ।
 অলঙ্কার দূর গেল তাহার কিরণে ॥
 প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাতবার ।
 করজোড় করি শিরে করে নমস্কার ॥
 অন্তঃগত ঘুচাইল দৌহে দৌহা দেখি ।
 দৌহে দৌহা দেখি হিয়া জুড়াইল আঁখি ॥
 চক্ষু রোহিণী বেশ একত্র মিলন ।
 অন্তঃক্ষে করয়ে দৌহে কুসুমের রণ ॥
 বেশ হরপার্কভী দৌহে হৈল মেলা ।
 ছায়া নিমিড়িয়া দৌহে আনন্দে বিভোলা ॥
 চৌদিকে হরিশ্রবণি অর অর নাদ ।
 নাচয়ে সকল লোক আনন্দে উদ্গাদ ॥
 তবে সে কমলাপতি বিশ্বস্তর পংহ ।
 একত্রে বসিলা বাসপাশে করি বহু ॥
 লজ্জা-নন্দমুখী সে বসিলা পহঁ পাশে ।
 আমাত্য পূজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে ॥ -
 যার পাদপদ্মে ব্রজা পাণ্ড নিবেদিয়া ।
 সৃষ্টির করজা হৈল প্রসাদ পাইয়া ॥

হেন সে পদারবিন্দে পাণ্ড দেই মিশ্র ।
 যার আরাধনে ঘুচে সংসার-তরিশ্র ॥
 মহেন্দ্র বাহারে দিল নৃপসিংহাসন ।
 . হেন জনে দেই মিশ্র বিষ্টর-অঙ্গন ॥
 যে প্রভু বসন ধরে, দিব্য পীতবাস ।
 তাহারে বসন দেই শুনিতে তব্বাস ॥
 এই মতে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল ।
 যজ্ঞ-আদি যত কর্ম্ম সব নিবাকুল ॥
 বল্লভ আচার্য্য সম নাহি ভাগ্যবান ।
 আপনে বৈকুণ্ঠনাথ লৈল কস্তাদান ॥
 কি কহিব বল্লভমিশ্রের ভাগ্যরাশি ।
 যার ঘরে কৈলা প্রভু একঙ্ক-গরাসি ॥
 কস্তা-বরে একগৃহে ভোজন করিল ।
 শতশত কুলবধু বাসরে মিলিল ॥
 বসন বচন সব স্থলিত হইল ।
 নয়ান আলস্যত কাহারো হইল ॥
 কেহো অঙ্গপরাশে অনঙ্গরত-তরে ।
 ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বস্তর কোলে ॥
 কেহো অনিমিখে থির-নয়নে নিরীখে ।
 চকোর চাঁদের লাগি যেন রহে স্তখে ॥
 নয়ন পঙ্কজে সতে গোরামুখ পূজে ।
 নিজদেহ-পরশ লাগিয়া কেহো যাচে ॥
 যুখে যুখে তরঙ্গী আইল প্রভু-কাছে ।
 বেটুরা রহিল বিশ্বস্তর করি মাঝে ॥
 গৌরাঙ্গের নয়ান-সন্ধান-শরাঘাতে ।
 মানিনীর মাঝ-মুগ পলার বিপথে ॥
 সে চক্ষু-বদনহাস্ত-উদয় দেখিয়া ।
 লজ্জা-তিমির সন্তার গেল পলাইয়া ॥
 বসিয়া স্নানরীতি সব প্রভুর সমীপে ।
 সে অঙ্গ বাতঙ্গস রঞ্জিলীর অঙ্গ কাপে ॥

পরাধীন রক্ত যেন মহাধন পাঞা ।
 সম্বরিতে নাহি ঠাই ছাড়িতে নারে মায়া ॥
 নাম বিপর্যয় কেহো করে বাসরঘরে ।
 বিশ্বস্তর গুণে ভোরা পরিহাস করে ॥
 কেহো বোলে গৌরচন্দ্র শুন মোর বোল ।
 গুয়াখানি দেহ লক্ষ্মী নিদে ভেল ভোর ॥
 আপনে তুলিয়া দেহ লখিমী বদনে ।
 দেখুক সকল সখী হরষিত মনে ॥
 গৌরচন্দ্র কেশ কেহো আউলাইয়া বান্ধে ।
 হৃদয় আনন্দ দেহ-পরশের সাথে ॥
 কেহো গুয়াখানি দেই গোরচাঁদের মুখে ।
 হৃদয় দর দর তার বড় পায় স্নেহে ॥
 অঙ্গ ঠেলি পড়ে কেহো হিয়া উত্তরোল ।
 লখিমী তুলিয়া দেই গোরচাঁদের কোল ॥
 কেহো বোলে হেন ভাগ্যবতী কে বা আছে ।
 গৌরচন্দ্র হেন পতি পাইয়াছে কাছে ॥
 কোন্ তপ কৈল এই কোন্ ব্রত-দান ।
 দেব আরাধনে কোন সাধিল গেয়ান ॥
 কোন্ সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে ।
 গৌরচন্দ্র দেখি পারে ধৈর্য ধরিতে ॥
 মদন-মদন জিনি বদন সুলভ ।
 মানিনীর মান-রতন-সর চোর ॥
 ভুজদণ্ড অথগু যে হেমদণ্ড জিনি ।
 সাধ করে নিজবুকে রাখিতে রমণী ॥
 লখিমী এ সব অঙ্গ বিলাস করিব ।
 আমরা ইহার কবে পরশ পাইব ॥
 এই আমাদের আশা হ'ব ইহার দাসী ।
 তবে সে দেখিব নিতি গৌররূপরশি ॥

এই মনে রঞ্জেতে প্রভাত হইল ।
 প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল ॥
 বিবাহের পরদিনে কুশগুণিকা-কর্ম ।
 ব্রাহ্মণ ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধর্ম ॥
 সকল করিল প্রভু সে দিন তথায় ।
 আর দিনে ঘর ঘাব কহিলা কথায় ॥
 ঘরেতে চলিল প্রভু আনন্দিত মনে ।
 পরিজনে পূজা করে রক্তকাক্ষনে ॥
 একাসনে বৈসে প্রভু লক্ষ্মী বামপাশে ।
 চৌদিকে বেটিল নারীগণ তার কাছে ॥
 বস্ত্রভমিশ্রের হিয়া হরিষবিবাদ ।
 যাত্রাকালে করে কস্তা-ঘরে আশীর্বাদ ॥
 দুর্কা ধাত্র গন্ধ মালা গুণক চন্দন ।
 জামাতারে দিয়া কিছু নিবেদে বচন ॥
 ধনহীন আমি ছার নাহি করি ভাগ্য ।
 কি দিব তোমারে দান কিবা তব যোগ্য ॥
 কেবল আপনাগুণে কৈলে অঁচুগ্রহ ।
 ধন্য করাইলে করি কস্তাপরিগ্রহ ॥
 আমি কি বলিব মোর কি আছে যোগ্যতা ।
 তোমার নিজগুণে তুমি আমার জামাতা ॥
 দেব-পিতৃগণ মোরে প্রসন্ন হইল ।
 যখন তোমারে নিজ কস্তা সমর্পিল ॥
 তোমার অভয়পাদ-পদোত্তে শরণ ।
 আর ছুঃখ নাহি মোরে নিবেক শমন ॥
 আর এক নিবেদিয়ে শুন বিশ্বস্তর ।
 এ বোল বলিতে কণ্ঠে গদগদ স্বর ॥
 ছলছল করে আঁখি করুণার জলে ।
 লক্ষ্মী-কর ধরি দিল গোরচাঁদ করে ॥
 আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈলু সমর্পণ ॥
 জানিয়া করিবে ইহার তরণ-পোষণ ॥

মোর ঘরে ছিল। এই ঘরের ঈশ্বরী ।
 আজি হৈতে তব দাসী কোণের বহুরী ॥
 মোর ঘরে ছিল এই অচ্ছন্দ-আচারে ।
 আখটি করিয়া মায়ে করিত আহারে ॥
 মোর ঘরে আছিল। এ মা-বাপের কোলে ।
 যথা তথা হৈতে আইলে ধরেনিয়া গলে ॥
 সত্তার চুলালী এই আমি অপুত্রক ।
 স্বর মধ্যে সবে মোর একটি বালক ॥
 আমি কি বলিব এই তোর নিঃসঙ্গ ।
 মোহে মুগ্ধ হয়। বলি যতক বচন ॥
 এই যে বলিল সেট আমি মুচুন্নি ।
 কি করিব মোর দয়া তুমি যার পতি ॥
 জিতুবনে নাহি লক্ষ্মীসম ভাগ্যবতী ।
 আমি যত বলি সব এ দায়। পিরিত্তি ॥
 এ বোল বলিয়া মিত্র কৈল সঙ্গরণ ।
 উলটল লক্ষণ অরুণ নয়ন ॥

চলিল। সে মর্দাগ্রত্ব নিজ প্রিয়া বামে ।
 লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মত্তব্যের যানে ॥
 শব্দ কুন্ডলিত বাজে হরি হরি বোল ।
 নানাবিধ বাস্ত বাজে আনন্দহিমোল ॥
 ঐক্যপেতে বেন পড়ে ভাটে কণ্ঠহার ।
 সম্মুখে মাট্টিয়া নাচে আনন্দ অপার ॥
 বয়স্তবেষ্টিত প্রভু চলি যার পথে ।
 অন্তরীক্ষে দেবগণ চলে দিব্যরথে ॥
 এখা শচী আনন্দিত আইত-মুহু লৈয়া ।
 পুত্রসহোৎসবে নুগে কৌতুক করিয়া ॥
 সশাখা মঙ্গলঘট পাতিল ছুরারে ।
 নারিকেল কল দিল তাহার উপরে ॥
 নির্মলমসজ্জ করে যুত-বাতি জলে ।
 স্বরেয়ে আইল। প্রভু সেই শুভকালে ॥

গোরচন্দ্র নির্মলমসজ্জ করে শাক্তীগণ
 অয় অয় হলাহলি এ গীত ঈশন ॥
 নানাবিধ বাস্ত বাজে আনন্দ অপার ।
 সর্বসুখময় হৈল শচীর আহার ॥
 উঠিল মঙ্গলধনি আনন্দ অশেষ ।
 লক্ষ্মী কর যার প্রভু গৃহে পরবেশ ॥
 পুত্র আর বধু কোলে করে শচীদেবী ।
 দুর্কীধাতু দিয়া বোলে হও চিরজীবী ॥
 পুত্রমুখে চুখ দেই বধু মুখ চাও ।
 বধুমুখে চুখ দেই পুত্র নিরখিয়া ॥
 সর্বসুখময় হৈল শচীর আহার ।
 গৌরাঙ্গ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥

সিদ্ধুড়া রাগ ।

এই মনে নিঃ, বাঁধব সহিত,
 সুখে নিবসয়ে পথ ।
 শচীর অন্তরে, আনন্দ-পাথারে,
 দেখি গৌরাচন্দ্র বহু ॥
 নরীয়াবিনোদ গৌরা,
 যেন কেলি কুতূহল ভোরা ।
 কামের কামান, কুঁক নিরমাণ,
 বাণ কাছিয়াছে তার। ॥
 বয়স্তের সঙ্গে, রহস্ত-বিলাস,
 লীলা-রসময় তন্ত ॥
 বিনি মেঘে ময়ী, এ বির-বিকুরী,
 সাজল কুঁহুমধন ॥
 বয়স্তের কাছে, কর অবলম্বি,
 পুথি করি বাধহাথে ।

দিবসের অন্ধে, রম্য-রাজপথে,
 সুরধনীর তানে ॥
 গুপ্তি চন্দন, অন্ধে বিলম্বন,
 বিনোদ বিনোদ কোটা ।
 তাহার সৌরভে, মদনমোহিত,
 যতক নাগরী ঘটা ॥
 টাচর-কেশের, বেশের মাধুরী,
 হেরিয়া কে ধরে চিত ।
 কোঁচার শোভায়, লোভায় যুবতী,
 না মানে গুরুগুরবিত ॥
 নদীরানগর, নাগরে আগর
 রসের সাগর সতে ।
 গৌরচন্দ্র-লীলা, দেখিয়া ভুলিলা,
 দস্ত চুর গেল তবে ॥
 নাগরীর গুণ, আছরে বাখান,
 বকিম-আখি-কটাকৈ ।
 লাজের মন্দিরে, আগুনি-ভেজায়া,
 লুলি পড়ে লাখেলালে ॥
 নদীরাসুন্দরী, আপনা পাসবি,
 রহল হিরা-ধোয়ানে ।
 লোচন বোলে সব, সে স্বপ্নসম্পদ,
 অই করি অহুমান ॥

শ্রী রাগ ।

অর অর গদাইর গৌর সুখই স্মার রসখানি ।
 আঁখ্যে থুলে বেথেনারে জুড়ার পরাণী ॥১॥
 আর দিনে আর কথা শুন সর্বজন ।
 গৌরচন্দ্রের গুণ-গাঁথা নিতাই নুতন ॥

গঙ্গা দেখিবাইর গেলো বরষের কেবল ।
 দিন-অকমানেন সন্ধ্যা ধন্ত রমা কেলা ॥
 গঙ্গার হুঁকুলে যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।
 গঙ্গা-নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন ॥
 কাঁখে কুন্ত করি যার পুরনারীগণ ।
 নিরীখেয়ে গঙ্গাদেবী একত-বদন ॥
 মিশ্র আচার্য্য ভট্ট পণ্ডিত অপার ।
 ধর্ম্মশীল কত কত উত্তম আচার ॥
 সর্বজন দাণ্ডাইয়া চাহে গঙ্গাকুলে ।
 গঙ্গার নির্মল জল শোভে নানা কুলে ॥
 গঙ্গ চন্দন মালা দিব্য কদলক ।
 যুবক যুবতী বৃদ্ধ পুজয়ে বালক ॥
 ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে ।
 আপনা না ধরে গঙ্গা প্রভু-অন্তর্ভাগে ॥
 উথলিল গঙ্গাদেবী বাঢ়এ সলিল ।
 কুলকুল শব্দে গৃহ অজ পরশিল ॥
 পুন পরশের আশে বাঢ়ে গঙ্গাদেবী ।
 সন্মোহ লাগিল লোকে মনে অজুতধি ॥
 প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন-তেমন ।
 আজি কেন অপরূপ ভূনি এ গর্জক ॥
 মেঘ-ববিঘণ নাহি বাঢ়য়ে সলিল ।
 ধরত্তর স্রোত বহে নীর উথলিল ॥
 এই মনে অহুমান করে সর্বজন ।
 গঙ্গার ভকত এক আছরে ব্রাহ্মণ ॥
 গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্মল ।
 ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানিল সর্বল ॥
 গঙ্গা আরাধনা করে অণে হরিনাম ।
 গঙ্গা-গৌরাক্ষ যেন দেখে এক ঠাম ॥
 এই বাহা সেই বিপ্র করিল হৃদয়ে ।
 গঙ্গাভীরে কুটীর বাড়িয়া স্নেহে রচে

গঙ্গামহোৎসব দেখি বাঢ়এ উল্লাস ।
 চিস্তিতে চিস্তিতে তাহে ভেল পরকাশ ॥
 বিশ্বস্তর মহাপ্রভু ভক্তত বেষ্টিত ।
 গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচম্বিত ॥
 গঙ্গা নিরীপয়ে প্রভু বড় অমুরাগে ।
 বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে ॥
 করুণা-অরুণ ছলছল করে আঁখি ।
 দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী ॥
 এই সেই ভগবান্ কভু নহে আন ।
 চিস্তিতে চিস্তিতে গেগা প্রভু বিজ্ঞমান ॥
 প্রভুর নিকটে গিয়া দাণ্ডাইয়া দেখে ।
 অবশ হঞাছে প্রভু গঙ্গা অমুরাগে ॥
 গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে ।
 আগুসরি করে গঙ্গা কর-পরশনে ॥
 কর পরশনে গঙ্গার না পুরিল আশ ।
 ঢেউ-ছলে করে গঙ্গা চরণ সন্তাষ ॥
 স্তুতিমতী হঞা গঙ্গা প্রভু কাছে রহে ।
 কর ছোড় করিয়া চরণ-পদ্ম চাহে ॥
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ ।
 দেখেই সকল লোক গঙ্গা-গোবান্দ ॥
 প্রভু পরশিল গঙ্গা চরণকমণে ।
 কৃতার্থ হইয়া গঙ্গা গেলা নিজ জনে ॥
 গৌরান্দ নিকটে গঙ্গা কেহ না জানিল ।
 ব্রাহ্মণ অভীষ্ট ভরি নয়ানে দেখিল ॥
 সুরধনী-অমুরাগ পায়। গৌরহরি ।
 পুলকিত সব অঙ্গ কাঁপে ধরহরি ॥
 অবশ হইয়া প্রভু বোলে হরি-বোল ।
 সবশ হইয়া নিজজনে দেই কোল ॥
 অরুণ-বরণ ভেল প্রেমার আরম্ভ ।
 কদম্বকেশর জিনি পুলককদম্ব ॥

প্রভু-অমুরাগে গঙ্গা হিয়ামগ্ন রহে ।
 শত শত ধারা আঁখি সাগর ত বহে ॥
 লোমে লোমে বহে নীর লোক বোলে 'ধর্ম'
 উথলিল প্রেমসিন্ধু দ্রবময় ঈক্ষ ॥
 চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে ।
 অবশ হইয়া নিজ জনে কর্তে কোলে ॥
 ঘন ঘন সব লোক হরি হরি বোলে ।
 উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে ॥
 চমৎকার ভেল সব নদিয়াসমাজ ।
 গঙ্গার ভক্তত বিপ্র বুলিলেক কাজ ॥
 সেই ভগবান্ প্রভু বিশ্বস্তবদেব ।
 ইহা দেখি বাঢ়ে গঙ্গা এই অহুভব ॥
 চরণে পড়িলা বিপ্র করে আর্জুনাদ ।
 এতদিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরসাদ ॥
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র বাহা না পায় দেখানে ।
 হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে ॥
 ভূমে গড়াগড়ি যায় কান্দে আর্জুনাদে ।
 আপনা পাঁসরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে ॥
 চতুর্দিকে সবলোক দাণ্ডাইয়া রহে ।
 বেকতবদনে বিপ্র পূর্বকথা কহে ॥
 অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুর ।
 নিজ ঘরে গেল হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥
 আদিকথা কহে বিপ্র শুনে সর্কজন ।
 যেমতে হইল গঙ্গাদেবীর জনম ॥
 এখনে বা গঙ্গাদেবী বাঢ়ে যে কারণে ।
 সকল কহিয়ে সন্তে শুন সাবধানে ॥
 পূর্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর ।
 কৃষ্ণগুণ গায়ে মহা আনন্দপ্রচুর ॥
 নারদঠাকুর গায় গণেশ বাদক ।
 পুণকে পুঙ্খিত অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥

সঙ্গীত স্রজাতি তিনে গায় একমেলে ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দব্রহ্মের হিল্লোলে ॥
 একে সে মহেশ তাথে কৃষ্ণের আবেশ ।
 নারদের বীণা তায় বাদক গণেশ ॥
 অধির হট্টয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঞি ।
 মহেশ নারদ মেলি যথা গুণ গাই ॥
 কহিল না গাইহ গুণ শুন হে মহেশ ।
 তো-সভার গান-তত্ত্ব না বুঝি বিশেষ ॥
 তোমার সঙ্গীত-গানে নাহি রহে দেহ ।
 আউলার শরীরবন্ধ দ্রবময় নেহ ॥
 শুনিঞা ঠাকুরবাণী হাসয়ে মহেশ ।
 গাইয়া জানাব গুণ টহার বিশেষ ॥
 ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দে এ ভূমি আকাশ ॥
 দ্রবীলা শরীর প্রভু অতি খৌণ তহু ।
 স্তরাসে মহেশ কৈল গান সঙ্গৎ ॥
 সঙ্গরগ কৈল গান থির হৈল মতি ।
 সেই সে কারুণ্যজল লোকে আছে খ্যাতি ॥
 সেই দ্রবব্রহ্ম-নাম করুণার জল ।
 চিৎস্বরূপী জনাঙ্গিন ঘোষয়ে সকল ॥
 দুর্লভ দুর্লভ এই সংসার ভিতর ।
 কমণ্ডলু ভরি ব্রহ্মা রাখিল সে জল ॥
 আছিল ত বলিরাজ প্রভুর ভকত ।
 তারে অক্লান্ত লাগি ভৈগেলা বেকত ॥
 ত্রিপাদ খুইতে প্রভু মাগিল পৃথিবী ।
 ত্রিভুবন জোড়ে তাঁর ত্রিপাদ-পদবী ॥
 আর পাদ দিল তার মস্তক উপর ।
 ঐছন করুণা কতু নাহি দেখি আর ॥
 তবে অপকৃপ শুন ত্রিপাদমহিমা ।
 ত্রিঅগতে ধ্বজ হৈলু বাহার করুণা ॥

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল সেই পদনখ আগ্রে ।
 সেই জলে পাণ্ড ব্রহ্মা দিল অমুরাগে ॥
 প্রভু পাদাধুজ-জল পূজয়ে মস্তকে ।
 ত্রিপাদসম্ভবা গজা তেঞি বোলে লোকে ॥
 হেনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।
 দেখহ সকল লোক নরানগোচর ॥
 দেখি গজাদেবী পূর্য সোড়রগ হৈল ।
 প্রেম-অমুরাগে গজা বাঢ়িতে লাগিল ॥
 গজাপানে চাহে প্রভু অমুরাগ-দিষ্টি ।
 অমৃত-অধিক গোরা-রজ লাগে মিষ্টি ॥
 চরণপরশে পুন তরঙ্গের ছলে ।
 অহুতবে জানিলু মো কহিল সভারে ॥
 শুনিঞা সকল লোকে বাঢ়ল উল্লাস ।
 গোরাগুণ গায় স্তখে এ লোচনদাস ॥

ধানশী রাগ । দিশা ॥

আরে আরে হয় ॥

এইমনে কথোকাল গোড়াইলা স্তখে ।
 বাক্যব সহিতে প্রভু আনন্দকোভুকে ॥
 একদিন মনে মনে কৈলু আচম্বিত ।
 পূর্বদেশ যাব আমি সর্বজন হিত ॥
 পাণ্ডববর্জিত দেশ সর্বলোকে গায় ।
 গজা ইঞা গজা নহে এই সাক্ষী তার ॥
 আমার প্রসাদে পদ্মাবতী হৈব ধন্ত ।
 সর্বলোক আমা বহি না জানিব অন্ত ॥
 ঐছন যুগতি প্রভু মনে অহুমাণে ।
 মায়েরে কহিল যাব ধনউপার্জনে ॥
 যাত্রা করি যার প্রভু সন্তে নিজন ।
 ছটকট করে শচীমায়ের গরণ ॥

যন-উপার্জনে পরদেশ যাবে তুমি ।
 তোমাকে না দেখি এখা মরি যাব আমি ॥
 জলবিহু বেনু বীন না ধরে পরাণ ।
 তোমাবিক্র আশার তেমন সমাধান ॥
 তোমার পিরিতি মনে জাবিরা জাবিরা ।
 মরি যাব ওহে বাণ তোমা না দেখিরা ॥
 মায়ের বচন শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 বিনয় করিরা বৈল প্রবোধ-উত্তর ॥
 আমার বিচ্ছেদে বড় না ভাবিহ তুমি ।
 নিকটে তোমার ঠাঞি আসিব যে আমি ॥
 লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিরা উত্তর ।
 মাতার সেবার তুমি রহিবে তৎপর ॥
 মায়ে বত বৈলে কিছু না গুনিল পছ ।
 গুণভাষা করি যার হাসে লহলহ ॥
 চলিলা সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজজন ।
 কোতুকে ভ্রমরে মহা আনন্দিত মন ॥
 যেখানে-সেখানে যার প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 দেখিরা সেখানের লোক হয়ে ত ফাঁফর ॥
 সে রূপ দেখিরা কেহ না লেউটে আঁধি ।
 কেহো বোলে এইরূপ অহর্নিশ দেখি ॥
 পুরনারীগণ বোলে দেখিরা বদন ।
 সকল হইল আজি জনম নয়ন ॥
 কোন ভাগ্যবতী-মায়ে ধরিল উদরে ।
 কছু নাহি দেখি হেন স্নান শরীরে ॥
 হরগৌরী আরাবিরে কোন ভাগ্যবতী ।
 হেন রূপে হেন গুণে পাইয়াছে পতি ॥
 নবীন-কাঞ্চন জিনি অঙ্কের কিরণ ।
 স্নেহপূর্ণত জিনি দেহের গঠন ॥
 সতজ-রূপের নাহি তুমি তুণন ।
 বজ্রহুত অতিশয় তাহে স্নোভনা ॥

মরি বাই হেজিরা স্নানর মুখের হাসি ।
 কুলবতী স্বপ্নে কহিল এই পশিরা ॥
 দেখি যেন রাখার নাগর তেন কান ।
 রাখার বরণ পার দেখি বিভ্রমান ॥
 দীঘল স্নানর আঁধি পুণ্ডরীক জিনি ।
 অপরূপ তাহে চারু তরল চাহনি ॥
 সকল যুক্তা মিলি কহিতে লাগিলা ।
 শুনি বিশ্বম্ভর পছ উলটি চাহিলা ॥
 সরস-নরানে প্রভু চাহিলা সভারে ।
 প্রেমে গরগর তারা আপনা না ধরে ॥
 পদ্মাবতী-স্নান কৈল আছিল যে বিধি ।
 চরণপরশে গঙ্গাময় ভেল নদী ॥
 পদ্মাবতী মহাবেগা পুলিন-সংযুতা ।
 কুন্ডীর-কচ্ছপ-দীনে অতি স্নোভিতা ॥
 ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব বৈসে তার তটে ।
 দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে ॥
 বিশ্বম্ভর-স্নান-পূতা তেন পদ্মাবতী ।
 সর্বজন স্নান করে পাণ হয়ে তথি ॥
 সেই পদ্মাবতী-তটবাসী বত জন ।
 গোরচন্দ্র দেখি প্লাব্য করয়ে নয়ন ॥
 তবে পদ্মাবতী পার হৈল গোরহরি ।
 সে দেশ পবিত্র কৈল শ্রীচরণ ধরি ॥
 শ্রীতল চরণ পাঞা ধরী শ্রীতল ।
 পূণকিত হৈল দেবী সকল মঙ্গল ॥
 সে দেশ তারিতে আপে যত মনে করি ॥
 তেঞি সে সেখানে পৃথী পূণকিত করি ॥
 নীচ অপকিত যত চণ্ডাল দুর্জিন ।
 সভারে যাচিরা প্রভু স্নিহ হরিনাম ॥
 গুটি বা অগুটি কিবা আচার বিচার ॥
 না মানিল স্নানর করিল ভবপার ॥

নামসংকীৰ্ত্তনে প্রভু নোকা সাজাইয়া ।
 পার কৈল সৰ্বলোক আপনি যাইয়া ॥
 যে জনারে পার তারে ধরি কোলে করি ।
 ভবনদী পার কৈল গৌরাজ শ্রীহরি ॥
 এহেন করুণা নাহি শুনি কোন যুগে ।
 কোন্ অবতারে কোথা কে বা পাপ মাগে ॥
 সত্তারে পবিত্র কৈল সম ভাব করি ।
 রাখাক্ষপ্রেমের করিল অধিকারী ॥
 দয়ার সাগর প্রভু সৰ্বলোকপতি ।
 করুণা প্রকাশি কারো শুদ্ধ কৈল মতি ॥
 এইমনে আছে প্রভু সজ্জনসমাজে ।
 এথা লক্ষ্মী শচীদেবী নবদীপে আছে ॥
 পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগতপ্রাণ ।
 আনন্দে শচীর সেবা করেন বিধান ॥
 দেবতার সজ্জ করে গৃহসম্বাধন ।
 ধূপ দীপ নৈবেদ্যগন্ধ মালা চন্দন ॥
 সবসজ্জ করি দেই দেবতা মন্দিরে ।
 তাহার চরিতে শচী আপনা পাসরে ॥
 বশ ভেল শচীদেবী তাহার চরিতে ।
 পূজকিত শচী পুত্রবধূর পিরিতে ॥

বিভাষ রাগ ।

দিশা । হয় রে হয় । না হারে অঙ্গ জয় ।
 প্রভু রে প্রাণ হয় ॥
 এইমতে আছে শচী বধূর সহিত ।
 দৈবের নির্ভর তাহা না যায় খণ্ডিত ॥
 প্রভু না দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর-অন্তর ।
 প্রভুর বিরহদশা ক'রে নিরন্তর ॥

বিরহ হৈল মূর্ত্তি সর্পের আকার ।
 লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা আনিল অন্তর ॥
 দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে ।
 অন্তব্যস্ত হৈয়া শচী গুণে মনে মনে ॥
 ডাকিয়া আনিল ওঝা ঝাড়ে নানা মন্ত্র ।
 জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তন্ত্র ॥
 অনেক যতন কৈল না লেউটে বিব ।
 বড় ভয় পাইলা শচী হৈল বিমরিষ ॥
 প্রাণিকাল দেখি সতে ছাড়িল যতন ।
 গঙ্গাজলে নাড়াইল হরি-অঙ্কুরণ ॥
 গলায়ে তুলিয়া দিল তুলসীর দাম ।
 চৌদিকে বৈষ্ণব সব লয় হরিনাম ॥
 আকাশের পথে রথ আনিল গজদ্বার ।
 হরি বলি দেহ ছাড়ি লক্ষ্মী গেলা স্বর্গ ॥
 বৈকুণ্ঠে চলিলা লক্ষ্মী আপন আগর ।
 পরম লখিমী যথা সর্ব লক্ষ্মীময় ॥
 তবে শচীদেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা ।
 গুণ বিনাইয়া কান্দে জীগণ বেষ্টিতা ॥
 নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস ।
 শিরে কর হানি ছাড়ে তপত-নিঃশ্বাস ॥
 সর্ব গুণে শীলে বধু লক্ষ্মী লক্ষ্মীসমা ।
 নদীয়ানগরে নাহি দিবারে উপমা ॥
 কেমনে যেরে যাব একেশ্বরী আমি ।
 কি লাগিয়া মোরে দয়া পাসরিলে তুমি ॥
 দেব-আরাধন-সজ্জ থাকিল পড়িয়া ।
 আমার শুক্রবা কেনে গেলা ত ছাড়িয়া ॥
 আজি হৈতে শুভ হৈল মোর গৃহবাস ।
 বিভা কৈলা বিশ্বস্তর না গেলা ত পাশ ॥
 আরে,রে পাণিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলে তুমি ।
 আমারে না খাইলে কেনে জীত বধুখালি ॥

ମୋର ସେବା କରିବାରେ ବଧୂ ନିରୋଞ୍ଜିତ ।
 ବିଦେଶେ ଯେ ଗେଲେ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହইয়া ॥
 କେମିତି ତାହାର ମୁଖ ଚାହିବ ଅନ୍ତାଗୀ ।
 କି କରିବ ପ୍ରାଣ ପୋଡ଼େ ବହୁକେ ନା ଦେଖି ॥
 ଏତେକ ବିଳାପ ଦେଖି ଯତ ବଞ୍ଚୁଗଣ ।
 ସତେ ବୋଲେ ଶତୀଦେବୀ କର ସନ୍ଧରଣ ॥
 ସାର ସେ ନିର୍ବିଚ୍ଛନ୍ନ ଖାତେ ସୁଚାହିବେ କେ ।
 ସକଳ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ଏହି ସବ ଦେ ॥
 ତୋମାରେ କି ବୁଝାହିବ ତୁମି ସବ ଜ୍ଞାନ ।
 ଆନିକ୍ଷା-ଶୁନିକ୍ଷା କେନେ ପ୍ରବୋଧ ନା ମାନ ॥
 ଧନୀର ଧରିଲେ କେହୋ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଏଡ଼ାର ।
 ବ୍ରହ୍ମା ଋତ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର କେହ ମୃତ୍ୟୁ ଛାଡ଼ା ନୟ ॥
 କେହୋ ଆଗେ କେହୋ ପାତ୍ତେ ମରଣ ସଭାର ।
 ଜନମ ମରଣ ମାତ୍ର ସଭାର ବ୍ୟତୀତ ॥
 ସତ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଋଷ୍ୟ ବେଦେ ମାତ୍ର ଆନି ।
 ଅମର କରାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ବହୁମଣି ॥
 ପ୍ରବୋଧ କରিল ଶତୀ ଯତ ବଞ୍ଚୁଜନ ।
 ସତେ ମିଳି ଛାରି ବଳି ସନ୍ଧରେ ଜଳନ ॥
 ତବେ ସବ-ଜନ ମିଳି ସେ ବିଧି ଆছিল ।
 କରନ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସତେ ସ୍ବରେରେ ଚଳିଲ ॥
 କାନ୍ଦିତେ କାନ୍ଦିତେ ଶତୀ ନିଜସ୍ବର ମେଳା ।
 ପ୍ରବୋଧ କରନ୍ତି ସତେ ବଞ୍ଚୁଗଣ-ମେଳା ॥
 ତବେ ଓଠା କଥୋଦିନ ବହି ବିଷ୍ଣୁବର ।
 ସ୍ବରେରେ ଚଳିଲା ପ୍ରଭୁ ହରିଷ ଅନ୍ତର ॥
 ରଜତ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ସୁକୁତା ପ୍ରସାଦ ।
 ସକଳ ବୈଷ୍ଣବେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅମ୍ବାର ॥
 ସ୍ବରେରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାନା ଧନ ଲକ୍ଷଣ ।
 ମାତୃହାନେ ଦିଲ ଧନ ହରିଷିତ ହଞ୍ଜା ॥
 ନୟନ କରୁ ପ୍ରଭୁ ମେହାରେ-ବଦନ ।
 ବିରାଜ ସଦନ ଶତୀ ନା କହେ ବଚନ ॥

ଗୁଣଗୁଣି ପଦଧୂଳି ଲୟ ବିଷ୍ଣୁବର ॥
 ଶୂନ୍ୟ ବଦନ ଶତୀ ନା କହେ ଉଚ୍ଚର ॥
 ସେ କିଛି ଆନିଲ ଧନ ମାୟେ ଶିବେନ୍ଦିଆ ।
 ସ୍ବୀରେ ସ୍ବୀରେ କହେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁବର ହଇଆ ॥
 କେନେ ହେନ ମାତା ତୋମାର ସିରସ ବଦନ ।
 ତୋମାରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖି ପୋଡ଼େ ମୋର ମନ ॥
 ଏ ବୋଲ ଶୁନିକ୍ଷା ଶତୀ ଗଦଗଦ-ଭାଷ ।
 ଧରଣେ ଆଖିର ନୀର ଡିଜେ ହିଆ ବାସ ॥
 କହିତେ ନା ପାରେ କିଛି ସକଳ ଶତୀ ।
 କହିଲ ଆମାର ବଧୂ ଗେଲା ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ॥
 ଏ ବୋଲ ଶୁନିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ବିରାଜ ଅନ୍ତର ।
 ଛଳଛଳ କରେ ଆଖି କରୁଣାର ଜଳ ॥
 ମାୟେରେ କହିଲ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ବଚନ ।
 ପୂର୍ବକଥା କହି ତାର ଜନ୍ମର କାରଣ ॥
 ଇନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଧାରା ନୂତନ କରେ ଏକକାଳେ ।
 ଦୈବର ନିର୍ବିଚ୍ଛନ୍ନ ପଦଧୂଳି ହେଲ ତାରେ ।
 ତାଳତଳ ହେଲ ଶାପ ଦିଲ ଅନ୍ତରରେ ।
 ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଗିରୀ ମହାସ୍ବର ସ୍ବରେ ॥
 ଶାପ ଦିଆ ପୁନ ମହା ଡେଲ ଦେବରାଜେ ।
 ଜଃପ ନା ପାହିବ ବେଳ ହେବ ବଡ଼ କାଳେ ॥
 ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ହେବ ଜନ୍ମର ।
 ତାର ବଧୂ ହେବା ତୁମି ଦିଲ ଏହି ବର ॥
 ତବେ ତ ଆସିବେ ତୁମି ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ।
 କହିଲ ସକଳ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତରୀ ॥
 ଶୌକ ନା କରିବ ତୁମି ଶୁଣି ମୋର ମାତା ।
 ନିର୍ବିଚ୍ଛନ୍ନ ନା ସୁତେ ସେହି ଲେଖନ ବିଧାତା ॥
 ପୁଣ୍ୟର ବଚନ ଶତୀ ଶୁଣେ ଶାବଧାନେ ।
 ଶୌକ ନା କରନ୍ତି ଆର ନା କରନ୍ତି ମନେ ॥
 ଏ ବୋଲ ବଳିଆ ବିଷ୍ଣୁବର ପାହିଲା ଚିନ୍ତା ।
 ଆତ୍ମସଂଯୋଗନ କରେ କହେ ନାନା କଥା ॥

কহয়ে লোচনদাস শুনহ বিচিত্র ।
লক্ষ্মী-স্বর্ণ-আরোহণ গৌরাকচরিজ ॥

শ্রীরাগ ।

অকি হোরে গৌর জয় জয় ॥ ৫ ॥
হেনমতে নবদীপে প্রভু বিশ্বস্তর ।
আনন্দে গোষ্ঠায় দিন শচীর কোণ্ডর ॥
স্থখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব সহিতে ।
শচীর হৃদয়ে হুঃখ ভেল আচম্বিতে ॥
বধুশূন্ত গৃহ দেখি পায়ে বড় চিন্তা ।
বিশ্বস্তরে বিভা দিব করে মনঃকথা ॥
মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয় ।
আছে একখানি কত্তা যদি ভাগ্যে হয় ॥
কাশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে ।
অস্তর কহিল শচী নিভূতে তাহাকে ॥
সনাতন-পণ্ডিতের ঘর যাহ তুমি ।
প্রবন্ধ করিয়া ইহ যে কহিয়ে আমি ॥
সর্বগুণে-শীলে এই আমার তনয় ।
তার কত্তা যোগ্য যদি তার মনে হয় ॥
এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিলা ।
তুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্বরে চলিলা ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন আছে নিজঘরে ।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম গেলা তথাকারে ॥
আইস আইস বলি দিল আসন বসিতে ।
কি কাজে আইলা কহে হাসিতে হাসিতে
কাশীনাথ কহে শুন শুন হে পণ্ডিত ।
কহিব সকল কথা যে আছে উচিত ॥
তুমি সর্বশাস্ত্র জান দণ্ড পৃথিবীতে ।
কি আছে যত গুণ তোর অবিদিতে ॥

পরমধার্মিক তুমি বিষ্ণুপরায়ণ ।
নিজধর্মপর যেট বলিয়ে ব্রাহ্মণ ॥
ঐছন আনিঞা শচী বিশ্বস্তর-মাতা ।
ডাকিয়া কহিলা মোরে অস্তরের কথা ॥
পাঠাইয়া দিলা মোরে তোমা বরাবর ।
অবধান করি শুন যে কহি উত্তর ॥
আপন বলিয়া তোরে কহি নিজধর্ম ।
আপনে বুঝিয়া কর যে জুয়ায় কর্ম ॥
তোমার কত্তার যোগ্য বর বিশ্বস্তর ।
কহিল সকল কথা যে দেহ উত্তর ॥
শুনি সনাতনমিশ্র মনে অনুমানি ।
বন্ধুর সহিত কথা দঢ়াটল বাণী ॥
কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন ।
আপন অস্তর কহি শুন মহাজন ॥
এই মোর মনঃকথা রজনী দিবস ।
প্রকটবদনে কহি নাহিক সাহস ॥
যাজি শুভদিন পরসর ভেল বিধি ।
জামাতা হইব গোরাচাঁদ গুণনিধি ॥
আপনার ভাগ্যতত্ত্ব আনিলাম তবে ।
আপনে সে শচীদেবী আজ্ঞা কৈল যবে ॥
মোর ভাগ্য হেন ভাগ্য কাহার হইব ।
পরম পুরুষ গোবিন্দেরে কত্তা দিব ॥
সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব ।
সে চরণে কত্তা দিয়া আমিহ অর্চিব ॥
আগুসর কাশীনাথ চল দ্বিজোত্তম ।
কহিল কহিও শচীদেবীকে বচন ॥
সময় নির্ণয় করি পাঠাব ব্রাহ্মণ ।
শুভকার্য অজ্ঞবন্ধে করিহ যতন ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিলা উত্তর ।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম চলিলা সত্বর ॥

ଶତୀର ଚରଣେ ଆସି କରି ପରମାମ ।
 କହିଲ ସକଳ କଥା ତାର ବିଷୟମାନ ॥
 ଅତି ହରଷିତା ଶତୀ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ।
 ପୁଣ୍ୟ-ବିବାହେର କାର୍ଯ୍ୟ କରେନ ହାଲିମା ॥
 ନାନାଦ୍ରବ୍ୟ ଆହରଣ କରେ ଶତୀ ଧନ୍ୟ ।
 କୋନ ଛଳେ ଦେଖିବାରେ ସାର୍ଯ୍ୟ ସେହି କଥା ॥
 ତବେ ସେହି ସନାତନ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତମ ।
 କଥୋଦିନ ବହି ତଥା ପାଠାୟିତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ॥
 ଶତୀର ଚରଣେ ଯୋର ବଳିହ ବଚନ ।
 ଗୋଚରିହ ପୁରୁଷେ ସେ କହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ॥
 ଯୋର ଡାକ୍ଷ୍ୟେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେହେ ସେହି କଥା ।
 ସନ୍ଧ୍ୟେ ଆସିହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେନ ଏଥା ॥
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋବିନ୍ଦରେ କଥା ଦିବ ।
 ଆମି ଅନାୟାସେ ଭବସିନ୍ଧୁ ତରି ଯାବ ॥
 ଗୁଣିକା ଚଳିଲା ବିଦ୍ର ଶତୀର ଉପରେ ।
 କହିଲ ସକଳ କଥା ଶତୀର ଚରଣେ ॥
 ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀମନାତନ ପାଠାୟିତ୍ରୀ ମୋରେ ।
 ନିଜ ମର୍ମ ନିବେଦନ କରିତେ ଗୋଚରେ ॥
 ତାର ଡାକ୍ଷ୍ୟେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କର ତୁମି ଧନ୍ୟ ।
 ତୋର ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେହେ ନିଜକଥା ॥
 ଡାଳ ଡାଳ କରି ଶତୀ ଅତି ଛଟିଚିତ ।
 ଆମାର ସମ୍ମତ କଥା କରହ ତୁରିତ ॥
 ଏ ବୋଧ ଗୁଣିକା ଦିଅ ଅତି ତୁଟିମନେ ।
 କହିତେ ଲାଗିଲା କିଛି ମଧୁର ବଚନେ ॥
 ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବିଷୟର ହେନ ପତି ପାବ ।
 ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ନାମ ତାର ସଂସାର ହୈବ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ପତି ସେନ ପାହିଲ ଚକ୍ରିନୀ ।
 ଐହନ ହୈବ ହେନ ମନେ ଅଭ୍ୟୁତାନୀ ॥
 ଏ ବୋଧ ଗୁଣିକା ଶତୀ ଅତି ହରଷିତା ।
 ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲ ଗିରୀ ପଣ୍ଡିତେରେ କଥା ॥

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀମନାତନ ବଡ଼ ତୁଟି ହେଲା ।
 ବିବାହ ଉଚିତ କର୍ମ କରିତେ ଲାଗିଲା ॥
 ନାନାଦ୍ରବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର କରେ ସହାୟତା ।
 ଅଧିବାସ କରିବାରେ କଲିଲ ସୁକ୍ଷ୍ମତ ॥
 ଗୁଣକ ଆନିକା ବୈଳ ବଚନ ବିଷୟ ।
 ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଶିଖା ଦିବ କରହ ସନ୍ଧ୍ୟ ॥
 ଗୁଣକ କହିଲ ଗୁଣ, ଗୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ।
 ଆସିତେ ଦେଖିଲ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଆଚରଣିତ ॥
 ତାରେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ଭେଳ ଯୋର ମନ ।
 କୋତୁକେ ତାହାରେ ଆମି ସେ ବୈଳ ବଚନ ॥
 କାଳି ଗୁଣ ଅଧିବାସ ହୈବ ତୋମାର ।
 ବିବାହ ହୈବ ଗୁଣ ବଚନ ଆମାର ॥
 ଏ ବୋଧ ଗୁଣିକା ତେହେଁ କହିଲ ଉତ୍ତର ।
 କହ କୋଥା କାର ବିଷା କେବା କଥା ବର ॥
 ଆମାର ଲାଙ୍ଗାତେ କଥା କହିଲ କଥନ ।
 ସୁଖିନୀ କାର୍ଯ୍ୟେର ଗତି କର ଆଚରଣ ॥
 ଗୁଣକେର ସୁଖେ ଗୁଣି ଏସବ ବଚନ ।
 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅବଳାସି କିଛି ନା ବୈଳ ତଥନ ॥
 ସନାତନ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଚରିତ୍ର ଉଦାର ।
 ବହୁଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଅଭ୍ୟୁତାନ ସାର ॥
 ନାନାଦ୍ରବ୍ୟ କୈଳ ନାନା କୈଳ ଅଳଙ୍କାର ।
 କାହାରେ କି ଦୋଷ ଦିବ କରମ ଆମାର ॥
 ଆମି କୋନ କିଛି ଅପରାଧ ନାହିଁ କରି ८
 ଅକାରଣେ ଆଦର ଛାଡ଼ିଲା ଗୌରହରି ॥
 ହାହା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ବଳି ଭୂମିତେ ପଡ଼ିଲା ।
 ଗୌରାଜ ସବୁକ୍ଷ୍ମ ସୁଖ ଧନ ହାରାୟିଲା ॥
 ହୁକାରି ହୁକାରି କାଳେ ବୋଲେ ହରି ହରି ॥
 ତୋମା ନା ଦେଖିଲା ବିଷୟର ଆମି ଧରି ॥
 ଜଗ ପଣ୍ଡିତେର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ।
 ୭ ରାଧିକା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାହା ବିନୟନରେ ॥

অয় কল্লিগীর বাহা রক্ষক মুরারি ।
 আনিলেন অকুমারী যতেক জুনারী ॥
 তা সভা করিলা বিভা আনি তার মর্ষ ।
 মোর কত্তা বিভা কর তুমি সত্যধর্ম ॥
 মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া ।
 কত কত পতিতেরে লৈয়াছ তারিয়া ॥
 জয় বিশ্বস্তব অগজন ব্রাহ্মদাতা ।
 জয় সর্কেশ্বরের বিধির বিধাতা ॥
 মুঞি সে অধমাদম মতি অতি মন্দ ।
 কতু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ ॥
 অন্তরে জ্বলি হুঃখ করিল উদগার ।
 হুঃখে সন্তপ্ত কহে ব্রাহ্মণী তাঁহার ॥
 কুললজা সলজ্জা কুলবতী পতিব্রতা ।
 সর্কেশ্বরে-শীলে সেই বিষ্ণুর ভকতা ॥
 স্বামী হুঃখ দেখিয়া পাঠিল বড় হুঃখ ।
 লজ্জা ঘুচাইয়া কহে স্বামীর সম্মুখ ॥
 আপনে যে বিশ্বস্তর না করিল কাজ ।
 তোমাতে কি দোষ দিবে নদীয়াসমাজ ॥
 আপনে সে না করিলা বিশ্বস্তর হরি ।
 তোমার শক্তি কিবা করিবারে পারি ॥
 শক্তি সম্ভব নহে হুঃখ অকারণ ।
 বলিতে ডরাও হুঃখ ঘুচাই এখন ॥
 এতেক বচন যবে তার প্রিয়া বৈল ।
 পণ্ডিত সে সনাতন হুঃখ সম্বরিল ॥
 বাক্য-সহিত এই যুক্তি নিবড়িল ।
 আমার কি দোষ বিশ্বস্তর না করিল ॥
 ইহা বলি কারে কিছু না বলিল বাণী ।
 অন্তর হুঃখিত হৈলা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥
 তবেত সকল কথা শুনি বিশ্বস্তর ।
 কেনে হেন বৈল হুঃখ তাবিল অন্তর ॥

আমার ভকত দোহে হুঃখ পায় চিতে ।
 কোতুকে কহিল কথা হাসিতে-হাসিতে ॥
 প্রিয় একজন ছিল বয়স্কের মাঝে ।
 নিভুতে কহিল তারে যত মনে আছে ॥
 কোন কথাছিলে যাহ পণ্ডিতের ঘরে ।
 আমি নাহি আনি কইহ আপন উত্তরে ॥
 কোতুকরভসে আমি গণকেরে বৈল ।
 না বুঝিয়া কার্য কেনে অবহেলা কৈল ॥
 কার্য-অবহেলা তাহে নাহিক অধিক ।
 তা-সভার চিত্তে হুঃখ এ নহে উচিত ॥
 মায়ে যে কহিল তাহে আছে কোন কথা ।
 তাহার উপরে কেবা করয়ে অন্তথা ॥
 মিছা কার্যক্ষতি মিছা হুঃখ পাও চিতে ।
 করহ বিভার কার্য যে হয় উচিত ॥
 এতেক শিখাঞা প্রভু ব্রাহ্মণ পাঠাইল ।
 সনাতন পণ্ডিতেরে সকল কহিল ॥

রামকেলি রাগ । দিশা ।

মোর প্রাণ আরে গৌরাচন্দ নায়ে হয় ॥এয়া
 তবে ত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে ।
 আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষণে ॥
 এখা প্রভু গৌরচন্দ্র ঐহব আনিঞা ।
 শুভদিন করে ঘরে গণক আনিঞা ॥
 চর্চিয়া করিল দিন সময় বিচিহ্ন ।
 শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র ॥
 অধিবাস কালে যত ব্রাহ্মণসম্মন ।
 মিলিয়া করিল প্রভুর শুভ প্রয়োজন ॥
 আনন্দিত শচীদেবী আইহ-সুহ লঞা ।
 পূজমহোৎসব করে নানাজব্য দিয়া ॥

তৈল হরিজ্ঞা আর লগাটে সিন্দূর ।
 খই কদলক আর সন্দেশ তাহুল ॥
 আনন্দে মঙ্গল গায় যত নারীগণ ।
 প্রভু-অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥
 ধূপ দীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে ।
 স্বস্তিবাচন পূর্ব দেবপূজ-করে ॥
 ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশব্দ ।
 নানাবিধ বাস্ত্র বাজে বাজয়ে যুদজ ॥
 চৌদিকে কুলবধু দেই জয়জয় ।
 প্রভু-অধিবাস কৈল উত্তম সময় ॥
 গন্ধ-চন্দন-মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মণ ।
 কর্পূর তাহুল আর ভূরি বিভূষণ ॥
 তেনকালে শ্রীযুত পণ্ডিত সনাতন ।
 অতিপ্রসাদ্যুত সেই উলসিত-মন ॥
 ব্রাহ্মণ পাঠাইল আর বিপ্রসাম্বীজন ।
 জামাতার অধিবাস করাবারে মন ॥
 আপনে আপন কস্তা-অধিবাস করে ।
 ঝলমল করি অঙ্গ রত্ন-অলঙ্কারে ॥
 দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি ।
 অধিবাসকালে জয় জয় নিরবধি ॥
 ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশব্দ ।
 আনন্দে হৃন্দুতি বাজে বাজয়ে যুদজ ॥
 হেনমনে দুইজনে অধিবাস কৈল ।
 বহুগণ রাতিশেষে জলকে সাহিল ॥
 নানাবিধি বাস্ত্র বাজে জয় হলাহলি ।
 রস ভরে রমণী চলিল ঢুলাঢুলি ॥
 এইমতে পানী সাহি কুলবধুগণ ।
 প্রভাত সময়ে আইল শচীর ভুবন ॥
 প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান ।
 নান্দীমুখপ্রাক কৈল যে ছিল বিধান ॥

দেবপূজা পিতৃপূজা করি সমাধান ।
 বিবাহ-উচিত প্রভু করে পুন স্নান ॥
 নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল ঊথন ।
 অঙ্গ-উদ্বর্তন করে কুলবধুগণ ॥
 গন্ধ আমলকী দেই তৈল হরিজ্ঞা ।
 শ্রীঅঙ্গপরশে কেহো স্নেহে গেল নিদ্রা ॥
 কেহো পাদ-সম্ভার্জনা করে হরষিতা ।
 বেকত বদনে কারো লজ্জা রহে কোথা ॥
 নয়নে গলয়ে কারো হরিশের নীর ।
 অঙ্গের বাতাসে কার কাঁপয়ে শরীর ॥
 উনমত নারীগণ করে অভিষেক ।
 পুরুবের মনঃকথা করে পরতেঞ্চ ॥
 অঙ্গ হেলি পড়ে কেহো গঙ্গাজল ঢালে ।
 জয় জয় হলাহলি গুণমঙ্গল-রোলে ॥
 নদীমানগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ ।
 সর্ব-সুখমঙ্গল বিশ্বস্তরের বিবাহ ॥
 তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তরায় ।
 অঙ্গের স্নবেশ করে যতেক জুয়ায় ॥
 দিব্য রত্ন-অলঙ্কার রক্তপ্রাস্ত্র বাস ।
 মহ-মহ করে গোরা অঙ্গের বাতাস ॥
 সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ আর দিব্য-গন্ধ ।
 চন্দন-চন্দ্রক ভালে শ্রীমুখচন্দ্র ॥
 নখচন্দ্র শোভা কবে অঙ্গুলে অঙ্গুরী ।
 ঝল-মল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি ॥
 অতি স্নকোমল রাঙ্গা অধর-বন্ধুক ।
 শ্রবণে শোভয়ে গুণ কুসুম-কন্দুক ॥
 অঙ্গদ কঙ্কণ করে চরণে নুপূর ।
 দেখিয়া নাগরী-হিয়া করে ছরছর ॥
 বেড়িয়া গৌরাজে যত নাগরীর গণ ।
 শশধর বেষ্টি যেন তারার শোভন ॥

মদে মত্ত মদনে হইল গব নারী ।
 লজ্জা-ভয় তেজিয়া রহিল মুখ হেরি ॥
 পণ্ডিত শ্রীমদাতন হোথা নিজঘরে ।
 নিজকথা ভূষা কৈল নানা অলঙ্কারে ॥
 গন্ধ-চন্দন-মাণ্যে করাইল বেশ ।
 বিনি বেশে অঙ্গ-ছটায় আলো করে দেশ ॥
 বিযুক্তিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবাণ সোণা ।
 ঝলমল করে যেন তড়িত প্রক্তিমা ॥
 ফণিধর জিনি বেণী মুনমন মোহে ।
 কপালে সিন্দূর সে তুলনা দিব কাহে ॥
 ভুরুভঙ্গ আনঙ্গ সারঙ্গ মনোহর ।
 শুক-গুঠ জিনি নাসা পরমসুন্দর ॥
 কুংকনয়ন জিনি নয়নযুগল ।
 গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥
 অধর বাম্বুলী জিনি অহুপাম-শোভা ।
 দশন মোতিম জিনি ঝলমল আঁভা ॥
 কঙ্কুর্ক জিনিএ জগত-মনোহারী ।
 সিংহগ্রীব জিনিএ স্তম্বর-গৌমধারী ॥
 বাহুযুগ কনক-যুগাল-শোভা জিনি ।
 করতল রাতা-পদ্ম জিনি অকুমানি ॥
 অঙ্গুলী চম্পককলী জিনি মনোহর ।
 নখ চন্দ্র জিনি শোভা অতি ঝলমল ॥
 বক্ষঃস্থল-পরিসর স্তমেরু জিনিএ ।
 কেশরী জিনিএ মাঝা অতি সে খীণিএ ॥
 কামদেব-রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব ।
 উরুযুগ জিনি রামকদলক স্তম্ব ॥
 ত্রৈলোক্য জিনিএ পদ গঢ়িল বিধাতা ।
 ডগমগ করে পদতল পদ্ম রাতা ॥
 নখচন্দ্রপীতি জিনি অকলঙ্ক-চাঁদে ।
 তাহার কিরণে আঁধি পাইল জয়-আঁধে ॥

গন্ধ-চন্দন-মাণ্যে করাইল বেশ ।
 বিনি-বেশে অঙ্গ ছটায় আলো করে দেশ ॥
 ত্রৈলোক্য-মোহিনী কহা রূপেতে পার্শ্বভী ।
 অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥
 হেনকালে শুভলগ্ন নিকট বুঝায় ।
 বর আনিবারে বিপ্র দিলেন পাঠাঞা ॥
 ব্রাহ্মণ প্রভুর আগে দাণ্ডাইয়া রহে ।
 পাঠাইল দ্বিজ মোরে সবিনয় কহে ॥
 অঙ্গ-ঝলমল-তেজ দেখিয়া ব্রাহ্মণ ।
 আপনাকে ধন্ত মানে ধন্ত সনাতন ॥
 কহিল প্রভুর আগে শুন বিন্দুর ।
 নিকট হইল লগ্ন চলহ সত্বর ॥
 আমি কি কহিতে পারি তোমার সম্মুখে ।
 তুমি দেব নারায়ণ দেখি পরতেখে ॥
 তবে শুভক্ষণে সেই বিন্দুর পছঁ ।
 চট্টিয়া মহুয্যানে হাংসে লহলহ ॥
 আটহ স্নহ লঞা শচী অংশীকর্মান করে ।
 মাংসপাণ্ডুলি প্রভু ঠৈল নিজ শিরে ॥
 শঙ্খচুড়তি বাজে ভেউর কাহাল ।
 দণ্ডিম মুহুরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল ॥
 বীণা বেণু কবিনাস রবাব উপাঙ্গ ।
 মিলিয়া বাঁজায় পাখোরাজ এক সঙ্গ ॥
 পড়াহ যুগল বাজে কাংস্ত করতাল ।
 শিঙ্গা বরগৌ বাজে সাহিনী-মশাল ॥
 নানাবিধ বাজ বাজে নাম নাহি জানি ।
 সম্মুখে নাটুয়া নাচে শুনি বেণুধ্বনি ॥
 গায়নেতে গীত গায় ভাটে কায়বায় ।
 বয়সে বেষ্টিত প্রভু কৈল আকসার ॥
 নদীমানগরে ঘরে ঘরে পড়ে সাড়া ।
 দেখিবারে ধার লোক দিয়া বাহ নাড়া ॥

বিহাগড়া রাগ ।

পাটশাড়ী পর, নেতের কাঁচুলী,
 কানড়-ছান্দে বাঁধে ধোঁপা ।
 মুকুতা গাঁথিয়া, সোণারে বাঁধিয়া,
 পিঠে ফেল রাঙ্গা ধোঁপা ॥
 ধনি ধনি ধনি, নদীরানগর,
 আনন্দসাগর নিতি ।
 গৌরাক চান্দ্রের, বিভা দেখি গিয়া,
 গাব স্তম্ভল গীতি ॥ ৫ ॥
 কেহো ত কাপড়, পাটশাড়ী পরে,
 কাণে গন্ধরাজ টাপা ।
 গজেন্দ্র গমনে, চলিতে না জানে,
 যুগী-দিঠে চাহে বাঁকা ॥
 অঞ্জে নে রঞ্জিত, খঞ্জন নয়ান,
 চকল তারক-জোর ।
 গোরা-রূপ-পঙ্কে, পঙ্কিল আলসে,
 অবলা চলিল ভোর ॥
 নগরে-নগরে, যতেক নাগরী,
 ধাওল ধনি শুনিয়া ।
 চিকুরে চিকুরী, চলিল তরুণী,
 চীর না সঘরে তুলিয়া ॥
 নারী পুরুষ, ধায় একমুখ,
 কেহো কাহো নাহি মানে ।
 ঠেলাঠেলি পথে, ধায় উনমতে,
 দেখিতে গৌর-বয়ানে ॥
 নবীন যুবতী, ছাড়ি সতীমতি,
 পতি কুল বন্ধু জন ।
 বসন কুষণ, না সঘরে মেন,
 সতত উমত হেন ॥

খীর বিজুরী, যেমন এমন,
 গমন ময়ালবধু ।
 কেহ সারি সারি, করে কর ধরি,
 যেমন শারদ-বিধু ॥
 নদীয়া নগর, আনন্দ সাগর,
 গৌরাক নাগর রতন ।
 চৌদিগে ধাওয়াধাই, বাজরে বাঁধাই,
 তরঙ্গ রঞ্জিম নয়ন ॥
 বাল বৃদ্ধ অন্ধ, পজুর ভজুর,
 আতুর দেখাঞা সাধে ।
 কেহো কেহো বন্ধু, করে কর ধরি,
 ধায়—থির নাহি বাঁধে ॥
 মদন-বেদন, বদন-দেখিয়া,
 অধীর দেখিয়া নারী ।
 গন্তু পাখী সব, গৌরাক দেখিয়া,
 সডে রহে সারি সারি ॥
 বয়স্তে বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কৃত,
 মুকুট নিকট-লগাটে ।
 লোচন বোলে হেরি, তুলল নাগরী,
 ঘুচল হৃদয়-কপাটে ॥
 বিহাগড়া । ধূলাখেলাজাত ॥
 হেনমনে বিশ্বস্তর, গেলা পণ্ডিতের ঘর,
 দ্বিজবর আনন্দ পাথার ।
 পাণ্ড অর্থ্য লঞা করে, গেলা বর আনিবারে,
 ধন্ত ধন্ত শচীর কুমার ॥
 তবে পাদ্য-অর্থ্য দিয়া, গোরাচন্দ্রেখুইল লৈয়া,
 দাণ্ডাইলা ছোড়লা জিতরে ।

সৰ্বজননে হরি বোলে, শতশত দীপ জলে,
তাঁহে জিনি গোরা কলেবরে ॥

উলসিত সৰ্বজন, হলাহলি ঘনে ঘন,
শঙ্খ তুন্ডভি বাজ বাজে ।

ওথা আইহগণ মেলি, সন্তে পাটশাড়ী পরি,
প্রদক্ষিণ করিবার কাজে ॥

নির্মল্লন সজ্জ করে, আইহগণ আগুসরে,
আগুসরে কন্টার জননী ।

ভূমিতে না পড়ে পা, উলসিত সৰ্ব গা,
দেখি বিশ্বস্তর গুণমণি ॥

একে আইহ রূপে জলে, উজ্জল প্রদীপ করে
তাঁহে গোরা অঙ্গের কিরণ ।

সেই শ্রীঅঙ্গ গন্ধে, আইহ গন্ত উনমাণে,
হিরা রাখে অনেক যতন ॥

প্রভু প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিগ ফিরি,
দধি ঢালে চরণাবিন্দে ।

ঘর চলিবার বেলে, গোরা মুখ নেহারে,
পালটিতে নারে অঙ্গ গন্ধে ॥

পণ্ডিত শ্রীসনাতন, করে ধরে বরণ,
দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার ।

দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
গলে দিল মালতীর মাল ॥

সুশ্ৰেয়-সুন্দর তরু, তাঁহে সুরধুনী জহু,
দ্বিধা হৈয়া পড়ে ছুই ধারা ।

পণ্ডিত দেখিয়া তা, উলসিত সৰ্ব গা,
গোরা গলে মালতীর মালা ॥

তবে সেই সনাতন- মিশ্র দ্বিজ-রতন,
কন্ডা আনিবারে আজ্ঞা দিল ।

রত্নসিংহাসনে বসি, ত্রৈলোক্য রূপসী,
অজহটায় বিজুরী পড়িল ।

প্রভুর নিকটে আনি, জগ-মন-মোহিনী,
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী নামা ।

তেরছ বয়ানে বন্ধ, হেরি মৃৎ-গোরাঙ্গ,
মন্দ মন্দ হাসি অল্পপাশ ॥

প্রভু প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিগে ফিরি,
করজোড়ে করে নমস্কার ।

অন্তঃপট ঘুটাইল. চারি চক্ষে দেখা হৈল,
দৌহে করে কুমুমবিহার ॥

উঠিল আনন্দ-রোল, সন্তে বোলে হরিবোল,
ছাহুনি নাড়িল কন্ডা বর ।

সন্তে বোলে ধনি ধনি, ঘেন চান্দ-গোহিনী,
কেহো বলে পার্শ্বতী-হর ॥

তবে বিশ্বস্তর পছ, মুচকি হাসিয়া লহ,
বসিলা উত্তম সিংহাসনে ।

সনাতন দ্বিজবরে, কন্ডা সম্ভ্রদান করে,
পদাঘুজে কৈল সমর্পণে ॥

যথাযোগ্য যে আছিল, নানাজব্য দান দিল,
একত্র বসিল ছুই জনে ।

বিবাহ অন্তরে দৌহে, সনাতন-দ্বিজ-গৃহে,
এককালে করিলা ভোজনে ॥

উলসিত আইহগণ, যুক্তি করে মনেমন,
করে করি তাহুল কর্পূর ।

দেখিব নরান ভরি, বিশ্বস্তর গোরহরি,
বাসঘরে বসিলা ঠাকুর ॥

বিশ্বস্তর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসঘরে বসিলা গিয়া,
আইহগণ করে অল্পমান ।

এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বস্তর হঞা,
পৃথিবীতে কৈল অবধাম ॥

নানাবিধ জানে কলা, করে করি দিব্য মালা,
ভূমি দেই গোরাচান্দ্রের গলে ।

হিয়ার হাইবাস ফেলে, যে আছিল অন্তরে, ' সনাতন বিজবর, কহে হিরা কাতর,
 মনঃকথা শুচাইল তারে ॥ তোরে আমি কি বলিতে জানি ।
 কেহো গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন, আপনার নিজগুণে, লৈলে ষোর কস্তাদানে,
 পরশিতে বাড়ে উনমাদ । তোঁর ষোগ্য কিবা ষিব আমি ॥
 করি নানা পরসঙ্গে, লোলি পড়য়ে অঙ্গে, আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি মোঁর জামাতা,
 পুরাইল জনমের সাধ ॥ ধন্ত আমি আমার আলয় ।
 পরম স্তম্ভরী যত, সতে হৈল উনমত, ধন্ত মোঁর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোঁর শাদপদ্ম পাঞা,
 বেকত মনের নাহি কথা । ইহা বলি গদগদ হয় ॥
 রসেরসে আবেশে, লোলি পড়ে গোঁরাপাশে, বাস্প ছলছল আঁখি, অরুণ বদন দেখি,
 গরগর কামে উনমতা ॥ গদগদ আঁধ আঁধ বোলে ।
 কেহো বাটা ভরি তাহুলে, দেই প্রভুপদমূলে, বিষ্ণুপ্রিয়া কর লঞা, বিশ্বস্তর করে দিয়া,
 করে দেই কুসুম অঞ্জলি । ঢলঢল নয়নের জলে ॥
 তার মনঃকথা এই, জয়জয় প্রভু তুঞি, তবে পহঁ শুভক্ষণে, চড়িলা মহুষাযানে,
 আঙ্গ সমর্পয়ে ইহা বলি ॥ সর্বজন হৃদয় উল্লাস ।
 এইমনে রজনী, গোড়াইলা গুণমণি, নানাবিধ বাজ বাজে, শঙ্খ তুঙ্গুতি গাজে,
 আইহগণ ভাগ্যের প্রকাশে ॥ হরিধ্বনি পরশে আকাশ ॥
 প্রভাতে উঠিরাঁ বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি, সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যেই গুণ আছে,
 কুশণ্ডিকাকর্ষ সে দিবসে ॥ সেইখানে সব পরকাশ ।
 তার পরদিনে পহঁ, মুচকি হানিয়া লহ, প্রভু যায় চতুর্দোলে, জয়জয় মঙ্গল বোলে,
 ঘরেরে চলি বৈল বাণী । উত্তরিলা আপন আবাস ॥
 পরিজনে পূজা করে, যার যেই মনে সরে, শচী উলসিত হঞা, নির্মল সজ্জ লঞা,
 জয়জয় হৈল শঙ্খধ্বনি ॥ আইহগণ সংহতি করিয়া ।
 গুবাক চন্দন মালা, করে লৈয়া দৌহে গেলা, জয়জয় মঙ্গল পড়ে, সর্বলোক হরি বোলে,
 সনাতন তাহার ব্রাহ্মণী । নানাদ্রব্য ফেলায় নিছিয়া ॥
 শিরে দেই দূর্বা ধান, করে শুভকল্যাণ, সম্মুখে মঙ্গলঘট, কাঁয়বার পড়ে ভাট,
 চিরজীবী আশীর্বাদ-বাণী ॥ বেধধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে ।
 তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার কর ধরি, শ্রীবিশ্বস্তর হরি,
 দেখিয়া সে জনক জননী । গৃহে প্রবেশিলা শুভক্ষণে ॥ -
 লক্ষণ কণ্ঠঘরে, আঙ্গনিবেদন করে, শচীপ্রেমে গরগর, কোলে করি বিশ্বস্তর,
 অচলন সবিনয় বাণী ॥ চুপ দেই সে চাঁদবদনে ।

আনন্দে বিভোল হঞা, আইহগণ মাঝে গিয়া,
 প্রবাসে যাইবে তুমি শুন বিশ্বস্তর
 বধু কোলে শচীর নাচনে ॥ তুমি না থাকিলে অন্ধকার মোর ঘর ॥
 আপনা পাসরে স্নেহে, নানাভব্য দেই লোকে,
 আন্ধলের লড়ি নোর নথানের তার।
 তুই হৈলা যত সৰ্বজন । এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥
 বিশ্বস্তর বিষ্ণুপ্রিয়া, একমেলি দেখিয়া, পিতৃগণ নিস্তার কারতে বাবে তুমি ।
 গৌরাঙ্গ কহয়ে লোচন ॥ আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি ॥
 গয়া যদি যাবি বাপ শুনরে নিমাই ।
 মোর নামে এক পিণ্ড দিস্নরে তথাই ॥
 এতেক বচন হবে বৈল শচীমাতা ।

বরাড়ী রাগ । দিশা ॥

মোর প্রাণ আরে গৌরা নারে হয় ॥ ১ ॥ মধুর বচনে মায়ে প্রবোধেন কথা ॥
 তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ কোতুকে । তোমার নিকটে যেন আছি নিরস্তর ।
 স্নেহে নিবসয়ে বন্ধুবান্ধব সহিতে ॥ এমন জানিবে মাতা কহিল উত্তর ॥
 নবদ্বীপপুরবাসী যতেক ব্রাহ্মণ । পুত্র-পিণ্ড লাগি প্রয়োজন সৰ্বলোকে ।
 ধনুশ্য করি সতে সত্যে কথন ॥ মোরে কৃপা আজ্ঞা কর না করিহ শৌকে ॥
 লৌকিক সংক্রিয়াবিধি পড়ে শিষ্যগণ । চলিলা ত বিশ্বস্তর গয়া করিবারে ।
 আপনি পড়ায় প্রভু পুরুষরতন ॥ সংহতি চলিল বিপ্র হরিষ অন্তরে ॥
 বৃহস্পতি জিনি কবি কাব্যরস জানে । যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন ।
 আপনি দৈবর স্তুতি কি বলি বচনে ॥ সে পথের লোক দেখি জুড়ায় নয়ন ॥
 শিষ্যের মহিমা কে বা কহিবারে পার । বাল বৃদ্ধ পক্ষু জড় ধায় দেখিবারে ।
 আপনে পড়ায় যারে জগতের গুরু ॥ পশু পক্ষী ধায় সব অশ্রু নেত্রে বরে ॥
 কোটি সরস্বতীকান্ত প্রভু বিশ্বস্তরে । কুলবধু ধায় সব কুলত্যাগ করি ।
 বিদ্যারসে কৃপা করে পণ্ডিত সকলে ॥ সভে বোলে এই ধায় ব্রহ্মের শ্রীহরি ॥
 এইমতে লোকশিক্ষা করে বিশ্বস্তর । ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ ।
 গয়া করিবারে যাব করিলা অন্তর ॥ উন্নত করিলা প্রভু ভ্রমি সৰ্বদেশ ॥
 পিতৃপিণ্ডদান দিব গয়াশিরোপরি । সৰ্বপথে এইমতে সৰ্বলোক ধায় ।
 গদাধর আদি বিষ্ণুপদে নমস্করি ॥ সৰ্বলোকে প্রেমরস-সাগরে ভাসায় ॥
 এত বলি শুভঘাড়া করিলা ঠাকুর । পথে যাইতে একঠাঞি দেখে গৌরহরি ॥
 সংহতি চলিলা বিপ্রগণ মহাকুল ॥ কুরঙ্গ কুরঙ্গী কেলি কুরে একমেলি ॥
 শচীর অন্তরে গোড়ে গদগদ ভাব । বৃগের কোতুক দেখি ভেল কুতূহল ।
 পুজের নিকটে আসি ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ প্রাকৃত লোকের হেন হাসে বিশ্বস্তর ॥

লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশুগণ ।
 কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সৰ্বজন ॥
 সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান ।
 যে বুদ্ধি মাহুষে সে পশুতে বিদ্যমান ॥
 কৃষ্ণজ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে ।
 মাহুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে ॥
 এত বুঝাইয়া প্রভু জগতের গুরু ।
 চলিলা পথেতে প্রভু বাহ্যাকল্পতরু ॥
 দেবপূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে ।
 মন্দারে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে ॥
 দেবতা দেখিয়া প্রভু নাঞ্চিলা সত্ত্বর ।
 পৰ্কত নিকটে বাসা ব্রাহ্মণের ঘর ॥
 হেন কালে বিশ্বস্তর সন্দের ব্রাহ্মণ ।
 সে দেশের বিপ্র দেখি দোষে মগ্নে মন ॥
 দেশ আচরণ তারা করে যথাবিধি ।
 দেখিয়া ব্রাহ্মণে তার নাহি বিপ্রবুদ্ধি ॥
 ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বস্তর ।
 দ্বিজভক্তি প্রকাশিত করিলা অন্তর ॥
 আচরিতে প্রভুদেহে আইল মহাজর ।
 জর দেখি জ্ঞান পাইল সভার অন্তর ॥
 বলিলা ঠাকুর শুন শুন নিজজন ।
 দেব পিতৃকার্য্যে বিশ্ব হয় কি কারণ ॥
 না জানি কি মোর দোষে সঙ্গিগণ দোষে ।
 শ্রেয়ঃকার্য্যে বিশ্ব হয় বড় অসন্তোষে ॥
 সৰ্ব্ববিশ্ব নিবারণ আছরে উপায় ।
 বিপ্রপানোদক মোরে দেহ ত জুরায় ॥
 বিপ্রপানোদক পানো সৰ্ব্বপাপ হরে ।
 এখনি পলায়ে জর কি করিতে পারে ॥
 সেই ঋনে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ ।
 আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ ॥

বিপ্রপানোদক পান কৈল বিশ্বস্তর ।
 প্রকাশিত দ্বিজভক্তি পলাটল জর ॥
 সন্দের সে বিপ্রগণ কহে চাটুমাণী ।
 আমার অন্তর দোষে দুঃখ পাইলে তুমি ॥
 কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে ।
 মোর মন-দোষ তুমি পাইলে অসন্তোষে ॥
 এখনে ব্রাহ্মণভক্তি প্রকাশিলে তুমি ।
 অপরাধ কৈলুঁ দোষ ক্রমিবে আপনি ॥
 নমো দ্বিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি ।
 নমো ধর্ম্মসংস্থাপন সৰ্ব্ব অধিকারী ॥
 সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি বিশ্বস্তর ।
 ক্রমা কৈলা সভাকার দোষ বহুতর ॥
 ইহারা পূজয়ে মধুসূদন ঠাকুর ।
 এ সকল ত্যজ্য নহে না ভাবিহ দূর ॥
 কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত ।
 পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥
 এই মনে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া ।
 পুনঃ পুনঃ নীতীর্থেরে উত্তরিল গিয়া ॥
 স্নান দেবার্চন তথি করিলা তখন ।
 পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন ॥
 তবে ত উত্তম তীর্থ রাজগিরি নাম ।
 ব্রহ্মকুণ্ড গিয়া প্রভু কৈল স্নানদান ॥
 দেবপূজা পিতৃপূজা কৈলা সেই ঠায় ।
 বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা স্বরায় ॥
 যাইতে দেখিল পথে এক ভ্রাসিবর ।
 মহাতাগবত নাম পুরী যে ঈশ্বর ॥
 প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বস্তর ।
 বড় ভাগ্যে দেখিল এ চরণযুগল ॥
 চরণে পড়িয়া বোলে বচন কাতর ।
 করণ অরণ্য আঁখি করে ছলছল ॥

কেমনে তরিব আমি সংসারসাগরে ।
 কৃষ্ণপাদাঙ্কুর তক্তি দেহ ত আমারে ॥
 কৃষ্ণদীক্ষা বিহু দেহ অকারণ লেখি ।
 পুরাণে এ সব বাক্য সাধুগুণে সাক্ষী ॥
 ঐছন শুনিঞা বাণী পুরী যে ঈশ্বর ।
 নিভুতে কহিলা তারে মহামন্ত্রবর ॥
 গোপীনাথ মহামন্ত্র পাঞা বিশ্বস্তর ।
 পুলকিত সব অঙ্গ হরিষ অন্তর ॥
 নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ ।
 রাখা রাখা বলি প্রেম বাঢ়িল তরঙ্গ ॥
 ব্রজের ষতেক ভাব সব মনে হৈল ।
 বিশেষ সাধুগুণসে মন ডুবাইল ॥
 রাখাভাবে আবেশ হইয়া কলেবর ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চস্বর ॥
 বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হাসে ।
 কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে ॥
 কণে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম ।
 কণে নন্দ যশোদা করিয়া বোলে নাম ॥
 ধবলী সাঙলী বলি গরজে গভীর ।
 কণে সখী বলি প্রভু পড়য়ে অস্থির ॥
 কণে দাস্তভাবে ভূণ দশনে ধরিঞা ।
 কণে অহঙ্কার করে আমি সে বলিঞা ॥
 ধরিলুঁ পুরুষ আমি মারিলুঁ অবাসুর ।
 মারিলুঁ পুতনা আদি ষতেক অসুর ॥
 কণেকে ত্রিভঙ্গ হঞা বংশীমুখে রহে ।
 কণে চমকিত হঞা চৌদিগে ত চাহে ॥
 নয়নে গলয়ে নীর গদগদ ভাব ।
 মধুর বচনে করে গুরু সন্তোষ ॥
 তোর পদপদসাদে হইলুঁ কৃতার্থ ।
 আজি হৈয়ত জন্ম দেহ তৈপেল বর্ধার্থ ॥

গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা সে পহঁ ।
 ফলনামা নদী দেখি হাসে লহলহ ॥
 পূর্ব-স্মরণ হইল হরিষ বিবানে ।
 সীতা স্মরিয়া প্রভুর বাহ্য নাহি কান্দে ॥
 দেবপূজা পিতৃপূজা কৈল সমাধান ।
 প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিল বিধান ॥
 ব্রাহ্মণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে ।
 উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিণমানসে ॥
 উত্তরমানস করি দিহ্মালালতীর্থ ।
 দেব পিতৃ পূজা করি বিলাইল অর্থ ॥
 তবে গয়া উত্তরিলা অতি দ্রুতমনে ।
 দেখিতে বাঢ়িল আর্ক্তি বিষ্ণুর চরণে ॥
 বোড়শবেদিকায় প্রভু পিণ্ডদান করে ॥
 উৎকর্ষা বাঢ়িল বিষ্ণুপদ দেখিবারে ॥
 সর্বকর্ম সমাধিয়া চলিলা তুরিতে ।
 বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিত চিতে ॥
 বিষ্ণুপদ চিহ্ন যেই দেখিল নয়নে ।
 হরিষে অন্তর কথা কহে মনে মনে ॥
 এত ভাবি উত্তরিলা বিষ্ণুপদে আসি ॥
 পরম আনন্দে দণ্ডবত করি বসি ॥
 বোলয়ে গৌরাক্ত শুন শুন নিজ জন ।
 কেমন করয়ে বিষ্ণুপদ দেখি মন ॥
 বিষ্ণুপদচিহ্ন মুঞি দেখিলুঁ নয়ানে ।
 দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে ॥
 এই মনঃ কথায় পাখালে বিষ্ণুপদ ।
 অভিষেক করি হৈল হিয়া পরসাদ ॥
 ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বস্তর হরি ।
 প্রকাশ করয়ে গোরা প্রেম অধিকারী ॥
 কম্প পুলক তেল প্রেমার আরম্ভ ।
 নয়নে গলয়ে ধারা কণে হায়বস্ত ॥

বিভোল হইলা প্রভু পাদাস্ত্র দেখিয়া ।
 প্রেমমহামহোৎসবে বুলয়ে নাচিয়া ॥
 গয়াশিরে পিশুদান পাদাস্ত্র উপর ।
 পিতৃকাৰ্য্য কৈল প্রভু হরিশ অন্তর ॥
 আর দিনে মনঃকথা দঢ়াইল চিতে ।
 মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে ॥
 সঙ্গের ব্রাহ্মণগণে কহিল বচন ।
 বৃন্দাবন দরশনে করহ গমন ॥
 শুনিঞা সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা ।
 হাইতে নারিব ব্যয় অলপ হইলা ॥
 প্রভু কহে ভক্ত্যসঙ্গে মনুষ্যের অন্ন ।
 না বুঝি বিকল হঞা করে নানা কৰ্ম্ম ॥
 এইমত সভে বুঝাইয়া গৌরহরি ।
 গয়া হৈতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি ॥
 সঙ্গিগণ সঙ্গে করি চলিলা আপনি ।
 হেনকালে উঠি গেল আকাশের বাণী ॥
 নৌতুন মেঘের ঘন গভীর গর্জন ।
 বিশ্বস্তর সঙ্ঘোষিয়া কহিলা বচন ॥
 শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বস্তর ।
 না বাইহ মধুপুরী বাহ নিজঘর ॥
 সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবে পর্য্যটন ।
 সময়ের বশ হঞা বাবে মধুবন ॥
 এইমনে দৈববাণী শুনি নিজ কাণে ।
 গমন বিরোধ কৈল সঙ্গের ব্রাহ্মণে ॥
 লেউটিয়া গৌরহরি ঘরেতে চলিলা ।
 ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদীয়া আইলা ॥
 নমস্কার করি প্রভু মায়ের চরণে ।
 ঘষেরে বিদায় দিলা নিজ সঙ্গিগণে ॥
 পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিত মনে ।
 হরিষে প্রেমার নীর খরে ছনয়ানে ॥

পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলৌবর ।
 আনন্দে ধাইল সব নদীয়ানধর ॥
 বিমুখিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিলোল ।
 ধরিতে না পারে অঙ্গ স্নেহে নাহি ওর ॥
 আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস ।
 গোরাগুণ গায় স্নেহে এ লোচনদাস ॥

বরাড়ীরাগ । দিশা ।

দ্বিজচাঁদ ॥ ধ্রু ॥

নবদ্বীপচরিত্র শুন অপক্লপ কথা ।
 অমিয়া মাখিল বিশ্বস্তর গুণগাথা ॥
 লোক বেদ অগোচর নদীয়াচরিত্র ।
 শ্রবণমঙ্গল হয় জগতপবিত্র ॥
 শিব শুক নারদ আর লখিমী অনন্ত ।
 যার স্নেহে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত ॥
 আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন ।
 ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান নাহি নিশা দিন ॥
 পশুর চরিত মোর আচরণ একে ।
 তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে ॥
 সব অবতার সার গৌর অবতার ।
 তাহাতে নদীয়াপুরে প্রেমার প্রচার ॥
 প্রণতি কয়া বোলোঁ বৈষ্ণবচরণে ।
 কৃপা কর গোরাগুণ গাও মো বদনে ॥
 অধম বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে ।
 পতিতের জাগ লোকে বোলে তেঁা সভারে ॥
 নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ ।
 গোরাগুণ গাও মুখে বড় লাগে সাধ ॥
 গোরাপদ কমলে মো করোঁ পরপতি ।
 তিলেক করুণা দিঠে কর অবগতি ॥

শ্রীমদহরি দাস ঠাকুর আমার ।	তোমর গুণ গন্ধে হিয়া বড় লাগে সাধ ॥
এই ভরসায় গুণ মো বোলো তোমার ॥	যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য ।
নহে বা অধমাদম মতি অতি ছার ।	সাবধানে শুন সবে নদয়ারহস্ত ॥
তোমর গুণ বর্ণিবারে কিবা অধিকার ॥	জানি বা না জানি হিয়া বড় প্রতিআশে ।
অধিকারী নহেঁ মুঞি করোঁ পরমাদ ।	আদিখণ্ড সায় কহে এ লোচনদাসে ॥

১ ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে

আদিখণ্ড সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।

মধ্যখণ্ড ।

করণশ্রী রাগ ॥

আদিখণ্ড সার মধ্যখণ্ডের আরম্ভ ।
 বাহার প্রবণে প্রেম পাট অবিলম্ব ॥
 মধ্যখণ্ড কথা ভাই অমৃতের সার ।
 নদীয়াবিহার যথা প্রেমার প্রচার ॥
 অর্গাই মাধাই পানী ঘাছা উদ্ধারিলা ।
 ব্রহ্মার দুর্ভাগ প্রেম যারে-তারে দিলা ॥
 হরিনাম-সঙ্গীর্জন বাহাতে প্রকাশ ।
 পতিত-উদ্ধার-হেতু বাহাতে সন্ন্যাস ॥
 কহিব এ সব কথা অমৃতের খণ্ড ।
 যা শুনিলে যুচে জীবের অন্তর পাষণ্ড ॥
 নদীয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত-চিত্তে ।
 শ্রুখে নিবসরে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥
 নবদ্বীপবাসী যত ব্রাহ্মণকুমার ।
 সৎকুলসম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার ॥
 বড়ই স্মৃতি তারা ধন্য তিনলোকে ।
 আপনে ঠাকুর বিদ্যানান কৈল থাকে ॥
 একদিন সব শিষ্যগণে গৌরহরি ।
 বলিল সভারে প্রভু অমুগ্ধ করি ॥

পট এক সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ ।
 সেই বিভা বাথে হরিতত্ত্বের লক্ষণ ॥
 অবিদ্যা সকল কৃষ্ণ বিনে শাস্ত্রে কহে ।
 রাধাকৃষ্ণতত্ত্বি বিশ্ব কেহো সঙ্গী নহে ॥
 বিদ্যা-কুল ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পাইয়ে ।
 ভক্তিতে সে অনান্যাসে পাট যত্নায়ে ॥
 এটমনে শিষ্যগণে পড়ায়ে ঠাকুর ।
 প্রকাশিব নিজপ্রেম আনন্দ-প্রসূর ॥
 একদিন নিজগৃহে আছরে শুভিলা ।
 কৃষ্ণপ্রেমামল্যে কান্দে বিহ্বল-হইয়া ॥
 রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে ।
 মাথুর-বিরহে ঘন হাথ মারে বৃকে ॥
 আয়েরে অকুর মোর কৃষ্ণ লঞা গেছি ।
 ইহা বলি কান্দে প্রভু করিয়া বিকুলি ॥
 কুব্জা কুৎসিতমতি কৃষ্ণ নিলি মোর ।
 শঠ রত্ন-লম্পট যুবতী-মতি চোর ॥
 ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে হৃদয় ।
 পুলকে আকুল অজ ভাব চমৎকার ॥
 বিস্মিত হইঞা শচী বিশ্বস্তরে পুছে ।
 কি লাগি কান্দহ বাণ দুঃখ তোমার কিসে ॥

স্বপ্নের বচন শুনি না দিল উত্তর ।
 রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিহ্বল ॥
 তবে সেই শচীদেবী মনে মনে গুণে ।
 কৃষ্ণ-অঙ্গপ্রস্থ প্রেমা আনিল লক্ষণে ॥
 বড় ভাগ্যবতী শচী সব তত্ত্ব জানে ।
 পুত্রের সন্মুখে কহে মধুরবচনে ॥
 শুন শুন স্নারে বাপ মোর সোণার সূত ।
 অগত-হুগুড় তোর দেখি অদভুত ॥
 বখাবখা যাও তুমি পাও যে বা ধন ।
 আনিকো মারের ঠাঞি কর সমর্পণ ॥
 পরাতে পাইলা কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন ।
 দেবতাহুগুড় বস্তু অমূল্য রতন ॥
 স্নারেরে করুণা যদি থাকে তোর চিতে ।
 সেহ কৃষ্ণপ্রেমধন ডরাই চাহিতে ॥
 এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল ।
 হৃদয় দরদর প্রভু হাসিতে লাগিল ॥
 বৈকব-প্রসাদে প্রেম পাইবে যে তুমি ।
 নিশ্চর আশিহ কৃপা কহিলাম আমি ॥
 বৈকব-গোপালি প্রেম দিতে নিতে পারে ।
 কীহা বিনা প্রেম কহে দিবারে না পারে ॥
 প্রেমাল শুনিএই শচী অতি হৃষ্টচিত ।
 প্রসাদে পাইল প্রেমভক্তি আচরিত ॥
 পুলকিত গর অঙ্গ কম্প কলেবর ।
 নয়নে নয়নে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥
 কৃষ্ণকৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয়-উল্লাস ।
 কহরে লোচন গোরা-প্রথম-প্রকাশ ॥

তবে বিহ্বল প্রভু প্রেমে পরপর ।
 আহরে আশ্রয় রক্ষণারী শুভাশ্বর ॥

তার ধরে কান্দে প্রভু প্রেমার বিহ্বল ।
 নয়নে নয়নে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥
 লাসিকার গলে দেয়া অতি কিরুতর ।
 নিরবধি কেলে তাহা বিপ্র শুভাশ্বর ॥
 ভূমেতে লুটীঞা কান্দে রজনীদিবস ।
 সন্ধ্যার সময়ে প্রসন্ন করেন বিশেষ ॥
 দিবসে পুছয়ে প্রভু কত রাজি যায় ।
 সর্বজন বোলে দিবা, রাত্তি নাহি হয় ॥
 তবে সেট মহাপ্রভু প্রেমারে বিবশ ।
 রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে অবশ ॥
 প্রহরেক রাজি গেলে দিন বলি পুছে ।
 দিবস না হয়ে কহে বড় কাঁড়ে আছে ॥
 প্রেমার বিহ্বল নাহি জানে দিবা-রাত্তি ।
 কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি ॥
 কৃষ্ণ-নাম-গুণ-গীত কেহো যদি গায় ।
 শুনিঞা তগনি প্রভু ভূমেতে লুটায় ॥
 কণে দণ্ডবত করি করে পরণাম ।
 কণে গারে উচ্চস্বরে লয়ে হরিনাম ॥
 সাক্ষর কণে কণে কম্প কলেবর ।
 পুলকিত অঙ্গ যেন কদম্বকেশর ॥
 নিরন্তর পরবশ কণেক প্রবেশ ।
 সেইকণে আন দান অন-উপরোধ ॥
 সেইকালে পূজা করে অন্ন-নিবেদন ।
 ভোজন করয়ে মহাপ্রসাদ তখন ॥
 হেমমতে কৌতুকে সকল দিন যায় ।
 সকল রজনী নিজস্বখে নাচে গায় ॥
 হেনমনে কৌতুকে সে রজনী-দিবস ।
 লোকশিক্ষা করে প্রভু ভূজে প্রেমরস ॥
 আপনে আপন রস করে আশ্বাসন ।
 মূখ্য এই হেতু কথা শুন সর্বজন ॥

জীব-উদ্ধারণ-হেতু গৌণ করি মানি ।
 এইহেতু অবতার বলি শিরোমণি ॥
 সব অবতারের লীলা দেখেতে প্রকাশ ।
 সব অবতার সঙ্গী সঙ্গে সব দাস ॥
 নবদীপে উদয় করিল গৌরচন্দ্র ।
 ঘুটিল সকল জীবের পাপ মহাঅন্ধ ॥
 করুণা-কিরণে কলিযুগ হৈল আলা ।
 ঘুটিল সকল জীবের পাপ মহাজালা ॥
 ততত-চকোর সব আসিয়া মিলিলা ।
 প্রেমাবৃত-পান করি সতেই তুলিলা ॥
 মিলিলেন গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি ।
 নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঞি ॥
 শ্রীনিবাস হুয়ারি মুকুল বক্রেশ্বর ।
 শ্রীধরপণ্ডিত নবদীপে যার ঘর ।
 শ্রীমান সজর সে পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
 শুক্লাধর-নীলাধর-আদি মহাশয় ॥
 শ্রীরামপণ্ডিত আর মহেশপণ্ডিত ।
 তরিনাস নন্দন-আচার্য্য সূচরিত ॥
 রুদ্রপণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর ।
 অনেক মিলিলা সে গৌরাজ-অচুচর ॥
 নামক্রেমে লিখিলে না হয় তা-সত্যর ।
 সম্বরিল নচে গ্রন্থ হয় ত অপার ॥
 নানারূপে যতেক আছিল তত্তগণ ।
 সন্তেট মিলিলা আসি প্রভুর চরণ ॥
 মতাপ্রেমে মত্ত হৈলা প্রভু তত্তগণ ।
 মাতাইলা সব-জীবে দিরা প্রেমধন ॥
 সমভাবে সব-জীবে করুণা করিয়া ।
 তত্তসঙ্গে নাচে প্রভু প্রেমবিনোদিয়া ॥
 তবে সেই বিশ্বস্তর আর এক দিনে ।
 শ্রীবাসপণ্ডিত আর তার ব্রাহ্মজনে ॥

তা সভা সহিতে প্রভু পথে চলি যার ।
 তনিরে বংশীর ধ্বনি না জানি কে গরি ॥
 শ্রীকীর্তার ভাবে বংশীধ্বনিকে তনিক্রা ।
 কান্দিয়া কান্দিয়া বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
 বিহ্বল হইয়া প্রভু দণ্ডবত করে ।
 রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে ॥
 অবশ হইয়া প্রভু নির্ভর-আবেশে ।
 নিজজনে আশীর্বাদ করি অষ্ট হাসে ॥
 শিবাগণ-সঙ্গে অলৌকিক কথা কহে ।
 কণে উনমাদ কণে নিঃশব্দে রহে ॥
 শ্রীবাসপণ্ডিত আর রাম নারায়ণ ।
 মুকুল-সহিত পেলা শ্রীবাস-ভূখন ॥
 চৌদিকে বেঢ়িয়া লোক মাঝে গৌরহরি ।
 মদে মাতোয়াল যেন কিশোর-কিশোরী ॥
 কণে উঠে কণে পড়ে ভূমিতে ঝোটার ।
 হরিহরি বলি সতে ডাকে উদ্ধারয় ॥
 রাত্রিদিন প্রেমাবেশে পুলকিত ভহ্ন ।
 অস্তপর সঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথা বিহ্ন ॥
 এককালে নিজঘরে আছে প্রেম ভোয়া ॥
 রোদন করয়ে আঁখে সাত-পাঁচ-ধারা ॥
 কি করিব কোথা যাব কেমন উপায় ।
 শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন্ উপায়ে হয় ॥
 ইহা বলি রোদন করয়ে আর্জনায়ে ।
 কাতরবচন শুনি সর্বজন কান্দে ॥
 হেনকালে দৈববাণী উঠিল সাদরে ।
 আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বস্তরে ॥
 প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈল অবতার ।
 নিজ-করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার ॥
 ধর্মসংস্থাপন করি করিবে কীর্তন ।
 খেদ দূর করি কার্য্য করহ আপন ॥

‘তোমার প্রসাদে কলি নিভারিব লোক ।
 নিম্ন-প্রেম দিয়া সব সুচাইব শোক ॥
 সংশয় নাহিক মোর, শুনহ বচন ।
 ধৈর্য কর কর নিজ সঙ্কীর্ণন ॥
 এতেক বচন হবে দেবমুখে শুনি ।
 অন্তর হরিষ কিছু না কহিলা বাণী ॥
 আর একদিন শুন অপরূপ কথা ।
 অমিয়া-মাখিল বিশ্বস্তর-গুণ-গাথা ॥
 সুরারিগুণের ঘর পেলা একদিন ।
 গদগদ পুলক অঙ্গ আবেশের চিন ॥
 দেবতার ঘরমধ্যে প্রবেশ করিল ।
 আবেশে বিহ্বল কিছু কহিতে লাগিল ॥
 প্রেম-নীর ধারা বহে নরনের জলে ।
 সুরনদী-ধারা যেন স্রমেকুশিখরে ॥
 কহে সব লোক হের দেখ অপরূপ ।
 পরিতপ্রাণ আকার বরাহসমুখ ॥
 মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে ।
 দম্ভ-সারি আইসে মোবে দংশিবারে চাহে ॥
 হুই, দম্ভ সারি মোরে মারিল শূকর ।
 ইহা বলি প্রবেশিলা দেবতার ঘর ॥
 বরাহ-আবেশে পুন আইলা সেইখানে ।
 কর চরণেতে মই করে পর্যটনে ॥
 রাতুল আকার রাজা-বরণ লোচন ।
 মহা পরাক্রম মহা হকার গর্জন ॥
 সেইখানে ছিল এক পিতলের পাত্র ।
 উর্দ্ধমুখে দশনে ধরিল ক্ষণমাত্র ॥
 পিতলের পাত্র ছাড়ি বিকাশ-বরান ।
 সুরারিকে পুছে নিজ রূপের আখ্যান ॥
 ধৈর্য-উদ্ধার-রূপ ধরি ভগবান ।
 অসিরা কহয়ে প্রভু পুরুষপ্রধান ॥

কহ ত অরূপ মোর কি আশঙ্ক তুমি ।
 সুরারি কহয়ে প্রভু কি আশঙ্কিবে আমি ॥
 দণ্ডবত করি তবে পড়িলা সুরারি ।
 শঙ্ক না জানয়ে প্রভু চরিত্র ‘তোমারি ॥’
 ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক ।
 প্রাকৃত করিয়া কহি শুন সর্বলোক ॥
 আগনে আপন তুমি জান মহাপ্রভু ।
 তোমা বিনে তোমায়ে না জানে আর কেহ ॥
 তবে সেই পুনরপি কহে সৌরহরি ।
 বেদের শক্তি আমি কি জানিতে পারি ॥
 সুরারি কহয়ে পুন কাতরবচন ।
 তোর তত্ত্ব নাহি জানে সহস্রবদন ॥
 বেদে কি জানিব তব আচরণ-তত্ত্ব ।
 কেহো নাহি জানে প্রভু তোমার মহত্ত্ব ॥
 ইহা শুনি পুন কহে গৌর ভগবান ।
 আমারে বিদধে’ বেদ শুনহ আখ্যান ॥

তথাহি বেতান্তরোপনিষদি ।

“অপাতিপাদো অবনো গ্রহীতা
 পশুতাক্ষঃ স শূণাত্যাকর্ণঃ ।
 স বেত্তি বেত্তাং ন হি তন্ত বেত্তা
 তমাত্তবগ্রাঃ পুরুষাঃ পুরাণম্ ॥” ইতি ॥

বেদে কহে আমি কর এ চণ শূন্ত ।
 হেন দিড়ম্বনা আর নাহি করে অন্ত ॥
 ইহা বলি হাসে প্রভু প্রসন্নবদন ।
 নাহি জানে বেদ আমার কহিল কখন ॥
 তবে ত কহিল বৈষ্ণব করি পরণাম ।
 করুণা করহ প্রভু দেহ প্রেমদান ॥
 ঠাকুব কহয়ে পুন শুনহ সুরারি ।
 আমাকে পিরিতি কর এষ্ট প্রেমা ভোরি ॥
 ভজিবে পরমাত্মক নরাকৃতি শুভ ।
 ইন্দ্রনীলময়ণ জিভজ করে বেণু ॥

নবগোরোচনাগর্ভ-গর্ভ জিনি দ্যুতি ।

বৃষভাক্ষতা নাম সুল যে প্রকৃতি ॥

নব-বরাঙ্গনা কত বঙ্গবী-বলবে ।

সমর্পিয়ে নিজদেহ পাইবে তুলিতে ॥

চিন্তামণি-কুম্ব রত্নমন্দির উপর ।

কল্পবৃক্ষ রত্নবেদী তাহার উপর ॥

কামধেনু ভাব তার অচিন্ত্যপ্রভাব ।

অতীষ্ট করয়ে পূর্ণ করয়ে যে ভাব ॥

তার অঙ্গ-ছটা নিরাংকার ব্রহ্ম বলি ।

জানিবে এ সব তদ্বৎ কৃষ্ণের মাধুরী ॥

এই মনে সব তন্ত্বে বলিল ঠাকুর ।

শুনিলো সভার ভিয়া আনন্দ প্রচুর ॥

এ বোল বলিয়া প্রভু চলিল। মন্দিরে ।

আর-দিনে শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে ॥

সব নিজজন প্রভু সংহতি করিয়া ।

বসিয়া কহয়ে নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া ॥

হরিচরিত্র বলি ডাকে অন্তরে কোতুক ।

নিজজনে কহে শুন শুন অপরূপ ॥

সেই রাখাক্ষক পাবে বলিয়ে যা তৈতে ।

সে কথা কহিএ তোরা শুন একচিন্তে ॥

এত বলি নারদীয় পড়ে এক শ্লোক ।

ইহার মরম-ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক ॥

তথাপি (বৃহন্নারদীরে)

'হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রামেব কেবলম্ ।

কলৌ নান্তোব নান্তোব নান্তোব গতিরন্তথা ॥'

নাম রূপী, নাম এক আদি যে পুরুষ ।

কলিয়ে যুক্তিমন্ত আছে না জানে মুকুট ॥

নামরূপী ভ্রমরানু জানিহ কেবল ।

বিধা ঘুচাইতে কাল বোলে তিনবার ॥

তিনবার বহি আর আছে একবার ।

দুরাশর শাপী সব লোক কৃষ্ণাকার ॥

হরিনার মন্ত্র হয়ে কৈবল্য তাহার ।

কেবল কারুণ্য অর্থ জানিহ বিচার ॥

ইহা বহি আনি দেব বলে যেই জন ।

তার গতি নাহি তিনবার এ বচন ॥

গো-গোপী গোপালসঙ্গে ধ্যান হরিনার ।

জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রমাণ ॥

এতেক বলিল প্রভু বরাহ আবেশে ।

নামসঙ্কীর্তন করে নাচে প্রেমবশে ॥

যে শুনয়ে গোরাঙ্গুণ নদীয়াবিতার ।

অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম উপজে তাহার ॥

দশনে ধরিয়া ভুগ এ লোচনদাস ।

প্রগতি বিনতি করে। পূর মোর আশ ॥

নবদীপে নিতুই পূর্ণিমার চান্দ গোরা ।

প্রকাশয়ে নিজ-প্রেম-অমিরার ধারা ॥

পিবই চরণামৃত শুকত-চকোর ।

অবাধ করুণা প্রেমা প্রকাশয়ে গৌর ॥

আর এক দিনে কথা শুন অপরূপ ।

নিজঘরে বসি তেজ কোটী-চান্দ-রূপ ॥

সিংহগ্রীব মহাবাহু কমল নয়ন ।

করয়ে প্রকট ঘন গভীর পঙ্কজন ॥

এ ঘরে কি দেখি চারি পাঁচ-ছয়-মুখ ।

দেখিতে বাড়য়ে মোর আনন্দ কোতুক ।

শ্রীবাস পণ্ডিত আছেয়ে পূহ' কাছে ।

শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে ॥

তোমা দেখিবারে সব দেহ আগমন ।

ব্রহ্মা আদি চারি পাঁচ এ ছয় বধন ॥

প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেমধন ।

তোমায়ে প্রেম দান মাগে সব ভক্তগণ ॥

তবে সেই মহাপ্রভু বসি বিবাসনে ।
 এক তক্ত-অঙ্গে অঙ্গ পদ আর-জনে ॥
 ঐবাস পতিত আদি যত তক্তগণ ।
 চরণে পড়িয়া সতে কররে রোদন ॥
 বর মাগৌ তোর পদাঙ্ক-মধু প্রেমা ।
 দেহ ত আমারে প্রভু করুণার সীমা ॥
 তবে বিশ্বস্তর প্রভু বোলে মেঘ নাদে ।
 লেহ ত সত্যারে দিল প্রেম-পরসাদে ॥
 তৎকাল হইল প্রেম সব দেবতার ।
 ভাবময় শরীর হইল চমৎকার ॥
 হা রাধাগোবিন্দ বলি নাচে দেবগণ ।
 দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরষিত মন ॥
 দেবগণ নাচে দেবীগণ করি সঙ্গ ।
 অঙ্গ পুলক শ্বেদ প্রেমার তরঙ্গে ॥
 কণে ফুঁসে গড়ি যার চরণে পড়িয়া ।
 কণে উভবাহ নাচে হরিবোল বলিয়া ॥
 কণে শুব করে গৌর-গোবিন্দ বলিয়া ।
 কণে দণ্ডবত করে চরণে পড়িয়া ॥
 কণে পদ মন্তকে ধরিয়া দেবগণ ।
 বর মাগে তোর পদে হউ মোর মন ॥
 ‘তথাহি’ বলিয়া প্রভু বোলে বারবার ।
 প্রেম ধন পরিপূর্ণ হউ তো-সত্যার ॥
 দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজস্থান ।
 মেখিয়া সকলতত্ত্ব আনন্দিত মন ॥
 এতেক বচন বৈল ভঁকলবৎসল ।
 করুণা প্রকাশ দেখি বোলে গুন্ডাধর ॥
 গুন্ডাধর ত্র্যম্বকচরী বড়ই পবিত্র ।
 ত্র্যম্বকপুত-কলেবর মধুর চরিত্র ॥
 প্রভু-আগে কহে কথা নাহি করে ভয় ।
 প্রেম-লোভে কহে কথা যত জনে গর ॥

শুন শুন ওহে প্রভু গৌর ভণ্ডীবান্ ।
 এত দিনে হৈল মোর প্রসন্নমনান ॥
 নানা-তীর্থ-পর্যটন করিয়াছি আমি ।
 অনেক যজ্ঞা হুঃখ কিছুই না জানি ॥
 মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলু পর্যটন ।
 হুঃখিত হইয়াছি আমি দেহ প্রেমধন ॥
 এ বোল শুনিয়া প্রভু করিল উত্তর ।
 আমার বচন তুমি শুন গুন্ডাধর ॥
 সে বনে কতেক আছে শৃগাল কুকুর ।
 আমাতে কি হৈল তাথে কহিল ঠাকুর ॥
 জন্মে যাবৎ কৃষ্ণ উদয় না করে ।
 তাবৎ তীর্থের অহুগ্রহ নাহি তারে ॥
 কৃষ্ণপ্রেম বিহু ধর্ম কেহ কিছু নহে ।
 পড়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে ॥
 তথাহি—
 “মীনঃ নানপরঃ কলী পবনভৃঙ্গম্বেষোহপি
 পর্ণাশনঃ
 শব্দভ্রামাতি চক্রিণোঃ পরিচরন্ দেবান্
 সদা দেবলঃ ।
 গর্ভে তিষ্ঠতি মুষিকোহপি গহনে সিংহো
 বকো ধ্যানবান্
 কিং তেবাঃ ফলমসি হন্ত তপসা সত্তাবসিদ্ধিং
 কুর্ন ॥”

(নারদপুরুষায়ে)

“আরাধিতো যদি হরিতপসা ততঃ কিং
 নারাধিতো যদি হরিতপসা ততঃ কিম্ ।
 অন্তর্বিহরি হরিতপসা ততঃ কিং
 নাস্তর্বিহরি হরিতপসা ততঃ কিম্ ॥” ইতি ।
 এ বোল শুনিয়া বিপ্র কৃষ্ণিতে পড়িল ।
 কাতর হইয়া কান্দে আরতি বাটিল ॥
 অহুগত-আতি প্রভু সহিষীতে নায়ে ।
 করুণ অঙ্গিণ তেল গৌর-কলেবরে ॥

প্রেম দিল প্রেম দিল ডাকে উচ্চনায়ে ।
 স্তম্ভাধর বিপ্র পাইল প্রেম-পরমাদে ॥
 তৎকাল হইল প্রেম কল্প কলেবর ।
 স্থলকিত ভেল অঙ্গ গলে নরনের জল ॥
 হরষিত হৈয়া প্রভু কৃষ্ণনাম লয় ।
 সকল রজনী ভেল কৃষ্ণরসময় ॥
 হরিবে করয়ে নাম-গুণ সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 দেখিয়া সকল ভক্ত অতি হৃষ্টমন ॥
 পণ্ডিত শ্রীগদাধর সৰ্ব্বগুণধাম ।
 প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম ॥
 রজনী ততীয়া ছিলা প্রভুর সংহতি ।
 পরিতোষে বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি ॥
 পাইবে স্থলভ প্রেম রজনী-প্রভাতে ।
 মনোরথ সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে ॥
 ইহা বলি অঙ্গমালা দিলা তার গলে ।
 প্রভাতে আইলা সতে প্রভু দেখিবারে ॥
 সত্যারে কহিল প্রভু রজনীচরিত ।
 কথাছলে প্রেম পাইল উপারপণ্ডিত ॥
 অতি হৃষ্টমনে শ্রান কৈলা গঙ্গাজলে ।
 প্রেমায় অবশ তত্ব টলমল করে ॥
 জগন্নাথদেব পূজা করিলা বিধানে ।
 পুন পূজা করে নিজ-প্রভু-বিভুমান ॥
 স্নগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করয়ে লেপন ।
 বিবামালা দেই গলে পাখালে চরণ ॥
 এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্যা ।
 শরন আগারে করে শরনের শয্যা ॥
 চরণ-মিকটে নিতি করয়ে শরন ।
 নিরন্তর প্রকৃত্তি-পর-ভার যন ॥
 প্রভুর সঙ্গুথে কহে অনন্তবচন ।
 শুনি বিশ্বস্তর প্রভু আমলিত মন ॥

তাহার অমিয়া-বোল সিকিল অন্তর ।
 নাচিবারে যার প্রভু ধরি তার কর ॥
 নরহরি-ভুজ আঁর ভুজ আঁরোশিরা ।
 শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিতা ॥
 গৌরদেহে ভ্রামতরু দেখে ভক্তগণ ।
 গদাধর রাখারূপ হইলা তখন ॥
 মধুমতি নরহরি হৈলা সেইকালে ।
 দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥
 বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেটস্থানে ।
 গো গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে ॥
 পূর্বে সখাগধীগণ যেকপে আছিল ।
 রস-আশ্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈলা ॥
 অতিনব কামদেব শ্রীরঘুনন্দন ।
 অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন ॥
 তারা সব পূর্বে দেহ ধরি প্রভু-কাছে ।
 আবরণ-ক্রমে তারা প্রভু'বেষ্টি নাচে ॥
 দেখি অন্ত-অবতার-সঙ্গী সব কীর্ত ।
 নবদীপে উদয় করিল ব্রজটীক ॥
 কণে গোরলীলা গদাধর করি সঙ্গে ।
 কণে ভ্রামলীলা রাখা-রাসরস-রঙ্গে ॥
 চমৎকার লীলা দেখি সত ভক্তগণ ।
 হরি হরি জয় জয় বোলল যনেযন ॥
 দিন-অবসানে সেই ধন্ব দিগন্তর ।
 আচম্বিতে মেঘারম্ভ গুণন-মণ্ডল ॥
 ঘন ঘন গরজয়ে গভীর-নির্দানে ।
 দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রসাদে ॥
 বিষ উপসর দেখি সবেই হৃৎকিত ।
 কেমনে বুঝে বিষ স্নিগ্ধাংশর চিত্ত ॥
 মেঘগণ শ্রেষ্ঠ-গরসাদ নিভে আঁইলা ।
 গোরলীলা দেখি প্রেমের অস্তিত্ব করিলা ॥

তবে মহাপ্রভু সেই সন্নিহী করি করে।
 নাম-গুণ-সংকীৰ্ত্তন করে ঠাকুরের ॥
 দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে।
 উর্দ্ধমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে ॥
 দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ।
 হরিবে বৈষ্ণব সত্তার বাঢ়িল উদাস ॥
 নিরমল ভেল শশি রঞ্জিত রজনী।
 অজগত গীত গায় নাচয়ে আপনি ॥
 মেঘগণ নিজরূপ ধরি প্রভু কাছে।
 নাচিয়া বুলয়ে তারা প্রভু পাছেপাছে ॥
 সে প্রেম বিচার নাহি করে গৌরহরি।
 মেঘে কি বলিব দিল ত্রিজগত ভরি ॥
 আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ-সনে।
 শতার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে ॥
 প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে।
 পদাঙ্কে বুধর মজীর বন বাজে ॥
 বিপ্রসাদ্বীর্ণ গজগজ দেই মুখে।
 আকাশেতে দেবগণ দেথয়ে কোতুকে ॥
 প্রেমারে বিহ্বল সব নাচে ভক্তগণ।
 না জানি কি কৈল তপ কতক জনম ॥
 তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের সনে।
 আনন্দ করয়ে তারা প্রেম মহাবনে ॥
 করণার ছাইল প্রভু এ ভূমি আকাশ।
 শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥

শ্রীমগড়া রাগ ॥

ভাল রকে নাচয়ে শচীর সন্মত ॥ ক্রঃ ॥

স্বনিবাস চারিভাই আনন্দে মগ্ন পাই,
 ইন্দ্রিয়ার হরিহরি বোল ॥

কিশোর-কিশোরী যেম, গোরাক্ষ গর্জনশুন,
 হৃদয়ার প্রেমার হিলোল ॥

মুয়ারি বুকুদগত, গুণ গারি অবিরত,
 উলসিত পুলকিত গায় ॥

প্রেম-মকরন্দ আশে, পদ-অরবিন্দ পাশে,
 যেন মত্ত ভ্রমরা বেড়ায় ॥

চৌদিগে জয় ঘোষ, মাঝে নাচে হেমগোর,
 আনন্দে বিভোর জনা-জমা ॥

যেদিকে সেদিকে চাই, আনন্দিত সবঠাঞি,
 দশদিকে প্রেমার কাদনা ॥

কেহো কেহো ছুই মেলি, প্রেমানন্দে
 কোলাকুলি,

কেহো বশগানে হয় ভাট ॥

পড়িয়া চরণতলে, পণ্ডিতগোসাঞি বোলে,
 পাতাইলে অপরূপ ছাট ॥

সোণার পনশ জড়, পুলক গাঁথল তত্ব,
 অতুহাঙ্গে অরুণ বদন ॥

রসের আবেশে হাঁসে, লহলহ আলসে,
 প্রকাশয়ে অন্তরের ধন ॥

কণে অলৌকিক বোলে, যেন মদ-মাতোরাগে,
 কণে রোলে মুঞি ভগবান ॥

কণে পরণাম করে, কণে আশীর্বাদ করে,
 জনে জনে দেই প্রেমদান ॥

প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, বাহা নাহি শুনি কত্ব,
 নবদীপে লাগিল তরাস ॥

কি নারী-পুরুষ সব, দেখি গৌরা-অজুতব,
 প্রেমার তুলিল এ লোচনদাস ॥

অমিরি মথিরা-কেকা, নবদী তুলিল কো,
 তাহাঙ্কে গঢ়িল এগারাদেহ ॥

অগত ছানিঞা কে বা, রস নিষ্কাড়িছে গো, রম্যের সন্নিবধানি, নানারস দিয়া গো,
 এক কৈল মধুই স্নেহ ॥ গড়াইল বড় অছরকে ।
 অছরাগের দখিখানি, প্রেমার সাঁচনা দিয়া, লীলাবিনোদকলা, ভাবের বিলাস গো,
 কে না গঢ়িলে আঁখি দুটি । মদন বেদনা ভাষি কান্ধে ॥
 তাহাতে অধিক মত, লহলহ কথাখানি, না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সভার মনে,
 হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি ॥ দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায় ।
 অখণ্ড পীযুষধারা, কে না আউটিল গো, আঁখির পিয়াস দেখি, মুখের লালস গো,
 সোণার বরণ হৈল চিনি । আলসল অরজর পায় ॥
 সে চিনি মারিয়া কে বা, ফণি ওলাইল গো, কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্খ ধার উজ্জল হুড়ে,
 তেন বাসি গোরা-অবধানি ॥ গুল গায় অছর পায়ণ্ড ।
 বিজুরী বাঁটিয়া কে বা, পাখানি মাজিল গো, ভূমিতে লোটাঞা কান্দে, কেহো স্থির.
 চান্দে মাজিল মুখখানি । নাহি বাক্যে,
 লাবণ্য বাঁটিয়া কে বা, চিত্র নিরমণ কৈল, গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড ॥
 অপক্লপ রূপের বলনি ॥ ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানেন্দে কোলাহুলি,
 সকল পূর্বমার চান্দে, বিকল হইয়া কান্দে, কেহো নাচে কেহো অট্ট-হাসে ।
 করপদ-পঙ্খের গঞ্জে । সুশীলা কুলের বহু, সে বোলে লকল বাউ,
 কুড়িটি নখের ছটায়, জগৎ ফরেছে আলা, গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে ॥
 আঁখি পাইল জনমের আঞ্জে । নদীয়ানগর-বধু, হেরি গোরা-মুখবিধু,
 এমন বিনোদ রায়, কোথাও দেখিয়ে নাই, বরষর নয়ন সদাই ।
 অপক্লপ প্রেমার বিনোকে । অছরাগে বুক ভরে, পুনকিত কলেবরে,
 পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া বিকল গো, মনমাঝে সদাই ধোয়ার ॥
 নারী কেমনে প্রাণ বাঞ্জে ॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা মনে, আগে রাজিদিবা,
 সকল রসের রাশি, বিলাস হৃদয়খানি, গোরাগুণে লাগি গেল ধাক্কা ।
 কে না গঢ়িল রজ দিয়া । অখিল ভুবনপতি, ভূমিতে লোটাঞা কান্দে,
 মদন বাঁটিয়া কে বা, বদন গঢ়িল গো, সদাই সোওরে রাধা রাধা ॥
 বিনি-ভাবে মো মল্ল কান্দিয়া ॥ লখিমো-বিলাস ছাড়ি, প্রেম অভিলাসী গো,
 ইন্দ্ৰের ধনুক আনি, পোরার কপালে গো, অছরাগে রাজা দুটী আঁখি ।
 কে বা দিল চন্দনের রেখা । রাধার ধোয়ানে তহু, বাহির না হই গো;
 ও রূপ স্বরূপে মত, কুলের কান্দিনী গো, দেখরে দেখয়ে লোক, অতিগেয়া অপক্লপ,
 দুইদ্বাখ কান্দিতে চাহে পাখি । জিন্নপদ-নাথ-নাথ হুঞ্জে ।

অকিঞ্চনের সঙ্গে, কি জানি কি খন মাদে,

কিবা স্নেহে বুলয়ে নাচিয়া ।

অয় রে অয় রে অয়, হেন প্রেমরসালয়,

ভাজি বিলাইল গোরারায় ।

নিজীব জীবন পাব, পঙ্কু পিরি ডিঙাইব,

আনন্দে লোচন ওগ-গায় ॥

বড়ারী রাগ । দিশা ॥

হরি রাম নারায়ণ শচীর তুলসী

হেম গোরা ॥ ঞ ॥

আর অদভুত কথা অতি অপক্লপ ।

নিতুই নোতুন প্রকাশয়ে শচীকৃত ॥

অতি অদভুত কথা লোকে অবিস্মিত ।

অধমজনের মনে না লয় প্রভীত ॥

কেবল নিগূঢ় প্রকাশয়ে ঠাকুরাল ।

নিজজনে কহে শুন মিথ্যা এ সংসার ॥

ইহা বলি আপন প্রসঙ্গে করে আন ।

পাসরিল সর্বজন লয় হরিনাম ॥

মিঞ-নাম-সকীর্তনে মাতল অন্তর ।

তুমিতে লোটাঞা কান্দে প্রেম পরবল ॥

আচম্বিতে কহে প্রভু দিয়া করতালি ।

নিজজনে প্রকাশ করয়ে ঠাকুরালি ॥

হের দেখে আত্মবীজ আরোপিল আমি ।

আমার অর্জিত তরু হইল আপনি ॥

তখন কহিল সর্বলোক আচম্বিত ॥

এখনি কইল বীজ ভেল অক্লিষ্ট ॥

দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মুক্লিষ্ট ॥

হইল উত্তম শাখা অতি-জ্বলিত ॥

দেখ-দেখ সর্বলোক অপক্লপ আর ।

মুক্লিষ্ট হৈল দেখে তরুটি আমার ॥

তখনি হইল কৈল পাকিল সন্মালে ।

অক্লিষ্ট লোটাঞা প্রভু দেখায় সত্যারে ॥

পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সর্বলোকে ।

নিবেদন কৈল আসি ঈশ্বর সম্মুখে ॥

তিলেকে তখনি লোক না দেখিয়ে কিছু ।

ফলমাত্র আছে বৃক্ষ মিথ্যা সব পাছু ॥

ঐছে মায়া ঈশ্বরের কহে সর্বলোকে ।

এত জানি না করিহ এ সংসার-শোকে ॥

মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার ।

না বুঝি সকল লোক বোলে আপনার ॥

মোর মায়া দড়ি কে বা ছিঁড়িবারে পারে ।

সবে এক পথ আছে মায়া জিনিবারে ॥

যত যত দেহ-কর্ম-কর্ম করে লোকে ।

সর্বকর্ম আরোপণ যদি করে মোকে ॥

যদি দেহ-কর্মপণ কৃষ্ণপদে হয়ে ।

কর্মকর্ম-শুভাশুভ বিষ নাহি হয়ে ॥

এ ভক্তি পরম তত্ত্ব সমর্পণ গনি ।

কৃষ্ণে সমর্পিলে ভেদ না রহে আপনি ॥

সব সমর্পিলে কৃষ্ণ পাই সর্বসায়ে ।

সকল পুন্মানে গীতা-ভাগবতে গারে ॥

নহে বা সকল কর্ম হয় অসার্বক ।

কৃষ্ণে সমর্পিলে হয় সংসার সার্বক ॥

হেন অপক্লপ গোরাচাঁদের প্রকাশ ।

শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥

আতীর রাগ ॥

অকি ঞ্জেরে মোর অয় অয় ॥ ঞ ॥

হেনই সঙ্কর-বৈদ্য মুক্লিষ্ট দেখিয়া ।

কহিল যে মহাপ্রভু-হাসিয়া হাসিয়া ॥

তুমি নাকি ব্রহ্ম বিত্তা মান ইহা শুনি ।

ভাল ত মুকুন্দনন্দ তোমাকে বাখানি ॥

ইহা বলি এই শ্লোক গঢ়িল ঠাকুর ।

শুনিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥

তথাহি—

“রম্যে বোগিগোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাননি ।

ইতি রামপদেনাসৌ পরঃ ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥”

ইতি ॥

তবে পুন ভগবান্ সেই গোরহরি ।

বৈষ্ণবে কহিল কিছু অমুগ্রহ করি ॥

চতুর্ভুজ ধ্যান তুমি বড় করি মান ।

দ্বিতুজ-ধোয়ানে তোর হৈল অন্ন জ্ঞান ॥

সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত ।

দ্বিতুজ-শরীরে তবে মহাইহ চিত ॥

কৃষ্ণের প্রকাশ নারায়ণ শাস্ত্রে কহে ।

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণ হেনবাক্য নহে ॥

এছন করুণা-বাণী কহে বিশ্বস্তর ।

শুনিঞা লবর বাণী প্রণতকর ॥

সুরনবী জলে স্নান করিল যে নাম ।

বৈষ্ণবের পদধূলি প্রসাদপ্রধান ॥

তোর পাদপদ্ম মোর শিরে রহ ছজ ।

দাস্ত অভিষেক কর এট চাহি মাজ ॥

আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভাল মল ।

নিরন্তর অন্তরে-বাহিরে মদ-গন্ধ ॥

নিজগুণে করুণা করিবে প্রভু ঘারে ।

নিজদাস্তে প্রসাদ করহ প্রভু মোরে ॥

তুমি সর্বোৎকর্ষের বিজ্ঞ আনন্দ ।

সেই নন্দহস্ত তুমি অবতীর-কল ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভুর অঙ্গর পড়েইহে ।

পদ-অরবিন্দ তাঁর মস্তকে পরশে ॥

সর্কাজে পুলক ভেল সজল লেচন ।

গদগদ-ভাব বৈষ্ণ প্রেমার লক্ষণ ॥

গদগদস্বরে স্তব করিল বিস্তর ।

অন্ন মহামহেশ্বর কারণের পর ॥

তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তর হরি ।

কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া সুরারি ॥

শুন শুন ওহে বৈষ্ণ আমার বচন ।

এড় পীতা-অধ্যাত্ম-চরচা তোম মন ॥

জীবার বাসনা যদি থাকয়ে তোমার ।

কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যদি ইচ্ছা থাকে আর ॥

অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ ।

গুণসকীর্্তন কর কৃষ্ণে অমুরাগ ॥

নটবরশেখর স্তম্ভর শ্রামতহু ।

চৈতন্যলীলমণিকান্তি করে বর-বেণু ॥

পীতাম্বরধর বর বনমালা গুলে ।

সে প্রভুকে নাহি ভজ গোপীগণ-মেলে ॥

শুনিঞা সুরারিগুণ প্রভু-আজ্ঞাবাণী ।

কাতর হইয়া কহে পড়িয়া ধরনী ॥

প্রভুর চরণে করে বিনয় বিস্তর ।

লজ্জিবারে নারি প্রভু সংসার ত্যক্তর ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিনী অনন্ত ।

জিনিতে না পারে মায়া বড়ই ছরন্ত ॥

আমি মহাধম কিবা শক্তি আমার ।

সংসার জিনিঞা পদে ভকতি তোমার ॥

হুঃখিত দেখিয়া যদি কৃপা কর মোরে ।

করুণাবিগ্রহ প্রভু তবই তোমারে ॥

এতকাল গুপতে আছিল প্রেমধম ।

প্রকট করিলা প্রভু করুণা-কারণ ॥

তোমার পদারবিন্দ-সকল-প্রেম ।

পিবন্ত আমার জন মুখর হেন ॥

এই বর দেহ মোরে করুণাসাগর ।
 যুগা না করিহ মোরে মো অতি পামর ॥
 ঐছন কাতরবাণী শুনিয়া ঠাকুর ।
 করুণা বাঢ়িল হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥
 হাসিয়া কহয়ে প্রভু শুনহ মুরারি ।
 অচিরে অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোমারি ॥
 তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর ।
 অতি মহাপুঙ্কমতি ভক্ত স্নেহচুর ॥
 কৃষ্ণসেবা করে নিতি লঞা ব্রাহ্মগণ ।
 সর্বভাবে ভজে বিশ্বস্তরের চরণ ॥
 নাম-গুণ-সংকীৰ্ত্তন করে নিতি-মিতি ।
 অহুজ রামের সনে কবরে পিরিতি ॥
 জ্যোত্সেবা-পরায়ণ শ্রীরামপণ্ডিত ।
 দুইজন মিলি গার কৃষ্ণগুণগীত ॥
 শ্রীবাস-শ্রীরাম প্রভুর প্রিয় দুইজন ।
 তার সনে ক্রোড়া করে আনন্দিত মন ॥
 তার ঘরে নাচে প্রভু তা সতার সনে ।
 ঋণিল ঠাকুর যেন বেঢ়ি ঋষিগণে ॥
 হেনমতে কোতুকে আনন্দে দিন যায় ।
 শতশত শিষ্যগণ আনন্দে পড়ায় ॥
 শিষ্যে শিষ্যে মিলি তারা করে অহুমান
 আছিল তাহাতে এক বড়ই অজ্ঞান ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে সেহ মারা এক ।
 অবোধ ব্রাহ্মগুণে ইহা বলিলেক ॥
 শুনিঞা ঠাকুর দুই-কর দিল কাণে ।
 তখন চলিলা প্রভু স্বরূপী মানে ॥
 স-বসনে শিষ্যবর্গসনে গজানান ।
 সপুলক ঘনঘন লয় হরিনাম ॥
 পাণিষ্ঠ অখর ছার পাশু-চরিত্র ।
 দুর্বচনে কণ-মোর কৈল অপবিত্র ॥

ইহা বলি ঘনঘন লয় হরিনাম ।
 কহয়ে লোচন গোরা সর্বগুণধাম ॥
 করুণা রাগ ॥
 আর অপরূপ কথা কহিব এখন ।
 সাবধানে শুন সতে হইয়া এক মন ॥
 গোরাগুণ কহিতে পুলক বাঞ্ছে গা ।
 অখণ্ড পীয়ুষ গোরা-গুণের পরভা ॥
 শ্রীনিবাস-আদি যত শিষ্যবর্গ সঙ্গে ।
 অবৈত-আচার্য্য দেখিবারে হৈল রঙ্গে ॥
 কেহো গীত গায় কেহো লয় হরিনাম ।
 হরিহরি-বোল বোলে নাহিক উপাম ॥
 আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ গায় ।
 আপনা না জানে গোরা গুণের প্রভায় ॥
 আপাদ মন্তক পুলক দুই আঁধি ।
 টলমল করে তারা গোরা মুখ দেখি ॥
 মাল সাট মারে কেহ ছড়কার নাদে ।
 ভূমিতে লোটাঞা সব পারিষদ কান্দে ॥
 এই মনে আনন্দে সানন্দে যায় পথে ।
 অবৈত-আচার্য্য গোসাঞি দেখিবার চিতে ॥
 অবৈত-আচার্য্য-গোসাঞি উঠিল দেখিয়া ।
 নগুণরসায় করে ভূমিতে পড়িয়া ॥
 সম্মুখে আচার্য্যগোসাঞি পড়িল চরণে ।
 বিশ্বস্তর স্তুতি করে কাতর বচনে ॥
 অামা হেন কোটা অবৈতের শিরোমণি ।
 প্রণতি করিয়া বোলে লোটাঞা ধরণী ॥
 অন্তোন্তে দোহে দোহা আসিজন করে ।
 দোহারে নিঃশব্দ দোহে অসুখজনকে ॥
 আসন বসিয়া প্রভু কৃষ্ণ দিক কথা ।
 মনোহর পাণ্ডুর প্রেরণা দাতা ॥

শুনিয়া আচার্য্য গোলাঞ্চি বলিল বচন ।
 পাষতীকে গালি দিতে রাজা হু-লোচন ॥
 পাষণ্ড কহয়ে কলিযুগে ভক্তি নাই ।
 সাক্ষাতে দেখুক ঠেবে চৈতন্ত গোলাঞ্চি ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভুর প্রকৃষ্ট অধর ।
 কহিতে লাগিলা কিছু গম্ভীর উত্তর ॥
 ভক্তি নাই কলিযুগে আর আছে কি ?
 ভক্তিমাত্র আছে তেঞি সংসারেতে জী ॥
 কলিযুগে ভক্তি নাই বলে যেই জন ।
 নিরর্থক তার অন্ন শুন সৰ্বজন ॥
 কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরসর মায়া ।
 কলিযুগ হেন কোন যুগে নাই দয়া ॥
 হেনই সময়ে সে পণ্ডিত ত্রিনিবাস ।
 কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাল ॥
 সম্মুখে দেখে প্রভু পাষতী ব্রাহ্মণ ।
 কৃষ্ণমহোৎসবে বাধা দিবেক এখন ॥
 এই মহাপাষণ্ড সে বড় হুয়াচার ।
 বিজ্ঞা-অভিমাণে করে বড় অহঙ্কার ॥
 তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে ।
 এথা না আসিব এই হুই হুয়াচারে ॥
 না আইল ব্রাহ্মণ সে মায়া-বিমোহিত ।
 ক্রীড়া করে মহাপ্রভু হরষিত চিত ॥
 ত্রিনিবাস-ভূজে এক ভুজ আরোপিয়া ।
 গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া ॥
 নরহরি-অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া ।
 শ্রীরঘুনন্দনমুখ কান্দয়ে হেবিয়া ॥
 শ্রীরামপণ্ডিত-অঙ্গে দিয়া পদাম্বুজ ।
 ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আচার্য্য সম্মুখ ॥
 চৌদিকে বৈষ্ণব করে গুণসংকীৰ্ত্তন ।
 মধ্যে মধ্যে নাচে প্রভু গটীর নন্দন ॥

যেন রাসমহোৎসবে বেড়ি গোপীকন ॥
 কীৰ্ত্তনের মাকে এইমত শ্রুশোভন ॥
 এইমনে কথোক্ষণে নৃত্য অবসানে ।
 হরষিত অধৈত-আচার্য্য সীতা সনে ॥
 তবে তার স্বরে প্রভু জোজন করিল ।
 শ্রুগন্ধি চন্দন মালা অঙ্গে পরাইল ॥
 অধৈত-আচার্য্য ধন্য আপনা মানিল ।
 আমাবে প্রভুর দয়া এবে সে ভানিল ॥
 অধৈতের গণ কান্দে চরণে পড়িয়া ।
 বিশ্বস্তর কোলে করে সভারে ধরিয়া ॥
 নিজনামগুণে প্রভু নাচিয়া গুণটয়া ।
 ঘরেরে আইলা প্রভু নিজজন লঞা ॥
 আর দিন মহাপ্রভু বসি নিজ ঘরে ।
 অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা কহয়ে সত্যকে ॥
 একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিক্রপ স্থিতি ।
 আপনে সে এক আত্ম-রূপে আছে ক্ষিতি ॥
 ইহা বলি হস্ত মেলি পুন ক্তরে স্তুতি ।
 দেখায় সভারে এইমত মোর স্তুতি ॥
 পুন কহে তত্ব সত্ত্বামাত্র স্বরূপিণ ।
 ভাবের আবেশে তাথে শুন সৰ্বজন ॥
 তথ্যপি সজ্ঞপে সেই করিয়ে যতন ।
 এক জ্ঞান বিনে মুক্ত না হয় কখন ॥
 বিশেষ সংসার অন্ধ জানিতে না পারে ।
 মুক্তবন্ধ হয় যদি এক জ্ঞান করে ॥
 মুক্তি বিহু কৃষ্ণ জ্ঞান নাই হয় কতু ।
 এতেক বলিয়ে শুন জ্ঞানগম্য প্রভু ॥
 হের দেখে মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি ।
 মধুএ মিশ্রিত এক ঘৃণা করি চারি ॥
 হর্গন্ধ লাগিয়া তাহা না করে বতন ।
 একাঙ্গুলি মধু জিহবা লিখে যে রসন ॥

এক অব্যয় সেই ভগবান যাক ।
 ইহা বহি মুক্ত হইবারে নাহি পায় ॥
 এইমনে জান যোগ কহে নানা বিধি ।
 কণেকে রহিলা নিশবদে গুণনিমি ॥
 জ্ঞানগম্য কৃষ্ণ প্রভু কহিলা সত্তারে ।
 কৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-ধ্যান কর সর্বসারে ॥
 কৃষ্ণপাদাম্বুজ-ধ্যান করয়ে তখন ।
 হরিহরি বলি পাদাম্বুজ-সঙ্গরণ ॥
 রাখা সঙ্গে চিত্তানন্দ শ্রাম তিরিত্তী ।
 মদনমোহন নটবর বহরজী ॥
 বৃন্দাবন-মাঝে নব-রতন-মন্দিরে ।
 বল্লবজ্বলন্তী সব বেঢ়ি মনোহরে ॥
 কোকিল মধুর সারী শুক অলিকূলে ।
 প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নানা ফুলে ॥
 চিত্তামণি-ভূমি কল্পতরুগণ যত ।
 কামধেনুগণ যে সুরভিগণ যুথ ॥
 যমুনা-বেষ্টিত মনোহর অতি শোভা ।
 সে রসলাবণ্য দেখি লক্ষ্মী মনোলোভা ॥
 উঠিল প্রেমার ধারা বহে ছ-নরানে ।
 পুলকিত কলেবর অরুণ বদনে ॥
 কণে হাসে কণে কান্দে কণে নাচে গায় ।
 কহিল বচন প্রভু গদগদভাবায় ॥
 এইছন আমার যেই যেই ভক্তগণ ।
 নিজগুণে পবিত্র করয়ে জিতুবন ॥
 ইহাবলি দ্বষ্ট এত নিজভক্তজন ।
 নাচারে সবরে প্রভু নাচরে আপনে ॥
 এইমনে সুখে প্রভু বসে নবদীপে ।
 নিজভক্তগণ সনে গজার সমীপে ॥
 অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি তারপর দিনে ।
 নবদীপে আইলা বিখ্যাত দরশনে ॥

গিরীজিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাস ধীরে ।
 আগমন চাহি আচার্য্য নান পূজা করে ॥
 শ্রীনিবাসঘরে প্রভু আনন্দিত ইনে ।
 দণ্ড আগে পুষ্প দিয়া কহিল বচনে ॥
 গদাপূজা কৈল এই দ্বষ্ট নাশিকারে ।
 আমার ভকতহিংসা ঘেইজন করে ॥
 টহাতে নাশিব আমি সেট সৰ্ব জন ।
 সত্তা-বিভ্রমানে প্রভু কহিল বচন ॥
 মোর ভক্তদেবী এক আছে দ্বষ্টজন ।
 কুঠব্যাদি হৈবে সেট অনেক জনম ॥
 পৈশাচ-নরকে বাগ করাইব আমি ।
 বিড়ভূজ শূকর সেই হইবে আপনি ॥
 তাহার শিষ্যের আমি করাইব দণ্ড ।
 আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড ॥
 বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন ।
 এথাই আমার সেই হৈল মহাবন ॥
 ব্যাত্র সদৃশ কেহো কেহো বা পাষণ্ড ।
 বৃকের সদৃশ কেহো তুণের সমান ॥
 পশুর সদৃশ করি মানি কোনজন ।
 এতেক বলিয়ে মোরে এই মহাবন ॥
 অদ্বৈত-আচার্য্য এথা না আইল শুনি ।
 এথা না আইলা তথা যাইব আপনি ॥
 হেনট সময়ে আচার্য্য আটলা আচম্বিত ।
 প্রভুর সম্মুখে গিয়া হৈলা উপনীত ॥
 পাদাম্বুজ সন্নিকটে উপসন্ন হৈয়া ।
 দণ্ডপরগাম করে ক্রমেতে পড়িয়া ॥
 তার কর ধরি প্রভু বোলয়ে বচন ।
 এথা আগমন মোর তোহার কারণ ।
 মোর পাদপঙ্ক নিজমস্তকে ধরিয়া ।
 তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিলা কান্দিয়া ॥

ভাগবতচিহ্ন তুমি হৃদয়ে আনিলা ।
 তোমার নিরীতি লাগি মোরে সতে পাইলা ॥
 ইহা বলি মহাপ্রভু খট্টার বসিলা ।
 নাচিবার তরে আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা ॥
 তবে সেট অধৈত-আচার্য্য বিজবর ।
 দশঅবতার গীতে নাচিলা বিস্তর ॥
 শ্রীবাসপণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ ।
 আমন্থে বিহ্বল করে গুণ-সংকীৰ্ত্তন ॥
 তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান ।
 হুট্ট হৈঞা বৈল তারে প্রসন্নবরান ॥
 এসব বালক তোর প্রেমমাগে মোরে ।
 দিল প্রেমভক্তিদান কহিল তোমারে ॥
 প্রভুর এবোল শুনি হুট্ট আচার্য্য ।
 অন্তরে জানিল সিদ্ধ হৈল সৰ্ব্ব কার্য্য ॥
 আচার্য্য কহরে প্রভু শুনহ বচন ।
 এই সব জন তোর পদপরায়ণ ॥
 তকত বৎসল প্রভু করুণাসাগর ।
 প্রেমধন দিয়া সব ভক্ত স্বকা কর ॥
 তবে সেই সবজন প্রভুপাশে গিয়া ।
 বসিলা আসন করি প্রভুকে বেঢ়িয়া ॥
 সচক্ষি রজনী শোভিত নিগন্তর ।
 আচার্য্য দেখিয়া পুন কহিল উত্তর ॥
 কমলাক্ষ তুমি মোর পরম ভক্ত ।
 তোমার কারণে আমি হৈলাম বেকত ॥
 মোর নৃত্য-গীতে হইবে তুমি সুখী ।
 সবজন ভক্তিপর হউ ইহা দেখি ॥
 এ বোল শুনিঞা সেই শ্রীবাসপণ্ডিত ।
 কহরে-প্রভুর আগে সব সমুচিত ॥
 এক নিবেদন প্রভু শুন মোর বোল ।
 কহিতে ডরাউ পুন চিন্ত উত্তরোল ॥

একটী সন্দেহ পুছো জনের কার্য্য ।
 তোমার কি ভক্ত এই অধৈত-আচার্য্য ॥
 ইহা শুনি ক্রোধমুখ গৌর ভগবান ।
 তৎসিতে লাগিলা ক্রোধে অরুণরান ॥
 উদ্ধব অক্রুর মোর প্রিয় দুইজন ।
 আচার্য্য বাসহ তুমি তা সভাকে ন্যূন ॥
 ভারতবরষে নহে আচার্য্য সমান ।
 আমার ভক্তত আছে হেন কোনজন ॥
 এতেক বলিয়ে তুমি অজান ব্রাহ্মণ ।
 আচার্য্যসমান মোর ভক্ত নাহি আন ॥
 বৈষ্ণবের রাজা সেই মোর আত্মা বলি ।
 অগতের কৰ্ত্তা তারিবারে আইলা কলি ॥
 শাস্ত্রে মহাবিশু বলি করে নিরূপণ ।
 সেজন অধৈত ভক্ত-অবতার জান ॥
 এবোল শুনিঞা বিপ্র অন্তরে জ্ঞানস ।
 নিশবদে রহে বিপ্র মুখে নাহি ভাষ ॥
 তবে সেই গৌরহরি বোলে পুনর্বার ।
 অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিস আর ॥
 যদি বা অধ্যাত্মবানে দেখি শুনি তোমা ।
 তবে পুন তোসভারে নাহি দিব প্রোষা ॥
 জ্ঞানকর্ম্ম উপেখিলে কৃষ্ণপর হর ।
 ইহা জানি জ্ঞানকর্ম্ম না কর আশ্রয় ॥
 এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাসপণ্ডিত ।
 এই বর দেহ তাহা পাসরুক চিত ॥
 মুরারি কহরে আমি অধ্যাত্ম না জানি ।
 প্রভু কহে কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি ॥
 এ বোল শুনিঞা সতে আনন্দিত মন ।
 অন্তরে করিল আজ্ঞা করিব পালন ॥
 হরিহরি-পাদাঙ্গু মধুমন্ত তারা ।
 আমন্থে নাচয়ে তারা দেবতার পায়া ॥

হেন অদম্বত কথা নদীরাবিহার।
কহিল লোচন গোরা-শ্রেয়ের প্রচার ॥

কোটি কুমুদমত, জিনিঞা বিনোদ তনু,
তাঁহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥
লাখলাখ পূর্বিমার চান্দে, জিনিয়া বিনোদ
ছান্দে,

সিকুড়া রাগ।

তাঁহে চারু চন্দনচন্দ্রমা।

অরুণ কমল আঁখি, তারা যেন ভুজপাখী,
ভুবুভুবু করুণা-মরকে।

নয়ান অঞ্চল অলে, স্বরস্বর অমিয়া স্বরে,
অনম মুগধে পায় প্রেমা ॥

বদন পূর্বিমার চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাঁহে কত প্রেমার আরম্ভে ॥

মাতিল কুঞ্জর গতি, ভাবে গরগর অতি,
কণে হাসে চমকিলা চায়।

আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে,
শচীর কলালচান্দ নাচে।

কামিনীমোহন বেশ, গেরিতে ভুলিল দেশ,
মদন বেদন হেরি পায় ॥

অয় অয় মঙ্গল পড়ে, দেখিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে ॥ ঞ ॥

কি দিব উপমা তার, করুণাবিগ্রহ সার,
হেন রূপে মোর গোরারায়।

পুলক ভরিল গায়, স্বর্ষ বিন্দু বিন্দু তায়,
লোমচক্রে সোণার কদম্ব।

প্রেমার নদীয়ালোকে, নাহি দিবানিশি তাকে,
আনন্দে লোচন গুণগায় ॥

প্রেমার আরম্ভে তনু, জিনি প্রভাতের ভাঙ্গু,
আধবাণী রাখে কঙ্কুষ্ঠে ॥

শ্রীপাদপদুম গন্ধে, বোঁচি দশ নখচান্দে,
উশরে কনকবক রাজে।

যথারাগ ॥
মোর-প্রাণ আরে গোরারচাঁদ নায়ে হয় ॥ ঞ ॥

যখন জাতিয়া চলে, বিজুরী বলমল করে
চমকিত অমর সমাজে ॥

তবে মহাপ্রভু সেই বসি সিংহাসনে।
চৌদিকে বসিয়া আছে নিজভক্তগনে ॥

সপ্তদ্বীপা মহীমাঝে, তাঁহে নবদ্বাপ সাজে,
তাঁহে নব প্রেমার প্রকাশ।

শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহে এক উক্তি।
তোমার নামের তুমি কি জান বৃৎপতি ॥

তাঁহে নব গৌরহরি, হরিগুণ কীর্তন করি,
আনন্দিত এ তুমি আকাশ ॥

শ্রীবিষ্ণু ভক্ততির তুমি কেবল আশাস।
এতেকে বলিয়ে তোর নাম সে “শ্রীবাস”

সিংহের শাবক হেন, গভীর গর্জন যন,
হকার হিলোল প্রেমাসিকু।

তবেত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথ।
আমার তকত তুমি বুল মোর সাথ ॥

হরিবোল হরিবোলে, অগত পড়িল ভোলে,
হুকুল খাইল কুলবধু ॥

মুরারি দেখিয়া প্রভু বোলে পুনর্বার।
পড়হ আপন শ্লোক শুনিব তোমার ॥

অন্দের ছটাক যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাঁহে লীলারসের বিলাস।

এবোল শুনিঞা সেই মুরারি চতুর।
পড়য়ে কবিশ্রু নিজ শুনয়ে ঠাকুর ॥

তথাহি মুরারি গুপ্ত কৃত ঈশৈতন্তরিতে,
দ্বিতীয় প্রক্ৰমে সপ্তমসর্গে—

‘রাজংকিরীটমণিদীপিতদীপিতাংশ-
মুগ্ধদ্রহস্পতিকবিপ্রতিমে বহত্তম্ ।
যে কুণ্ডলেহরহিতেন্দুসমানবস্তঃ
রামং জগজ্জরগুরুং সততং ভজামি ॥
উদ্ধৃষিভাকরমরীচিবিবোধিতাজ-
নেত্রং সুবিশদশনচ্ছদচাক্রনাসম্ ।
শুভ্রাংশুরগ্নিগরিনিজিতচাক্রহাসং
রামং জগজ্জরগুরুং সততং ভজামি ॥’

এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি ।
মুরারি-মন্তকে পদ দিলা ছুট খানি ॥
‘রামদাস’ বলি নাম লিখিলা কপালে ।
মোর পরদানে তুমি ‘রামদাস’ হৈলে ॥
রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয় ।
মুঞি তোম রঘুনাথ জানিহ নিশ্চয় ॥
ইহা বলি রাম রূপ দেখাইল তাবে ।
জানকী সহিত সাজোপাজ সব মেলে ॥
শুব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে ।
জয় জয় রঘুবীর শচীর কোঙরে ॥
বারবার উঠে পড়ে লোটাঞা ধরনী ।
বহুবিধ শুব করে অছুরবানী ॥
মুরারিকে কৃপা করি বলিলা বচন ।
আমার ভকতি বিহু নাহি জান আন ॥
যদি তোম ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ ।
তথাপিহ রস আশ্বাদিহ রাখানাথ ॥
সঙ্কীৰ্ত্তনধৰ্ম্মে রাখাকৃষ্ণ গাও যাইয়া ।
করিহ আমাতে ভক্তি শুন মন দিয়া ॥
ইহা বলি শ্লোক এক পড়িলেক নিজ ।
মোর শ্লোক শুন অহে শ্রীনিবাস দ্বিজ ॥

তথাহি শ্রীমত্তাগবতে—

‘ন সাধরতি মাং বোণো ন সাংখ্যঃ বর্ষ উজ্জব ।
ন বাধ্যায়ত্তপত্যাগো বখা ভক্তির্বমোজিতা ॥’

পট্টিয়া কহিল শুন শুন সর্বজন ।
তোমরা করিহ এইমত আচরণ ॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের কথা অহুসরি ।
করিহ আমাতে ভক্তি সুখ পাবে বড়ি ॥
শ্রীরামপণ্ডিত শুন আমার বচন ।
তোমার জ্যেষ্ঠের মত কর আচরণ ॥
এতেক জানিঞা কর শ্রীবাগের সেবা ।
ইহা হৈতে পাবে তুমি মোর পদ-প্রভা ॥
এতেক কহিল প্রভু ভকতবৎসল ।
করুণায়ে অরুণ আঁখি করে ছলছল ॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত চকুর ।
নিবেদন কৈল দুহু ভুজয়ে ঠাকুর ॥
গন্ধ চন্দন মালা সুবাসিত পুষ্প ।
ধূপ নীপ নিবেদন করিল সমুখ ॥
গ্রহণ করিল প্রভু আনন্দিত মনে ।
অবশেষে দিল যত যত ভক্তজনে ॥
এইমতে কোতুকে সকল নিশি গেল ।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেয়ে চলিল ॥
জানপূজা সতাই করিলা নিজঘরে ।
পুনরপি গেলা পাদাভূজ দেখিবারে ॥
হাসিয়া কহিল প্রভু শুন অদভুত ।
আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত ॥
ঠাঁহার মহিমা তব কে কহিতে জানে ।
বড় পুণ্য ভাগ্যে আজি দেখিব নয়ানে ॥
হের রাম নারায়ণ মুরারি মুকুল ।
সত্বরে জানহ কোথা আছে নিত্যানন্দ ॥
হেন রূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল ।
সত্বরে চলিলা গ্রাম দক্ষিণে চাহিল ॥
বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার ।
পাদাভূজ সন্নিকটে আইলা পুনর্বার ॥

করলোড় করি কহে ঠাকুরের আগে ।
 বিচার করিয়া তার না পাইল লাগে ॥
 পুনরপি কহে প্রভু শুন সর্বজন ।
 বিচারী করহ সতে আপন আশ্রম ॥
 প্রভুর আজ্ঞায় সতে চলিলা সত্তর ।
 একে একে গেলা সতে আপনার ঘর ॥
 সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র চইয়া ।
 প্রভুবিশ্রমানে সতে মিলিলা আসিয়া ॥
 পথে যাইতে 'মুরারি' বলিয়া ডাকে পহঁ ।
 না দেখিলে অবধূত বলি হাসে লহ ॥
 নন্দন আচার্য্য ঘরে আছে মহাশয় ।
 আশিষ যাইব তথা কহিল নিশ্চয় ॥
 এ বোল শুনিয়া সতে হরষিত হঞা ।
 চলিলা ঠাকুর সঙ্গে জয়জয় দিয়া ॥
 পথে যাইতে ঘনঘন হরিহরি বোলে ।
 গুণপুলকিত কণ্ঠ গদগদরোলে ॥
 নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা ।
 চলিতে না পারে প্রেমে সোণার কিশোরা ॥
 ক্ষণে সিংহপরাক্রমে পদ চারি যায় ।
 মত্ত করিবর যেন উলটিয়া চায় ॥
 নব অলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ ।
 ঘনঘন হৃদহার আনন্দ উদ্গাদ ॥
 এই মনে আনন্দে সানন্দে চলি যায় ।
 দেখিল ত অবধূত নিত্যানন্দরায় ॥
 আরক্ত গৌরাজ কান্তি পরম সুন্দর ।
 বলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর ॥
 কটিতে পীতবাস বিরাজিত শোভা ।
 শিরে লটপটি পাগ চম্পকের গাভা ॥
 চলিতে নৃপুত্র পদে ঝনঝনি শুনি ।
 কুরঙ্গনয়নী চিত্ত তরল সন্ধানী ॥

হাসিতে বিজুরী যেন খসিয়া পড়িছে ।
 কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে ॥
 মেঘ জিনি গর্জ্জন গম্ভীরশব্দ শুনি ।
 কলি-মত্তহাথীর দমন সিংহমণি ॥
 মাতল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর ।
 প্রসন্নবদনে প্রেমধারা নিরন্তর ॥
 পুলকে আকুল অঙ্গ প্রেমে ডগমগি ।
 কম্পস্বেদ আদি ভাব রস অচবাঙ্গী ॥
 কলিদর্পদমন কনকদণ্ড করে ।
 রাতা-উপতল করতল মনোহবে ॥
 অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেয়ুর কিঙ্কিনী ।
 গণ্ডযুগে কুণ্ডল যেমন দিনমণি ॥
 পড়িয়া পড়িয়া উঠে বোলয়ে সাঙাল ।
 সভাকে পুছয়ে কাঁচা কানাঞা গোয়াল ॥
 অলৌকিক বাল্যভাবে ক্ষে। কান্দে হাসে ।
 মধু দেহ বলি ক্ষণে রেবতী প্রশংসে ॥
 ক্ষণে যুগপদ করি লাফে লাফে যায় ।
 এক করে আর বোলে বুঝনে না যায় ॥
 অঙ্গের সৌরভে যত কুলবধুগণ ।
 কুলবধুমদ তারা ছাড়িলা তখন ॥
 ভূমিতে লোটাঞা প্রভু পরণাম কবে ।
 করিল মধুর স্তুতি বিনয় অক্ষরে ॥
 পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দ রায় ।
 দৌহার চরণ দৌছে ধরিবাবে চায় ॥
 দৌছে আচ্ছিন্দ করে কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 কতি ছিলা বলি হাসে শ্রীমুখ চাতিয়া ॥
 সকল অবনী আমি ফিরিয়া আটলুঁ ।
 কোথাহ তোমার লাগ মুক্তি না পাইলুঁ ॥
 শুনিলাঙ গোড়দেশে নবদ্বীপপুরে ।
 ধুকাঞা রঙাছে তথা নন্দের কুমায়ে ॥

চোর ধরিবারে আমি আইলাও এথা ।
 ঋয়িরাছি চোর আজি পলাইবা কোথা ॥
 ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে ।
 গৌরাজ্ঞ আনন্দে কান্দে নিত্যানন্দ কাছে ॥
 কলিদর্প নাশিতে পাটল নিত্যানন্দ ।
 তারিমু পতিত পল্লু জড় আদি অন্ত ॥
 নিত্যানন্দ প্রতাপে পবিত্র জিতুবন ।
 না জানে পাষণ্ডী মূৰ্খ হুরাচার জন ॥
 সভাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ-কান্দে ।
 এই কথা বলিলেন প্রভু গৌরাচান্দে ॥
 ভূমিতে লোটোঞা প্রভু পরণাম করে ।
 কহিল মঙ্গল কথা বিনয় অকরে ॥
 হরিগুণসঙ্কীৰ্ত্তন করয়ে আনন্দে ।
 আপনে নাচয়ে নিত্যানন্দ করি সঙ্গ ॥
 নৃত্য সঞ্চরিয়া সে বসিলা সেইখানে ।
 আনন্দিত সৰ্বলোক দেখয়ে নরানে ॥
 তবে নিত্যানন্দপদ-অরবিন্দ ধূলি ।
 আপনে আনিঞা দিল ভক্তশিরোপরি ॥
 নিত্যানন্দ পদধূলি পাই ভক্তগণ ।
 শ্রেষ্ঠে গরগরচিত্ত ঝরয়ে নয়ন ॥
 এইরূপে কোতুকে আছিল কথোক্ষণ ।
 স্বরেয়ে চলিলা প্রভু শচীর নন্দন ॥
 পথে যাটতে কহে নিত্যানন্দের মহিমা ।
 জিতুবনে দিতে নাঞি তাহার উপমা ॥
 শুন শুন সৰ্বজন-আমার বচন ।
 কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ ॥
 আগে জ্ঞান হয় তবে উপজয়ে ভক্তি ।
 তবে সে জনমে লক্ষ্যভোগের বিরক্তি ॥
 এইমনে দিনে দিনে বাঢ়ে অহুদিন ।
 কৃষ্ণ-অমুরাগ বাঢ়ে হয় পরবীণ ॥

আর দিন মহাপ্রভু আপনার ঘরে ।
 নিমজ্জন কৈল নিত্যানন্দ ত্রাসবরে ॥
 ভিক্ষা-অনন্তরে অঙ্গে লেপিল চন্দনে ।
 দিব্যমালা নিবেদিল পূজার বিধানে ॥
 নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াল্য নরান ।
 পিরিতিপাগল হঞা হেরয়ে বরান ॥
 প্রভু বোলে নিজপুত বলিয়া আনিবে ।
 আমারে অধিক করি ইহারে পালিবে ॥
 পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ মুখ চাহে ।
 মোর পুত্র তুমি হৈলে শচীদেবী কহে ॥
 মোর বিশ্বস্তরে রূপা করিবে আপনে ।
 আজি হৈতে তোরা হই আমার নন্দনে ॥
 বলিতে বলিতে শচীর অশ্রু নেত্র ঝরে ।
 পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে ॥
 মাতৃভাবে নিত্যানন্দ শচীর চরণে ।
 দণ্ডবত করি বোলে মধুর বচনে ॥
 যে মাতা কহিলে তুমি সেই সত্য হয়ে ।
 তোমার পুত্র বটেঁ। মুক্তি জানিহ নিশ্চয়ে ॥
 পুত্র অপরাধ কিছু না লইবে মাতা ।
 তোমার পুত্র বটেঁ। মুক্তি জানিবে সৰ্বথা ॥
 নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরাগী ।
 নয়নে গগয়ে নীর গঙ্গাগর বাণী ॥
 এইমনে স্নেহরসে সতে গরগর ।
 দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর ॥
 গার দিন শ্রীবাসপণ্ডিত ভিক্ষা দিল ।
 তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল ॥
 অনেক সন্তোষ পাইল শ্রীবাসের ঠাঞি ।
 ভিক্ষা করি সেই দিন বঞ্চিলা তথাই ॥
 সেইরূপে মহাপ্রভু গৌর ভগবান্ ।
 শ্রীবাস আলয়ে গেলা প্রসন্ন বরান ॥

দেবালয়ে প্রবেশিয়া বসি দিব্যাসনে ।
 কহিল প্রমাণ এই দেখ বিশ্বমানে ॥
 আমার কারণে তুমি কৈলে পরিশ্রম ।
 এখনে আমারে তুমি দেখহ নয়ন ॥
 এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ হাসিবর ।
 সাদরে নিরিখে বিশ্বস্তর কলেবর ॥
 তব না বুঝে কিছু বিশেষ তাহার ।
 কি কার্যে করিল এতু ইজিত-আকার ॥
 তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।
 নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর ॥
 সবজন হও এই মন্দির বাহির ।
 কহিল সত্তারে এই বচন গম্ভীর ॥
 মন্দির বাহির হৈলা আজ্ঞা পালিবার ।
 সবিশেষ কথা কিছু কহে আপনার ॥
 ষড়্ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে ।
 চতুর্ভুজ হঞা দুই ভুজ হৈল পাছে ॥
 দেখিয়া ঐছন রূপ-অতি অদভূত ।
 পূৰ্বে অঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত ॥
 দেখিল আমার প্রভু প্রকাশ হইলা ।
 এক সঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা ॥
 রাম, কৃষ্ণ, গৌরান্দ দেখিল দিব্য তরু ।
 পশ্চাত দেখিল নবকিশোর রাধাকাণ্ড ॥
 হরিবে নাচয়ে প্রভু আনন্দ অপার ।
 দিগবিদিগ্ নাহি জানে প্রেমার পাথার ॥
 হেন অদভূত কথা শুন সৰ্বজন ।
 গৌরা গুণগাথা স্নেহে কহয়ে লোচন ॥

তুড়ী রাগ ।

আর অপরূপ কথা কহিব এখন ।
 না দেখিলে না শুনিলে হেন আচরণ ॥

চাতুরী না খুচে ছার পার্শ্বাণ্ড-স্থির ।
 অড়িত অন্তর তার এ বিশ্বমায়ায় ॥
 নির্মল হইবে যদি শুন গোরাগুণ ।
 ভববাধি নাশিবার এই সে কারণ ॥
 একদিন রাত্রি যায় তৃতীয়প্রহর ।
 আঁচরিতে রোদন করয়ে বিশ্বস্তর ॥
 বিম্বিত হইয়া আই পুছেন পুত্রে ।
 কি লাগি কান্দহ বাপু কহনা আমারে ॥
 তোমার কান্দনা শুনি পোড়য়ে শরীর ।
 ধরিতে না পারি অঙ্গ বকে মেলে চির ॥
 শুনিঞা মায়ের বাণী নিশব্দে রহে ।
 শয্যায় শুতিয়া যে দেখিল তাহা কহে ॥
 নবীন নীরদকান্তি দেখিলু পুঙ্খ ॥
 ময়ূরপাখার চূড়া অভূত স্ববেশে ॥
 কঙ্কণ কেয়ুর হার চরণে নুপুর ।
 ললাটে চন্দনচাঁদ কিরণ প্রচুর ॥
 পীতবস্ত্র পরিধান বংশী বামকরে ।
 দেখিলু বালক এক স্নান শরীরে ॥
 রোদন করয়ে আঁখি গলে দুইধার ।
 না কহিও কেহো যেন নাহি শুনে আর ॥
 ঐছন বচন শুনি শচী আনন্দিতা ।
 বিশ্বস্তর মুখোদিত অমৃতের কথা ॥
 বিশ্বস্তর পুঙ্খপূরিত সব দেহ ।
 বলমল করে অঙ্গছটা নিজ গেহ ॥
 হেনকালে নিত্যানন্দ অবধূতরায় ।
 শ্রীনিবাস ঘর হৈতে আটলা তথায় ॥
 আসিয়া দেখিল প্রভুর স্নান শরীর ।
 তেজোময় মণিবাছ এ নাতি গম্ভীর ॥
 দক্ষিণ করেতে গদা বামকরে বেণু ।
 করতলে পদ্ম বাঁধ করতলে ধনু ॥

তপতকাঞ্চন কান্তি হৃদয়ে কৌজুত ।
 মকরকুণ্ডল কর্ণে শোভে গগুযুগ ॥
 মরকতবৃত্ত হার শোভয়ে গলায় ।
 অদভূত বেশ দেখি অবধূতরায় ॥
 চতুভূজ দেহ ধর মুরলিকা নাট ।
 সেইমত রূপ সব দেখে মুখ চাট ॥
 ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভূজ আকাব ।
 লোক অমুগ্রহ রূপ চরিত্র তাহার ॥
 এ রূপ দেখিলা সেই অবধূতরায় ।
 নিজজনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায় ॥
 আবেষে নাচয়ে শেট বিবশ হঠয়া ।
 প্রেম-মহাজলনিধি প্রকাশ কবিয়া ॥
 শ্রীনিবাস নারায়ণ শ্রীরাম মুরাবি ।
 ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি ॥
 অদ্বৈত আচার্য্য বাড়ী যাব অবধূত ।
 তাহারে জানাইহ ইহঁই বড় অদভূত ॥
 হেনমনে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল ।
 শুনি সবজন হিয়া আনন্দ হঠল ॥
 নিত্যানন্দ সঙ্গে সতে চলিলা সত্বর ।
 আনন্দহৃদয়ে মেলা আচার্য্যের ঘর ॥
 প্রণাম করিয়া কথা কহিল সকল ।
 শুনিঞা আচার্য্য স্নেহে নাচয়ে বিহ্বল ॥
 দৌহে দৌহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে ।
 আচার্য্য নাচয়ে স্নেহে নাচে নিত্যানন্দে ॥
 আনন্দসমুদ্রে ডুবি রহিলা নির্ভয়ে ।
 ঘন ঘন হৃৎকার উঠয়ে হিল্লোলে ॥
 দৌহে গুপ্তকথা কহে গউর চরিত ।
 শুনিতে কহিতে দৌহে উনমত চিত ॥
 এইমনে আনন্দে আছিল দিনা দুই ।
 আনন্দে বৈক্য সব হরি গুণ গাই ॥

অদ্বৈতচরণে পুন নিবেদন করি ।
 সত্বরে চলিলা দেখিবারে পৌরহরি ॥
 প্রভুর সম্মুখে আসি পরণাম করি ।
 করজোড় করি সব কহয়ে মুরারি ॥
 আচার্য্যের ঘরে যত ভোগের রহস্য ।
 শুনি আনন্দিত প্রভু উগঞ্জিল হস্ত ।
 তার পরদিনে পুন আপনি আচার্য্য ।
 পদাশুজ দেখিবারে আইলা দ্বিজবর্ষ্য ॥
 শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু ।
 দেবতার ঘরमध्ये বসি হাসে লহ ॥
 দিব্য বীরাসনে প্রভু বসিয়াছে স্নেহে ।
 ঝলমল করে ঘর অপের ছটাকে ॥
 তপ্তকাঞ্চন জিনি শ্রীঅঙ্গের ছবি ।
 প্রেমায়ে অরুণ যেন প্রভাতের রবি ॥
 দিব্য অলঙ্কার মালা সুগন্ধি চন্দন ।
 পুর্ণিমার চন্দ্র জিনি স্নানর বদন ॥
 গদাধর নরহরি দুইদিগে এহে ।
 শ্রীরঘুনন্দন যে শ্রীমুখচন্দ্র চাহে ॥
 চৌদিগে বেষ্টিয়া ভক্তগণ তার পাশে ।
 নক্ষত্র বেষ্টিল যেন দ্বিজরাজ হাসে ॥
 নিত্যানন্দ বসিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দে ।
 বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাসে কান্দে ॥
 হেনই সময় সে আচার্য্য দ্বিজটাঁড় ।
 ঘনঘন হৃৎকার ছাড়ে সিংহনাদ ॥
 পুলকে তরল অঙ্গ আগাদ মস্তক ।
 অশ্রুগণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক ॥
 নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন ।
 পদাশুজে দিল দিব্য নবীন বদন ॥
 তুলসীমঞ্জরী দিয়া গুঞ্জিল চরণ ।
 সুগন্ধি মালতীমালা সুগন্ধি চন্দন ॥

দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ।
 আগনে সে মহাপ্রভু তুলিলা ধরিয়া ॥
 গুণা পরিগ্রহ করি গৌর ভগবান ।
 অবশেষে দিল নিজ ভক্তগণে দান ॥
 সেই বস্ত্র অলঙ্কার শোভয়ে শ্রীঅঙ্গে ।
 হরিহরি বলি নাচে তা সভার সঙ্গে ॥
 অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দরায় ।
 শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ গুণ গায় ॥
 সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দ উল্লাসে ।
 আগনা পাসরে তারা রসের আবেশে ॥
 সন্তে সভা প্রশংসিয়া বোলে ধনুধনু ।
 তুচ্ছ করি মানে সুখ কৈবল্য নির্ঝিণ্য ॥
 দিবানিশি নাই আনে প্রেমানন্দ সুখে ।
 নিরন্তর ভোলা তারা অন্তরকোতুকে ॥
 সূর্য্যোদয়ে নৃত্যারম্ভ হয়ে ত রজনী ।
 সন্ধ্যারে নাচয়ে সে অবধি দিনমণি ॥
 হেনমনে রাজিদিনে প্রেমানন্দে ভোরা ।
 নৃত্য অবসানে সন্তে আজ্ঞা দিল গোরা ॥
 স্নান দেবার্চনা সন্তে কর নিজঘরে ।
 পুনরপি আইস সন্তে ভোজন উত্তরে ॥
 সেইমত সর্ব্বজন ক্রিয়া সমাধিয়া ।
 পাদাশুজ সন্নিকটে মিলিলা আসিয়া ॥
 হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস ।
 কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর উল্লাস ॥
 কৃষ্ণপাদাশুজ মধুময়মত ভঙ্গ ।
 রসের আবেশে আইসে তরুণির সিংহ ॥
 আচম্বিতে নববীপে মিলিলা আসিয়া ।
 আইস আইস ডাকে প্রভু সন্তোষ করিয়া ॥
 নির্ভর প্রেমায় কৈল পাচু আলিঙ্গন ।
 আদেশিল মহাপ্রভু বসিতে আসন ॥

সুচতুর হরিদাস পরণাম করে ।
 আগনে ঠাকুর তার কর ধরি তুলে ॥
 সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার ।
 অঙ্গের প্রসাদ মালা দিল আগনার ॥
 ভোজন করিতে আজ্ঞা দিল ত ঠাকুর ।
 ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর ।
 এইমনে হরিনামগুণসঙ্কীৰ্ত্তন ।
 বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত মন ॥
 হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ ।
 শ্রীনিবাস আদি যত ভক্তগণ সঙ্গ ॥
 প্রেমানন্দ কোতুকে গোড়ায় দিবানিশি ।
 আচার্য্যে বিদায় দিল ঘরেরে যাহ আজি ॥
 আজ্ঞা পাঞা অদ্বৈত আচার্য্য ঘর গেলা ।
 যে দেখিল যে শুনিল সেই সুখে ভোলা ॥
 তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূতরায় ।
 প্রভু বিত্তমানে তেঁহো করিলা বিদায় ॥
 তার সঙ্গে অম্বুজি চলিলা ঠাকুর ।
 প্রেমে পাণটিতে নারে গেলা অতিদূর ॥
 ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূতরায় ।
 অনেক যতনে তেঁহো করিলা বিদায় ॥
 বিদায়সময়ে প্রভু কহে এক বাণী ।
 ইহা সভায় দেহ ত কোপীন একখানি ॥
 প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধূত ।
 সভাকারে দিলেন কোপীন অদভূত ॥
 আগনে কোপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া ।
 নিজভক্তগণে দিল সন্তাকে ডাকিঞা ॥
 কোপীনপ্রসাদ তারা পাইয়া কোতুকে ৮
 আনন্দ করিয়া তারা বাঞ্ছিল মন্তকে ॥
 নিত্যানন্দ পাদাশুজে করিয়া বিদায় ।
 প্রভুর সংগতি সন্তে নিজঘরে যায় ॥

ঘরেরে আইলা সতে হুঃখিত হিয়ার ।
 বাশ্পবলবল আঁখি বলিগ আলয় ॥
 কথোক্ষণে সতে আন দেবার্চন করি ।
 সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিবারে গৌরহরি ॥
 নিত্যানন্দ আইলা আচার্য্যগোসাঞির স্থানে
 হরিষে গৌরাজ্জ কথা কহে রাত্রিদিনে ॥
 তার পরদিনে এক কথা শুন সতে ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি পায় যবে ॥
 লোকবেদ আবাদিত অপক্লপ কথা ।
 অমৃতের সার বিশ্বস্তর গুণগাথা ॥
 দেখি সবজন প্রভু আলিঙ্গন দিয়া ।
 .আপনার গুণ শুনি বুলয়ে নাচিয়া ॥
 চৌদিকে সকল জন সুখে নাচে গায় ।
 আনন্দে বিহ্বল মাঝে নাচে গৌররায় ॥
 আচাৰ্য্যতে শ্রীনিবাস-কর ধরি করে ।
 কতি গেলা নাহি জানি প্রভু বিশ্বস্তরে ॥
 চৌদিকে সকল লোক নাচিতে গাহিতে ।
 মধ্যে মহাপ্রভু নাই না পাই দেখিতে ॥
 সবজন উপঞ্জিল অন্তরে তরাস ।
 কান্দয়ে সকল লোক গুণয়ে হতাশ ॥
 ভূমিতে লোটাঞা কান্দে স্থির নাহি বাঞ্চে ।
 নদীয়ার লোক সব গণিল প্রমাদে ॥
 ধাওয়াধাই সবলোক চাহে ঘরে ঘরে ।
 আঁখি মেলিবারে নারে নয়ানের জলে ॥
 বিব খাঞা সব জন মরিব আমরা ।
 কি লাগিয়া কতি গেলা মোর প্রভু গোরা ॥
 এতেক বিলাপ করে সব নিম্নজন ।
 শুনিঞা ধাইল শচী হঞা অচেতন ॥
 বসন সঘরে নাহি না বান্ধরে চুলি ।
 বুক কর হানি ধায় উন্নতি পাগলী ॥

বাপ্ বাপ্ বলি শচী ডাকে বিশ্বস্তরে ।
 ঘরেরে আইস বেলা দ্বিতীয় প্রহরে ॥
 কুলের প্রদীপ মোর নদীয়ার চান্দ ।
 নয়ানের তারা মোর কে করিল আন্ধ ॥
 সবজন আরাত দেখিয়া বিপরীত ।
 ভক্ততবৎসল প্রভু আইলা আচাৰ্য্যত ॥
 ঘোর অন্ধকারে যেন সূর্য্যের উদয় ।
 প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব-হৃদয় ॥
 চরণে পড়িয়া কেহো কান্দে আৰ্ত্তনাদে ।
 শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো নাচে উনমাদে ॥
 কেহ বোলে মহাপ্রভু তোর পদ বিনে ।
 অন্ধকার দশদিগ না দেখি নয়নে ॥
 উন্নতি পাগলী শচী পুত্র কোলে করে ।
 লক্ষলক্ষ চুষ দিল বদনকমলে ॥
 আন্ধলের লাড়ি মোর নয়নের তারা ।
 এ দেহের আত্মা তোমা বঁহি নাহি মোরা ॥
 শূন্য ইহাছিল মোর সকল সংসার ।
 গোরাচান্দ উদয়ে ঘুচিল অন্ধকার ॥
 মুরারি মুকুন্দদত্ত আর হরিদাস ।
 বিনয় করিয়া কহে শুন শ্রীনিবাস ॥
 তোমা বিনা নাহিক প্রভুর গ্রিয়দাস ।
 তোমার প্রসাদে এই চরণ প্রকাশ ॥
 আমি সব তোরে কিবা কহিবারে জানি ।
 আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি ॥
 ইহা বলি সতে মেলি হরিগুণ গায় ।
 শিরিতপাগল হঞা নাচে গৌররায় ॥
 হেন অপক্লপ কথা শুন সর্বজন ।
 নবদীপে পরটার পরিতি-রতন ॥
 ত্রিজগতে সুদূরভ এই প্রেমভক্তি ।
 হেন জন কেবা আছে লখিবারে শক্তি ॥

লখিমী অনন্ত কিবা শুক সনাতন ।
 এ প্রেমভক্তির কেহো না জানে মরম ॥
 হেন প্রেমভক্তি প্রভু করিল প্রকাশ ।
 আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

হেনমতে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর ।
 আপনা পাসরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর ॥
 স্বতন্ত্র হইয়া হয়ে শুকত অধীন ।
 সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন অভিনীত ॥
 আচম্বিতে একদিন ধন্য রম্য বেলে ।
 নিজজন সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্যাকালে ॥
 সভাকার অঙ্গ বস্ত্র নিল ত কাটিয়া ।
 আনন্দে হাসয়ে সভা বিনয় করিয়া ॥
 সবজন লজ্জায় অবশ ভেল তম্বু ।
 করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ চাটু করে পুহ ॥
 বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহু জিজগতরায় ।
 এমন করিতে প্রভু তোরে না জুয়ায় ॥
 এ ব্যোল শুনিঞা প্রভুর অধিক উল্লাস ।
 ক্রণেক অন্তরে জনে জনে দিল বাস ॥
 এই মনে বিহরয়ে রসিকশিরোমণি ।
 সর্ব রসদাতা প্রভু সবজন জানি ॥
 বস্ত্র দিয়া তুষ্ট কৈলা সর্ব নিজজনে ।
 আপনে নাচয়ে সঙ্গে নাচে ভক্তগণে ॥
 লীলাগতি চলে প্রভু লোক-অলঙ্কৃত ।
 তার নিজজন জানে তাহার ইজিত ॥
 শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ ।
 ইজিত বুঝিয়া বাঢ়ে সভার আনন্দ ॥
 আনন্দ-বিহ্বল নিজগণে নাচে গায় ।
 হেনই সময়ে আইলা নিত্যানন্দ রায় ॥

অবধূত আইলা বলি পড়িল অঙ্গণয় ।
 আনন্দে সকল লোক সুমঙ্গল গায় ॥
 মত্ত করিবার যেন গমন মহুর ।
 হরিহারধ্বনি শুনি অবশ অন্তর ॥
 পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া ।
 পদ দুই গিয়া রহে চৌনিগে চাহিয়া ॥
 পুলকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক ।
 কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক ॥
 বক্র গ্রীবায়া দিগ নেহালয়ে রাণা আঁখি ।
 ক্রণে উনমাদে ধায় উচ্চনাদে ডাকি ॥
 এইমত শত শত লোক পাছে ধায় ।
 আনন্দে বিহ্বল গেলা যথা গোরারায় ॥
 নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গোরাজমুন্দর ।
 দৃঢ় আলিঙ্গন করে প্রেমে গগের ॥
 দৌহার নয়নে গলে প্রেমানন্দ নীর ।
 আনন্দে বিহ্বল দৌহে অতিরস ধীর ॥
 আনন্দে নাচয়ে হুঁহে সঙ্গে নিজজন ।
 কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে যেন শিশুগণ ॥
 নৃত্য অবসানে প্রভু কহিল সভারে ।
 নিত্যানন্দ পাদ প্রক্ষালন করিবারে ॥
 নিত্যানন্দ পাদোদক লেহ শিরোপরি ।
 পাইবে পরমপ্রেমা আনন্দ লহরী ॥
 হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল ।
 শুনিঞা সভার মনে আনন্দ বাঞ্ছিল ॥
 এক চায় আর পায় প্রভু আজ্ঞাবাগী ।
 মন্তকে ধরিল পাদপ্রক্ষালন পানী ॥
 তবে অদভূত প্রভুর আজ্ঞাবাগী শুনি ।
 রক্তিম নয়ানে ছলছল করে পানী ॥
 উঠিয়া আনন্দে সবজন করে কোলে ।
 উথলিল প্রেমসিদ্ধি আনন্দ হিম্মোলে ॥

প্রেমাং বিহ্বল সত্তে করয়ে ক্রন্দন ॥
 হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ ॥
 প্রেম-মচামহোৎসব বাঢ়ল অপর ।
 অন্তরে ঝলমল করে বাছে ত বিকার ॥
 ঐহন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান্ ।
 অন্তর সন্মোহে চাহে প্রসন্নবয়ান ॥
 সবজন স্তব পড়ে বেঢ়ি চারিপাশে ।
 হেনকালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে ॥
 শুদ্ধ আমলকী মালা ধারণ গলায় ।
 হেমমণি মুখর মঞ্জীর দুই পায় ॥
 পুলকিত সব অঙ্গ সজল নয়ন ।
 প্রেমে টলমল তহু হকার গর্জ্জন ॥
 নির্ভর প্রেমায়ে নাচে প্রভুর সন্মুখে ।
 ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ স্থপে ॥
 নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মুক্তিমান হঞা ।
 দণ্ডবত করে প্রভুর চরণে পড়িয়া ॥
 চতুর্মুখে স্তব করে বেদ উচ্চারিয়া ।
 সাম্য হও বলি প্রভু তোলে কোলে লঞা ॥
 সাম্য হঞা হরিদাস নাচে কঁাদে হাসে ।
 দিগবিদিগ নাহি প্রেমানন্দে ভাসে ॥
 তেনকালে অবৈতআচার্য্য আচম্বিত ।
 প্রভুর সন্মুখে আসি হৈলা উপনীত ॥
 ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দন তাঁহার ।
 সবজন উঠিয়া করিল নমস্কার ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য আচমন গৃহব্যবহার ।
 আদেশিল আপনে ভোজন করিবার ॥
 সজ্জন পাইল তবে আচার্য্যগোসাঞি ।
 আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিলা তথাই ॥
 হেনমতে সব নিজজন সঙ্গে পহঁ ।
 ঐড়তে বসিয়া ঘরে হাসে লহলহ ॥

নিজজন সঙ্গে প্রভু নিজকথা কহে ।
 যে কারণে কৈল প্রভু পৃথিবীবিজয়ে ॥
 নিজভাব আশ্বাদন অধর্ম্মবিনাশ ।
 ধর্ম্মসংস্থাপন নামকীর্তন প্রকাশ ॥
 দেশেদেশে প্রকাশ করিব ঘরেঘরে ।
 ব্রহ্মভাব দাস্ত সখ্য বাৎসল্য শূন্যরে ॥
 ভুঞ্জামু অধিক রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন ।
 আপনি ভুঞ্জিমু সে ভুঞ্জামু জিজ্ঞাবন ॥
 সুরাসুরগণে দিব এট প্রেমধন ।
 চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী-বালক জন ॥
 বৃন্দাবনসুখ আমি নদীয়া আনিঞা ।
 দেশেদেশে ভুঞ্জাইমু তো-সভারে লঞা ॥
 অতি অপক্লপ এট নদীয়াবিহার ।
 একত্র সভার কথা কহিব তাঁহার ॥
 গদাধর নরহরি বৈসে ছুটপাশে ।
 শ্রীরঘুনন্দন পদনিকটে বিলাসে ॥
 অবৈতআচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায় ।
 আপনে ঠাকুর নিজ গুণগাথা গায় ॥
 মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস ।
 হরিদাস আদি যত প্রেমাংর আবাস ॥
 শুক্লাধর বক্রেশ্বর শ্রীমান্ সজ্জন ।
 শ্রীবাসপণ্ডিত আদি যত মহাশয় ॥
 একজন মহিমা কহিতে পারে কেবা ।
 আপনে অবতরে তায় গৌরবর দেখা ॥
 উপমা দিবারে নাহি নদীয়াপ্রকাশ ।
 আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

গুরুরীরাগ । দিশা ॥

না হারে হারে আরে হয় । মুর্ছা ॥
 কহিব অপূর্ব কথা শুন সর্বজন ।
 শুনিলে সকল পাপ হয় বিমোচন ॥
 নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে ।
 শিষ্যগণ সঙ্গে আছে বিনোদবিলাসে ॥
 নিজ ভক্তগণ সব করি একমেলি ।
 নিজগুণ সঙ্কীৰ্ত্তন প্রেমানন্দে তুলি ॥
 হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে ।
 এই মোর हरिनाम দেহ ঘরেঘরে ॥
 নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যত জন ।
 চণ্ডাল হুগত আর সজ্জন দুর্জনে ॥
 সভারে শিখাও हरिनाम গ্রাহি করি ।
 অনায়াসে সবলোক যাউ ভব তরি ॥
 শুনিঞা সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে ।
 না পারিব हरिनाम দিতে ঘরেঘরে ॥
 এই নবদ্বীপে এক আছেয়ে হরস্তু ।
 অতি ছুরাচার সেই পাপে নাহি অন্ত ॥
 মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে ছই ভাই ।
 নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই ॥
 ব্রাহ্মণী যবনী গুরুজন নাহি এড়ে ।
 সুরাপান পাইলে সকল কর্ম ছাড়ে ॥
 দেব গুরু ব্রাহ্মণ হিংসরে নিরস্তর ।
 বাহির হইলে বিনি বধে না যায় ঘর ॥
 গোবধ জীবধ ব্রহ্মবধ শতশত ।
 লিখিতে না পারি নর বধ কৈল কত ॥
 গঙ্গাকূলে বাস গঙ্গান্নান নাহি করে ।
 দেবতা পূজয়ে নাহি আশ্রয় তিতরে ॥

নিরস্তর স্বজন বান্ধবে করে দণ্ড ।
 কৃষ্ণনাম সংকীৰ্ত্তনে পরমপাষণ্ড ॥
 একদিন আছে প্রভু নিজজন মেলে ।
 কথার প্রসঙ্গে তার কথা হেনকালে ॥
 কহিল সকল কথা প্রভুবিশ্বমানে ।
 শুনিঞা কৃষিলা হিয়া গুণে মনোমনে ॥
 অরুণ বরণ ভেল রাজ্য দুটি আশি ।
 যে কহিলে তোমরা অন্তরে পাই শাক্ষী ॥
 অজামিল নামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ ।
 মন্দির কালে নাম লৈল নারায়ণ ॥
 পূজেন্নেহে নারায়ণ নাম লৈল সেহ ।
 বৈকুণ্ঠ চলিলা দ্বিজ পাঞা দব্যদেহ ॥
 ততোধিক মহাপাপী জগাইমাধাই ।
 উহার নিস্তার হেতু না দেখি উপায় ॥
 তাহার লাগিয়া মোর কাতর অন্তর ।
 যে কিছু কহিয়ে সেতে শুনহ উত্তর ॥
 हरिनामসংকীৰ্ত্তন বলিযুগ ধর্ম ।
 নামগুণ সংকীৰ্ত্তনে সাধি সব কর্ম ॥
 খানহ যেখানে যেবা আছে ভক্তগণ ।
 মিলিয়া সকল লোক কর সংকীৰ্ত্তন ॥
 গায়ন বায়ন সে মনজ করতাল ।
 উচ্চসরে কর নাম কীৰ্ত্তন রসাল ॥
 নগরে নগরে আজি কীৰ্ত্তন করিয়া ।
 আইল সকল ভক্ত এ বোল শুনিঞা ॥
 অদ্বৈত আচার্য আর তাঁর নিজজন ।
 অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্নবদন ॥
 হরিদাস শ্রীনিবাস লঞা চারি ভাই ।
 মুরারি মুকুন্দনন্দ পতিত গরাই ॥
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য আর শুক্লেশ্বর ।
 সর্বজন মেলি আইলা ঠাকুরের ঘর ॥

যেখানে যে ছিল ভক্তগণ যতযত ।

প্রভুর বাড়ীতে আসি হইল একত্ৰ ॥

একত্ৰ হইয়া সন্তে সঙ্কীৰ্ত্তন করি ।

বিজয় করিয়া বিশ্বস্তর গৌরহরি ॥

নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ হিলোল ।

আকাশ পরশি লাগে হরিহরিবোল ॥

করতার মৃদঙ্গ আর কীৰ্ত্তনের রোল ।

চৌদিকে শুনিয়ে মাত্ৰ হরিহরি বোল ॥

নিজ ঘরে শুতি আছে জগাইমাধাই ।

নিজমনে মত্ত নিদ্রা যায় দুইভাই ॥

সেই পথে কীৰ্ত্তন করিয়া প্রভু যায় ।

নদীয়ার লোক সব দেখিবারে যায় ॥

আগিল ত দুই ভাই কীৰ্ত্তনের রোলে ।

মুখ তুলি চাহে ক্রোধে ধ্বংস বোলে ॥

রাজা হনয়ন করি চাহে ক্রোধ দিঠে ।

কি না ধ্বনি শুনি কর্ণে মাইল যেন জাঠে ॥

হৃদয়ের শেল যেন একটি শব্দ ।

জীতে সাধ থাকে যদি হউ নিশব্দ ॥

তাহার কাছেই লোক কঁচে তার আগে ।

সম্বরণ কর গোসাঞি ক্রোধ কর কাখে ॥

আজ্ঞা কৈলে যাব এখন নিবেধ করিব ।

কাহার শক্তি আর এ পথে আসিব ॥

মিথ্য পুরন্দর পুত্র নিমাই পণ্ডিত ।

কীৰ্ত্তন করেন সব ব্রাহ্মণ বেষ্টিত ॥

নিবেধ করহ তারা যাউ আনপথে ।

নিশব্দে রহ যদি সাধ থাকে জীতে ॥

মিছা গোল করি করে নাহি জানে মূল ।

মোর হাথে হারাইবে জাতি প্রাণ কুল ॥

ইহা বলি পাঠাইল আপনার দূত ।

কহয়ে ঠাকুর আগে শুনে শচীসুত ॥

অধিক করয়ে নামগুণ সঙ্কীৰ্ত্তন ।

বাহ তুলি হরিহরি বোলয়ে সঘন ॥

ধিগুণ করিয়া প্রেমা বাঢ়ার উল্লাস ।

হরিহরি মহাশব্দ পরশে আকাশ ॥

পাপিষ্ঠ হৃদয় তাহা সহিবারে নাহে ।

চলিলা সে দুই ভাই বাহির দুয়ারে ॥

পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন ।

টলবল করি যায় ক্রোধে অচেতন ॥

রাজা হনয়ন করি বলে ক্রোধভরে ।

নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া নগরে ॥

সম্মুখে দাগুচরা চারিপানে চায় ।

আপনা চিনিঞা যাহ বড় ডাকে কয় ॥

আরে রে বামনা তোর জীউ লাগে শনি ।

ইহা বলি দুৰ্জয়ক্যচনে পাড়ে গালি ॥

ক্রোধ দেখি নদীয়ার লোক তরাসিত ।

চারিপানে চাহি সব হৈলা ভীতভীত ॥

তজিয়া গর্জিয়া যবে দুই ভাই চলে ।

বাহ তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে ॥

অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি আর নিত্যানন্দ ॥

শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ ॥

আপনে ঠাকুর প্রভু বিশ্বস্তর রায় ।

নিজজন সঙ্গে করি হরিগুণ গায় ॥

ধিগুণ করিয়ে আরো বাড়য়ে উল্লাসে ।

হরি হরি বোল ধ্বনি গগন পরশে ॥

হরিগুণ গায় মুখে নাহি অবসাদ ।

জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ ॥

হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নাহে ।

বেগেতে ধাওয়ে তারা ভক্ত মারিবারে ॥

দীন দয়ার্দ্র চিন্তা নিত্যানন্দ রায় ।

অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দুহা পানে চায় ॥

সে করণ আঁখি দেখি পাণী না গলিল ।
 ক্রোধভরে ছুট ভাই সম্মুখে দাঁড়াল ॥
 অগাইর মন অমনি দরবিয়া গেল ।
 শুভিত হইয়া সে দাঁড়িয়ে রহিল ॥
 ক্রোধেতে মাধাই ধায় হাতে লঞা দণ্ড ।
 সম্মুখে পাইল ভয় কুন্ত একথণ্ড ॥
 কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে রোথে ।
 নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥
 নির্ভরে বাঁজিল কাণা রক্ত পড়ে ধারে ॥
 দেখি সর্ব নিজজন হাচাকার করে ॥
 ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে ।
 “গৌর” বলি নিতাই আনন্দে নিত্য করে ॥
 মারিল কলসীর কাণা সহিবারে পারি ।
 তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি ॥
 মেরেছি সুমেরেছি সুতোরা তাহে কতি নাই ।
 সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥
 নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে ।
 আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাজে নেহারে ॥
 প্রেম ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল ।
 আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল ॥
 দেখিয়া ঠাকুর বড় চিত্তে পাইল দুগ ॥
 ডাকিয়া কহয়ে সেই পাণিষ্ঠ সম্মুখ ॥
 তোমরা দৌহাকৈধিক ছুরাচার নাহি ।
 পাপ বলি যার নাম সন্ধানয়ে মহী ॥
 সকল করিলি তোরা না করিস এক ।
 এখনে করিলি তাহা এই পরতেখ ॥
 কহিতে কহিতে প্রভুর ক্রোধ উপস্থিল ।
 সুদর্শন চক্রে বলি স্মরণ করিল ॥
 সুদর্শন বলি প্রভু স্মরে বার বার ।
 শুনিয়া মুরারিশুণ্ঠ ছাড়য়ে হুকার ॥

মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 আজ্ঞা পাও এ ছুট পাঠাও যমযর ॥
 শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাতে ।
 হেনকালে সুদর্শন আঁটলা সাক্ষাতে ॥
 ক্রোধ করি স্নানর্শনে ডাকে গৌরহরি ।
 দাঁড়াইল সুদর্শন করজোড় করি ॥
 কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর ।
 জয়জয় মহাপ্রভু শচীর কোণ্ডর ॥
 প্রভু বোলে জগাই মাধাইরে সংহার ।
 নিত্যানন্দে মারিয়া রঞাছে দেগ হেব ॥
 শুনি স্নানর্শন অগ্নি প্রায় হইয়া ।
 জগাইমাধাই প্রতি চলিলা ধাইয়া ॥
 জগাইমাধাই দেখিলেন সুদর্শন ।
 কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাসিত মন ॥
 দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দরায় ।
 না মারিহ বলি স্নানর্শনকে রক্ষায় ॥
 দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রভুর চরণে ।
 এ ছুট পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে ॥
 আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার ।
 সশরীরে এই ছুটয়ের করহ নিস্তার ॥
 করজোড়ি প্রভুরে বোলয়ে নিত্যানন্দ ।
 না হল্য নিস্তার কলি পাষণ্ড ছরন্ত ॥
 সংকীর্ণন আরম্ভেতে তোমার অবতার ।
 রূপায়ে সকল জীবের করিবে উদ্ধার ॥
 যে মারিবে তায়ে যদি করিবে সংহার ।
 কেমনে করিবে কলি জীবের নিস্তার ॥
 শুনি নিত্যানন্দবাণী প্রভু গৌরচন্দ্র ।
 দান্বিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ ॥
 প্রভু বোলে নিত্যানন্দ পতিতপাদন ।
 তোরে ভজিলে সে জীব পায় প্রেমধন ॥

তুমি সে করিবে কলি জীবের নিস্তার ।
 তোমা বহি রূপার সমুদ্র নাহি আর ॥
 তোর বশ মুক্তি হউ সর্বশাস্ত্রে কহে ।
 যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে ॥
 একবার নিত্যানন্দ বোলে জন্ম ধরি ।
 সে জন পবিত্র হৈল সে লোক আমারি ॥
 ইহা বলি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে ।
 আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে ॥
 নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানয়ে মহত্ব ।
 ভূমিতে পড়য়ে যদি তাঁহার রক্ত ॥
 পৃথিবীর অঙ্গুল পাছে জানি হয় ।
 মন্তকে বান্ধিলা বস্ত্র প্রভু এই ভয় ॥
 ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজজন লঞা ।
 অগাইমাধাই রহে বিস্মিত হইঞা ॥
 মহাপ্রভুর দরশন সংকীৰ্ত্তন শব্দে ।
 নির্মল হইয়া তারা রহে এক স্তব্ধে ॥
 মনেমনে অনুমান করয়ে অন্তর ।
 বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তর ॥
 হেন পাপ নাহি যাহা মোরা নাহি করোঁ ।
 যাহা নাহি করোঁ তাহা সন্ধ্যাসিরে মারোঁ ॥
 গুণিতে গুণিতে তার অন্তর নির্মল ।
 দেখদেখ মহাপ্রভুর করণার বল ॥
 কাতর হইয়া তারা ধার উর্দ্ধমুখে ।
 চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে ॥
 মহাপ্রভুর ঘরে যাই হৈল উপনীত ।
 ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপন্নীত ॥
 নিজজন মেলি প্রভু বসিরাছে ঘরে ।
 কে মোরে ডাকয়ে দেখ বাহির দুয়ারে ॥
 এখনি আবার ঠাঞি আনহ মুরারি ।
 আজ্ঞা পাঞা দৌহারে আনিল কোলে করি ॥

প্রভুকে দেখিয়া তার। অতি আর্জুনাদে ।
 চরণে পড়িয়া তুমি দুইভাই কান্দে ॥
 পতিতপাবন প্রভু করণার সিদ্ধ ।
 সর্বলোকনাথ সে অবনী দিনবদ্ধ ॥
 করণাশাগর প্রভু সদয় হৃদয় ।
 আর্জুন দেখি প্রভু তপনি দ্রবয় ॥
 তুলিয়া পুছিল শুন অগাই মাধাই ।
 কি কারণে কান্দ কেনে আইলা মোর ঠাঞি ॥
 নবদ্বীপের রাণী হও তোমরা দুইজন ।
 চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন ॥
 এবোল শুনিয়া বোলে অগাই মাধাই ।
 তোমার রূপার মোরা আটলুঁ তোমা ঠাঞি ॥
 গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছি যত ।
 লেখা ভোখা নাহি নরবধ কৈলু কত ॥
 দিক্ ঘাউক মোর নদীয়ার ঠাকুরাল ।
 ব্রহ্মহত্যা গুরুহত্যা এ দেহ আমার ॥
 ব্রাহ্মণী স্ববনী গুরুজন নাহি এড়ি ।
 চণ্ডালিনী আদি করি কাছকে না ছাড়ি ॥
 হিংসা বহি নাহি করি অগতের লোকে ।
 দেবকর্ম পিতৃকর্ম না বাসয়ে মোকে ॥
 তোর ঠাঞি মুক্তি ছাত্র কিবা এত বলি ।
 যত পাপ কৈলু তত শিরে নাহি চুলি ॥
 অজানিল মহাপ্রাণী জটন সর্বজন ।
 আমারে অধিক নহে শুনহ বচন ॥
 পুত্র স্নেহে নারায়ণ নাম লৈল সেহ ।
 বৈকুণ্ঠ চলিলা দ্বিজ পংক্তা দিব্য দেহ ॥
 নিস্তার করিল তারে নাম নারায়ণে ।
 আমা নিস্তারিতে নার আসিরা আপনে ॥
 আমার নিস্তার নাহি মো জান আপনা ।
 আমাকে কি গুণে ভূমি করিবে করণা ॥

সহস্র কাহ্ন যদি দুইমাস গণে ।
 তত্ব আমি দৌহা পাপ গণিতে না জানে ॥
 এতেক কাতর বাণী শুনিঞা ঠাকুর ।
 অকৈতব দেখি দয়া বাঢ়িল প্রচুর ॥
 আৰ্জুন্যার আশ্রি দেখি ঠাকুরের আশ্রি ।
 করুণা সাগর প্রভু দয়াময় মূর্তি ॥
 করুণাসাগর করে করুণাপ্রকাশ ॥
 করে ধরি লঞা গেলা জাহ্নবীর পাশ ॥
 ধাইল সকল লোক দেখিতে কৌতুক ।
 করুণা প্রকাশে প্রভু অতি অপরূপ ॥
 ব্রাহ্মণসজ্জন সব দাণ্ডাইয়া চাহে ।
 সভা বিজ্ঞমানে প্রভু দয়াবাণী কহে ॥
 তোর পাপ পরিগ্রহ করিব রে আমি ।
 আপন সকল পাপ উৎসর্গহ তুমি ॥
 ইহা বলি কর পাতে তুলসীর তরে ।
 তুলসী না দেহে তারা হুই ভাই ডরে ॥
 দয়া করি কহে প্রভু গৌর ভগবান্ ।
 অগাইমাধাই তোরা পাপ দেহ দান ॥
 অগাইমাধাই কহে শুন প্রভু তুমি ।
 আমার যতেক পাপ লিখিতে না জানি ॥
 আমি মলাধমাধম পাপাশয় পাপ ।
 তোরে দান দিতে মোর উঠে ছিয়া কাপ ॥
 এ বোল শুনিঞা অঁপি করে ছলছল ।
 মেঘের গভীর নাদে বোলে হরি বোল ॥
 পুনরপি পাপ দান চাহে কর পাতে ।
 অগাইমাধাই সে তুলসী দিল হাথে ॥
 চৌদিগে ভেল ধনি হরিহরি বোল ।
 অগাইমাধাই বলি প্রভু দিল কোল ॥
 নিস্তারিলা দুইভাই অগাইমাধাই ।
 এহেন পাতকী আমি পরশিতে পাই ॥

প্রেম গদগদস্বরে আধ আধ বোলে ।
 বসন ভিজিয়া গেল নয়নের জলে ॥
 পুলকে ভরিল অঙ্গ কম্পকলেবরে ।
 চরণে পাড়িয়া ভূমি কহয়ে কাতরে ॥
 এহেন ঠাকুর আর আছে কোন্ জন ।
 দয়ার সাগর মহা পতিতপাবন ॥
 অগাইমাধাই হেন পাতকী উদ্ধারে ।
 শ্রীঅঙ্গ পরশে তারা নাচে প্রেমভরে ॥
 অগাঠি মাধাই পাপ পরিগ্রহ করি ।
 আপনে নাচয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর হরি ॥
 এহেন দয়ার নিধি কে আছে ঠাকুর ।
 দোষ না দেখয়ে দয়া করে এহদূর ॥
 জীবের উদ্ধার করি নাচয়ে উল্লাসে ।
 এ বড় ভরসা বাক্ষে এ লোচন দাসে ॥

আর দিনে আর অপরূপ কথা শুন ।
 নবদীপে প্রকাশ পরম মহাধন ॥
 নিজগৃহে বাক্ষব সহিতে আছে পছঁ ।
 প্রকাশয়ে বদন কমলে কথা লহ ॥
 অমিয়ানদীর ধারা বহে অনিবার ।
 সিনাইল ভকত বেকত মাতোয়ার ॥
 এই মনে আছে পছঁ আনন্দকৌতুকে ।
 হেনকালে আইল তথা এক যে ভিক্ষুকে ॥
 বনমালী নাম তার পুত্র এক সজ্জ ।
 বিপ্রকূলে অন্ন বৈসে পূর্বদেশ বজ্জে ॥
 দারিদ্র্য জালায় দক্ষ আইল এই দেশে ।
 গৌরচন্দ্র দেখি বিপ্র পাইল সংসাষে ॥
 দেখিল ত গৌরচন্দ্র ভকতবেষ্টিত ।
 পুত্রের সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত ॥
 পুত্রের সহিত বিপ্র অমুমান করে ।

স্বজন-বাঙ্কব সঙ্গে আছে মহাসুখে ।
 সত্যারে সন্তোষে যত আছে নবদীপে ॥
 সকল বৈষ্ণব সনে কীৰ্ত্তন বিলাস ।
 পুরনারীগণ দেখি ফেলায় হাব্যাস ॥
 জৈলোক্যমোহন রূপ তাহে নাগরিমা ।
 বিনোদবিলাস লীলা লাবণ্যের সীমা ॥
 আর তাহে ঝলমল অলঙ্কার শোভা ।
 স্নানর লম্বিত কেশে মালতীর গাভা ॥
 চন্দনতিলক পরিপাটী মনোহর ।
 রক্তপ্রাস্ত বাস বেশ জৈলোক্যস্নানর ॥
 নিজ পরিজন আর পুরজন সব ।
 সতে সেই দেখে যার ঘেই অশুভব ॥
 হেনমতে নিজজন সঙ্গে আছে পহঁ ।
 ষণ্মু কহে সত্যাকারে হাসি লহলহ ॥
 শুন সর্বজন ষণ্মু দেখিল রজনী ।
 আচম্বিতে মোর ঠাই আইলা বিজয়নি ॥
 মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাস মজ্জ এক ।
 এখনেহ মোর কর্ণে আছে পবতেষ ॥
 যাবত আমার কর্ণে প্রবেশিল মজ্জ ।
 সে অবধি মোর হিয়া না হয় স্তব্ধ ॥
 কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয়প্রাণনাথ ।
 তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ ॥
 ঈশ্বরীলম্বি তিনি পরমসুন্দর ।
 মোর বক্ষস্থলে বসি হ্যাসে নিরন্তর ॥
 শুনিঞা মুরারিগুণ কহিল উত্তর ।
 সে মস্তকের বটীসমাল তুমি কর ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিল বচন ।
 তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন ॥
 যত স্থির করি তত উঠয়ে রোদন ।
 না বলিহ কিছু মোরে শুনিহ রজন ॥

শব্দশক্তি করে হেন কি করিব আমি
 লজ্জিতে না পারি পুন যত কহ তুমি
 এ বোল শুনিঞা সতে চিন্তিত হৃদয় ।
 কাতর অন্তর ব্যাথায় এ লোচন গায়

ধানশ্যী রাগ ।

কি দোষে ছাড়িয়া ঘাটুই মায়েরে ।
 আরে ছুখিনীর বাছা নিষাঞি রে ॥১
 আর কথোদিনে ত্রৈলোক্যবতারতী ।
 আইলা সন্ন্যাসিবর অতি শুদ্ধমতি ॥
 মহাতেজ সন্ন্যাসিবর মহাভাগবত ।
 পূর্বদম্মার্জিত কত পুণ্যের পর্বত ॥
 আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বস্তর ।
 বিশ্বস্তর দেখি তট্টৈলা সন্ন্যাসিবর ॥
 উঠিয়া ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন ।
 সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে ছননন ॥
 প্রভু অঙ্গ নিরখিয়ে সেই ন্যাসিরাঙ্গ ।
 মহাবুদ্ধি ন্যাসিবর বুঝিলেন কাজ ॥
 কেশবতারতী গোলাঞি কহিছে বচন
 তুমি শুক প্রহ্লাদ কি হেন লয় মন ॥
 এ বোল শুনিঞা সেই প্রভু বিশ্বস্তর ।
 কান্দয়ে দ্বিগুণ ঝরে নন্দনের জল ॥
 তবে পুন কহে সন্ন্যাসী বিস্মিত কইরা ।
 অহুমান করি কিছু নিশ্চর করিয়া ॥
 তুমি দেব ভগবান্ জানিল নিশ্চয় ।
 মস্তলোকে প্রাণ ইথে নাহিক সংশয় ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু করয়ে রোদন ।
 কত দিনে পাব আমি কৃষ্ণের চরণ ॥
 তোম কৃষ্ণ অহুরাগ অজিহ্বা হয় ।
 তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময় ॥

কত দিনে কৃষ্ণ মুক্তি দেখিবারে পাব ।
 তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধরিব
 কৃষ্ণের উদ্দেশে মুক্তি দেশে দেশে যাব ।
 কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুক্তি পাব
 সন্ন্যাসীর বেড়া কথা শুনি বিশ্বস্তর ।
 দণ্ডবত হঞা প্রভু যান নিজঘর ॥
 শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর ।
 সন্ন্যাসী লইয়া তুমি যাহ নিজঘর ॥
 প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর ।
 সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর ॥
 ভিক্ষা করি সেদিন বঞ্চিয়া ন্যাসিবর ।
 যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর ॥
 প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে ।
 সন্ন্যাসিবিজয় কথা কহে করপুটে ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু কাতর অন্তর ।
 সন্ন্যাসীরে মনে করি গেলা নিজঘর ॥
 ঘরে বাঞ্ছা মনে মনে অচ্যুতান করি ।
 দড়াইলা সন্ন্যাস করিব গৌরহরি ॥
 ইচ্ছিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ ।
 প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ ॥
 আইলেন যথা আছে সব ভক্তগণ
 কান্দিয়া কহিল সব ভক্তের চরণ ॥
 শুন শুন সর্বজন আমার উত্তর ।
 সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বস্তর ॥
 বাবত থাকেন দেখনয়ন ভরিয়া ।
 শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পুরিয়া ॥
 ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস ।
 জননী ছাড়িব আর নিজ সব দাস ॥
 এ বোল শুনিয়া সন্তে ব্যথিত হিয়ার ।
 যুক্তি করে মনে মনে চিন্তয়ে উপায় ॥

যত্নে দৈব নর রহিব কার বশে ।
 ইহা বলি ভক্তগণ পড়িলা তরাসে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া কান্দে ধূলায়ে ধূসর ।
 প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বস্তর ॥
 হা হা মঠপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া ।
 মো সত্তারে কলিসর্পে খাইবে বেড়িয়া ॥
 কলি ভয়ে তোর প্রভু লটল শরণ ।
 তোর ভয়ে কলি সর্পে না দংশে এখন ॥
 হেনই সময়ে সেট প্রভু বিশ্বস্তর ।
 শ্রীবাসপণ্ডিত দেখি কহিল উত্তর ॥
 শুনশুন অহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস ।
 এক কথা কহি যদি না পাও তরাস ॥
 প্রেম উপার্জনে আমি বাব দেশান্তর ।
 তো সত্তারে আনি দিব শুন বিজয়র ॥
 সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশ ।
 ধন উপার্জন লাগি করে নানা ক্রেশ ॥
 আনিঞা বাঙ্কব জনে করয়ে পোষণ ।
 আমিহ এইজন আমি দিব প্রেমধন ॥
 এ বোল শুনিঞা কহে শ্রীবাসপণ্ডিত ।
 তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাল জীবিত ॥
 জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ ।
 দেহান্তরে করি তার শ্রদ্ধা তর্পণ ॥
 যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন ।
 তোমা না দেখিলে হৈবে সত্তার মরণ ॥
 মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়য়ে শরীর ।
 অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির ॥
 মোর সব অশ্বম দুঃস্বপ্ন দুঃচারণ ।
 তুমি থল শঠ মতি বুঝিব বেতার ॥
 অচ্যুত গণ মোরা না বুঝিলু তোরে ।
 শরণ লইছ মোর ছাড়িয়া সংসারে ॥

ধর্ম কর্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলুঁ সারে ।
 পতিত করিয়া কেন ছাড় মো সত্তারে ॥
 পতিত-পাবন তুমি শাস্ত্রেতে আনিঞা ।
 শরণ লইলু সর্ব ধর্মেরে ছাড়িয়া ॥
 এখনে ছাড়িয়া যাহ মো সত্তারে তুমি ।
 এ নহে উচিত প্রভু নিবেদিলুঁ আমি ॥
 থলমতি না বুঝিয়া লইলুঁ শরণ ।
 বঙ্গর অন্তর তোর হৃদয় কঠিন ॥
 বাহিরে কমল-রস স্নগন্ধি পাইয়া ।
 অন্তরেহ এইমত ছিল মোর হিয়া ॥
 এখন আনিল তোর কঠিন অন্তর ।
 বিষকুস্ত পয় যেন তাহার উপর ॥
 কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পুর ছাইয়া ।
 গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া ॥
 কুলবতী যেন কামে হৈঞা অচেতনে ।
 পিরিত করয়ে যেন পরপুরুষের সনে ॥
 ধর্ম কর্ম লোক ছাড়ি করয়ে বেভারে ।
 কলঙ্ক করিয়া যেন ছাড়য়ে তাহারে ॥
 সে নারী অনাথ শেষে হয় দুই কুলে ।
 সেইমত মো সত্তারে করিবে আকুলে ॥
 তুমি দেশান্তরে যাবে কি কাজ জীবনে ।
 সত্তারে নিষ্ঠুর প্রভু হৈলা কি কারণে ॥
 তিল আধ তোর মূখ না দেখিলে মরি ।
 কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি ॥
 শুন শুন ওহে প্রভু গৌর-ভগবান্ ।
 অধম মুরারি বলে কর অবধান ॥
 রুইলে অপূর্ণ বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া ।
 বাড়াইলে দিবানিশি সিক্কিয়া কুঁড়িয়া ॥
 ভিলে ভিলে রাখিলে ঢাকিলে বহু যত্নে ।
 বাকিলে তরুর মূল দিয়া নানা রসে ॥

ফল ফুল কালে গাছ ফেলাই কাটিয়া ।
 মরিব আমরা সব হৃদয় কাটিয়া ॥
 নিরন্তর দিবানিশি আন নাহি আনি ।
 স্বপনেহ দেখোঁ তোর চাঁদমুখখানি ॥
 সংসার বাসনা মোর নিয়ড়ে না হয়ে ।
 অগত-ছল্লভ তব চরণের বায়ে ॥
 দয়া করি নির্দাশ তৈলো কি কারণে ।
 হৈহা বলি সন্তে মেলি পড়িলা চরণে ॥
 তুমি দেশান্তরে যাবে সত্তারে এড়িয়া ।
 খাইব সংসার-ব্যাজে সত্তারে বেড়িয়া ॥
 অহে দীনবন্ধু প্রভু অনাথের নাথ ।
 পতিত-পাবন হেতু তুমি অগম্য ॥
 কেহো দস্তে তুণ ধরি কাতর বচনে ।
 কেহো উর্কে বাহ তুলি ডাকে যেন যেনে ।
 প্রভু বোলে তোমরা আমার নিজ দাস ।
 তো সত্তারে কহি শুন আপন বিশ্বাস ॥
 কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ অর ।
 অরুণ কমল আঁখি করে ছল্লছল ॥
 সক্রুণ কর্তে আধ আধ বাণী কহে ।
 সঘরিতে নারি কণে নিশবদে রহে ॥
 আমার বিচ্ছেদ ভয়ে তোমরা কাতর ।
 মোর কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল কলেবর ॥
 আশ্রয় লাগি তোরা মোরে দেহ দ্রুথ ।
 কেমন পিরিত করু মোরে তোরা লোক ॥
 কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর ।
 দগধ ইন্দ্রিয় দেহে ভেল মহাঅর ॥
 অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী ।
 বিব শিশাইল যেন তো সত্তার বাণী ॥
 কৃষ্ণ বিহু জীবন জীবনে নাহি লেখি ।
 কি কাজ এ ছার জীবে যেন পশু পাখী ॥

মড়ার যে হেন সৰ্ব্ব অববব আছে ।
 জীবারে জীৱয়ে যেন লতা পাতা গাছে ॥
 কৃষ্ণ বিহু ধন্যকৰ্ম্ম, বিজ বেদহীন ।
 পতি বিহু যুবতী যেন, জল বিহু মীন ॥
 ধনহীন গৃহরন্তু কিছু নাহি কাজ ।
 বিজ্ঞাহীন বৈসে যেন বিদ্বান্ সমাজ ॥
 কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্ধক্ প্রাণ ।
 আর যত বোল কিছু না সান্ত্বারে কাণ ॥
 ধরিয়া ষোণীৰ বেশ যাব দেশে দেশে ।
 যথা লাগি পাও প্রাণনাথের উদেশে ॥
 ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া ।
 নিজ অঙ্গ-উপবীত ফেলিল ছিণ্ডিয়া ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আৰ্ত্তনাদে ।
 সৰুৰূপ খরে প্রাণনাথ বলি কান্দে ॥

বিভাস রাগ । তৰ্জ্জাবন্ধ ॥

কমলা-সেৱিত পদ মহেশ খেয়ায়ে ।
 বল দেখি কৃষ্ণপদ পাব কি উপায়ে ॥ ক্র ॥
 শুন সৰ্ব্বজন, সংসার দারুণ,
 সংশয় করিল মোরে ।
 বিষম বিষম, যেন বিষময়,
 গুপতে অন্তরে গোড়ে ॥
 বতেজ্জিৱগণ, বলিয়ে আপন,
 বাসনা না ছাড়ে কেহো ।
 নিতুই নৌতুন, করাএ ভোজন,
 তত্ন না লেউটে সেহো ॥
 লোভ মোহ কাম, কেহো নহে-ন্যন,
 মদ অভিমান ক্রোধে ।
 চিত চুরি কৰি, আছেয়ে সধরি,
 ষ্ঠিলেক মাছি প্রবোধে ॥

বাহিরে বাক্ষরে, ভ্রম্ৰই মায়ায়ে
 আশ্রম এ আতি কুলে ।
 কৃষ্ণ পাসরিয়া, বুলয়ে ভ্রমিরা,
 পাপ দুৰ্কাশনা মূলে ॥
 জগতে যতেক, দেখে অপৰূপ,
 কৃষ্ণ আবরক সতে ।
 তবহঁ যতন, মাহুৰ জনম,
 শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে ॥
 মাহুৰ জনম, দুৰ্লভ জানিয়ে,
 কৃষ্ণ ভজিবার তরে ।
 হেন দেহ পাঞা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া,
 মরিয়ে মিছা সংসারে ॥
 শুন সবজন, কহিলুঁ মরম,
 আশীৰ্বাদ কর মোরে ।
 কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুখ পালাউ,
 এ বর মাৰ্গী সত্যাকারে ॥
 কৃষ্ণের চরিত, গাও অবিরত,
 বদনে লাগয়ে সাথে ।
 শ্রীমুখকমলে, নয়ান যুগলে,
 হিয়া বাক্ ছিৰিপদে ॥
 কি কহিব ঠিহা, কৃষ্ণ না দেখিয়া,
 মরমে বিরহজালা ।
 সংসার সাগরে, অকুল পাথারে,
 চিত বিয়াকুল ভেলা ॥
 সেই পিতা মাতা, সেই সে দেবতা,
 সেই গুরু বন্ধু জনে ।
 সেই বন্ধু হয়ে, কৃষ্ণকথা কহে,
 ভজায়ে কৃষ্ণচরণে ॥
 তোমরা বাক্ষব, পরম বৈষ্ণব,
 দয়া না ছাড়িহ চিতে ।

সন্ন্যাস করিব, প্রেম বিধারিব, আমি সব জীব, না জানি কি হব,
সব তো'সভার হিতে ॥
এতেক উত্তর, কহি বিশ্বস্তর, তুমি দয়্যাসিকু, সৰ্ক জন বন্ধু
ভূমে গড়াগড়ি বুলি ।
এ ধূলিধূসর, গৌর কলেবর, এ বোল শুনিয়া, পহ সে হাসিয়া,
লোটায়ে মুকুল চুলি ॥
হরি হরি বোল, ডাকে উত্তরোল, প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সম্ভোষিয়া,
সঘন নিশ্বাস নাসা ।
অঙ্গের পুলক, আপাদমস্তক, শুন সব জন, আমার বচন,
গদগদ আধ ভাষা ॥
খণএ রোদন, খণএ বেদন, যথা তথা যাই, তোমা সভা ঠাই,
খণে চমকিত চাহে ।
ক্ষণে হাপ ঝাঁপ, কলেবর কাঁপ, তবে বিশ্বস্তর, গেলা নিজ ঘর,
উঠয়ে কৃষ্ণবিরহে ॥
ক্ষণে উত্তরলী, বৃন্দাবন বলি, সন্ন্যাস আশয়ে যতেক করয়ে,
ক্ষণে রাধা রাধা ডাকে ।
মালসাট মারি, বোলে হরি হরি, শচীর অন্তরে ধক্ ধক্ করে,
ক্ষণে হাথ মারে বুকে ॥
দেখি সব জন, শুণে' মনে মন, সোয়াধ না পায় চিতে ।
অন্তরে বেধিত হঞা ।
কি কহিব আরে, শোকের পাথারে, লোচন বোলে হেন, প্রেমার সাগর,
পড়িল যে হেন গিয়া ॥
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, কি লাগি চাহে ছাড়িতে ॥
স্বতন্ত্র তুমি সৰ্কথা ।
লোক বুঝাবারে, করুণা প্রচারে, আহিরী রাগ । দিশা ॥
ভাবহ বিরহ ব্যথা ॥
তুমি যে করিবে, নিজ মন স্নেহে, আরে না ছাড়িত মোরে ।
তাহে কি বলিব আনে ।
তুমি সৰ্ক জান, যে কর বিধান, তোমা বহি কেহো নাহি সকল সংসারে ॥
কি হয়ে জীবের প্রাণে ॥

আমি সব জীব, না জানি কি হব,
কীট পিপীলিকা হেন ।
তুমি দয়্যাসিকু, সৰ্ক জন বন্ধু
বুঝিয়া কহিবে যেন ॥
এ বোল শুনিয়া, পহ সে হাসিয়া,
সভারে করিলা কোলে ।
প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সম্ভোষিয়া,
প্রবোধ উত্তর বোলে ॥
শুন সব জন, আমার বচন,
স্নেহ না কর কেহো ।
যথা তথা যাই, তোমা সভা ঠাই,
আহিয়ে জানিহ এহো ॥
তবে বিশ্বস্তর, গেলা নিজ ঘর,
সভারে বিদায় দিয়া ।
সন্ন্যাস আশয়ে যতেক করয়ে,
জননী না জানে ইহা ॥
শচীর অন্তরে ধক্ ধক্ করে,
সোয়াধ না পায় চিতে ।
লোচন বোলে হেন, প্রেমার সাগর,
কি লাগি চাহে ছাড়িতে ॥

আহিরী রাগ । দিশা ॥

আরে না ছাড়িত মোরে ।
তোমা বহি কেহো নাহি সকল সংসারে ॥
এইমনে অহুমানো জানা জানি কথা ।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মত্তকণ্টকপরে ।
অচেতন হৈলা শচী মুচ্ছিত অন্তরে ॥
উন্নতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিকে ।
যারে দেখে তারে পুছে সৰ্ক নবদীপে ॥

নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্ন্যাস ।
 বিশ্বস্তরের কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
 তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আশি ।
 তুমি না থাকিলে অন্ধকারময় দেখি ॥
 লোকমুখে শুনি বাছা করিবে সন্ন্যাস ।
 মোর মূণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ ॥
 সাত কড়া মরি তোরে পাঞাছিহু কোলে ।
 না জানি বিধাতা কিবা লেখিল কপালে ॥
 একাকিনী অনাথিনী আর কেহো নাহি ।
 সকল পাসরি এক তোর মুখ চাহি ॥
 নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ ।
 তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বোলে নবদীপ ॥
 না ঘুচাইহু আরে পুত্র মোর অহঙ্কার ।
 তুমি না থাকিলে হব সব ছাত্রখার ॥
 ভাগ্য করি মানে লোক দেখে মোর মুখ ।
 এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ ॥
 তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য ।
 তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য ॥
 দুখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি ।
 পঙ্কজ প্রবেশ করি মরি যাব আমি ॥
 এহেন কোমল পায়ে কেমনে হাটিবে ।
 ক্ষুধার তৃষার অন্ন কাহারে মাগিবে ॥
 ছনীর পুতলী তহু রোদ্রেতে মিলায় ।
 কেমনে সহিব ইহা এ দুখিনী মায় ॥
 হাপুতির পুত মোর সোণার নিমাই ।
 আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাই ॥
 বিষ খাঞা মরিব রে তোর বিজ্ঞমানে ।
 তোমার সন্ন্যাস কথা না শুনিব কাণে ॥
 আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশ ।
 আগুনি জালিয়া তাথে করিব প্রবেশ ॥

সর্বজীবে দন্ডা তোর মোরে অকরুণ ।
 না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ ॥
 রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রিজগত ধন্য ।
 কামিমীমোহন বেশ কেশের লাবণ্য ॥
 কঙ্কবিলাষিত কেশে মালতী বান্ধিয়া ।
 জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া ॥
 বয়স্বেষ্টিত তুমি চলি যাহ পথে ।
 দেখিয়া জুড়ায় হিয়া পুখি বাম ঠাথে ॥
 কেমনে ছাড়িবা বাপু নিজ সঙ্গিগণ ।
 না করিবে তা সভা সহিত সঙ্গীর্জন ॥
 সে হেন স্মন্দর বেশে না নাচিবে আর ।
 যাহা দেগি মোহ পায় সকল সংসার ॥
 কেমনে বা জীবে তোর নিজ প্রিয়জন ।
 সত্তারে মারিয়া তোর সন্ন্যাসকরণ ॥
 আগতে মরিব আমি, পাছে বিমুখিয়া ।
 মরিব ভকত সব বুক বিদরিয়া ॥
 মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস ।
 অশ্বৈতে আচার্য্য আদি আর হরিন্দাস ॥
 মরিব সকল লোক না দেখিয়া তোমা ।
 এ সব দেখিয়া বাপু চিন্তে দেহ ক্ষমা ॥
 পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল দুই বিভা ।
 অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা ॥
 তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম ।
 গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ' সব কর্ম্ম ॥
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল ।
 সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল ॥
 মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয় ।
 মনের চাকল্য সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয় ॥
 গৃহিজন মনঃপাপে নাহি হয় বদ্ধ ।
 সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যার মনোজয়গুহ ॥

এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল ।
শুনিলো প্রবোধবাণী কহিতে লাগিল ॥
চৈতন্যচরিত্র শুন করিয়া উল্লাস ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

অন্তবাস্তব নহে শুন আমার বচন ।
মিথ্যা চিন্তে দুঃখ কেন কর অকারণ ॥
বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে ।
মিছা মাত্র লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে ॥
কে তুমি তোমার পুত্র কে বা কার বাপ ।
মিছা তোর মোর করি কর অমৃতাপ ॥
কি নারী পুংস্ব কিবা কেবা কার পতি ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে বহি অন্ত নাহি গতি ॥
সেই মাতা সেই পিতা সেই বহুজন ।
সেই হস্তা সেই কৰ্ত্তা সেই মাত্র ধন ॥
তা বিহু সকল মিছা কহিল এ তত্ত্ব ।
তা বিহু সকল মিথ্যা সকল জগত ॥
বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব লোক সুযন্ত্রিত ।
নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত ॥
নিজ ভাল বলি যেই যেই করে কন্দ ।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম ॥
কর্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া ।
আপনা না জানে জীব কৃষ্ণ পাসরিয়া ॥
চতুর্দশ লোকমাঝে মায়াবের জন্ম ।
দুর্লভ করিয়া মানি কহিল এ মর্ম ॥
বিষয়বিপাক ইথি আছয়ে অপার ।
কণেক ভক্তুর এই অনিত্য সংসার ॥
তবহু দুর্লভ জানি মনুষ্যশরীর ।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মারায় হৈয়ে স্থির ॥

শ্রীকৃষ্ণভজন সব মাত্র এই দেহে ।
মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণ করে নেহে ॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলো কত হৈত লাভ ॥
সংসারে আরতি করি মরিবার তরে ।
শ্রীকৃষ্ণ আরতি করি ভব তরিবারে ॥
সেই সে পরমবন্ধু সেই মাতা পিতা ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অস্তুর ।
চরণে পাড়িয়া বোল বচন কাতর ॥
বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি ।
তোমার আজ্ঞায় চিন্তে শুদ্ধ হই আমি ॥
আমার নিস্তার আর তোর পরিজ্ঞান ।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ ছাড় পুত্রজ্ঞান ॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে ।
দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেমধনে ॥
আনের তনয় আনে রজত স্তবর্ণ ।
খাইলে বিনাশ পায় নহে কোন ধর্ম ॥
ধন উপার্জন করে আনে বড় দুঃখ ।
ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক ॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন ।
সকল সম্পদ সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা ।
আজ্ঞা দেহ বেদনা না চিন্তে দেহ ক্ষমা ॥
সকল জনমে সতে পিতা মাতা পায় ।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিবে হিয়ার ॥
মনুষ্যজনমে কৃষ্ণগুরু সন্তে জানি ।
যেই গুরু নাহি করে পশু পক্ষী মানি ॥
এত শুন শচীদেবী বিস্মিত হিয়ার ।
বিশ্বস্তর মুখপদ্ম একদিঠে চায় ॥

চতুর্দশ লোকনাথ মায়া করে দূর ।
 সর্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥
 সেইক্ষণে বিশ্বস্তরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল ।
 আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল ॥
 নবমেঘ জিনি দ্যুতি শ্রাম কলেবর ।
 জিহ্বা মুরলীধর বরপীতাম্বর ॥
 গোপ গোপী গো গোপাল সনে বৃন্দাবনে ॥
 দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে ॥
 দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে ।
 পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে ॥
 স্নেহ নাহি ছাড়ে পুন আপন সম্বন্ধ ।
 কৃষ্ণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্বন্ধ ॥
 জগত হুর্লভ কৃষ্ণ আমার তনয় ।
 কারু বশ নহে মোর শক্ত্যে কিবা হয় ॥
 এত অসুমানি শচী কহিল বচন ।
 স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুঙ্গবরতন ॥
 মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ ।
 এখনে আপনসুখে করগা সম্মাস ॥
 এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠায় ।
 এহেন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায় ॥
 ইহা বলি সাক্ষর ভেল কণ্ঠধর ।
 সাত পাঁচ ধারা বহে নয়নের জল ॥
 ফুকরি ফুকরি কান্দে শচী স্রুচরিতা ।
 মাথের কান্দনে প্রভু হেঁঠ কৈল মাথা ॥
 পুনরপি মুখ তুলি বোলে বিশ্বস্তর ।
 শুনহ অননী তুমি আমার উত্তর ॥
 যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অসুরাপে ।
 সেইক্ষণে তুমি মোর দরশন পাবে ॥
 এ বোল শুনিঞা শচী সম্বরে ক্রন্দনে ।
 ব্যথিতহৃদয়ে কহে এ দাস মোচনে ॥

বরাড়ী রাগ । ধূলাথেলাজাত ॥

গৌরাজ কেন বা নদীয়ায় আটলা ।

(করুণা ছন্দ)

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মন কাহিনী,
 তিয়া হুখে বিরস বদন ।
 মুখে না নিঃসরে বাণী, ছনয়ানে ঝরে পানী,
 দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন ॥
 সুখাটতে নারে কথা, অন্তরে মরম বেথা,
 লোকমুখে শুনি ঘানানুনা ।
 ইজিতে বুঝিল কাজ, পড়িল আকাশ বাজ,
 চেতনা হরিল সেই দীনী ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণে, প্রভু দিন অবসানে,
 ঘরেয়ে আটলা ভরষিতে ।
 করিয়া ভোজন পান, সুখে শযায় শয়ান,
 বিষ্ণুপ্রিয়া নড়িলা হুরিতে ॥
 চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে,
 নেহারয়ে কাতর বয়ানে ।
 হৃদয় উপরে থুঞা, বাক্যে ভুজলতা দিয়া,
 প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥
 ছনয়ানে ঝরে নীর, ভিজিল হিম্মার চীর,
 চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা ।
 চেতন পাইয়া চিত্তে, উঠে প্রভু নাচাষিতে,
 বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারী ॥
 মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি,
 কহ কহ ইহার উত্তর ।
 ধুইয়া উজ্বর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে,
 পুছে বাণী মধুর অক্ষর ॥
 কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, শুনিতে বিদরে হিয়া,
 কহিলে না কহে কিছু বাণী ।

অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সম্বধান, স্তম্ভাময় মুখ-ইন্দু, তাহে স্বপ্ন বিন্দুবিন্দু,
 নয়ানে গলয়ে মাজ পানী ॥ অলপ আশ্রাসে মাজ দেখি ।
 পুনঃপুনঃ পুছে পছ, স্মৃতি না দেই তত্, বরিষা বাদল বেলা, ক্রমে বা বিষম খরা,
 কান্দে মাজ চরণে ধরিয়া । সন্ন্যাস করয়ে মহাত্মী ॥
 প্রভু সর্ব কলা জানে, পুছে নানা বিধান, তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি,
 অঙ্গবাসে বয়ান মুছাঞা ॥ আমারে কেলাহ কার ঠায় ।
 নানা বজ পরধাব, করিয়া বাঢ়ায় ভাব, ধর্ম ভয় নাহি তোরা, শচী বৃদ্ধ আধমরা,
 যে কথায় পাষণ মুঞ্জরে । কেমনে ছাড়বে তেন মায় ॥
 প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী, মুরারি মুকুন্দদত্ত, তেন সব ভকত,
 কহে কিছু গদগদ স্বরে ॥ শ্রীনিবাস আর হরিদাস ।
 শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাথ, অবৈত আচার্য্য আদি, ছাড়িয়া কি
 সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি । কার্য্য সাধি,
 লোক মুখে শুনি ইচ্ছা, বিদরিতে চাহে হিয়া, কেনে তুমি করিবে সন্ন্যাস ॥
 আগুনতে প্রবেশিব আমি ॥ তুমি প্রভু গুণরাশি, জগজনে হেন বাসি,
 তো লাগি জীবন ধন, রূপ নবযৌবন, বিপরীত চরিত আশয় ।
 বেশবিলাস ভাব কলা । তুমি যবে ছাড়ি যাবে, শুনিলে মরিব সন্তে,
 তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীব, আরজিবে অপহময় ॥
 হিয়া পোড়ে যেন বিষজ্বালা ॥ কি কহিব মুঞি ছার, মুঞি তোমার সংসার,
 আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন সুবতী, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে ।
 তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ । তোমার নিছনি লঞা, মরিয়াই বিষ খাঞা,
 বড় প্রীত্যাশা ছিল, দেহপ্রাণ সমর্পিল, সুখে নিবসহ নিজঘরে ॥
 এ নব যৌবনে দিল হাথ ॥ প্রভু না যাইহ দেশান্তরে, কেহো নাহি
 ধিক্ রহ মোর দেহে, এক নিবেদেঙ তোহে, এ সংসারে,
 কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে । বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া ।
 শিরীষকুসুম যেন, সুকোমল চরণ, কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরমব্যথা,
 পরশিতে ডর লাগে হাথে ॥ কান্দে মাজ চরণে ধরিয়া ॥
 ভূমিতে দাঁড়াই যবে, ডরে প্রাণ হাণে তবে, শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী, প্রভু গৌর গুণমণি,
 সিঞ্চিয়া পড়য়ে সর্বগায় । হাসিয়া তুলিয়া কৈল কোলে ।
 অরণ্যকণ্টক বনে, কোথা যাবে কৌন্থানে, বসনে মুছায় মুণ, করে নানা কৌতুক,
 কেমনে হাঁটিবে রাজ্য পায় ॥ মিছা শোক না করিহ বোলে ॥

আমি তোরে ছাড়িঞা, সন্ন্যাস করিব গিঞা, শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর তুই কুটুম্ব নাহি,
 এ কথা বা কে কহিল তোকে । যত দেখ সব মায়া তার ॥
 যে করি সে করি যবে, তোমাকে কহিব তবে কি নারী পুরুষ দেখ, সভারি সে আত্মা এক,
 এখনে না মর মিছা শোকে ॥ মিছা মায়াবন্ধে হয়ে তুই ।
 ইহা বলি গৌরহরি, অগ্নেয় চূষন করি, সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
 নানারস কোতুক বিধারে । এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥
 অনন্ত বিনোদ ক্রীড়া, লীলা লাভণ্যের সীমা, রক্ত রেতঃ সম্মিলনে, জন্ম মৃত্যু বিষ্ঠা স্থানে,
 বিষ্ণুপ্রিয়া তুখিলা প্রকারে ॥ ভূমে পড়ে হঞা আগেষান ।
 বিনোদ বিলাস রসে, ভৈগেল রজনীশেষে, বাল যুবা বৃদ্ধ হঞা, নানা দুঃখ কষ্ট পাঞা,
 পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া । দেহে গেছে করে অভিমান ॥
 হিম্মার আগুনি আছে, তে কারণে পুন পুছে, বন্ধু করি যারে পাণি, তারা সব দেই গালি,
 প্রিয় প্রাণনাথ মুখ চাঞা ॥ অভিমানে বৃদ্ধকাল বঞ্চে ।
 প্রভু কর বৃকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রবণ নয়ান আন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
 মিছা না বলিহ মোর ডরে । ততু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥
 হেন অহমান করি, যত কহ সে চাতুরী, কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
 পলাইবে মোর অগোচরে ॥ মায়াবন্ধে পাসরে আপনা ।
 তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কতু, অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ প্রভু পাসরিয়া,
 যে করিবে আপনার সুখে । শেষে মরে নরকযন্ত্রণা ॥
 সন্ন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি, তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করিহ ইহা,
 নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥ মিছা শোক না করিহ চিতে ।
 এ বোল শুনিয়া পুহ, মুচকি হাসিয়া লহ, এ তোরে কহিঁ কথ্য, দূর কর আন চিন্তা,
 কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া । মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥
 কহু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে, আপনে দৈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া,
 । সাবধানে শুন মন দিয়া ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত ।
 জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ, দূরে গেল দুখ শোক, আনন্দে তরল বুক,
 সত্য এক সবে ভগবান্ । চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥
 সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব, তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
 মিছা করি করহ গেরান ॥ পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে ততু ।
 মিছা পতি স্তন নারী, পিতা মাতা যত বলি, পড়িয়া চরণতল, কাহুতি মিনতি করে,
 পরিণামে কে হয়ে কাহার । এক নিবেদন শুন প্রভু ॥

মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি ।
এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়া ছিলুঁ তোর
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উত্তরোলি হঞা,
অধিক বাঢ়ল পরমাদ ।
প্রিয়জন আঁখি দেখি, ছলছল করে আঁখি
কোলে করি করিলা প্রসাদ ॥
শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
যখন যে তুমি মনে কর ।
আমি যথা তথা যাই, থাকিব তোমার ঠাই,
এই সত্য কহিলাম দৃঢ় ॥
প্রভু আজ্ঞাবাগী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গনি,
অতঃপু ঈশ্বর এই প্রভু ।
নিজস্বখে করে কাজ, কে দিবে তাহারে বাধ,
প্রভুত্তর না দিলেন তত্ব ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হেঁঠমুখী, ছলছল করে আঁখি,
দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে ।
প্রভু আচরণ কথা, শুনিতে মরমে ব্যাথা,
শুণ গায় এ লোচনদাসে ॥

গোরাঙ্গ মোর চান্দবদন হরি ।
কবে চান্দ মুখ আর দেখিব নয়ান ভরি ॥৫৭॥
এই মনে অমুমানি দিন রাত্রি যায় ।
আঁশুনি জ্বলিল যেন সভার হিয়ায় ॥
সকল ভক্ততগণ একত্র হইয়া ।
গোরা গুণগাথা কহি মরমে কার্দ্দিয়া ॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দৌছে কান্দে দিবানিশি ।
দশদিক শূন্য অন্ধকারময় বাসি ॥
পুরজন পরিজন সোয়াথ না পায় ।
ছটকট করিয়া সব নগরে বেড়ায় ॥

হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজরায় ।
কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে স্মারয় ॥
এক নিবেদন আমি বলিতে ডরাও ।
আজ্ঞা যদি পাই প্রভু সঙ্গে চলি যাও ॥
আর যে বা পাবে সেই সঙ্গে চলি বাউ ।
তোমা না দেখিলে কেঠো না রাখিব জীউ
আগেতে মরিব আমি শুন বিশ্বস্তর ।
আপন হৃদয় তোরে কহিল উত্তর ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট অট্ট হাস ।
আমার বচন তুমি শুন শ্রীনিবাস ॥
আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাও তরাস ।
কতু না ছাড়ি আমি তো সভার পাশ ॥
বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে ।
নিরন্তর আছি আমি মন কর স্থিরে ॥
প্রবোধ বচন বলি তুষিল তাহারে ।
মুরারিগুপ্তের ঘরে গেলা, সন্ধ্যাকালে ॥
হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি মন্দিরে ।
নিভুতে কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে ॥
শুনহ মুরারিগুপ্ত আমার বচন ।
মোর প্রিয় প্রাণ তুমি কহি তে কারণ ॥
কহিব অপূর্ব কথা শুন সাবধানে ।
উপদেশ কহি তোর হিতের কারণে ॥
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি ত্রিজগতে ধন্ত ।
তারেধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অস্ত ॥
আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু ।
যে চাহে আপনা হিত তার পূজা কর ॥
জগতের হিত সেই বৈষ্ণবের রাজা ।
পরম ভক্ততি করি কর তার পূজা ॥
তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায় ।
নিভুতে কহিল তোরে রাখিব হিয়ায় ॥

আমি আর গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি ।
 নিত্যানন্দ অধৈত শ্রীবাস রামাই ॥
 জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে ।
 অস্তর কহিল তোরে রাখিবে হিয়াতে ॥
 এ বোল শুনিঞা সে মুরারি বৈষ্ণৱাজ ।
 অস্তরে জানিল প্রভুর অস্তরের কাজ ॥
 কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর পড়িল চরণে ।
 নিশ্চয় জানিলা প্রভুর সন্ন্যাস করণে ॥
 হরিদাস চরণে করয়ে নমস্কার ।
 আত্মসমর্পণ করে বিনয় অপার ॥
 মুরারি-কান্দনা প্রভু শুনিতে কাতর ।
 অশ্রুব্যস্ত হইয়া চাঁলিলা নিজঘর ॥
 মুরারিকে প্রবোধ করিলা এই বাণী ।
 তোমার নিকটে নিরস্তর আছি আমি ॥
 সন্ন্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব ।
 পরিণামে যে কহিলু ওঠ অবলম্ব ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু নিজঘরে যায় ।
 কাতর অস্তর ব্যথায় এ লোচন গায় ॥

ছাড়ো গেলে মরি যাব গৌরাজ রে ।
 কার মুখ চাঞা রব গৌরাজ রে ॥ ৫ ॥
 রজনী বক্সে প্রভু আনন্দ দিয়ায় ।
 আছিল অধিক করি পিরিতি বাঢ়ায় ॥
 মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া ।
 যে কথায় থাকরে অন্তর সুস্থ হঞা ॥
 পুরজনে পরিতোষ যার যে উচিত ।
 এইমনে সভাকারে করয়ে পিরিত ॥
 বৈরাগ্য আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি ।
 ঘরে ঘরে নিজপ্রেম পরকাশ করি ॥

কারু ঘরে হান্স পরিহাস কথা কহে ।
 যার যেন হিয়া তেন মতে সব মোহে ॥
 আছিল গুপত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে ॥
 মায়ার প্রভাবে তারা আটলা স্ববেতে ॥
 নানা আভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন ।
 হাস বিলাস রসময় অকৃষ্ণ ॥
 সব লোক আনিলেক নহিব সন্ন্যাস ।
 স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজ দাস ॥
 শয়ন মন্দিরে সুখে শয়ন করিলা ।
 ত্রাশূল শুবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা ॥
 হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বোলে ८
 পরম পিরিতি করি বসাইলা কোলে ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল ।
 অগোর কস্তুরী গঞ্জে তলক রচিল ॥
 দিবা মালতীর মালা দিল গৌরা অঙ্গে ।
 শ্রীমুখে ত্রাশূল তুলি দিল নানা রঙ্গে ॥
 তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি ॥
 দীর্ঘ কেশ কামের চামর ঘনি আভা ।
 কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা ॥
 মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কণাতে ।
 কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে ॥
 হৃদয় ললাটে দিল সিন্দূরের বিন্দু ।
 দিবাকর কোলে যেন রতিয়াছে ইন্দু ॥
 সিন্দূরের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর ।
 শশিকোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার ॥
 খঞ্জন নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ ।
 তুঙ্গ কাম কামানের গুণ করিলেক ॥
 অগোর কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে ।
 দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পারভেথে ॥

নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত তাহার ।
 তাহুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার ॥
 ত্রৈলোক্য-মোহিনীরূপ নিরীখে বদন ।
 অধরমাধুরী সাধে করয়ে চূষন ॥
 ক্রণে ভুজলতা বেড়ী আলিঙ্গন করে ।
 নব-কমলিনী যেন করিবর কোরে ॥
 নানা রস বিধারয়ে বিনোদ-নাগর ।
 আছুক আনের কাজ কাম অগোচর ॥
 স্নমেকর কোলে যেন বিজুরি প্রকাশ ।
 মনন মুগ্ধে দেখি রত্নির বিলাস ॥
 হৃদয় উপরে থোয় না ছুরায় শয্যা ।
 পাশ পালটিতে নারে দৌহে একমজ্জা ॥
 বৃকে বৃকে মুখে মুখে রজনী গোড়ায় ।
 রস অবসাদে দৌহে স্নখে নিদ্রা যায় ॥
 রজনীর শেষে প্রভু উঠিয়া সত্বর ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর ॥
 বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উত্তারে অধিক ।
 সন্ন্যাস করিব বলি উনমত্ত চিত ॥
 এ সময়ে বিধারয়ে রঙ্গ রস ভাব ।
 ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ ॥
 যে জন যেক্রমে ভজে তারে তেন প্রভু ।
 ভজন অধিক নূন না করয়ে কভু ॥
 তাহাতে অধিক আছে অধিকারি-ভেদ ।
 অমায়া সমায়া ভক্তি সবেদ নির্বেদ ॥
 ভক্তিবিশ্ব কৃষ্ণ ভজিবারে নারে কেহো ।
 অমায়া নিশ্চলা প্রেমভক্তি হয় সেহো ॥
 বিনি অমুরাগে প্রেমভক্তি হয় যবে ।
 কৃষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহো তবে ॥
 ঐছন ঠাকুর গৌর করুণার সিদ্ধ ।
 অমুরাগে প্রেমার ভিখারী দীনবন্ধু ॥

করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অমুরাগ ।
 বিচ্ছেদ হৃদয়ে যেন বাটে তার ভাব ॥
 ভাব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মৌর অঙ্গ ।
 তার সহ মৌর ভাব কভু নহে ভঙ্গ ॥
 এহেন করুণানিধি আর আছে কে ।
 আপনা না ধরে নিজ প্রেম অমুরাগে ॥
 এই সে কারণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ ।
 এত জানি মনে কেহো না কয় প্রমাদ ॥
 এ প্রেম ভক্তি প্রভু করিব প্রকাশ ।
 আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

এমন কেন হলো গৌরাজ এমন কেন হলো
 নটবর বেশ গৌরাজ কি লাগি ছাড়িলে ॥
 অরধুনী তীরে নিমাই তিলেখ দাড়াইহ ।
 চাঁদ মুখ নিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাইহ ॥
 এক বোল বোল নিমাই যদি তুমি রাখ ।
 সন্ন্যাসের কাজ নাই ঘরে বসে থাক ॥
 সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও ।
 অভাগা মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও ॥
 মায়ে ডাকে রহ গৌরাজ রে ।
 মায়ে ছাড়িয়া যাইহ না রে গৌরাজ রে ॥
 প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি ।
 দঢ়াইল সন্ন্যাস করিব গৌরহরি ॥
 কষ্টকনগরে আছে ভারতীগোসাঞি ।
 সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাঞি ॥
 একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বস্তর ।
 যাত্রাকালে লইল দক্ষিণনাসার স্বর ॥
 চলিল সে মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে ।
 গঙ্গাসম্মুখণে গেলা ছাড়ি নবদ্বীপে ॥

ଗଳା ନୟନି ନବସିଂହ ଛାଡ଼ି ସାୟ ।
 ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲ ସେନ ସତୀର ମାଧ୍ୟାୟ ।
 କିବା ଦିନ ମାନ୍ଧ୍ୟେ ରବି ସେନ ଲୁକାହିଲ ।
 ମରୋବର ଛାଡ଼ି ସେନ ହଂସଗଣ ଗେଲ ।
 ଦେହ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣ ସେନ ଗେଲ ଆଚନ୍ଦିତ ।
 ଭ୍ରମରୀ ଛାଡ଼ିଲ ସେନ ପଦ୍ମର ମିରିତ ।
 ବିଚ୍ଛେଦ ବିରୋଗମୟ ହେଲ ନବସିଂହେ ।
 ଶୋକେର ପର୍ବତ ସେନ ସଭାକାରେ ଚାପେ ।
 ପରିଜନ ପୁରଜନ ଶତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ।
 ଗୁଞ୍ଜିତ ହେଲା କାନ୍ଦେ ଅଳ୍ପ ଆଛାଡ଼ିୟା ।
 ଶତୀଦେବୀ କାନ୍ଦେ କୋଳେ କରି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ।
 ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମରା ସେନ ରହିଲା ପଡ଼ିୟା ।
 ଅବସର ଉପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣ ଗେଲ ତ ଛାଡ଼ିୟା ।
 ଶତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କାନ୍ଦେ ଭୂମିରେ ଲୋଟାୟା ।
 ଶତୀଦେବୀ କାନ୍ଦେ ଡାକେ ନିମାହି ବଳିୟା ।
 ଆଶୁନି ପୁଡ଼ିଲ ସେନ ଧୃବଧୃକ ହିୟା ।
 ଶୁଣୁ ହେଲ ଦଶଦିଗ ଅନୁକାରମୟ ।
 କେମନେ ବଞ୍ଚିବ ଗୁଞ୍ଜିତ ସର ସୋରମୟ ।
 ଗିରିବାରେ ଆସିଲେ ମୋରେ ଏ ସରକରଣ ।
 ବିଷ ସେନ ଲାଗେ ଇଷ୍ଟକୁଟୁମ୍ବବଚନ ।
 ନା ବଳିୟା ଆର ମୋରେ ନା ଡାକିବେ କେହୋ ।
 ଆମାରେ ନାହିକ ସମ ପାସରିଣ ସେହୋ ।
 କିବା ଦୁଃଖ ପାଇ ପୁତ୍ର ଛାଡ଼ିଲ ଆମାରେ ।
 ହାପୁତି କରିୟା ପୁତ୍ର ଗେଲା କୋଥାକାରେ ।
 ହାୟ ହାୟ ନିଦାରୁଣ ନିମାଟ ହେଲା ।
 କୋନ୍ ଦେଶେ ଗେଲା ପୁତ୍ର କେ ଦିବେ ଆନିକ୍ଷା ॥
 ବୁକ୍ ଫାଟେ ତୋର ବାପ ସୋଢ଼ିର ମଂଧୁରୀ ।
 ନା ବଳିୟା ଆର ନା ଡାକିବ ଗୋରହରି ।
 ଅନାଥିନୀ କରିୟା କୋଥାର ଗେଲେ ବାପ ।
 ଯେନେ ଛିଲ ଜନନୀରେ ଦିବ ଆମି ତାପ ।

ପତିୟା ଶୁନିକ୍ଷା ପୁତ୍ର ଇହାହି ଶିଖିଲା ।
 ଅନାଥିନୀ ଅଭାଗିନୀ ମାୟେରେ କରିଲା ।
 କୋଥା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଏଡ଼ି ପଳାହିୟେ ଗେଲା ।
 ଭକତଜନାର ପ୍ରେମ କିଛି ନା ଖଣିଲା ।
 ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କାନ୍ଦେ ହିୟା ନାହିକ ସନ୍ଧିତ ।
 କ୍ଷଣେ ଉଠେ କ୍ଷଣେ ପଡ଼େ ଉନମତ ଚିତ ।
 ବସନେ ସନ୍ଧ୍ୟେ ନାହି ନା ବାନ୍ଧୁରେ ଚୁଲି ।
 ହାକାନ୍ଦ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦେ ଉନ୍ନତି ପାଗଳୀ ।
 ପ୍ରଭୁର ଅନ୍ତର ମାଳା ହୃଦୟେ କରିୟା ।
 ଜାଲହ ଆଶୁନି ଆମି ମରିବ ପୁଡ଼ିୟା ।
 ଶୁଣ ବିନାହିତେ ନାରେ ମରମେ କରମେ ।
 ସବେ ଏକ ବୋଲେ ଦେବୀ ଏହି ଛିଲ ମରମେ ।
 ଅମିୟା ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ତୋର ସତ ଶୁଣ ।
 ଏକଥେ ନକଲ ସେହି ଭୈରବ ଆଶୁନ ।
 ରହନ୍ତ ବିନୋଦ କଥା କହିବାରେ ନାରେ ।
 ହିୟାର ପୋଡ଼ିନି ପୋଡ଼େ ଅତି ଆର୍ତ୍ତସ୍ବରେ ।
 ଚୋରିଗେ ଭକତ ମରେ ଅନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା ।
 କି କହିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନା ପାରେ ଆପନା ।
 ଅନେକ ଶକତି ତାରା ବୋଲେ ସ୍ବୀରେ ସ୍ବୀରେ ।
 କି ଦିବ ପ୍ରବୋଧ ତୋରେ ମନ କର ହିରେ ।
 ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଶୁନିଲେ ଏତକାଳ ଧରି ।
 ମନ ସ୍ଥିର କର ସବ ସେହି ମନେ କରି ।
 କି ଜ୍ଞାନତ ଗଗନା କାର ଆପନାର ।
 ଶୁନିକ୍ଷାଛ ସତସତ ପୂର୍ବ ଅବତାର ।
 ଲୋକ ସେନ ଅଗୋଚର ଚରିତ୍ର ତାହାର ।
 ବଡ଼ଭାଗ୍ୟୋ ନାମ ଧରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୋମାର ।
 ସାରେ ସେହି ଆଜ୍ଞା କୈଳା ଥାକ ସେହି ମତେ ।
 ସେହି ଆଜ୍ଞା ଗୁପ୍ତାଧ୍ୟାନ କର ନୃତ୍ତ ଚିତେ ।
 ଏତେକ ବଚନ ସ୍ବେଦ ବୈର ଭକ୍ତଗଣ ।
 ଶୁନିକ୍ଷା କାତର ହଞ୍ଜା ସନ୍ଧ୍ୟେ କେନ୍ଦ୍ରନ ।

তবে নিত্যানন্দ লৈঞা যত ভক্তগণ ।
 যুক্তি করে কোথা গেলে পাব দরশন ॥
 কেহো বোলে যত তীর্থ করিব গমন ।
 যথা গেলে গোরাক্ষদের পাব দরশন ॥
 কেহো বোলে বৃন্দাবন যাব বারাণসী ।
 নীলাচলে যাব যথা থাকয়ে সন্ন্যাসী ॥
 কণ্টকনগরে আছে ভারতী গোসাঞি ।
 সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥
 এই বাক্য কহু প্রভুর মুখে শুনিয়াছি ।
 সত্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাতি বৃদ্ধি ॥
 মিথ্যা বাক্যে সব লোক যাব তথাকারে ।
 আগে আমি তত্ত্ব জানি কহিব সভারে ॥
 ধীর ভক্ত জনকথো দেহ মোর সঙ্গ ।
 ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরঙ্গে ॥
 তবে সব ভক্তগণ মনে অহুমানৈ ।
 মুখামুখ্য জন কথো দিল তার সনে ॥
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর ।
 বক্তৃতা করি চলিলা সত্বর ॥
 এই সব লঞা নিত্যানন্দ চলি যায় ।
 প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় হিয়ায় ॥
 এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিলা সত্বর ।
 কোটি কুঞ্জর সত্ত্ব গমন স্থলর ॥
 ঝরঝর নয়নে ঝরয়ে প্রেমধারা ।
 পুলকে আকুল অঙ্গ সোণার কিশোরা ॥
 উর্দ্ধবাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন ।
 মধুরার মল্ল যেন করিছে গমন ॥
 রাধার বিরহভাবে হঞাছে ব্যাকুল ।
 কতি কতি রাধা মোর কোথায় গোকুল ॥
 সে গমন কণে কণে মম্বর হইয়া ।
 মালসাট মায়ে কণে চৌদিকে চাহিয়া ॥

একমতে প্রেমবেশে চলি যায় পথে ।
 অখিলের গুরু মোর প্রভু অগম্যথে ॥
 কাঞ্চননগরে আইল প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 যথা আছে কেশবভারতী শ্রাসিবর ॥
 পরম ভক্তি করি পরণাম করে ।
 সম্মুখে উঠিয়া শ্রাসী নারায়ণ স্মরে ॥
 বড় ভাগ্য মানি দৌড়ে সরস সন্তোষ ।
 বিশ্বম্ভর বোলে মোরে করাহ সন্ন্যাস ॥
 এইমনে দুইজনে আছে যেই কালে ।
 আসি নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরাদি মেলে ॥
 সন্ন্যাসীকে নমস্করি প্রভু নমস্করে ।
 হাসিয়া কহয়ে প্রভু ভাল হৈল আইলে ॥
 তোমার গমনে মোর সকলি মঙ্গল ।
 সন্ন্যাস করিব আমি জনম সফল ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু ভারতী সন্তোষে ।
 প্রণতি বিনতি করে সন্ন্যাসের আশে ॥
 ভারতী কহয়ে আরে শুন বিশ্বম্ভর ।
 তোমায়ে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর ॥
 এহেন স্থলর তহু তরুণ বয়সে ।
 জনম অবধি না জানহ দুখ ক্রেশে ॥
 অপত্য সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার ।
 তোমায়ে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার ॥
 পঞ্চাশের উর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি ।
 তবে সে সন্ন্যাস দিতে ভাল হয় যুক্তি ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু কহে লহবাণী ।
 তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে আনি ॥
 মানা না করিহ মোরে শুন শ্রাসিমণি ।
 ধর্ম্মার্থতত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি ॥
 সংসারে দুর্লভ এই মাছুষের জন্ম ।
 তাহাতে দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি পরার্থ ॥

বড়ই দুর্ভাগ্য তাহে ভক্তজনসকল ।
 মাহুষের দেহ সে তিলেকে হয় ভক্ত ॥
 বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যবে ।
 তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হবে কবে ॥
 মায়ী না করিহ মোরে করাহ সন্ন্যাস ।
 তোমার পরসাদে মুক্তি হও কৃষ্ণদাস ॥
 ইহা বলি করুণ অরুণ দু নয়ান ।
 ছল ছল করে আশি কাতর বয়ান ॥
 হৃদয় গর্জনে সিংহ জিনি পরাক্রম ।
 ভাবময় সব দেহ অতি সুলক্ষণ ॥
 চরিত্র বলি ডাকে মেঘের গর্জনে ।
 অবিরাম প্রেমবারি ঝরে ছু নয়ানে ॥
 ত্রিভুজ হইয়া বংশী বংশী বলি ডাকে ।
 ক্রমে রাসমণ্ডলী বলিয়া অঙ্গ খাকে ॥
 গোবর্দ্ধন রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে হাসে ।
 চমৎকার হৈল স্ত্রীসী অন্তর তরাসে ॥
 অন্তরে আনিয়া কিছু কহে স্ত্রীসিরাজ ।
 মরম জানিল সেহি ভাল নহে কাজ ॥
 জগতের গুরু এষ্ট জগতের নাথ ।
 গুরু করি আগারে করিবে জোড় হাথ ॥
 এত অনুমানে স্ত্রীসী করিল উত্তর ।
 সন্ন্যাস করিবে যদি যাচ নিজঘর ॥
 সাক্ষাতে জননী ঠাঞি লভিবে বিদায় ।
 তোমার পত্নী স্বেচছিতা যাবে তার ঠায় ॥
 সাক্ষাতে সভার ঠাঞি বিদায় হইয়া ।
 আইসহ আমার ঠাই সভা বুঝাইয়া ॥
 মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায় ।
 আসন ছাড়িয়া আমি যাব অকৃত ঠায় ॥
 অকৃত্যমী ভগবান্ এ মন জানিঞা ।
 পালিব তোমার আশা কহিল হাসিয়া ॥

চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ পুরে ।
 দেখিয়া ভারতী স্ত্রীসী ভাবয়ে অন্তরে ॥
 যার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের গণ বৈসে ।
 তারে পলাইয়া আমি যাব কোন্ দেশে ॥
 ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি ।
 সভার জীবন এই সর্বজন সাধী ॥
 ইহা ভাবি সন্ন্যাসী ডাকিয়া দৌরহরি ।
 কহিতে লাগিলা কিছু অমুনয় করি ॥
 আর এক বোল বোলোঁ শুন বিশ্বস্তর ।
 তোমায়ে সন্ন্যাস দিতে বড় লাগে ডর ॥
 তুমি জগতের গুরু কে গুরু তোমার ।
 মিছা বিড়ম্বনা কেন করহ আমার ॥
 এ বোল শুনিঞা কান্দে বিশ্বস্তরায় ।
 আরতি করিয়া ধরে সন্ন্যাসীর পায় ॥
 প্রণত জনেয়ে কেনে বোল হুর্কচন ।
 মল্যে কি ছাড়িব আমি তোমার চরণ ॥
 মোরে যত বোল মোর বৃথিবারে মন ।
 এক নিবেদন আছে শুনহ বচন ॥
 একদিন রাত্রিশেষে দেখিলুঁ স্বপনে ।
 সন্ন্যাসের মন্ত মোরে কহিল ব্রাহ্মণে ॥
 এত বলি ভারতীর কর্ণে কহে মন্ত ।
 প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বতন্ত্র ॥
 মন্ত শুনি স্ত্রীসিবর তৈলা প্রেমময় ।
 কম্প পুলকিত অশ্রু রাধাকৃষ্ণ কয় ॥
 বৃন্দাবন যমুনা ফুকারে বনেঘন ।
 বৃষ্ণিল এ জন কৃষ্ণ শচীর নন্দন ॥
 ইতার পিরীতি সেট ভাগ্য সর্বোত্তম ।
 কৃষ্ণ শ্রীত হীন ধর্ম নহে সুলক্ষণ ॥
 বৃষ্ণিল সকল কাজ ভারতী গোনাঞি ।
 সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাই ॥

এ বোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে ।
 হরি হরি বোলয়ে গভীর মেঘনাদে ॥
 গৌর শরীরে সে পুলক সারি সারি ।
 অমিয়া পসার গৌরার অঙ্গের মাধুরী ॥
 অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার ।
 দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার ॥
 নবদ্বীপ হৈতে গদাধর নরহরি ।
 আসিয়া মিলিল। তাবা বলি হরি হরি ॥
 দণ্ডবত প্রণতি করিল বহুতর ।
 হাসিয়া করিল। কোলে শচীর কোড়র ॥
 প্রভু কহে ভাল তৈল তোমরা আইলা ।
 কৃষ্ণ অঙ্গুগ্রহ হেতু তোমরা মিলিলা ॥
 আদ্যোপান্ত তোরা দুই সঙ্গী মোর সঙ্গে ।
 তো সভা দেখিয়া চিত্ত অতি বড় রঞ্জে ॥
 গৌর মুখ দেখি কান্দে দুই মহাশয় ।
 ডাহিন বামেতে দৌঁহে রহিল নিশ্চয় ॥
 কণ্ঠকনগরের লোক দেখিবারে ধায় ।
 যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ন জুড়ায় ॥
 কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্ধ কি নারী পুরুষ ।
 কিবা সে পণ্ডিত জন এ গণ্ড মুকুট ॥
 শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী ।
 নিজ ছায়া নাহি দেখে হেন রূপবতী ॥
 কাঁখে কুন্ত করি কেহো ঝাঁড়াইয়া চাহে ।
 লড়িতে না পারে সেহ লড়ি ধরি খায়ে ॥
 পঙ্কু আতুর আর গর্ভবতী নারী ।
 শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সম্মাসরে পাড়ে গালি ॥
 এমন বাগকে কেহো করায় সম্মাস ।
 সম্মাসের ধর্ম নহে লোকে উপহাস ॥
 কঠিন অন্তর ইহার দয়ালীন জন ।
 নগরে না রাখি ইহার কহিল কখন ॥

সম্মাসীকে সতে নিশ্চয় করে বার বার ।
 গৌরামুখ দেখি সভার আনন্দ অপার ॥
 ধন্থ ধন্থ করি লোক বাধানয়ে রূপ ।
 এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ ॥
 ধন্থ জননী সে ধরিল পুত্র গর্ভে ।
 দেবকী সমান সেই শুনিঞাছি পূর্বে ॥
 কোন্ ভাগ্যবতী হেন পাঞাছিল পতি ।
 ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী ॥
 রূপ দেখি নিজ আঁখি নাড়িতে না পারি ।
 ইহার সম্মাস কিবা সহিবারে পারি ॥
 কেমনে বাঁচিবে সেই ইহার জননী ।
 এ কথা শুনিলে মাজ মরিবে অমনি ॥
 হেন বৃদ্ধি মাতা পিতা নাহিক ইহার ।
 এ অচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ বেদসার ॥
 বৃন্দাবন মাঝে কিবা রাখা হারাইয়া ।
 তার অদ্বৈত বুলে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
 সে বিরহে ভেল ইহার সম্মাস করণ ।
 নিশ্চয় জানিল এই নন্দের নন্দন ॥
 এত অসুখান করি কান্দে সব লোক ।
 ডাকিয়া কহয়ে প্রভু না করিহ শোক ॥
 আশীর্বাদ কর মোরে শুন মাতা পিতা ।
 সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দেও মাথা ॥
 যার যেহ নিজ পতি সেই তাহা চাহে ।
 তার চিত্ত বাজিবারে করয়ে উপায়ে ॥
 রূপ যৌবন যত এ রস লাভ্য ।
 নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্থ ॥
 মনে মনে কর এ সভার অহুতব ।
 পতি বিহু যুবতীর মিছা হয় সব ॥
 কৃষ্ণপদ বিহু মোর অন্য নাহি গতি ।
 নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি ॥

'ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন ।
 ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল সম্বরণ ॥
 পুনরপি ন্যাসিবরে করয়ে প্রণাম ।
 আপন অন্তর-কথা করয়ে বিধান ॥
 তার পর দিনে প্রভু গুরু আজ্ঞা লঞা ।
 সন্ন্যাস বিধান কার্য করেন হাসিয়া ॥
 করিল সকল কৰ্ম যে বিধি উচিত ।
 সন্ন্যাসী নিকটে গেলা হঞা অতি ভীত ॥
 আপনে আচার্য্যরত্ন কৃষ্ণপূজা করে ।
 চৌদিকে বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥
 গুরুর সন্নীপে রহি পুটাজলি করি ।
 মাগয়ে সন্ন্যাসমন্ত্র পরণাম করি ॥
 মুগুন করিল প্রভু শুন তার কথা ।
 বাহা শুনি সভার হৃদয়ে লাগে ব্যথা ॥
 সকল বৈষ্ণবগণের হিয়া ভেল কাঁপ ।
 মুগুনের কালে বস্ত্র মুখে দেই ঝাঁপ ॥
 কমলা লালিত কেশ ত্রৈলোক্যানন্দর ।
 মালার সহিতে নাখে এ গজকঙ্কর ॥
 পুরুষে চুড়ার বেশে মোহিল জগত ।
 হাহার খেদানে জীয়ে সকল ভকত ॥
 গোপবধু যার লাগি ছাড়িলেক লাজ ।
 জাতি কুল শীল ভয়ে পাড়িলেক বাজ ॥
 যার গুণ গায় শিব বিরিকি নারদ ।
 আপনারে ধন্য মানে সকল সম্পদ ॥
 হেন কেশ মুগুন করিতে চাহে পহঁ ।
 কান্দয়ে সকল লোক নাহি তুলে মুহঁ ।
 নাপিত আনিঞা বৈল বচন বিনয় ।
 কৃষ্ণ ভজি তুমি মোরে হওত সহায় ॥
 আমি ত সন্ন্যাসী হঞা কৃষ্ণের হইব ।
 সতক মুগুন কর তোর ভাগ্য হব ॥

নাপিত না দেই হাথ শিরের উপর ।
 তরাসে তাহার অঙ্গ কাঁপে ধর ধর ॥
 মোর ভাগ্য নাশ প্রভু যাউ সর্ব্বধার ।
 কেমনে বা হাথ দিব তোমার মাথায় ॥
 যদি মোর কুষ্ঠ হউ গলু সব অঙ্গ ।
 বংশ ঘোর নরক যাউ শুনহ গৌরান্দ ॥
 তথাপি তোমার শিরে হাথ দিতে নারি ।
 বিনয় করিয়া বোলোঁ শুন গৌরকরি ॥
 কটকনগরের লোক এ নারী পুরুষে ।
 ফুকরি ফুকরি কান্দে গদগদ ভাবে ॥
 নাপিত কহয়ে প্রভু নিবেদি চরণে ।
 তোর শিরে হাথ দিব কাহার পরাণে ॥
 আমার শক্তি নারি করিতে মুগুন ।
 স্নানর কৃষ্ণিত কেশ ত্রৈলোক্যমোহন ॥
 দেখিতে শীতল করে হৃদয় নয়ন ।
 যে কর সে কর প্রভু না কর মুগুন ॥
 এরূপ মাুষ্য নাই জগত ভিতর ।
 তুমি সর্ব্বলোকনাথ আনিল অন্তর ॥
 এ বোল শুনিয়া প্রভু অসন্তোষ পায় ।
 বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে ডরায় ॥
 পুন নিবেদন করে অন্তরে কাতর ।
 কেমনে বা হাথ দিব শিরের উপর ॥
 অপরাধ লাগি মোর ডরে হালে গা ।
 তোর শিরে হাথ দিয়া ছোব কার পা ॥
 কার পায় ধরিয়া করিব নিজ বৃত্তি ।
 অধম নাপিত মুঞি হউ ছার জাতি ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু সদয় হৃদয় ।
 না করিহ নিজবৃত্তি ঠাকুর কহয় ॥
 প্রভু বোলে শুন রে নাপিত হরিদাস ।
 মুগুন করাহ আমি করিব সন্ন্যাস ॥

কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম ঘাবে ভোর সূৰ্যে ।
 অস্তকালে বাস তোর হৈবে স্বর্গলোকে ॥
 আমার মুণ্ডন করি বস্ত্র অঙ্গগণ ।
 গজাভয় মাঝে লঞা কর সমর্পণ ॥
 শুনি হরিদাস মনে ভাবিতে লাগিলা ।
 আমার মঙ্গল কর্ম কতু না হইলা ॥
 মুণ্ডন করিয়ে যদি তবুহ বিনাশ ।
 মুণ্ডন না কৈলে মোর হয় সর্বনাশ ॥
 ইহার পীরিতি করি যে হউ সে হউক ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম পরমাত্মা এই পরতেপ ॥
 মুণ্ডনের কালে সে নাপিতে বর পায় ।
 কাতর অন্তর বেধায় এ লোচন গায় ॥

মুণ্ডন করিয়া প্রভু বসে শুভক্ৰমে ।
 সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে ॥
 মকর লেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে ।
 সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে ॥
 চৌদিকে বৈষ্ণবগণ করে সর্কার্তনে ।
 মন্ত্র কহে ত্রাসী বিশ্বস্তরের অবণে ॥
 মন্ত্র পাঞা বিশ্বস্তর পূজকিত অঙ্গ ।
 শতগুণ বাঢ়ে কৃষ্ণপ্রেমার তরঙ্গ ॥
 অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার ।
 ক্রমে মালসাটি মায়ে ছাড়ে হৃৎকার ॥
 সন্ন্যাস করিল ইহা বলিয়া উল্লাস ।
 পুনঃপুন প্রেমানন্দে অটু অটু হাস ॥
 কাঞ্চননগরের লোক সে রূপ দেখিয়া ।
 নিশ্চয় জানিল এই রাসবিনোদিয়া ॥
 ভক্তগণ মুখ হেরি নাচয়ে আনন্দে ।
 আগনে ঠাকুর নাচে নাচে নিত্যানন্দে ॥

গদাধর নরহরি নাচে কাছে কাছে ।
 সকল বৈষ্ণব নাচে গৌরহরি মাঝে ॥
 করতাল মৃদল আর কীর্তনের রোল ।
 চৌদিকে সকল লোক বোলে হরিবোল ॥
 নটবরশেখর অগড় সহচর ।
 রাধাকৃষ্ণ গুণগানে প্রেমার বিহ্বল ॥
 হেনই সময়ে কহে ভারতীগোসাঞি ।
 কি নাম তোমার হয় শুনহ নিমাইঞি ॥
 যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সেইখানে ।
 সতে মিলি ত্রাসিবর করে অমুমানে ॥
 বুদ্ধি অমুরূপ কহে যার যেই মনে ।
 হেনকালে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥
 ধ্বনি শুনি সর্বলোক হৈল চমৎকার ।
 ত্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নাম করহ ইহার ॥
 নিজারূপা মহামায়া দেবী ভগবতী ।
 আচ্ছাদিল সর্বলোক ভেল ছয় মতি ॥
 যতেক করয়ে সব নির্দেয় স্বপনে ।
 আপনে ঠাকুর সভার করায় চেতনে ॥
 আপনেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুঝায় সভারে ।
 ত্রীকৃষ্ণচৈতন্ত তেঞি বলিয়ে ইহারে ॥
 এতেক বচন সতে দৈবমুখে শুনি ।
 আনন্দিত সর্বলোক করে হরিধ্বনি ॥
 আনন্দ স্বর্য প্রভু বোলে হরিবোল ।
 ত্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নাম আজি হৈতে মোর ॥
 গুরুর চরণে করি প্রণতি বিশ্বর ।
 প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা বিশ্বস্তর ॥
 গমন উত্তম দেখি সেই ত্রাসিরাজ ।
 ডাকে হের দণ্ড ধর না করহ ব্যাজ ॥
 গুরুর বচন শুনি লেউটিয়া আসি ।
 স-বসন দণ্ড পাইয়া লহ লহ হাসি ॥

গ্রহণ করিল গুরুর স-বসন দণ্ড ।
 প্রণতি করয়ে বহু ভকতি প্রচণ্ড ॥
 আমি সে সকল ছাড়ি করিছ সন্ন্যাস ।
 তুমি না ছাড়িলে মোরে অগ্নে অগ্নে বাশ ॥
 রান্ন অবতারে তুমি খস্ক হইয়া ।
 রহিলে আমার হাতে দুষ্টের লাগিয়া ॥
 কৃষ্ণ অবতারে বংশী হঞা মোর করে ।
 মোহিত করিলে সব অখিল সংসারে ॥
 ইবে দণ্ড হঞা মোর আইলা করেছে ।
 কলিযুগে পাষণ্ডদলন হেতু রূপে ॥
 ইহা বলি মহাপ্রভু বোলে হরিবোল ।
 আকাশ পরশে মহা প্রেমার হিরোল ॥
 গুরুর অজ্ঞায় প্রভু সে দিন তথাই ।
 গুরুভক্তি করি স্নেহে বঞ্চিলা গোসাঞি ॥
 সকল বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 গুরুর সংগতি নৃত্য করয়ে মোহন ॥
 কেশবভারতী নাচে প্রেমানন্দ স্নেহে ।
 ঠাকুর নাচয়ে হরি বোলে সৰ্বলোকে ॥
 প্রেমানন্দে পূর্ণ দৌহে পাসরে আপনা ।
 ব্রহ্ম স্নেহ অগ্নি করি মানয়ে হু অনা ॥
 এইমনে কথোক্ষণে নৃত্য অবলানে ।
 বলিয়া কহয়ে শ্রাসী বিশ্বস্তর শুনে ॥
 মোর হাথ হইতে দণ্ড কে নিলে আমার ।
 দণ্ডপ্র পরশি পুন বোলে নাচিবার ॥
 ইহা বলি বিহ্বল হইয়া নাচে পুন ।
 ঠাকুর নাচয়ে আর অপরূপ গুন ॥
 আনন্দে বৈষ্ণব সব নাচয়ে কোতুকে ।
 হরি হরি বোলে প্রেমানন্দে চতুর্দিকে ॥
 এইমনে আনন্দে সানন্দে রাজি যায় ।
 প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥

গুরু প্রদক্ষিণ করি করয়ে প্রণাম ॥
 নীলাচল যাই যদি পাই সন্নিধান ॥
 গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর ।
 কেশব ভারতীর হিয়া করে ছবু ছবু ॥
 ছলছল করে জাঁখি করুণার জলে ।
 বিদায় সময়ে গোরাচাঁদে করে কোলে ॥
 স্বভক্ত দৈবর তুমি আপনার স্নেহে ।
 করুণা কারণে পদব্রজে বুল লোকে ॥
 গুরুভক্তি লওয়াবারে কর বিধি কর্ম ।
 সংস্থাপন করিবারে সঙ্কীৰ্ত্তন ধর্ম ॥
 সৰ্বলোক নিস্তারিতে করুণা প্রকাশ ।
 আমি বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত সন্ন্যাস ॥
 আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বস্তর ।
 এই মোর বাক্য তুমি পালিহ অন্তর ॥
 আজ্ঞা দিল চল নীলাচল গিবিবাজে ।
 কিছু না বলিল গৌরচন্দ্র আর লাজে ॥
 চরণ পরশ করি চলিলা ঠাকুর ।
 পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে প্রেমার উল্লাস ।
 ক্ষণেক রোদন ক্ষণে অটু অটু হাস ॥
 বুক বাজা পড়ে ধারা নয়নের জলে ।
 সুরনদী ধারা যেন স্নেহের শিখরে ॥
 কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক ।
 কটকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক ॥
 মত্ত করিবর যেন রজে চলি যায় ।
 নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
 ক্ষণেকে পড়য়ে তুমি রহে শুদ্ধ হঞা ।
 ক্ষণে লক্ষ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া ॥
 ক্ষণে গোপীকান্ত ভাব ক্ষণে দাস্তভাব ।
 ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীঘ্র ধাব ॥

এইমনে দিবারাত্রি না জানে আনন্দে ।
 রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণ নাম গন্ধে ॥
 কৃষ্ণনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিতে ।
 নিশ্চয় করিল প্রভু অলে প্রবেশিতে ॥
 দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ ।
 গৌরাজ গোলোকে যার কি হবে রে বাপ ॥
 তবে নিত্যানন্দ প্রভু বলে বীরদাপে ।
 রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে ॥
 লেখিখানে শিশুগণ গোদন চরায় ।
 নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ার ॥
 যে কালে গেলেন প্রভু জলের সগীপ ।
 হরি বলি ডাকে সব শিশু আচস্থিত ॥
 তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি ।
 বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধরি ॥
 তোমাতে করুন কৃপা প্রভু ভগবান ।
 কৃতার্থ করিলি রে শুনাইয়া হরিনাম ॥
 প্রেমানন্দে ভাসে প্রভু আনন্দিত হিয়া ।
 ভিক্ষা করিলা আর কথোদূর গিয়া ॥
 হেন মতে দিবাশিশি নাহি জানে স্নেহে ।
 তিন দিন বহি অরুণল দিলা মুখে ॥
 হেন মনে প্রেমানন্দে দিন রাত্তি যায় ।
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায় ॥
 নবদীপবাসী যত আমার লাগিয়া ।
 কান্দএ ব্যাকুল হয়্যা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
 নিশ্চয় না জানে মোর সন্ন্যাসকরণ ।
 সত্তারে জানাহ মোর এই বিষয়ণ ॥
 কহিল ঠাকুর পুন হৈব দরশন ।
 অচিরে হইবে দেখা না হব বিমন ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সখর ।
 কান্দিতে কান্দিতে যার শ্রীচন্দ্রশেখর ॥

যদিব তোমাতে প্রভু আমি না দেখিয়া ।
 যদিব যে নবদীপের শোকাগ্নে পুড়িয়া ॥
 নবদীপবাসী সব এক মুখে রহে ।
 শ্রীচন্দ্রশেখর আসি দেখি কিবা কহে ॥
 কহয়ে মোচন দাস কহেনে না যার ।
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদীপ যার ॥

নবদীপে প্রবেশিতে আচার্য্যশেখর ।
 নয়নে পলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥
 নবদীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া ।
 অন্তরে গোড়রে প্রাণ ধক্ধক্ হিয়া ॥
 সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে ।
 সম্মিলিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে ॥
 পুছিতে না পারে কেহ মুখে নাহি রায়ে ।
 শুনি শচীদেবী আউনড় চুল ধারে ॥
 আচার্য্য বলিয়া ডাকে উন্নতি পাগলী ।
 না দেখিয়া গৌরাজে হইলা উত্তরোলি ॥
 আমার নিমাই কোথা যুগ আইলে তুমি ।
 কেমনে মুণ্ডিল কেশ কোন্ দেশ ভূমি ॥
 কোন্ ছার সন্ন্যাসী সে কদর দারুণী ।
 বিশ্বস্তরে মন্ত্র দিতে না হৈল করুণা ॥
 সে হেন স্তন্যর কেশলাবণ্য দেখিয়া ।
 কোন্ ছার নাপিতের নিদাক্ষণ হিয়া ॥
 কেমনে পাণিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর ।
 কেমনে বা জীল সেই দাক্ষণ নিষ্ঠুর ॥
 আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল ।
 মণ্ডক মুড়াঞা পুত্র কেমন বা হৈল ॥
 আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার ।
 অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার ॥

রক্ষন করিয়া আর নাহি দিব তাত ।
 সে হেন সোণার গায়ে নাহি দিব হাথ ॥
 স্নানর বদনে চুষ নাহি দিব আর ।
 কুখার সময় কে বা বুঝিবে তোমার ॥
 এতেক বিলাপ যবে শচীদেবী কৈল ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে জনকথো গেল ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে ।
 পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষণ বুঝে ॥
 হাহা প্রাণনাথ ছাড়ি গেলে হে নদীয়া ।
 অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিঠুর হইয়া ॥
 শ্রীবাসাদি ভক্তসঙ্গে কীৰ্ত্তনে বিহার ।
 নয়ন ভরিয়া নৃত্য না দেখিব আর ॥
 প্রেমাবেশে গদগদ বোল শ্রীবদনে ।
 না শুনিয়া অভাগিনী বাঁচিব কেমনে ॥
 কোন দেশে কি রূপে আছয়ে প্রাণেশ্বর ।
 স্মরিয়া স্মরিয়া প্রাণ হৈল অর অর ॥
 হায় রে কঠিন প্রাণ না বেয়েহ কেনে ।
 জালহ আশুনি আমি মরিব এখনে ॥
 উদ্বেগে দিবস মোর হৈল কোটিষুগ ।
 না দেখিয়া প্রাণনাথ তোর বিধুমুখ ॥
 জীব মাঝে উদ্বেগ না দেয় সাধুজন ।
 তোর শোক শচীমাতা ছাড়য়ে জীবন ॥
 মুঞি অভাগিনী তোমার ভকতি না জানি ।
 সেই অপরাধে বুঝি হৈলু অনাথিনী ॥
 চরণ নিকটে প্রভু বসিয়া তোমার ।
 রূপ হেন্নি হেরি আমি না জুড়াব আর ॥
 বদনে তুলিয়া দিতে কর্পূর তাহুলে ।
 দশন মুকুতা পাতি পরশি অজুলে ॥
 অরুণ নয়ন কোণে করুণার চাঞ্চল ।
 নখর নখর কথা বলিতে হাসিঞা ॥

অধর অরুণ আর তাহুলের রাগে ।
 দশন কিরণ মোর হিয়া মাঝে জাগে ॥
 তাহাতে অমিয়া মাখা শ্রীমুখের হাস ।
 শ্রবণ নয়ন মোর জীত সেই আশ ॥
 অমিয়া অধিক প্রভু তোর যত গুণ ।
 সোড়রিতে এবে সেই ভৈগেল আশুন ॥
 বিনোদ বিলাস রস সুখময় শেজে ।
 সে সব সোড়রি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ তেজে ॥
 হায় হায় কিবা দৈব হইল আমায়ে ।
 গৌর বিহু আমার সকল আঙ্গিয়ারে ॥
 সে হান্ত লাষণ্য দেহ না দেখিব আর ।
 না শুনিব বচনচাতুরী সুখাসার ॥
 অনাথিনী করিয়া কোথারে গেলা তুমি ।
 সোড়রি তোমার গুণ নিবেদিয়ে আমি ॥
 কোন্ ভাগ্যবতী সব তোমারে দেখিয়া ।
 নিদিল কতেক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
 কোন অভাগিনী-কোল ছাড়িয়া আইলা ।
 খণ্ডব্রতী অভাগিনী কেন না মরিলা ॥
 পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ নয়নে ।
 কেমনে ধরিব হিয়া তোমা অদর্শনে ॥
 বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বরনারী ।
 আমি অভাগিনী প্রাণ এতকাল ধরি ॥
 মরি মরি গৌরাক্ষস্নানর কতি গেলা ।
 আমি নারী অভাগিনী সহজে অবলা ॥
 কোন্ দেশে যাব লাগি পাব কোন্ ঠাঞি ।
 যাইতে না দিব কেহো মরিব এখাই ॥
 মায়ে অনাথিনী করি গেলা কোন দেশে ।
 কেমনে বঞ্চিত তেঁহ তোমার হতাশে ॥
 পাণিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায় ।
 তুমিতে পড়িয়া দেবী করে হায় হায় ॥

ঝিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার ।
 অধর শুখায় কম্প হয় কলেবর ॥
 কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া ।
 ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ রহে ত ফুলিয়া ॥
 ক্ষণে মুচ্ছা পায় রাজা চরণ খেদানে ।
 সম্বাদন পায় ক্ষণে অনেক যতনে ॥
 প্রভু প্রভু বলি ডাকে ক্ষণে আৰ্ত্তনাদে ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে সৰ্বজন কান্দে ॥
 প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥
 গৌরাজ গৌরাজ বলি ডাকে তার কাণে ।
 কথোক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া পাইল চেতনে ॥
 সব জন বোলে হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া ।
 কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়া ॥
 তোর প্রভু তোর আগে কহিয়াছে কথা ।
 যথা তথা যাই তোর নিকটে সৰ্বদা ॥
 তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ ।
 বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া মাঝ ॥
 প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া ।
 বিচার করয়ে গৌরাটাদের লাগিয়া ॥
 সম্মাস করিল মো সভারে হুখ দিয়া ।
 এখনে ছাড়িয়া গেল নিদারুণ হৈয়া ॥
 রহিব কেমনে তাহা ছাড়িয়া আমরা ।
 নিদারুণ মো সভারে ছাড়িলেন গৌরা ॥
 তারেধিক দয়াল তাহার বড় নাম ।
 নাম হৈতে তারে পাই এই মুখ্য কাম ॥
 তায় বাক্য আছে পূৰ্ব্ব মো সভার তরে ।
 নাম যেই লয় সেই পাইব আমারে ॥
 এত চিন্তি নাম লৈতে বসিলা সভাই ।
 শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই ॥

কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী ।
 নাম লৈতে বসিলা গৌরাজ করি গতি ॥
 নামপাশে বাঁধিল গৌরাজ মন্ত সিংহ ।
 দাণ্ডাইল মহাপ্রভু গতি হৈল ভঙ্গ ॥
 নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাঞা রহিলা ।
 অবর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥
 যাহ নিত্যানন্দ নবদীপে আজ তুমি ।
 শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে যেন আমি ॥
 শুন নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল ।
 দেখা দিব সভাকারে এই সত্য কৈল ॥
 কহয়ে লোচন দাস কাতর জ্বদয় ।
 এথা প্রভু গৌরচন্দ্র করিল বিদায় ॥

নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু পথ চলি যায় ।
 হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায় ॥
 নবদীপ যাহ তুমি শুনহ বচন ।
 নদীয়ানগরে মোর যত বন্ধজন ॥
 সভারে কহিও নমো নারায়ণ বাণী ।
 অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে উদ্ভব আমি ॥
 সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে ।
 একত্র হইব সন্তে আচার্য্যের ঘরে ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সম্বর ।
 নিত্যানন্দ রায় যান নদীয়ানগর ॥
 নদীয়ানগরের লোক জীয়ন্তেই মরা ।
 কাটিলে কুটিলে রক্ত মাংস নাহি তারা ॥
 উদরে নাহিক অন্ন টলমল তহু ।
 সৰ্ব্ব অন্ধকার তার গৌরাটাদ বিহু ॥
 আচরিতে নিত্যানন্দ নদীয়া নগরে ।
 গায়ে বল হৈল সন্তে খাইলা সমরে ॥

চলিতে না পারে পথে টলমল করে ।
 দেখিতে না পায় পথ নরানের অলে ॥
 সকল বৈষ্ণব আসি পড়িল চরণে ।
 পুছিতে না পারে কিছু নিরীখে বদনে ॥
 শচী অতি উনমতি ধার উর্দ্ধমুখে ।
 এ কুসি আকাশ ধার ডুবিয়াছে শোকে ॥
 আর্জুনাদে ডাকে শচী আরে অবধূত ।
 কোথা ধুঞা আলিমোর নিমাই সোণার স্নত ।
 ইহা বলি কান্দে শচী কৃক কর হানে ।
 টলমল করে, নাহি চাহে পথ পানে ॥
 শচী দেখি অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর ।
 শচী বোলে মোর পুত্র আইসে কতদূর ॥
 নিত্যানন্দ বোলে খেদ না করিহ চিন্তে ।
 আমাকে পাঠায়া দিল তোমা সভা নিতে ॥
 অধৈবত আচার্য্য গৃহে রহিবে ঠাকুর ।
 খেদ না করিহ দেখা পাবে শান্তিপূর ॥
 চলহ সকল লোক 'প্রভু' দেখিবারে ।
 সেইমনে সেইরূপে সর্বলোক চলে ॥
 বালবৃদ্ধ যুবকযুবতী ধীর জন ।
 মূৰ্খ কিবা তপস্বী চলিলা সর্ব জন ॥
 শচী আগে আগে ধার গায়ে হৈল বল ।
 আনন্দে বৈষ্ণবগণ চলিলা সকল ॥
 অধৈবত আচার্য্য গৃহে উত্তরিল গিয়া ।
 ভাজিল কঁকালি ঠাঁহা প্রভু না দেখিয়া ॥
 অধৈবত আচার্য্যে কথা পুছে নিত্যানন্দ ।
 তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্ভঙ্ক ॥
 আমারে পাঠাঞা দিল এ সভা আনিতে ।
 আর কিছু নাহি জানি কি আছে তার চিতে ॥
 ইহা বলি দৌড়ে মেলি করে কোলাহুলি ।
 গৌরাঙ্গলক্ষ্যাসি শুনি অধৈবত বিকলী ॥

মুঞি অভাগিয়া সজ না পাইল আর :
 কবে চাঁদমুখ মো দেখিব আর বাহ ॥
 শচী উনমতী পুছে তখনে তখন ।
 সর্ব জন বোলে প্রভু আসিব এখনি ॥
 উৎকর্ষা বাটিল সর্ব জনের হৃদয়ে ।
 আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময়ে ॥
 আছিল অধিক কোটি গুণ দেহ ছটা ।
 আর তাহে উজ্জল চন্দন দীর্ঘ ফোটা ॥
 গৌরা গায়ে অরুণ বসন উজ্জিয়ার ।
 প্রাতঃকালের সূর্য্য যিনি বরণ তাহার ॥
 দণ্ড করে আইসে মতসিংহের গমনে ।
 দেখিয়া সকল লোক পড়িলা চরণে ॥
 হিয়া ছুড়াইল দেখি অঙ্গের ছটাক ।
 পাসরিল সর্ব জন দুখ লাখেলাখ ॥
 আনন্দে ভরল হিয়া নাহি শোক দুখ ।
 এক দৃষ্টে চাহে সবে বিশ্বস্তর মুখ ॥
 প্রাণ হারাইলে যেন প্রাণ পায় জনে ।
 ধন হারাইলে যেন ধনী পায় ধনে ॥
 পতি হারাইলে যেন পতিব্রতাগণ ।
 স্মৃতি যেন পুনর্ব্বার পাঞা দরশন ॥
 জল ছাড়ি মৎস্ত যেন ছটকট করে ।
 আচম্বিতে জল পাইলে যেন কুতূহলে ॥
 এই মতে সব জন গৌরাঙ্গ দেখিয়া ।
 পুলকে আকুল অঙ্গ হরষিত হৈয়া ॥
 প্রেমায় ভরল লোক নাহি দুঃখ শোক ।
 এক দিষ্টে চাহে শচী গৌরাচন্দ মুখ ॥
 আইস আইস বাণ মোর হাপুত্তির পুত :
 অনাখিনী করি কোথা গিয়াছিল স্নত ॥
 ঘরে লঞা যাব তোরে রাখিব সবারি ।
 সন্ন্যাসের বেশ তোার সব পরিহারি ॥

মায়ের কান্দনা দেখি অগত ঈশ্বর ।
 দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল বিশ্বস্তর ॥
 মায়েরে কহিল আর না কান্দহ তুমি ।
 ভোমার কান্দনায় চিত্তে হুঃখ পাই আমি ॥
 ইহা বলি শোক দূর কৈল ভগবান ।
 শচীহ আপন শোক কৈল নিবারণ ॥
 যতেক আছিল শোক কিছু নাহি চিতে ।
 অমিয়া সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে ॥
 অঐষত আচার্য্য গোসাঞি আনন্দ হিয়ার ।
 দিব্যাসনে বসাইলা প্রভু গোরারায় ॥
 পাদ প্রক্ষালন করে মুছায় চরণে ।
 পাদোদক পান কৈল সব নিজ জনে ॥
 অয় অয় ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল ।
 সকল বৈষ্ণব হিয়া আনন্দ হিছোল ॥
 তেজ দেখি আনন্দিত হৈলা হরিদাস ।
 মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস ॥
 দণ্ড পরশাম করে ভূমিতে পড়িয়া ।
 ছলছল করে আঁধি অঁমুখ দেখিয়া ॥
 প্রেমে গদগদ স্বর অঙ্গ পুলকিত ।
 মইল শরীরে জীউ আইল আচম্বিত ॥
 হেন মনে নিজ জনে দেখি গোরারায় ।
 কৃপাদিষ্ঠে চাহে দয়া বাঢ়িল হিয়ার ॥
 কারো নিজ করে প্রভু পরশন করে ।
 হাসিয়া সম্ভাষে কাহো কোলে চাপি ধরে ॥
 যার যেন অভিমত করয়ে ঠাকুর ।
 সত্যার হৃদয়ে উপজিল প্রেমাকুর ॥
 কষ্ট হৈলা সব জন দূরে গেল শোক ।
 আনন্দে মজল ধ্বনি তরি বোলে লোক ॥
 অঐষত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত হুচতুর ।
 তাহার আশ্রমে তিকা করিলা ঠাকুর ॥

পাক কৈল শচীমাতা অগতজননী ।
 আনন্দে ভাসিলা সীতাদেবী নারায়ণী ॥
 ভোজন করায় অঐষত বড় পরিপাটী ।
 সকল ব্যঞ্জন পত্র দিল মিঠামিঠি ॥
 ভোজন করয়ে প্রভু জিহ্বাশের রায় ।
 দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দ হিয়ার ॥
 তবে সব জন যার যেই অমুরূপ ।
 ভোজন করিলা সতে আনন্দ কোতুক ॥
 সন্ধ্যাস করিলা প্রভু কারো নাহি মনে ।
 আনন্দে গোড়ায় দিনরাত্রি সঙ্কীৰ্তনে ॥
 সঙ্কীৰ্তনে ভোরা প্রভু নিজ গুণ গায় ।
 আনন্দ হৃদয়ে আপে নাচয়ে নাচায় ॥
 নাচে নিত্যানন্দ আর নাচে হরিদাস ।
 মুরারি মুকুন্দ নাচে আর শ্রীনিবাস ॥
 গদাধর নরহরি নাচে তারা পাশে ।
 বাসুদেব ঘোষ নাচে গদাধর দাসে ॥
 সব ভক্ত নাচে মোর গোরাজ বেঢ়িয়া ।
 গণিতে না পারি তা সভার নাম লঞা ॥
 অনন্ত গোরাজ সঙ্কী কে বর্ণিড়ে পারে ।
 সভাই বেঢ়িয়া নাচে প্রভু বিশ্বস্তরে ॥
 দেখি শচীমাতা সীতা নারায়ণী সজে ।
 অঐষত আচার্য্য নাচে নিজ পুত্র সজে ॥
 সভার হৃদয়ে ভেল আনন্দ উল্লাস ।
 ঐহন শুনিঞা সুখী এ লোচনদাস ॥

এইমনে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল ।
 প্রাতঃকিরী করি প্রভু আসনে বসিল ॥
 দণ্ড করে যেন সর্বনাশের ঈশ্বর ।
 অরুণ বসন অঙ্গে করে ঝলমল ॥

বত নিজজন কাছে আছয়ে বসিয়া ।
 হাসিয়া কহেন প্রভু সভা সম্বোধিয়া ॥
 শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তগণ ।
 আপন আশ্রমে সতে করহ গমন ॥
 নীলাচল যাব অগম্যথ দেখিবারে ।
 এসময় বদনে যদি প্রভু দয়া করে ॥
 তোমরা থাকিবে আচ্ছা করিবে পালন
 নিরন্তর দিবানিশি করিবে কীর্তন ॥
 হরিনাম ভক্তসেবা করিবে স্থাপন ।
 এই ধর্ম করি যেন তরে সর্বজন ॥
 নির্দ্বন্দ্বসর-অন্তর হইবে সর্বজন ।
 সতে সভাকার মন কর্য আরাধন ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু উঠিল সত্বরে ।
 বাহ মেলি সভাকারে আলিঙ্গন করে ॥
 প্রেম-জলে হৃ-নয়ান করে ছলছল ।
 সাক্ষর্য কর্তৃ ভেল গদগদ স্বর ॥
 হেনই সময়ে সে চতুর্ন হরিনাম ।
 দন্তে কৃণ ধরি পড়ে পদাশ্রয় পাশ ॥
 অতি আর্তনাদে কান্দে সাক্ষর্য স্বরে ।
 শুনিতে সকল লোক হৃদয় বিদরে ॥
 ব্যথিত হইল প্রভু সজলনয়ন ।
 কাতর অন্তরে কিছু কহয়ে বচন ॥
 এই মত ভাগ্য মোর হবে কত দিনে ।
 পড়িয়া কান্দিব অগম্যথের চরণে ॥
 কহিব কাতর বাণী পাদাশ্রয় পাঞা ।
 সকল করিব আঁখি শ্রীমুখ দেখিয়া ॥
 এ বোল বলিতে চারিপাশে ভক্তগণ ।
 জুমেতে পড়িয়া সতে করয়ে রোদন ॥
 চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পারি ।
 ধরিবারে চাহে নিজ পুজের গলায় ॥

কেহো পারে ধরি কান্দে আউনড় ঢুলি ।
 অনেক যতনে প্রভু আপনা সম্বরি ॥
 শ্রীনিবাস হরিনাম সুরারি মুকুন্দ ।
 প্রভুরে কহিল কিছু করি অমুদক ॥
 স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি মো ছার অধীন ।
 দীন দুরাচার পাণী তাহে ভক্তিহীন ।
 কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস ।
 এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস ॥
 একেশ্বর কেমনে চলিয়া যাবে পথে ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে ॥
 শচীর ছালাল তুমি ছালিল-চরিত ।
 দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত ॥
 ভক্তজন নয়ন অমিয়া দিঠিপাতে ।
 এ দেহ প্রেমার তরু বাঢ়ে হাথে হাথে ॥
 অনেক আছিল প্রেমফল প্রতিআশে ।
 সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইলে আশে ॥
 পাণিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া ।
 ঘরে চলি যাব তোরে বিদায় করিয়া ॥
 এখনে চলিব আমি মো ছার অধম ।
 তোমার ধর্ম নহে তুমি পতিতপাবন ॥
 করুণা কর্দ্দমে তহু গঢ়াইল বিধি ।
 বিনোদবিলাস লীলা দিয়া নানা নিধি ॥
 কেবল পরম প্রেমা তাহে জীবজ্ঞান ।
 ত্রৈলোক্য অদ্ভুত রূপ করিল প্রকাশ ॥
 উপমা দিবার নাহি ত্রৈলোক্য ভিতরে ।
 তোমার নিষ্ঠুর বাণী অগত কাতরে ॥
 এসময় করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে ।
 আপনে রইয়া বুক কাট কেনে মূলে ॥
 যে যায় তাহারে লহ সংহতি করিয়া ।
 নহে বা মরিবে সতে আগুনে পুড়িয়া ॥

হের দেখে তোর মাতা শচী অনাধিনী ।
 কান্দনাতে যায় উহার দিবস রজনী ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে ।
 যে দেখিলে যে শুনিলে নদীয়া নগরে ॥
 শূন্য ঘন লাগে সর্ব বৈষ্ণবের ঘর ।
 সভারে সভার ঘর যোজন অন্তর ॥
 যেখানে বসিয়া সে कहিল নিজ কথা ।
 দেখিলে মরিব আর নাহি যাব তথা ॥
 নাচিবার বেলে আর না করিব কোলে ।
 না দেখিব অরুণ নয়নে প্রেমজলে ॥
 রহন্ত বিনোদ কথা না শুনিব আর ।
 না দেখিব নৃত্যাবেশ প্রেমার প্রচার ॥
 হৃদয় শব্দায়িত না শুনিব আর ।
 কে মোর রোধিল কর্ণ-নয়ান-দ্বার ॥
 কেমনে না দেখি জীব' তোর মুখচন্দ ।
 নয়ান থাকিতে কে বা করিলেক আন্ধ ॥
 না দিত বিদায় মোরে যাব তোর সঙ্গে ।
 তোমার নিষ্ঠুর বাণী পোড়ে সব অঙ্গে ॥
 আহিড়ী ঘণ্টার রব যেমন করিয়া ।
 কাছে যুগী আইসে তারে মারয়ে ধরিয়া ॥
 তেমতি তোমার প্রেম বুলিল এখন ।
 লোভ দেখাইয়া পাছে মার কি কারণ ॥
 তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সতাই মরিবে ।
 ভক্তবৎসল নাম কেমনে ধরিবে ॥
 শচীরে বিদায় দিবে করি কোন যুক্তি ।
 তাহার সমীপে ইহা কহে কোন্ ব্যক্তি ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শব্দ মাত্র শুনি ।
 এ কথাই সন্ধান করহ আপনি ॥
 এতেক বচন হবে বৈল ভক্তগণ ।
 অন্তর কাতর কিছু কহয়ে বচন ॥

শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর ।
 কোন কালে তো সভারে নহিব নিষ্ঠুর ॥
 নীলাচলে বাস আমি করিব সর্বথা ।
 সর্বদা আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা ॥
 আছিল অধিক লুখ বাঢ়িবে অপার ।
 হরিনাম সংকীৰ্ত্তনে ভাসিব সংসার ॥
 কাহার হৃদয়ে না রাখিব দুখ শোক ।
 সংকীৰ্ত্তন সমুদ্রে ডুবাব সর্ব লোক ॥
 কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী ।
 যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥
 এ বোল শুনিয়া সম্মতে পড়িয়া চরণে ।
 সত্য কর প্রভু যেই कहিলা বচনে ॥
 সত্য সত্য বলি প্রভু বোলে বার বার ।
 নীলাচল বাস সত্য হইব আমার ॥
 শচীদেবী সম্মুখে দাঁড়াতে নারে থিয়া ।
 দাঁড়াইল হৃদয় হৃদয় ধরিয়া ॥
 নিদারুণ হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি ।
 তোমারে না দেখি এথা মরি যাব আমি ॥
 সম্মতে তোর বদন দেখিব কতবার ।
 আমি অত্যাগিনী মুখ না দেখিব আর ॥
 সভার প্রবোধ বাছা করিলি আপনে ।
 আমার প্রবোধ তুমি দিবেহে কেমনে ॥
 আমার দ্বিতীয় কেহো নাহি এ সংসারে ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া শেলমাঝ রহিল অন্তরে ॥
 হাসিয়া কহেন প্রভু সৰ্বকণ হিয়া ।
 মিছা শোকে মর পূৰ্ব জান পাসরিয়া ॥
 চলি যাহ শোক কিছু না করিহ চিতে ।
 নির্ধন্যসর হই রহ এ সব সহিতে ॥
 দণ্ডবত করি প্রভু মায়ের চরণে ।
 প্রবোধ করিল প্রভু কথার বিধান ॥

মায়ে প্রবোধিয়া প্রভু বোলে হরিবোল।
 সখরে চলিলা, উঠে কান্দনের রোল ॥
 অধৈত আচার্য্য প্রভু পাছে যান তত্ব।
 দণ্ড দুই গিয়া পাছে চাহে মহাপ্রভু ॥
 দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য বিলম্বে।
 উত্তরিল আচার্য্য কঁকালি অবলম্বে ॥
 বয়ান বিরল ঘর্ষ বিন্দু বিন্দু তায়।
 কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে সুধায় ॥
 তুমি পরদেশে যাবে এই বড় হুখ।
 তাহাতে অধিক এক গোড়ে মোর বুক ॥
 আপন হৃদয় তোরে করি হৃগোচর।
 নিশ্চয় করিবে প্রভু ইহার উত্তর ॥
 তোমার নিজজন যত তোমার বিচ্ছেদে।
 কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে ॥
 আমার পাণিষ্ঠ প্রাণ না দরবে কেনে।
 এ কাঠ কঠিন অশ্রু নাহিক নয়নে ॥
 আমার সমান আর ছরাচার নাহি।
 তোমার বিচ্ছেদে মোর প্রেমা উঠে নাহি ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসি কৈলকোলে।
 কহিব ইহার তত্ত্ব শুন মোর বোলে ॥
 তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পারি।
 তে কারণে তোমার প্রেমা পাঠিতে সখরি ॥
 ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রহি।
 প্রেমায় বিহ্বল সে আচার্য্য মনে চিন্তি ॥
 নয়নসাগরে বহে সাত পাঁচ ধারা।
 নির্ভর প্রেমায় সন্বেদন নাহি তারা ॥
 পড়িল অধৈত প্রভু শ্রীচৈতন্য বলি।
 চৈতন্য বিরোধে গড়াগড়ি যায় ধূলী ॥
 দেখিলেন মহাপ্রভু অধৈত বিলম্বে।
 পুন পাঠি বাক্যে প্রভু অধৈত সখর ॥

আশ্বে ব্যাণ্ডে সখরণ করয়ে ঠাকুর।
 সখরণ কৈল তবে আচার্য্য চকুর ॥
 এই ত কারণে তোমার প্রেমা উঠে নাহি।
 তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই ॥
 তোমার প্রেমায় বশ আমি শুনহ আচার্য্য।
 পূর্ব সোওরিয়া বিধারহ নিজ কার্য্য ॥
 এত বলি মহাপ্রভু চলিলা সখর।
 সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর ॥
 কহয়ে লোচন শুন গৌর ঠাকুরাল।
 সম্মাস নহিল বৃকে রহি গেল শাল ॥

সত্তার বিদায় দিয়া চলিল ঠাকুর।
 শূন্তাকার হৈল সব নবদ্বীপপুর ॥
 পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধূতরায়।
 নরহরি আদি করি সঙ্গে চলি যায় ॥
 শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর।
 এই নিজজন সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর ॥
 জগদ্রাধ দোলেতে দেখিব মনে করি।
 সখরে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি ॥
 প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় পথে।
 টলমল করে হুহু না পারে হাঁটিতে ॥
 কণে শ্রীভগতি ধায় সিংহ পরাক্রমে।
 কণে হৃৎকার দেই ডাকে মনে মনে ॥
 কণে নাচে কণে গায় সখরণ কান্দে।
 কণে মাংসটি মায়ে প্রেমায় উন্মাদে ॥
 অরুণ নয়ানে অলধারা অবিরল।
 প্রেমায় আবেশে প্রভু চলিলা সখর ॥
 কণেকে সখর গতি অলৌকিক কহে ॥
 ১ কণে অটু অটু হাসে দাঁড়াইয়া রহে ॥

যদি বা কখন তক্ষ্য উপসন্ন হয় ।
নিবেদিত নহে বলি কিছুই না লয় ॥
অনেক যতনে চুই তিনে করে ভিক্ষা ।
লোক অল্পগ্রহ সে প্রকাশে লোক শিক্ষা ॥
সব নিশি আগরণ লয় হরিনাম ।
ডাকিয়া কহয়ে এই শ্লোক গুণধাম ॥

তথাহি—

“রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মান্ ।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মান্ ॥”
এই শ্লোক স্মরণে করে পড়ে পছ ।
প্রেমার আনন্দে গদগদ হাসে লহ ॥
দোলে অগম্য দেখিবারে যাজিগণ ।
প্রভু সঙ্গে যায় তারা উলসিত মন ॥
এককালে একঠাঞি যাজিকসমূহ ।
পথে রাখিয়াছে দানী পাণিষ্ঠ দ্রুহ ॥
অতেক যজ্ঞা দুখ দিছে তা সভারে ।
আগে গিয়াছিল প্রভু লেউটে সম্বরে ॥
অবধূত গদাধরপণ্ডিত বিস্ময় ।
কি কারণে প্রভু কেন লেউটিয়া যায় ॥
গুণিতে গুণিতে তারা আইসে পাছে পাছে ।
কথোদূরে দেখে দানী যাজী রাখিয়াছে ॥
কারণ দেখিয়া তারা ভেল চমকিত ।
পুলকিত সব অঙ্গ অতি আনন্দিত ॥
যাজিক দেখিয়া প্রভু করুণ বদন ।
সম্বরে চলিলা মন্তসিংহের গমন ॥
প্রভুকে দেখিয়া যাজী কান্দে উত্তরায় ।
জ্ঞান পাঞা শিশু যেন মারের কোল পায় ॥
দীন বনজন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে ।
সন্তপ্ত হইয়া পড়ে আকবীর অলে ॥

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে যাজিগণ ।
দেখিয়া পাণিষ্ঠ দানী গুণে মনোমন ॥
এরূপ মাছুষ নাহি অগত ভিতর ।
এই নীলাচলচান্দ আনিল অন্তর ॥
ইহা সভাকারে আমি দিলুঁ এত দুখ ।
কি করয়ে নাহি জানি ভয়ে কাঁপে বুক ॥
এতেক চিস্তিয়া মনে সেই মহাদানী ।
প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী ॥
ছাড়ি দিল যাজী আর না সাধিল দান ।
নিশ্চয় আনিল প্রভু তুমি ভগবান্ ॥
ইহা বলি চরণে পড়িয়া সেই কান্দে ।
তাহার মাথায় দিল চরণারবিন্দে ॥
কম্প গদগদস্বরে নানা স্তব করে ।
বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু মুচকি হাসিয়া ।
সুখে চলি যান যাজিগণ ছাড়াইয়া ॥
হেনই সময়ে কথোদূরে এক দানী ।
ডাকিতে ডাকিতে আইসে উত্ত করি পাণি ॥
দেখিয়া ঠাকুর তাহে উত্ত কৈল বাই ।
হাথসারে সেই দানী রহে সেই ঠাঞি ॥
ঝরঝর নয়ন প্লক কলেবর ।
হরে কৃষ্ণ নাম সেই বোলে নিরন্তর ॥
দেখি নিত্যানন্দ গদাধরের উল্লাস ।
গৌরাজ চরিত্র কহে এ লোচন দাস ॥

এইমতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে ।
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে ॥
রহি রতি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে ।
নর্ভন করিয়া সব দেবতার স্থানে ॥

এক অদভুত কথা শুন তার মাঝে ।
 যে করিলা নিত্যানন্দ অবধূত রাজে ॥
 নিত্যানন্দ হাথে দণ্ড দিয়া গৌরহরি ।
 কিছু আগে গেলা নিত্যানন্দ পাছু করি ॥
 প্রেমাগ্নি বিহ্বল প্রভু চলি যায় বেগে ।
 আপনা পাসরে রুষ-প্রেম অমরাগে ॥
 গদাধর আদি করি সঙ্গে চলি যায় ।
 দেখি নিত্যানন্দ অতি দূরে পাছু আয় ॥
 গুণিতে গুণিতে নিতাই যান ধীরে ধীরে ।
 মোর বিভ্রমানে প্রভু দণ্ড করে ধরে ॥
 সে হেন সুন্দর বেশ জৈলোক্যমোহন ।
 ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড সহিব কেমন ॥
 সন্ন্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা ।
 অগ্নাবধি হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা ॥
 চিন্তিতে চিন্তিতে ছুখ বাটিল বিস্তর ।
 ভাঙ্গিলেন দণ্ড খুঁঞা উরুর উপর ॥
 শুধু দণ্ড তুলিয়া ফেলিল লঞা জলে ।
 প্রভুর সঙ্কোচ লাঞ্জে ধীরে ধীরে চলে ॥
 কথোক্ষণে একত্র হইলা দুই জনে ।
 সুখাইল প্রভু দণ্ড না দেখিয়ে কেনে ॥
 প্রভুর সঙ্কোচে লাঞ্জে না দেয় উত্তর ।
 বিস্ময় লাগিল প্রভু চিন্তা অন্তর ॥
 পুনরপি পুছে প্রভু দণ্ড খুঁইলে কোথা ।
 দণ্ড না দেখিয়া হিয়ার লাগে বড় ব্যথা ॥
 এ বোল শুনিঞা কহে নিত্যানন্দ রায় ।
 তোর করে দণ্ড দেখি পোড়োঁ মো হিয়ার ॥
 সন্ন্যাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড ।
 তাহাতে অধিক দুখ আর হাথে দণ্ড ॥
 সহিতে না পারি ভাঙ্গি ফেলাইল জলে ।
 যে কর সে কর গদগদ ভাবে বোলে ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু ভৈগেল হুঃখিত ।
 কৃষিয়া কহিল সব কর বিপরীত ॥
 মোর দণ্ডে বৈসে যত মোর দেবগণ ।
 হেন দণ্ড ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রহরাজন ॥
 দেবতার পীড়াতে না জান কত দোষ ।
 কিছু যদি বলি ত করিবে মহারোষ ॥
 এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ পহু হাসে ।
 প্রভুরে কহয়ে কিছু গদগদ ভাষে ॥
 দেবতা আশ্রম পীড়া নাহি করি আমি ।
 ভাল কৈল মন্দ কৈল সব জান তুমি ॥
 তোর দণ্ডে বৈসে যদি তোর দেবগণে ।
 কান্ধে করি লঞা যাহ সহিব কেমনে ॥
 তুমি তার ভাল কর, আমি করি মন্দ ।
 কি কারণে তোর সনে করি আর দ্বন্দ্ব ॥
 অপরাধ কৈলুঁ দোষ ক্ষম একবার ।
 তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার ॥
 তোরেধিক পতিতপাবন নাম তোর ।
 এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন মোর ॥
 নাম মাত্র নিস্তারয়ে অগন্তের লোক ।
 সন্ন্যাস করিলে ভক্তগণে দিতে শোক ॥
 সে হেন সুন্দর বেশে মুণ্ডাইল মাথা ।
 ভক্তজন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা ॥
 মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি ।
 হয় নয় পুছ ভক্তগণ ইথে সাধী ॥
 ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ দুখে ।
 দণ্ড নহে শেল সে আছিল মোর বৃকে ॥
 এ বোল শুনিয়া প্রভু না দিল উত্তর ।
 বিরস বদন কিছু হরিষ অন্তর ॥
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সর্ব রস জানে ।
 ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে ॥

এইমতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে ।
 তমোলোকে উত্তরিল মহা পুণ্যক্ষেত্রে ॥
 ব্রহ্মকৃপে গান দেখি শ্রীমধুসূদন ।
 প্রেমায় বিবশ প্রভু আনন্দিত মন ॥
 এই মনে কথোদিন পথে চলি যায় ।
 উত্তরিল মহাপ্রভু গ্রাম রেমুণায় ॥
 মহাপুরী রেমুণাতে আছেয়ে গোপাল ।
 দেখিবারে যায় প্রভু আনন্দ অপার ॥
 পূর্বে বারাণসী তীরে উদ্ধব স্থাপিত ।
 ব্রাহ্মণেরে কুপা হেতু এথা উপনীত ॥
 ইহা বলি পুনঃপুনঃ নমস্কার করে ।
 উদ্ধবের প্রভু বলি ছত্কার করে ॥
 নয়ন সফল আজি দেখিল ঠাকুর ।
 উদ্ধব সম্বন্ধে প্রোমা বাঢ়িল প্রচুর ॥
 উদ্ধবের প্রভু বলি ডাকে আর্তনাদে ।
 প্রেমায় বিহ্বল কণে ভূমে পড়ি কান্দে ॥
 অরুণ নয়ানে নীর বরে অনিবার ।
 প্রেমায় বিহ্বল প্রভু আনন্দ অপার ॥
 উদ্ধবের প্রভু বলি আলিঙ্গন করে ।
 নিজ জন চাহি প্রভু হরি হরি বোলে ॥
 উথলিল প্রেমসিক্ত বাঢ়িল উল্লাস ।
 প্রেমায় ছাইল প্রভু এ ভূমি আকাশ ॥
 আনন্দে দেবতা সব চাহে অন্তরীক্ষে ।
 অনিমিত্ত আঁখি তারা প্রভুকে নিরীখে ॥
 সহস্র নয়ানে ইচ্ছা চাহে এক দিঠে ।
 অমৃত অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে ॥
 গোর-গোপাল দেবগণ খুইল নাম ।
 অভিষেক করি কৈল পূজা অল্পপাম ॥
 হেনই সময়ে সেই শ্রীমূর্তি গোপাল ।
 মন্তক উপরে পুষ্প মুকুট তাহার ॥

আচম্বিতে মন্তকের মুকুট খসিতে ।
 ভূমি না পড়িল প্রভু ধরিলেন হাথে ॥
 চতুর্দিকে সব লোক হরি হরি বোলে ।
 আকাশ পরশে হেন প্রেমার হিজোলে ॥
 দেখিলেন দেবরাজ প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 অদ্ভুত দেখিয়া তারা প্রণতকঙ্কর ॥
 দিনান্ত নাচরে প্রভু নাহিক বিরাম ।
 সন্ধ্যার সময়ে হৈল নৃত্য অবসান ॥
 নানা উপহার দ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদিত ।
 প্রভুর সাক্ষাতে বিপ্র কৈল উপনীত ॥
 আনন্দিত মহাপ্রভু লঞা নিজ গণ ।
 সন্তোষে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন ॥
 রজনী বঞ্চিল কৃষ্ণ কথার আনন্দে ।
 প্রভাতে চলিলা নিজ জন করি সঙ্গে ॥
 এই মতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে ।
 নদী বৈতরণী তীরে গেলা আচম্বিতে ॥
 স্নানদানে সেই নদী পরম পাবনী ।
 আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি ॥
 তবে চলি যায় প্রভু পরম চতুর ।
 দেখিবারে বাঢ়ে সাধ বরাহ-ঠাকুর ॥
 যাহা দেখি সর্বলোক উদ্ধারে দু-কুল ।
 তারে নমস্করি গেলা গ্রাম বাজপুর ॥
 বাহে যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লঞা মুনীগণ ।
 ব্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন ॥
 মহাপাপী নর যদি মরে সে নগরে ।
 সর্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিবরূপ ধরে ॥
 শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ ॥
 তারে নমস্করি যায় গোরগোবিন্দ ॥
 আনন্দ কদম্বে যায় বিরজা দেখিতে ।
 বিরজার মহিমা কে পারয়ে কহিতে ॥

কোটি কোটি পাতক নাশয়ে দরশনে ।
 বিরজা দেখিল প্রভু আনন্দিত মনে ॥
 নমস্কার করি প্রভু বোলয়ে বচনে ।
 দেহ প্রেমভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণে ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু পথে চলি যার ।
 পিতৃপুণ্যে দেখিলেন এ নাস্তিগরায় ॥
 ব্রহ্মকুণ্ডে অলে আন কৈল হরষিতে ।
 কোড়কে ভ্রময়ে প্রভু নগর দেখিতে ॥
 মহাপুণ্য স্থান সেই শিবের নগর ।
 দেখিতে দেখিতে যার লিঙ্গ মহেশ্বর ॥
 কহিতে না পারি সে নগর পরিপাটী ।
 জিলোচন আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি ॥
 কেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত ।
 প্রভুর সাক্ষাতে কহে যে আনয়ে তত্ত্ব ॥
 এই হইতে দানীকে নাহিক আর ভয় ।
 আমি সর্ব আনি ছুট যথানে যে রয় ॥
 এ বোল শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসয়ে ।
 কি বোল বলিব তোরে তুমি মহাশয়ে ॥
 আমিত সন্ন্যাস ধর্ম কর্যাছি আশ্রয় ।
 দানী কি করিব মোর কহ ত নিশ্চয় ॥
 শুনিয়া মুকুন্দ কিছু ভয় না পাইল ।
 তত্ত্ব দুখ ঘের প্রভু তোমারে কহিল ॥
 শুনিঞা ঠাকুর বৈল শুনহ মুকুন্দ ।
 রাখিবে আমার দেহ যতেক কুটুম্ব ॥

তথাহি (শান্তিশতকে) —

“ধৈর্য্যং বস্ত পিতা ক্রমা চ জননী শান্তিদিরঃ
 গেহিনী,
 সত্যং স্মরণং দয়া চ ভগিনী জাতা মনঃ সংযমঃ ।
 শব্য্য ভূমিতলং দিশোহপি বসনং জ্ঞানাত্মতঃ
 ভোজনং,
 যত্নভেদে হি কুর্হৃষিনো বদ সপে কস্মাক্তরং
 বোগিনঃ ॥” ইতি ।

শুনিয়া মুকুন্দ ভয় না পাইল চিত্তে ।
 কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে ॥
 এতদূর প্রতিপালি আনিলে আশ্বরে ।
 ইহা বলি চলি গেলা ভিক্ষা করিবারে ॥
 গদাধর আদি করি যত সঙ্গিগণ ।
 ঠাঞি ঠাঞি গেলা করিবারে ভিক্ষাটন ॥
 হেনকালে এক দানী রাখে তা সভারে ।
 মহাক্রোধ করি দানী বাক্যে মুকুন্দেরে ॥
 সব দিন রাখিয়াছে ক্রোধ নাহি পড়ে ।
 অনেক যতনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে ॥
 তা সভার আছিল কথল একখণ্ড ।
 কাটিয়া লটল সেই পাশিষ্ঠ পাষণ্ড ॥
 সন্ধ্যাকালে সভে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে ।
 সন্তেত মণ্ডপে সভে আইলা জনে জনে ॥
 সেইত মণ্ডপে আপে আছেন ঠাকুর ।
 দেখি সর্বজন হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥
 চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দদত্ত ।
 আজিহো না আনি প্রভু তোমার মহত্ত্ব ॥
 তোমার সাক্ষাতে বৈল নাহি দানি-ভয় ।
 তাহার কারণে মোর এত দুঃখ হয় ॥
 আজিহ না আনোঁ প্রভু তুমি ভগবান্ ।
 তোমার উপরে আর কে সাধিব দান ॥
 তোমার নাহিক ভয় এ তিন কুবনে ।
 তুমি সর্বেশ্বরের কবা তোমা জানে ॥
 তোমারে নির্ভয় করিবারে কহেঁ কথা ।
 ভাল কৈল দানী মোর করিল অবস্থা ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু গদাধরে পুছে ।
 প্রত্যক্ষ কহিল দানী যত করিয়াছে ॥
 শুনিঞা ঠাকুর বৈল নহ উত্তরোল ।
 ভাল হৈব বলি মাত্র বৈল এক বোল ॥

সেই রাখে সেই দেশে দানীর ঈশ্বর ।
 স্বপ্নে দেখাইল প্রভু শতীর কোণর ॥
 ক্ষীরোদ সমুদ্রে দেখে অনন্ত শয়নে ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী করে চরণ সেবনে ॥
 তাহার অন্তরে দেখে সনকাদিগণ ।
 ব্রহ্মা আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন ॥
 দেখিয়া দানীর রাজা কাঁপিল অন্তরে ।
 ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিহৌ হইলা কাঁপরে ॥
 বিরজা নিকটে আছি সম্রাটীর বেশে ।
 মোর ভক্তে দুখ দিল তোর সব দাসে ॥
 কাঁপিল অন্তরে জ্ঞান পাইল অপার ।
 সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌরগোপাল ॥
 কথোক্ষণে সেইখানে সেই দানীশ্বর ।
 প্রভু নমস্করি করে বিনয় বিস্তর ॥
 তুমি ভগবান্ ক্ষীর নিধির নিবাস ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী তব পদ করে আশ ॥
 তুমি ভব ঘোর অন্ধকারের চল্লিমা ।
 তুমি দেব বেদের পরমতত্ত্ব সীমা ॥
 শুনি গোরচাঁদ হাসি বলিলা তাহারে ।
 অচিরাতে কৃষ্ণ রূপা করুন তোমারে ॥
 ইহা বলি চরণ ধরিলা তার মাথে ।
 প্রেমায় বিভোর হঞা নাচে উৰ্দ্ধহাথে ॥
 তারে অহুগ্রহ করি সে দেশে রাখিয়া ।
 অধিকার কৃষ্ণপ্রেম তাঁরে শিখাইয়া ॥
 হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণব সকল ।
 অনেক যজ্ঞা দিল তোমার নকর ॥
 কাট্টিয়া লইল আমা সভার কঞ্চল ।
 এ বোল শুনিয়া দানী সঙ্কোচ অন্তর ॥
 নৌতুন কঞ্চল দিল দানীর ঈশ্বর ।
 সন্তোষ হইল তবে সভার অন্তর ॥

তবে সেই দানীশ্বর প্রভু নমস্করি ।
 বিদায় হইয়া গেলা মাণনার বাড়ী ।
 ঘরে গিয়া কৃষ্ণসেবা করিল আশ্রয় ।
 সংকীৰ্ত্তনে হরিনামে অহর্নিশি রয় ॥
 এইমতে সকল রজনী গেল সুখে ।
 প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান করিলা কৌতুকে ॥
 বিরজা দেখিতে প্রভু যায় আর বার ।
 যাহা দেখি সব লোক তরয়ে সংসার ॥
 বিরজাকে নমস্করি চলি যায় রজে ।
 উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা পুলকিত অন্তে ॥
 চলিলা সে মহাপ্রভু লিংহপরাক্রমে ।
 ক্রমে ক্রমে উত্তরিল একাত্ত গ্রামে ॥
 সেই গ্রামে আছে শিব পার্কীতী সজ্জিতে ।
 দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত চিতে ॥
 কথোদূরে গিয়া প্রভু দেখিলা দেউল ।
 উৎকণ্ঠা বাড়িল চিতে প্রেমায় বাউল ॥
 দেউল উপরে শোভে পতাকা স্তম্বর ।
 শিবলিঙ্গময় সেই একাত্ত নগর ॥
 পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি ।
 ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিল শিবপুরী ॥
 এক কোটি লিঙ্গ আছে একাত্ত নগরে ।
 হাঁটিয়া চলিতে প্রাণ হালে কাঁপে ডরে ॥
 বিশেষর আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি ।
 দেখিতে সন্দেহ সেই নগরের মাটি ॥
 মহা-বিন্দুসরোবর সর্ব্বতীৰ্ণ জলে ।
 আর নানা পুণ্যতীৰ্ণ আছেয়ে নগরে ॥
 পুরী প্রবেশিয়া দেখে পার্কীতী-শঙ্কর ।
 নমস্কার করি প্রভু প্রেমায় বিহ্বল ॥
 সর্ব্বজন দেখিল সে পার্কীতী-মহেশ ।
 লিঙ্গ দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্রেশ ॥

মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ শরীর ।
টলমল করে তছু নাহি রহে স্থির ॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার ।
পুলকিত অঙ্গ স্তব পড়ে বার বার ॥

তথাহি স্তবঃ—

“নমোনমন্তে জিবিবেশরার, ভূতানিনাথার
মুড়ার নিত্যম্,
পদ্মাতরঙ্গাক্রান্ত-বাগচন্দ্র, চূড়ার গৌরী-
নয়নোৎসবার ।
সত্ত্বগুণাকর-চন্দ্র-নীল, -পদ্ম-প্রবলাম্বদ-
কাস্তিবারেঃ,
হৃদ্যরঙ্গেষ্টবরপ্রদার, কৈবল্যনাথার
বৃন্দধামার ॥”

এইমতে মহাপ্রভু পড়ে শিব স্তব ।
চৌদিগে স্তব পড়ে সকল বৈষ্ণব ॥
হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে ।
গন্ধ চন্দন মালা দিলেন প্রভুকে ॥
শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া ।
বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া ॥
কৃষ্ণ নিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা ।
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা ॥
শয়ন সময়ে কৃষ্ণপাদমুখ ধ্যান ।
হেনকালে করয়ে হৃদয়ে অহুমান ॥
শিবমহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্যবশে ।
ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতিআশে ॥
এইমনে মহাপ্রভুর অহুমানকালে ।
পান্য পরসাদ লহ একজন বোলে ॥
উঠিয়া প্রসাদ পান্য লইলা ঠাকুর ।
পান্য পান করি স্নান বাটিল প্রচুর ॥
নিজ জনে দিল যে আছিল অবশেষ ।
ভক্ষণ করিল শিব তকতি বিশেষ ॥
এইমনে আনন্দে বকিলা দিবা রাত্তি ।

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু জিজগত পতি ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি আন বিষ্ণু সঙ্কীর্তনে ॥
চলিলা ঠাকুর নমস্করি মহেশ্বরে ॥
প্রভুর সংহতি চলি যায় ভক্তগণ ।
এই পরসঙ্গে কথা কহিব এখন ॥
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন ।
শুন সাবধানে সন্তে কহিএ এখন ॥
মুরারিরে পুছিল পণ্ডিত দামোদর ।
শিবের নির্দোষ কেনে লইল ঈশ্বর ॥
অগ্রাহ্য শিবের নির্দোষ ভুগু-শাপে ।
তবে কেন পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে ॥
আপনে ব্রহ্মদেব এই মহাপ্রভু ।
জানিঞা শুনিঞা কেনে লজ্জিলেক তত্ব ॥
মুরারি কহয়ে শুন শুন দামোদর ।
আমি কি জানিয়ে মহাপ্রভুর উত্তর ॥
বুঝি অহুমানে কহি যে জানি উত্তর ।
তোর মনে লয় তবে রাখিহ অন্তর ॥
শিবের সেবক সে শিবের সেবা করে ।
উচ্ছিষ্ট না লয়, হরি হরে তেদ করে ॥
তাহার ব্রাহ্মণ শাপ কহিল এ তত্ত্ব ।
অশুক তাহার মতি না জানে মহত্ত্ব ॥
অভির করিয়া যেই করয়ে ভোজন ।
শিবের নির্দোষ সেই করয়ে ভক্ষণ ॥
শিবের নির্দোষ খায় অতেন্দুরিত ।
সে জনে অধিক হরি হরের পিরিত ॥
লোকশিক্ষা হেতু প্রভু কৈল অবতার ॥
দামোদর বোলে ইবে ঘুটিল অজ্ঞান ॥
শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত মন ।
চৈতন্যচরিত্ত কিহু কহয়ে লোচন ॥

তবে পুন শুন গোরাচান্দ্রের চরিত ।
 বরিষয়ে প্রভু প্রেমা নূতন অমৃত ॥
 পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে ।
 দেখিল ত কপোত দৈব মহালিঙ্গে ॥
 তারে নমস্করি প্রভু চলি যায় পথে ।
 পুণ্যক্ষেত্রে মহাতীর্থ দেখিতে দেখিতে ॥
 তবে সে ভার্গবী নামে নদী ভাগাবতী ।
 তাথে স্নান কৈল নিজজনের সংহতি ॥
 স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি যায় পথে ।
 জগন্নাথ মন্দির দেখিল আচম্বিতে ॥
 চক্রে করিণ জিনি উজ্জল দেউল ।
 পবনচালিত তাথে পতাকা রাতুল ॥
 নীলগিরি মাঝে হরিমন্দির স্থলয় ।
 কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল ॥
 অতিম অঙ্গন এক বালকের ঠান ।
 দেউল উপরে প্রভু দেখে বিচক্ষমান ॥
 ল-বসন হস্তে ঘন করয়ে আচ্ছান ।
 দেখিয়া বিহ্বল প্রভু করে পরণাম ॥
 ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সঙ্কিত ।
 নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত ॥
 দেখিয়া সকল লোক মুচ্ছিত অন্তর ।
 চিস্তিত হইয়া সবে হইলা কাফর ॥
 কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তে গুণে তারা ।
 কিছু না নিঃশব্দে যেন জীয়েন্তেই মরা ॥
 হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বর ।
 পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥
 দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্জীৱ ।
 মইল শরীরে যেন জীউর সঞ্চার ॥
 তা সত্যারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে ।
 দেউল উপরে কিছু দেখহ নরনে ॥

নীলমণি করিণ বরণ উজ্জয় ।
 ত্রৈলোক্যমোহন এক স্থলয় ছাওয়ারাল ॥
 কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে দেখিল ।
 পুন মোহ পায় পাছে আশঙ্কা হইল ॥
 পুন তা সত্যারে প্রভু করিছে উত্তর ।
 দেউলধরজায় দেখ বালক স্থলয় ॥
 প্রসন্নবদনে পূর্ণায়ুত যেন রূপ ।
 আলোল অঙ্গুল করতলে অপরাধ ॥
 আমারে ডাকয়ে কর কমল লাভ্য ।
 বামকরে বেণু শোভে ত্রিঅগত ধন ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর ।
 আনন্দে চলিল তবে বৈষ্ণব সকল ॥
 কোটি কাম যিনি মোর ঐগৌরব ছটা ।
 ঝলমল করে সে চন্দন দাঘ কোটা ॥
 জগন্নাথমন্দির দেখিয়া গোরারায় ।
 পুনঃপুনঃ পরণাম করি চলি যায় ॥
 নয়নে গলয়ে জল অবিরলধারে ।
 বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে ॥
 প্রেমায় বিহ্বল প্রভু জন্ম সত্বর ।
 উত্তরিল মহাতীর্থ মার্কণ্ডের সর ॥
 স্নান দান কৈল প্রভু যে বিধি আচার ।
 চলিলা সত্বরে তারে করি নমস্কার ॥
 যজ্ঞেশ্বর নমস্করি অতি কষ্টমনে ।
 উৎকর্ষা জন্ময়ে যায় সত্বর গমনে ॥
 পুনরপি জগন্নাথমন্দির দেখিয়া ।
 পুন পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥
 অক্লান্ত স্বরয়ে হই নরানের নীর ।
 বিহ্বল হইয়া কান্দে আরতি গভীর ॥
 এইমতে গোরাতাদের আরতি দেখিয়া ।
 দেখা দিল জগন্নাথ পানি পসারিয়া ॥

আইস আইস বলি ডাকে ত্রিজগত রায়
 দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভূমিতে লোটায় ॥
 আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন ।
 কৃপা কর অগরাধ দেখিয়ে চরণ ॥
 পুন না দেখিয়া পুন করয়ে রোদন ।
 পুনরপি দেখি অতি উলসিত মন ॥
 কেবল উদ্ভট প্রেমা পুলকিত অঙ্গ ।
 হৃদয়ার নাদে প্রেমা অমিয়া তরঙ্গ ॥
 প্রেমায়ে বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্তর ।
 উত্তরিল বাহুদেব সার্কভোম ঘর ॥
 সার্কভোম প্রভুরে দেখিয়া হরষিতে ।
 সঙ্কট হইয়া দিল আসন বসিতে ॥
 নমো নারায়ণ বলি কৈল নমস্কার ।
 রাধাকৃষ্ণে শীঘ্র মতি হউক তোমাব ॥
 প্রভু আশীর্বাদ বাণী শুনি তট্টাচার্য্য ।
 বুঝিলেন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মহাচার্য্য ॥
 সার্কভোম দেখি প্রভু কহিল বচন ।
 অগরাধ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন ॥
 কেমনে দেখিব আমি দেব দেব রায় ।
 সাক্ষাৎ করিতে মোর সঙ্গম হিয়ায় ॥
 এ বোল শুনিঞা সার্কভোম মহাশয় ।
 প্রভু অঙ্গ নিরীখেয়ে বিন্মিত হিয়ায় ॥
 এ তপ্তকাঞ্চন গৌর সুরেক্স স্নানর ।
 নয়নচন্দ্রমা মুখ করে ঝলমল ॥
 সিংহগ্রীব কঙ্কুর্ক স্নদীর্ঘ লোচন ।
 আলাচলদ্বিত ভুজ সব স্নলক্ষণ ॥
 উজ্জল কৃষ্ণের প্রেমায় আরতি বিহ্বল ।
 পুলকে আকুল অঙ্গ করে টলমল ॥
 দেখিয়া বিহ্বল সার্কভোম তট্টাচার্য্য ।
 গুণিতে লাগিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য ॥

একুপ মাছুষ নাহি সকল অগতে ।
 দেবতা তিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥
 বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভু আইলা আপনে ।
 এই সেই ভগবান্ বৃষ্টি অহুমান ॥
 এতেক চিন্তিয়া সার্কভোম মহাশয় ।
 আপন তহুজ দেখি কহিল বচন ॥
 সত্তরে চলহ তুমি চৈতন্যসংহতি ।
 সাবধানে শুনিবে যে কহে মহামতি ॥
 শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু যথা আছে ।
 সঙ্গীর সহিত ইহার খোবে তাব কাছে ॥
 এ বোল শুনিয়া জুষ্ট হৈলা গোরারায় ।
 চলিলা ত সার্কভোম-তহুজ সহায় ॥
 সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু তত্ব টলমল ।
 ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥
 থির চলিবারে নাবে আউলাইল অঙ্গ ।
 সাবধানে কাছে কাছে যায় সব সঙ্গ ॥
 অনেক বতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিলা ।
 দেখানে তুরিতে নাটমন্দিরে উটিলা ॥
 গরুড়ের পাছে রহি থির দিঠে চায় ।
 দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত যায় ॥
 অতি উলসিত হিয়া ভরল আনন্দ ।
 অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলককদম্ব ॥
 নয়নে বহয়ে প্রেমধারা অবিরল ।
 আপনা পাসরে প্রেমানন্দ পরবল ॥
 ভূমিতে পড়িলা প্রভু অবশ শ্রীঅঙ্গ ।
 বাতাসে খসিল ঘেন সুরেক্সর শৃঙ্গ ॥
 প্রেমায় আমোদে মুচ্ছা গেল ভগবান্ ।
 দুই হস্ত দুচ মুষ্টি মূর্ত্তিত নয়ান ॥
 ব্যত্যস্ত বসন তেল অবশ শরীরে ।
 দেখি দ্বিজজন গেল মন্দির বাহিরে ॥

আসন ছাড়িয়া অগ্নিপ্রাণ প্রভু তুলি ।
 দৌহার পরশে দৌহে ভেল কুতূহলী ॥
 বাহ বাহ দিয়া সে তখন কৈল কোলে ।
 অগ্নিপ্রাণ সম্মুখে নাচয়ে হরিবোলে ॥
 গৌরাজ পরশে অগ্নিপ্রাণ প্রেমে ভোরা ।
 আসন উপরে তবে বসাইল গোরা ॥
 নাচে হরিবলি প্রভু শচীর নন্দন ।
 প্রবিষ্ট হইলা সভে মন্দিরে তখন ॥
 গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন্দ ।
 শ্রীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ ॥
 আর সব ভক্তগণ নাচয়ে করিষে ।
 রাধা কাচ গুণগান কীর্ত্তন প্রকাশে ॥
 তবে সভে অমুমানি সঙ্গী যত জন ।
 প্রভু লঞা গেলা সার্কভোমের আশ্রম ॥
 সার্কভোম ঘরে প্রভুর সম্বাদন হৈল ।
 গুণসঙ্গীতনে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥
 ঐছন দেখিয়া সার্কভোম ভট্টাচার্য্য ।
 হৃদয়ে আহ্লাদ মহা গুণয়ে আশ্চর্য্য ॥
 তবে পুন মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে ।
 ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিল সার্কভোমে ॥
 প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ ।
 প্রভু সঙ্গে সার্কভোম করয়ে মিলন ॥
 ইষ্টগোষ্ঠী করে বিদ্যা আনিবার তরে ।
 তত্ব সুধাটীতে কিছু লাগিল প্রভুরে ॥
 তোর জন্ম কোথা তত্ত্ব কহিবে আমায় ।
 প্রভু কহে যে কহিলে সেট সত্য হয় ॥
 ভট্টাচার্য্য কহে তুমি কি কহ কখন ।
 এক কহি আর কহ কিসের কারণ ॥
 প্রভু মৌনী হই রহে সমুদ্রগম্ভীর ।
 পুনর্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর ॥

তোর মাতা পিতা কেবা কহ না আমারে ।
 প্রভু কহে সত্য এট তুমি যে কহিলে ॥
 ভট্টাচার্য্য পুনর্বার তথাপি জিজ্ঞাসে ।
 কহিবে তোমার কোথা হইল সন্ত্যাসে ॥
 প্রভু কহে এই সত্য আনিবে নিশ্চয় ।
 শুনি সার্কভোম মনে বড়ই বিস্ময় ॥
 বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নিয়ম ।
 কোটা সরস্বতীকান্ত অখিলের জয় ॥
 কিবা বা ঈশ্বর কিবা বাতুলস্বভাব ।
 মনে কুষ্ঠ ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ ॥
 আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ ।
 উঠিলা প্রসাদ দেখি প্রেমার উন্মাদ ॥
 অগ্নিপ্রাণ-অন্নমহাপ্রসাদ পাইয়া ।
 মস্তকে বন্দিল প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥
 ছকার করিল এক গম্ভীর শব্দে ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই প্রভু সিংহনাদে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব নর শৃগাল কুকুর ।
 আটলা পৌরাজ কাছে যত নাগকুল ॥
 সভার মুখেতে দেয় প্রসাদ আনন্দে ।
 দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে ॥
 কেহো না কহিল কিছু তত্ব সব জানে ।
 প্রসাদ পাইল সব লঞা ভক্তগণে ॥
 নিজজন সনে অন্ন করিল ভোজন ।
 হেনকালে শ্রীনিবাস কহিল বচন ॥
 এক নিবেদন প্রভু কহিতে ডরাই ।
 নির্ভয়ে পুড়িয়ে তবে যদি আজ পাই ॥
 প্রসাদ পাইয়া প্রভু হাসিলা যেকালে ।
 মোর মনে হৈল কিছু আছয়ে অন্তরে ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু অধিক উন্মাদ ।
 কহয়ে অন্তর কথা করিয়া প্রকাশ ॥

কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন ।
 শৃগাল কুকুরে খায় শুনহ ভ্রামণ ॥
 ইহ চক্ষু কিবা ব্রহ্মা আদি দেবগণে ।
 সত্যার দুর্ভাগ বস্তু না পাই যতনে ॥
 নারদ প্রহ্লাদ শুক আদি ভক্তগণ ।
 তাহার দুর্ভাগ বস্তু কহিল মবন ॥
 হেন মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়ে সব জনে ।
 কহিল মরম কথা এই মোব মনে ॥
 হেন মহাপ্রসাদ পাটয়া যে বা তন ।
 অন্নবৃদ্ধি করিয়া বা ৷ কবে ভক্ষণ ॥
 পূর্বজন্মার্জিত তার আছিল যে ধর্ম ।
 সেহো নষ্ট হয় সে শূকরে হঃ ভ্রম ॥
 কুকুরের মুখ হইতে পড়ে যদি তত্ব ।
 পাইলে খাইবে ঠেখে দোষ নাহি কত্ব ॥
 তবে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া সাদরে ।
 সন্ধ্যাকালে গেল জগন্নাথ দেখিবারে ॥
 একদৃষ্ট হঞা প্রভু দেখয়ে শ্রীমুখ ।
 ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকোতুক ॥
 শূণ দীপ অকুসুম মনোহর গন্ধ ।
 নিকেনন কৈল বিপ্র দেখিয়া আনন্দ ॥
 কলমল তেজ দেখি অঙ্গের ছটাক ।
 একত্র হইল যেন ঠাঁদ লাখেলাখ ॥
 নবীন মেঘের যেন অঙ্গের কিরণ ।
 তাহাতে শোভয়ে দুই কমলগোচন ॥
 বিরা আনন্দসিদ্ধি ভূষণ ঠাকুর ।
 স্মৃতিতে মুটার প্রেমা বাটায় প্রচুর ॥
 অমেক পূর্বত জিনি হৃদয় শরীর ।
 কুমে গড়াগড়ি যায় আনন্দ অধির ॥
 গৌরাঙ্গ কিরণে জগন্নাথ হৈলা গৌরা ।
 ভাবময় হৈল দেহ পরম বিতোরা ॥

গৌরময় বলরাম আর পাণ্ডাগণ ।
 ভাবময় দেহ সত্যার হটল তখন ॥
 গৌরাঙ্গ তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি ॥
 অচল ব্রহ্মের কাছে সচল মূর্তি ॥
 জগন্নাথ প্রকাশ হইলা স্মারুপে ।
 তেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে ॥
 তবে চিন্তে স্থির প্রভু হৈল কথোক্ষণে ।
 আগন আশ্রমে শেলা লঞা নিজগণে ॥
 এই মনে জগন্নাথ দেখি শিববার ।
 দিব্যরাত্রি নাহি জানে আনন্দ অপার ॥
 এই মতে নীলাচলে বৈসে কথোদিন ।
 কোতুকে গোড়ায়ে প্রভু প্রেমা প্রবীণ ॥
 হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে ।
 পুরুষোত্তমে প্রথম প্রকাশ যেন মনে ॥
 লোকশিক্ষা করে প্রভু হঞা অকিঞ্চন ।
 না বুঝি মাছুষ জ্ঞান করে মূঢ়জন ॥
 সমুদ্র তিতরে টোটা করি গৌররায় ॥
 নিজজন সঙ্গে তাঁহা হরিগুণ গায় ॥
 বিদ্যাবিমোহিত চিত্ত শ্রীসার্কভৌম ।
 প্রকুর পরোক্ষে কিছু করয়ে বিভ্রম ॥
 ব্রাহ্মণ সজ্জন বত সম্পূর্ণ সভায় ।
 তার মধ্যে কহে বিজ যে ছিল হিয়ার ॥
 মহাবংশে জন্ম স্থানী সুপণ্ডিত নন ।
 তরুণ বয়সে নচে সন্ন্যাসকরণ ॥
 এ সময়ে অহুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম ।
 না বুঝিয়া কৈল বিপ্র এত বড় কর্ম ॥
 পুনরপি সংস্কার কর আপনার ।
 বেদান্ত পড়িয়া কর আশ্রম-আচার ॥
 সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে কীর্জন নর্জন ।
 বেদান্ত আশ্রম ঠাই করক প্রবণ ॥

জগন্নাথ যতবার কররে ভোজন ।
 ততবার সন্ন্যাসী সে কররে ভক্ষণ ॥
 যুবকালে এত ভক্ষণ যে জন করয় ।
 তার কাম নিবৃত্তি বা কোন উপায়ে হয় ॥
 ঘর মনে পড়ে তেঞি রাখা বলি কান্দে ।
 বিপাকে পড়িলা সন্ন্যাসীর কান্দে ॥
 এথা গৌরচন্দ্র আছে নিজজন সঙ্গে ।
 কৃষ্ণকথা আলাপনে প্রেম পরসঙ্গে ॥
 আচাৰিতে বদনে হাসিয়া লহলহ ।
 অবিরল ধারে যেন বরিখয়ে মহ ॥
 জানিঞা সকল পছ চলিলা তথায় ।
 বসি যেথা সার্কভৌম বেদান্ত পঢ়ায় ॥
 নিজজন সনে সেইখানে উপনীত ।
 দেখি ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিত চিত ॥
 বসিতে আসন দিল সগৌরবে আনি ।
 ঠাকুর মাগয়ে বিধি কি কবির আমি ॥
 তুমি সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান ।
 অন্তর পুছিয়ে তোরে কহ ত বিধান ॥
 সন্ন্যাস-আশ্রমে ধর্ম না বুঝিয়ে আমি ।
 সন্ন্যাস করিল বিধি বিচারহ তুমি ॥
 তুমি সর্বভাববেত্তা বেদান্ত বাখান ।
 কি বিধান আছে কিছু পঢ়াহ এখন ॥
 তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম ।
 কি বিধান আছে পুন উপবীত কর্ম ॥
 জগন্নাথপ্রসাদে মস্ত করাইলে মোরে ।
 কামশাস্তি করিবারে নারি যুবকালে ॥
 ঘর মনে পড়ে তেঞি কান্দি রাখা বলি ।
 কীৰ্ত্তনের মাথে তেঞি করিয়ে বিকলি ॥
 এ বোল শুনিয়ে সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য ।
 জ্বরে সঙ্কোচ মহা গুণের আশ্চর্য্য ॥

এখনি কহিল কথা নিজ শিষ্যসনে ।
 এ কথা সকল শ্রাসী জানিল কেমনে ॥
 মনে অচ্যমান করে লজ্জায় পীড়িত ।
 কিছু না কহিল হিরায় রহিল বিম্বিত ॥
 তার পরদিনে প্রভু সার্কভৌম ঘরে ।
 নিজজন সঙ্গে গেলা তারে দেখিবারে ॥
 বেদান্ত পঢ়ায় সার্কভৌম ঘরে বসি ।
 বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি হাসি ॥
 বেদান্ত নিগূঢ় কথা পুছিল ঠাকুর ।
 কৃষ্ণ-পাদাশ্রয় কথা অমৃত অঙ্গুর ॥
 বেদে নরাকৃতি ব্রহ্ম শাস্ত্রে জানাইলে ।
 তুমি তাহা নাহি মান আত্মবুদ্ধি বলে ॥
 ব্রহ্মার বচন ব্রহ্মসংহিতাতে কহে ।
 সচ্চিদানন্দময় সেই মহেশ্বর্য্যময়ে ॥
 রসময় দেহ তার শ্যাম কলেবর ।
 আর অবতার অংশ কৃষ্ণ পূর্ণবর ॥
 ভাগবতে এই কথা ব্যাস জানাইল ।
 তুমি তাহা নষ্ট করি আর মন্ত বল ॥
 রাখা পূর্ণভাবন্ত বরাহসংহিতাতে কহে ।
 আর সব প্রকৃতি তার নখজ্যোতি হএ ॥
 গৌতমীতন্ত্র সনৎকুমার-সংহিতা ।
 রাখাভক্ত তাহাতেই আছে বিরচিতা ॥
 বেদঅর্থ শাস্ত্রে লেখে ব্যাস মুনিবর ।
 ব্যাসনিদ্দা করি তুমি কিবা পাও বল ॥
 বৃন্দাবনস্থান কৃষ্ণস্থান চিন্তামণি ।
 বিহার করেন কৃষ্ণ সঙ্গে ত রমণী ॥
 রমণীর শিরোমণি রাখা মহাদেবী ।
 মহাতত্ত্ব দেব কৃষ্ণ বেদ অহুভবি ॥
 দাহার কীৰ্ত্তন গায় বত গোপীগণ ।
 সে কীৰ্ত্তন নিদ্দা কর তুমি সে অধম ॥

কীর্তনমহিমা কথা ভাগবতে কয় ।
 ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ সব নষ্ট হয় ॥
 তেনমতে নামে বিনাশয়ে পাপগিরি ।
 পাছে কৃষ্ণপায় চিন্তামণি নাম ধরি ॥
 প্রসাদ পাইলে কোটি কোটি পাপ নাশে ।
 তুমি কহ লোভ মোহ কামের প্রকাশে ॥
 বৈষ্ণবমহিমা সব শাস্ত্রের প্রমাণে ।
 তুমি শাস্ত্র নাহি মান কোন শাস্ত্রজ্ঞানে ॥
 শুনি সার্কভোম তেল হৃদয়ে তরাস ।
 এতকাল নাহি শুনি এমত বিশ্বাস ॥
 পড়িল শুনিল যত এতকাল ধরি ।
 পঢ়াইল শিষ্যগণে অহঙ্কার করি ॥
 এখনে শুনিল এ বেদান্ত সিদ্ধান্ত ।
 এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতীকান্ত ॥
 এত অচুমানি সার্কভোম দ্বিজরাজ ।
 করজোড়ে স্তুতি করে বৃষ্ণী ত কাজ ॥
 হেনই সময়ে প্রভু বড় কুজ শরীর ।
 দেখিয়া ত সার্কভোম আনন্দে অস্থির ॥
 উর্দ্ধ দুই করে ধরে ধনু আর শর ।
 মধ্য দুই হাথে ধরে মুরলী অধর ॥
 নম্র দুই করে ধরে দণ্ড কমণ্ডল ।
 দেখি সার্কভোম হৈলা প্রেমায়া বিহবল ॥
 বিহবল হইয়া গড়ে পাদাশূল পাশে ।
 কহয়ে লোচন সার্কভোমের প্রকাশে ॥
 চরণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর ।
 স্তুতি করে সার্কভোম গদগদ স্বর ॥
 সগদগদ করে পড়ে সহস্রেক স্তব ।

চৈতন্য সহস্র নাম জানে লোক সব ॥
 জয় রঘুবীর বহুবীর মহাশয় ।
 জয় দ্বিজবীর গৌরসিংহ সর্কাশ্রয় ॥
 বিজ্ঞানদে মন্ত হঞা তোমা নিন্দা কৈছ ॥
 তোমার অন্তর পদে মুঞি বিকাটছ ॥
 অপরাধ ক্ষমা কর জয় গৌরহরি ।
 পরম দয়াল তুমি সভার উপরি ॥
 সার্কভোমে কৃপা কৈল গৌর মহাসিংহ ।
 আনন্দ বাটিল সব ভক্ত মহাত্ম ॥
 এইমনে আছে প্রভু আনন্দ কোতুকে ।
 আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে ॥
 অধিক হইল জগন্নাথের প্রকাশ ।
 সভার হৃদয়ে সুগ পরশে আকাশ ॥
 চৈতন্যচরিত্র কথা কে কহিতে জানে ।
 সম্মতিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে ॥
 শ্রীমুরারি গুণ বেজা ধনু তিনলোকে ।
 পাণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥
 কহিল মুরারিগুণ শ্লোকপরবন্ধে ।
 যে কিছু শুনিল সেই দোহাব প্রসাদে ॥
 শুনিঞা মাধুরী লোভে চিত্ত উতরোল ।
 নিজদোষ না দেখিল মন তেল ভোর ॥
 যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি অল্পরূপ ।
 পাঁচালী প্রবন্ধে কহে মো ছার মুকুণ্ড ॥
 সূত্রখণ্ড আদিপঞ্চ মধ্যখণ্ড সায়া ।
 শেষখণ্ড আছে তাহা কহিব কথায় ॥
 চৈতন্যচরিত্র কথা চৈতন্য প্রকাশ ।
 মধ্যখণ্ড সার কহে এ লোচনদাস ॥

ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ড সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।

শেষখণ্ড ।

শেষখণ্ড কহি কপা অমৃতের সার ।
শুনিতে বাঢ়য়ে সুখসাগর পাথার ॥
সার্বভৌম শুভ চাৰ্য্য করিল যে স্তুতি ।
কথোদিন বঞ্চিলা কীৰ্ত্তনে দিবারাতি ॥
সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর ।
কুৰ্মনামে বিপ্র দেখে কুৰ্মনামে পুর ॥
বাসুদেব নামে বিপ্র দেখিল সে গ্রামে ।
জুই জনা সঙ্গে দেখা হৈল এক ঠামে ॥
প্রভু দরশনে তারা হইল নির্মল ।
নিরীক্সে গৌরদেহ প্রেমায় বিহ্বল ॥
সুমেরুসুন্দর তলু বাহু আছু সম ।
সিংহগ্রীব কঙ্ককণ্ঠ স্তম্ভীর্ঘ লোচন ॥
দেখিতে দেখিতে হিরা আনন্দ বাটিল ।
এই গৌরচন্দ্র, কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিল ॥
হা হা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে ।
সৰ্বলোক কান্দে তার প্রেমার ক্রন্দনে ॥
তুলিয়া দৌহারে প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
আদেশ করিল কিছু মধুর বচন ॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ বচন আমার ।
কি কাজে আইলা মহী কর কি আচার ॥

কলিযুগ ধর্ম হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।
প্রকাশ করিল কৃষ্ণ নাম মহাধন ॥
হরিগুণ সঙ্কীৰ্ত্তনে করহ আনন্দ ।
নাচহ নাচাহ লোক হউ মুক্তবন্দ ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্তর ।
আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর ॥
চলিতে না পারে পথে বাড়ে প্রেমরত্ন ।
কথোদূর গিয়া দেখে জীৱড় নৃসিংহ ॥
স্মরণ হইল পূর্ব রহস্ত কাহিনী ।
প্রেমায় বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি ॥
শুন শুন সৰ্বলোক রহস্ত আনন্দ ।
যেন মতে অবতার জীৱড় নৃসিংহ ॥
কহিব অপূর্ব কথা অপূর্ব কাহিনী ।
একচিত্তে শুন লোক হয় সাবধানী ॥
এখানে আছিল এক পুঁজুরা গোৱাল ।
কৃষি কর্ম করে সেই বিহান বিকাল ॥
সসা নামে খন্দ মহী কৈল উপার্জন ।
হইল মায়াঘু খন্দ বড়ই সম্পন্ন ॥
দিবা রাত্রি রাখে খন্দ নাহি অবসর ।
না জানি কখন সেই বার নিজঘর ॥

একদিন মনে মনে করিল বিচার ।
 খন্দ রাখিবারে মুঞি করে দিব ভার ॥
 ভাবিয়া করিল দৃঢ় কৃষ্ণে নিয়োজিব ।
 তাহে নিয়োজিলে আমি অন্ত কাঁজ পাব ॥
 কৃষ্ণ-নাম ডাকি খন্দ নিয়োজিল তাহে ।
 তোমার নামেতে কিছু দিব বৈষ্ণবেরে ॥
 এই মতে আছে পুঁড়া মনের হরিষে ।
 আচম্বিতে দেখে খন্দ খাঞা যায় কিসে ॥
 দেখিয়ে গোয়ালী দুঃখ অনেক ভাবিলা ।
 কৃষ্ণ তুমি খন্দ মোর সব নষ্ট কৈলা ॥
 কান্দিয়ে গোয়ালী বৈল শুন নারায়ণ ।
 কে মোর খাইল খন্দ দেখিব নয়ন ॥
 ইহা বলি কুঁড়ার আশ্রয় করি রহে ।
 আগিয়া রহিল সেই খন্দ মহামোহে ॥
 আর দিন রাত্রি আগে তৃতীয় প্রহর ।
 আচম্বিত আইল এক বরাহ ডাগর ॥
 দেখিয়া গোয়ালী পুঁড়া হৈল সাবধান ।
 খন্দ খায় বরাহ সে সারে ছুই কাণ ॥
 খন্দ খায় লতা ছিঁড়ে আপনার মুখে ।
 দেখিয়ে গোয়ালী গুণ দিলেক ধনুকে ॥
 খন্দ খাও লতা ছিঁড় সার দুই কাণ ।
 আজি মোর হাথে তুমি হারাবে পরাণ ॥
 এত বলি সন্ধান পুরিয়া এড়ে বাণ ।
 নির্ভয়ে বাজিল বরাহ স্নরে রাম রাম ॥
 খাঞা সাম্ভাইল পর্ত্ত-গভর ভিতরে ।
 ঈদখিয়া গোয়ালী পুঁড়া হইল ফাপরে ॥
 শূকর হইয়া কেনে স্নরে রামনাম ।
 বরাহ না হয়ে এই সেই ভগবান্ ॥
 এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর অন্তর ।
 গভর নিকটে যাঞা কহিছে উত্তর ॥

কে তুমি কে তুমি বোলে উত্তর না পার ।
 তিন উপবাস কৈল কাতর হিয়ার ॥
 দয়া উপজিল প্রভু করুণা নিধান ।
 আকাশে কহেন কথা আমি ভগবান্ ॥
 আমারে মারিলি তোর কৈছ অপচর ।
 চিন্তা না করিহ বাহ আপন আলর ॥
 এ বোল শুনিয়া পুঁড়া অধিক কাতর ।
 উপবাসে উপবাসে দিমু কলেবর ॥
 এইমনে উপবাস করিল অনেক ।
 আচম্বিতে গগনে শুনিল ধ্বনি এক ॥
 কেনে রে অবোধ পুঁড়া মর অকারণ ।
 অপরাধ নাহি বাহ আপন ভবন ॥
 পুনরপি বোলে পুঁড়া কাতর বচনে ।
 তোমারে মারিলুঁ বাণ কি কাঁজ জীবনে ॥
 মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার ।
 এ দোষে উচিত হয় যমের প্রহার ॥
 শুদ্ধ হৈব আর আমি কোন্ প্রতিকারে ।
 সবে এক মাজ বাণ মারিল তোমারে ॥
 এ কোমল গায়ে তোর বেথা এত দিল ।
 দিক্ দিক্ প্রাণ মোর তোমারে কহিল ॥
 মোর পিতৃলোক প্রভু গেল নরকেরে ।
 আর লোক নরক যাবে দেখিবে যে মোরে ॥
 এ বোল শুনিয়া বাণী হৈল আব বার ।
 নাহি অপরাধ তুই হইল অপার ॥
 পূর্ব জন্মে বড় অপরাধ কৈলে তুমি ।
 এহোকালে তোর গাপ সব লৈলাঙ আমি ॥
 তোর দেহে মোর দেহ জানিহ সর্কথা ।
 নিশ্চয় আমায়ে তুমি নাহি দেহ ব্যথা ॥
 এ বোল শুনিয়া পুঁড়া কহে কর জুড়ি ।
 তোমার আশ্রয় মুঞি বোলোঁ ভর ছাড়ি ॥

কেমনে জানিব মোর ঘুটিল এ দোষ ।
 পরসাদ সাক্ষী পাইলে হউ মো সন্তোষ ॥
 এ কথা কহিয়ে আমি রাজার গোচরে ।
 এইমত আজ্ঞা তুমি করিহ তাহারে ॥
 পরসন্ন হও চিত্তে পাণ্ডু হিয়া সাক্ষী ।
 সব জন জানে তুমি হইলে মোরে স্তম্ভী ॥
 তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর ।
 যে বলিলা সেই হবে পাইলে তুমি বর ॥
 এ বোল শুনিঞা পুঁড়া হরষিত হঞা ।
 আজ্ঞা পাঞা রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥
 দ্বারিকে কহিল আরে শুন দ্বারিবর ।
 যে কিছু কহিয়ে রাজার করহ গোচর ॥
 কহিব অপূর্ব কথা লোকে অবিদিত ।
 শুনিঞা আমারে রাজা করিব পিরিত ॥
 এ বোল শুনিঞা দ্বারী রাজারে কহিল ।
 রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল ॥
 দণ্ডবত করি কহে সব বিবরণ ।
 আন্তোপান্ত যত কথা কৈল নিবেদন ॥
 শুনিঞা ত মহারাজে বিস্ময় লাগিল ।
 নিশ্চয় করিয়া কহ, পুঁড়ারে কহিল ॥
 পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয় ।
 সেখানে চলহ গোসাঞি ঘুচাহ বিস্ময় ॥
 আমারে যেমত আজ্ঞা করিলা ঠাকুর ।
 সেইমত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর ॥
 রাজা বলে আজ্ঞা যদি করিলা ঈশ্বর ।
 আজ্ঞায় হইব আমি তোমার নক্ষর ॥
 এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর ।
 পদব্রজে গেলা যথা পর্বত-গভর ॥
 পর্বত-গভর দ্বারে এক মন চিত্তে ।
 বিস্তর মিনতি করে লোটারী কুমিতে ॥

দ্রবীলা ঠাকুর আজ্ঞা উঠিলা গগনে ।
 মিথ্যা নহে শুন রাজা পুঁড়ার বচনে ॥
 তুমি সাক্ষী হইলে পুঁড়া হইল আমার ।
 ইহাসনে নাহি আর যম অধিকার ॥
 এ বোল শুনিঞা রাজা নাচয়ে আনন্দে ।
 গোয়ালার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে ॥
 তুমি মোর গুরু হঞা কৃষ্ণ মলাইলা ।
 কৃষ্ণের শ্রীমুখকথা তুমি শুনাইলা ॥
 গোয়ালার পায়ে পড়ে রাণীগণ সঙ্গে ।
 দেখিয়া কৃষ্ণের দয়া উপজিল অঙ্গে ॥
 মোর ভক্তে জাতিবুদ্ধি না করিলে তুমি ।
 তোরে দেখা দিব রাজা কহিলা ত আমি ॥
 দুঃসেচন তুমি কর এই স্থানে ।
 দুঃখের সেচনে আমা পাবে বিজ্ঞমানে ॥
 এ বোল শুনিঞা রাজা হরষিত চিত্তে ।
 ঘোষণা পড়িল রাজ্যে দুঃখ যে আনিতে ॥
 প্রভুর আজ্ঞায় দুঃখ চালে সেইখানে ।
 আচম্বিতে মাথার চূড়া দেখে বিজ্ঞমানে ॥
 নানাবিধ বাস্তবাজে আনন্দ অপার ।
 আনন্দে ভাসয়ে স্তম্ভ-লাগর পাথার ॥
 হরি হরি বোল শুনি চৌদগি ভরিয়া ।
 নাচয়ে সকল লোক দুবাহ তুলিয়া ॥
 বত দুঃখ চালে তত উঠয়ে শরীর ॥
 উঠিল শরীর দেখে এ নাস্তিগতীর ॥
 অধিক চালয়ে দুঃখ অন্তর হরিষে ।
 প্রভু সব অবয়ব দেখিবার আশে ॥
 উঠিল শরীর জাহ্নু দেখে বিজ্ঞমান ।
 না চালিহ দুঃখ আজ্ঞা ভেল পরিমাণ ॥
 তবহু চালয়ে দুঃখ মনের হরিষে ।
 পদতল ছই আমি না উঠিল শেবে ॥

হেনকালে আজ্ঞাবাগী উঠিল গগনে ।
 না উঠিব পদ আর না করো যতনে ॥
 এ বোল শুনিয়া রাজা হরিষ বিবাদ ।
 মহামহোৎসব করে পাঞা পরসাদ ॥
 দেউল মন্দির দিল নানা ভোগ রাগ ।
 ছনমান ভরি দেখে হিয়া অশ্রু রাগ ॥
 পুঁড়ারে কহিল রাজা বিনয় করিয়া ।
 তুমি রাজ্যের রাজা হও মোরে কৃষ্ণ দিয়া ॥
 গোপ বলে অজ্ঞান হইয়া কহ কথা ।
 রাজ্য নাহি লব মোরে কেনে দেহ ব্যথা ॥
 তোথে মোথে কৃষ্ণসেবা করিব আনন্দে ।
 কোন শ্রু রাজ্যে রাজা ছাড়িয়া গোবিন্দে ॥
 শুনি রাজা বিনয় বলিল কর জুড়ি ।
 তুমি আমি সেবার হইছ অধিকারী ॥
 এইমনে আছে রাজা মনের হরিষে ।
 ডিঙ্গা লঞা সাধু এক আইলা সস্তোষে ॥
 তার সঙ্গে দুই শ্রী পরমা সুন্দরী ।
 সাধু সঙ্গে যার তারা দেখিতে শ্রীহরি ॥
 সাধু নাহি লয় সঙ্গে লজ্জার কারণে ।
 দুই শ্রী কান্দে ধরি সাধুর চরণে ॥
 তুমি গুরু সঙ্গে করি কৃষ্ণেরে দেখাও ।
 মো সত্তার ভাগ্য তব্ব তুমি না ঘুচাও ॥
 সাধু বোলে সঙ্গে না লইব তো সভারে ।
 প্রসাদ আনিব আমি তোরা থাক ঘরে ॥
 তারা বোলে তুমি যে কহিলে সেই হয় ।
 কৃষ্ণ দেখিবারে সাধু হঞাছে নিশ্চয় ॥
 তবে সাধু ক্রোধ করি তা সভারে বোলে ।
 তোরা কৃষ্ণ দেখ গিয়া আমি থাকি ঘরে ॥
 শুনি দুই শ্রী যুক্তি করিল অন্তরে ।
 পতি ছাড়ি কৃষ্ণ ভজি এই সে বিচারে ॥

চলিল সুন্দরী তারা পতিরে ছাড়িয়া ।
 দয়া হৈল গোবিন্দের একান্তি দেখিয়া ॥
 সাধুর হৃদয়ে প্রভু দয়া সঞ্চারিঞা ।
 শ্রীএরে একান্ত সাধু দেখে দাণ্ডাটয়া ॥
 ধিক্ ধিক্ আমি ছার পাপিষ্ঠ হৃদয় ।
 হেন শ্রীএ অসম্মান যুক্তি ভাল নয় ॥
 সাধু বোলে চল সঙ্গে লব তো সভারে ।
 পরম পবিত্র তোরা পুণ্য কলেবরে ॥
 স্বামীর শ্রদ্ধা সেই যার কৃষ্ণ-ব্রত ।
 অখিল পুজিত সেই পরম মহত্ত্ব ॥
 ঠাকুর দেখিতে সেই আইলা সওদাগর ।
 দুই নারী লঞা গেলা মন্দির ভিতর ॥
 প্রভু নমস্করি সাধু ভৈগেল বাহিবে ।
 সাধু বাহির হৈল দ্বার লাগিল মন্দিরে ॥
 লেউটিয়া দেপে দুই নারী নাই পাশে ।
 মন্দির ভিতরে তারা প্রভুকে সন্মানে ॥
 বৃন্দিয়া সে সাধু শ্রব করে উচ্চনাদে ।
 জ্বিলা ঠাকুর তারে কৈলা পরসাদে ॥
 ঘুচিল মন্দির দ্বার দেখে দুইজন ।
 পাষণ হইয়া প্রভুর পাঞাছে চরণ ॥
 পতি ছাড়ি কৃষ্ণ পতি দেখিবারে গেল ।
 তে কারণে কৃষ্ণ-পতি সূদৃঢ় পাটল ॥
 নিজ ভাগ্য মানি পায়ে পড়ে সওদাগর ।
 পরসাদ করে প্রভু বোলে মাগ বর ॥
 চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম ।
 বর মাগৌ মৌর নামে হউ তোর নাম ॥
 মা বাপে থুইল মোর এ নাম জীয়েড় ।
 আপনার নামে প্রভু-নাম মাগে বর ॥
 জীয়েড়-নৃসিংহ নাম তেঁই পরকাশ ।
 আনন্দে কহয়ে শুন এ লোচন দাস ॥

তবে গোরা পছ জীয়াড়-নুসিংহ দেখিয়া ।
 চলিলা ত পরদিনে সে দিন বন্ধিয়া ॥
 চলি যায় পথে প্রেমা পরবশ চিত ।
 কাঞ্চী নগরে প্রভু ভেল উপনিত ॥
 রত্নময় পুরী সেই কাঞ্চীনগর ।
 নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল জামিষর ॥
 বিষয়ীর মূখ প্রভু নাহি দেখে কভু ।
 আচম্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিল প্রভু ॥
 রাজা গোদাবরী স্নান করি বিগ্রহ সন্দেশে ।
 আসি অন্তঃপুরে কৃষ্ণ সেবা করে রঞ্জে ॥
 প্রভু আসি হেনকালে দ্বারে আগমন ।
 পরম সুন্দর কান্তি মদনমোহন ॥
 রাজার দ্বারে গিয়া দ্বারকে কহিল ।
 রাজপুত্র কোথা আছে নিভুতে পুছিল ॥
 প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরশাম করে ।
 এই ভগবান্ হেন মনে মনে বোলে ॥
 প্রভু কহে রাজপুত্রে জানাহ বচন ।
 তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমন ॥
 চলি ত দ্বারী রাজপুত্র বধা আছে ।
 নিজ অন্তঃপুরে বধা দেবতা পূজিছে ॥
 পরশাম করি দ্বারী জানায় বচন ।
 এক মহা গোসাঁঞির দ্বারে আগমন ॥
 এ বোল শুনিয়া রাজা না বলিল কিছু ।
 তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু ॥
 দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন ।
 জানাইতে না পারিল তোমার বচন ॥
 দেবতার পূজা করে নিজ অভ্যন্তরে ।
 কাহার শক্তি তথা কে বাইতে পারে ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসে মনে মনে ।
 বধা পূজা করে তথা চলিলা আপনে ॥

এক অংশে দ্বারে রহে আর অংশে যায় ।
 বধা পূজা করে সেই রামানন্দ রায় ॥
 ধ্যান করএ কৃষ্ণ দেখে গৌরচন্দ্র ।
 পুনরপি ধ্যান করয়ে অপি মন্ত্র ॥
 পুনরপি সেই গৌর দেখয়ে নয়নে ।
 কি হৈল কি হৈল বলি শুনে মনে মনে ॥
 পুনরায় ধ্যান করে সুদৃঢ় হিয়ার ।
 পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ার সান্তায় ॥
 কি কি বলি আঁখি মিলি চাহে চারিভিতে ।
 গৌরচন্দ্র জামিষর দেখিল সাক্ষাতে ॥
 সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা উঠিলা সন্ত্রমে ।
 চরণ বন্দনা করি নেহারই ক্রমে ॥
 আপাদমস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ ।
 গৌর অঙ্গ দেখি হিয়ার উপজিল রঙ্গ ॥
 বিস্ময় লাগিল জ্ঞানী আইলা কেমতে ।
 প্রভুরে পুছিল কিছু হাসিতে হাসিতে ॥
 মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে ।
 বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে ॥
 প্রভু কহে তুমি কেনে না চিন আপনা ।
 আমারে না চিন তুমিনিতে আইছ' তোমা ॥
 এ বোল শুনিয়া প্রভু অষ্ট অষ্ট হাস ।
 আপন চিনাঞা প্রভু করে পরকাশ ॥
 যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত ছাতি ।
 সবহ' দেখায় রাজা এ গীতসুৰতি ॥
 পশু পক্ষী বৃক্ষ আর যত লতা পাতা ।
 গৌর অঙ্গ ছটায় ঝলমল করে তথা ॥
 দেখিয়া আনিল কাজ রামানন্দ রায় ।
 প্রেমায়া বিহ্বল ধরে নিজ প্রভু পায় ॥
 পুনর্বার হইলা প্রভু ভাস কলেবর ।
 ত্রিভঙ্গ মুরলীমুখ বর পীতাম্বর ॥

রাধা বামে পরমসুন্দরী মহামতি ।
 চৌদিকে বেষ্টিয়া গোপী বরাহ যুবতী ॥
 বৃন্দাবনে রতনমন্দির সিংহাসনে ।
 দেখে রাজা পরম আনন্দ রাধা সনে ॥
 পুনর্বার হৈলা প্রভু গৌরাজ যুগতি ।
 অরুণ অম্বর অঙ্গে যেন মহামতি ॥
 রাণীগণ দেখি কান্দে আনন্দিত মনে ।
 সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে রাখার রমণে ॥
 বিহ্বল হইলা রাজা অবশ শরীর ।
 করে ধরি লঞা প্রভু ভৈরবে বাহির ॥
 নশদিন ছিল প্রভু রাজার সহিতে ।
 এ প্রকাশ তবে রাজা দেখে আর্চাষিতে ॥
 একদিন যে হইল করিল প্রকাশ ।
 তার এক কথা কহি কেবল আত্মাস ॥
 অনেক হইল কৃষ্ণকথা তার সনে ।
 বিস্তারি কহিতে তাহা অনন্ত না জানে ॥
 অনন্ত চৈতন্যলীলা বেদে অগোচর ।
 কোন লীলা কোন ভক্তে করেন বিস্তার ॥
 আভোপান্ত কহিতে শক্তি আছে কার ।
 লিখিতে লিখিতে গ্রন্থ হয় ত বিস্তার ॥
 রায় রামানন্দে আর প্রভুতে মিলন ।
 গৌরাঙ্গ গাথা গায় এ দাস লোচন ॥

তবে মহাপ্রভু সেই আনন্দ কৌতুকে ।
 চলিতে আনন্দে দেহ ভরিল পুলকে ॥
 এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি যায় ।
 গোদাবরী করি পঞ্চবটীতে সাঙার ॥
 এই পুণ্য মহাতীর্থ পঞ্চবটী নাম ।
 বাহাতে আছিল সেই লক্ষণ শ্রীরাব ॥

পঞ্চবটী দেখি প্রভু প্রেমে অগ্রেভন ।
 শ্রীরাম লক্ষণ বলি ডাকে যেন খন ॥
 এইখানে কুঁড়েঘর বাকিলা লক্ষণ ।
 যুগী সারিবারে রাম করিলা গমন ॥
 শ্রীরাম উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষণ ।
 এইখানে সীতা হরি লইল রাবণ ॥
 ইহা বলি কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল ।
 মাস্‌মাস্‌ বোলে প্রভু বোলে ধ্বংস ॥
 লক্ষণ লক্ষণ বলি ডাকে উত্তরার ।
 সীতা শ্রুতিয়া কান্দে অবশ হিয়ায় ॥
 সজ্জের সজ্জিগণ পাতাটতে নারে ।
 আপনেই মহাপ্রভু আপনা সঘরে ॥
 তবে আর দিন পথে চলিলা ঠাকুর ।
 ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা কাশ্মীরী কুল ॥
 কাশ্মীরী পারে দেখে শ্রীরামনাথ ।
 দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজ জন সাথ ॥
 তথায় জিম্মা ভট্ট ঠাকুর দেখিয়া ।
 নিরীখে গৌরদেহ বিস্মিত হইয়া ॥
 দেহের কিরণ আরে প্রেমার আরম্ভ ।
 কদম্ব কেশর জিনি পুলককদম্ব ॥
 সর্বলোক জিনি তনু যেনক সুরম্য ॥
 প্রেম-কল কুণ্ডে ভরিয়াছে কলতরু ॥
 হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে ।
 দেখিয়া চৌদিগ ভরি সব লোক কান্দে ॥
 এইন দেখিয়া সে জিম্মা ভট্টাচার্য্য ।
 কৌতুকে সকল কথা জানিল আচার্য্য ॥
 এই সেই ভগবান্‌ কতু নহে আন ।
 নিশ্চয় জানিল এই সর্বজন প্রাণ ॥
 এতেক জানিঞা সে জিম্মা ভট্টারায় ।
 আপন আশ্রমে সে প্রভুরে লঞা যায় ॥

তার প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা ।
 চাতুৰ্য্যান্ত রহিল পরম স্মৃথ দিয়া ॥
 চাতুৰ্য্যান্ত রহি স্মৃথে চলিলা তুরিতে ।
 পথে দেখা পরমানন্দপুরীর সহিতে ॥
 দৌহে দৌহা দেখি ভিঙ্ক হৈলা দুই জন ।
 নিরখিতে দৌহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥
 দেখিতে পরমানন্দপুরীর স্ররণে ।
 গুরু মাধবেন্দ্রপুরী যে বৈল বচনে ॥
 কলিযুগে সঙ্কীৰ্ত্তনধর্ম্য রাশিবারে ।
 জনমিব কৃষ্ণ প্রথমসঙ্কার ভিতরে ॥
 গৌর দীর্ঘকলেবর বাহু জাম্বুসম ।
 সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমললোচন ॥
 করুণাসাগর প্রভু প্রেমার আশাস ।
 নিজ করুণায় প্রেম করিব প্রকাশ ॥
 মোর ভাগ্য নাহি মুঞি দেখিব নয়নে ।
 ভোর দেখা হৈলে মোরে করিহ স্ররণে ॥
 সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল ।
 এই সেই ভগবান্ নিশ্চয় জানিল ॥
 মাধবেন্দ্র বলি বলি করিল স্ররণ ।
 গুনিয়া আনন্দ মনে করএ ক্রন্দন ॥
 মাধবেন্দ্র কীৰ্ত্তন করিয়া প্রভু নাচে ।
 হরি তার বলি ভক্ত নাচে কাছে কাছে ॥
 ক্রমে হৃদয় দেই পরম আনন্দে ।
 মাধবেন্দ্র বলি প্রভু প্রেমানন্দে কান্দে ॥
 এত দিনে সন্ন্যাস মোর সফল হইল ।
 মাধবেন্দ্রধ্বনি মোর কর্ণে প্রবেশিল ॥
 দেখি পরণাম করে পরমানন্দপুরী ।
 কি কর বলিয়া প্রভু তোলে হাথে ধরি ॥
 গাঢ় আলিঙ্গন কৈল পরম সন্তোষে ।
 চলিলা ঠাকুর কহে এ লোচন দাসে ॥

আর অপক্লপ কথা শুন সাবধানে ।
 পথে চলি যাইতে সপ্ততাল বিমোচনে ॥
 সপ্ত তাল তরু সেট আছে সেই পথে ।
 দেখি আচম্বিতে প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥
 ধাক্কা গিয়া সপ্ততরু করিলা পরশে ।
 জয় জয় ধ্বনি তবে উঠিল আকাশে ॥
 মূনিশাপে ছিল সে গন্ধর্ব্ব সাত জন ।
 প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন ॥
 তবে সেট মহাপ্রভু পথে চলি যায় ।
 আনন্দে বিভোল হঞা হরিগুণ গায় ॥
 প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথপ্রমে ।
 সেতুবন্ধ উত্তরিল পথে ক্রমে ক্রমে ॥
 সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ ।
 আনন্দে নাচে যেন ময়মন্ত সিংহ ॥
 লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার ।
 সেতুবন্ধ দেখি হরি বোলে বারেবার ॥
 অল্পরাগে কান্দ ডাকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 কখন আবেশে ডাকে অঙ্গন হনুমান ॥
 কণেকে আবেশে ডাকে সূগ্রীব মৌরমিত ।
 কণে বিভীষণ বলি ডাকে বিপন্নিত ॥
 ধনুতীর্থে নান কৈল আনন্দিত মনে ।
 সেতুবন্ধ দেখি নাচে সব তত্ত্ব সনে ॥
 এই মনে দিবানিশি না জানে আপনা ।
 লেউটিয়া মহাপ্রভুর বাটিল করুণা ॥
 পথে ক্রমে ক্রমে প্রভু লেউটিয়া আসি ।
 পুন চারি মাস গোদাবরী-তীর্থবাসী ॥
 পুনরপি উদ্ভূতদেশে আইলা ঠাকুর ।
 অগরাধ ভাবে প্রেমা বাটিল প্রচুর ॥
 তবে ত দেখিল প্রভু শ্রীআলালনাথ ।
 বিহ্বাস উড়িয়াকে কৈল আশ্বাসাথ ॥

অগম্যধ দেখি প্রভু হৈলা কুতুহলী ।
 সন্ধনে তুলিয়া বাহু হরি হরি বলি ॥
 পুরুষোত্তমে আসি প্রভু আছে মহামুখে ।
 কহয়ে লোচন এ আনন্দ বড় লোকে ॥

বরাড়ী রাগ । ধূলাখেলা জাত ॥

এখানে কহিব কথা, শুন গোর গুণগাথা,
 ত্রিভুগতে অতি অমুপাম ।

মনঃকথার বাক্সি আলি, মুকুতা প্রবাল ঢালি,
 সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম ॥

সুবর্ণ মণি মাণিকো, দিব্যরত্ন চারিদিকে,
 মনে মনে বাক্সি জাঙ্গাল ।

মথুরা পর্য্যন্ত দিয়া, ক্রোধে সমর্পিব ঈহা,
 তেনকালে প্রত্যাশয় কাল ॥

না তৈল জাঙ্গাল সাগ, দুখ রহিল তিয়ায়,
 মনে মনে করে অন্ততাপ ।

কানাটর—

নাটশালা পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অন্ত,
 সন্ন্যাসীর বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ ॥

এ কথা আছিল চিতে, চলে প্রভু আচম্বিতে,
 না জানি কোথায়ে চলি যায় ।

ক্রমে ক্রমে—

গেল পথে, কানাটর নাটশালা চৈতে,
 পুন লেউটিলা গোরারায় ॥

এ কথা বেকত নহে, পরমানন্দপুরী কহে,
 কহ প্রভু ইহার কারণ ।

আদ্যোপান্ত যত কথা, তাহারে কহিল তথা,
 মনঃকথা সিদ্ধির কারণ ॥

পুরুষোত্তম আদি অন্ত, মথুরাপুরী পর্য্যন্ত,
 স্বর্ণ মণি মাণিকো দিব আলি ।

যন্ন্যাসীর এট হিয়া, এ মোর জাঙ্গাল দিয়া,
 চলি যাবে গোরী বনমাণী ॥

শুন শুন সব জন, সাবধানে দিয়া মন,
 শ্রীগোরাটাদের পরকান ॥

মনঃকথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গোরচন্দ্র,
 গুণ গায় এ লোচনদাস ॥

তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ।
 কীৰ্ত্তনবিলাস করে আছে নানা রঙ্গে ॥
 অনেক ভক্তগণ মিলিলা তথায় ।

প্রেম বিলসয়ে আপে নাচেয়ে নাচায় ॥
 নানা বেশে আছিল যতেক ভক্তগণে ।

ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্যচরণে ॥
 আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচল বাসে ।

কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে ॥
 মথুরা চলিব মনঃকথা আচম্বিত ।

উৎকর্ষা বাড়িল তিয়া উনমত চিত ॥
 চলিলা মথুরা পথে চৈতন্য ঠাকুব ।

পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাড়িল প্রচুর ॥
 অমুরাগে ধায় প্রভু রাজ্য ছুই আখি ।

সিংহের গমনে ধায় দেখিতে না দেখি ॥
 সজ্জের সজ্জিগণ না পারে হাটিতে ।

কথোদরে যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে ॥
 যারিখণ্ড পথে প্রভু চলিলা সত্বর ।

কান্দাইলা পশু পক্ষী বৃক্ষাদি প্রসূর ॥
 গোরাক্ষ বেষ্টিয়া যুগ-ব্যাক্রমণ নাচে ।

হিংসা নাহি সর্বস্বখে নাচে প্রভু কাছে ॥

বনজন্তুগণ সব কুতর্প করিয়া ।

চলিলা গোরাক্ষ পথে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥

ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী ।

অনেক বৈসয়ে তথা পরম সন্ন্যাসী ॥

বিশেষর দেখি প্রভু চলি যায় পথে ।

প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিত চিতে ॥

রূপ সনাতন গোসাঞি প্রভুরে মিলিয়া ।

অনুগ্রহ করি তারে ভক্তি শিক্ষাইলা ॥

তথা বেণী-স্নান করি দেখি অক্ষয়বট ।

যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট ॥

দেখিলা অদ্ভুত সে দেখুকা নামে গ্রাম ।

অবতার কৈলা যেই স্থানে পরশুরাম ॥

তথা বৃন্দাবন মুখে যমুনা বিমুখী ।

দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেমসুখে সুখী ॥

রাজগ্রামে গিয়া পারের দেখয়ে গোকুল ।

সম্বরিতে নায়ে হিয়া ভৈগেল আকুল ॥

হিয়া স্থির করে প্রভু অনেক বতনে ।

আনন্দে বিহ্বল পারে দেখে মহাবনে ॥

চলিতে চলিতে আর গিয়া কথোদূর ।

স্নানিকট হৈল যেই দেখে মধুপুর ॥

মধুপুরী দেখি প্রভু উনমতচিত ।

প্রেমায় বিহ্বল যেন নাহিক সঙ্কিত ॥

অক্রুর অক্রুর বলি ভূমিতে পড়িলা ।

দাখুর বিরহভাবে মূর্ছিত হইলা ॥

দিবানিশি নাহি জানে আছে সেইখানে ।

সম্বেনন নাহি প্রভুর ভেল তিন দিনে ॥

গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য ।

কৃষ্ণদাস নামে এক আছে ভিজবর্ষ্য ॥

প্রভুরে দেখিয়া সেই গুণে মনে মনে ।

কোথা হৈতে আইলা এক পুরুষরতনে ॥

বড় ভাগ্যে দেখিলাম ইহার চরণ ।

এই শুক প্রহ্লাদ কি হেন লর মন ॥

প্রেমায় বিহ্বল প্রভু পুছিল বচন ।

কি নাম তোমার হয় কহত ব্রাহ্মণ ॥

ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন শুন শ্রাসিবর ।

কৃষ্ণদাস নাম মোর কহিল উত্তর ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট অট্ট হাস ।

কৃষ্ণের সকলি জান তুমি কৃষ্ণদাস ॥

জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে ।

তুমি দেখাইবে যেবা যে আছে বিশেষে ॥

মথুরামণ্ডল এ কৃষ্ণের অন্তরীণ ।

সকল জানহ তুমি ভকত প্রবীণ ॥

যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ সব তুমি জান ।

মথুরামণ্ডল মোরে দেখাও স্থানে স্থান ॥

দ্বিজ কহে সব স্থান না জানিয়ে আমি ।

দ্বাদশ বনের কথা সব আমি জানি ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু প্রেমানন্দে হাসে ।

তাহার হৃদয়ে শক্তি করিলা প্রকাশে ॥

মহানন্দে বলে আমি সব দেখাইব ।

কৃষ্ণজন্ম হৈতে কংশবধ শুনাইব ॥

দ্বিজ কহে শুন শুন শুন মহাশয় ।

নন্দের নন্দন তুমি জানিল নিশ্চয় ॥

তোমাব দর্শনে মোর ব্রজ দরশন ।

আচম্বিতে সব মোর হৈল স্মরণ ॥

দেখাব যেখানে যেবা স্থানের মরম ।

যেখানে বা ভগবান্ জনম করম ॥

এ বোল শুনিঞা গৌর হরিষ ছিয়ার ।

কৃষ্ণদাস কোলে করি কৃষ্ণগুণ গায় ।

সেদিন বঞ্চিলা কৃষ্ণদাসের আলয় ।

মথুরা মণ্ডল কথা সর্বরাজ কয় ॥

মথুরামণ্ডল মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী ।
 বাহার দুকুলে কৃষ্ণ বিহরে পিরিতি ॥
 যমুনার পূর্বকূলে আছে পাঁচ বন ।
 পশ্চিমেতে সাত বন কহিল কথন ॥
 কৃষ্ণের বিহার এই স্বাদশ বনে ।
 তত্ত্ব বিনে কেহ ইহার মরম না জানে ॥
 কংসের সপন এই যমুনা পশ্চিমে ।
 ইহার উত্তরে বন বৃন্দাবন নামে ॥
 মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথে ।
 অনেক রহস্ত খেলা দেখিবে তাহাতে ॥
 কুমুদ নামে বন আছে তাহার নৈঋতে ।
 সত্তর যোজন পথ মথুরা হইতে ॥
 খদির নামে বন আছে কুমুদ দক্ষিণে ।
 দেড় যোজন পথ সেই মথুরার সনে ॥
 তালবন আছে সেই পশ্চিমে যমুনার ।
 অর্ধ যোজন কুমি মথুরা তাহার ॥
 এক নদীধারা আছে মানসগঙ্গা নামে ।
 বৃন্দাবন পশ্চিমে সে মথুরা ঈশানে ॥
 কাম্যকবন হৈতে মোহনবনের দেশ ।
 কালীদহ পশ্চিমে যমুনা পরবেশ ॥
 সুরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাথে ।
 মথুরা উত্তর প্রবেশয় যমুনাতে ॥
 মথুরার পশ্চিমে আছে গোবর্দ্ধনগিরি ।
 আউট যোজন সে মথুরা হৈতে ধরি ॥
 কহিব কাম্যকবন গোবর্দ্ধন পশ্চিমে ।
 মথুরা হইতে আউট যোজন লোক গণে ॥
 বহলা নামে বন গোবর্দ্ধনের ঈশানে ।
 মানস গঙ্গার পার সে ছই যোজনে ॥
 এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার ।
 কহিব ত পূর্বকূলে পাঁচ বন আর ॥

মহাবন নামে বন যমুনা নিকটে ।
 মথুরা হইতে সেই যোজনেক মাটে ॥
 বিশ্ব নামে বন আছে উত্তরে তাহার ।
 অর্ধ যোজন সে মথুরা হৈতে পার ॥
 তাহার দক্ষিণে আছে লোহ নামে বন ।
 ভাগীর নামে বন আছে তাহার ঈশান ॥
 একত্রই ছই বন যমুনার কূলে ।
 মহাবন হৈতে লোকে আউট যোজন বোলে ॥
 এই স্বাদশ বন মথুরামণ্ডল ।
 কৃষ্ণের বিহারস্থান দেখাব সকল ॥
 এইমনে কথালাগে প্রভাত হইল ।
 যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল ॥
 উৎকর্ষা হৃদয়ে কৃষ্ণদাসে দিল ডাক ।
 দেহকে জিনিয়া সে অধিক অম্বরগ ॥
 দেখিতে চলিলা গৌর মথুরামণ্ডল ।
 আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণদাসে করে ছল ॥
 কৃষ্ণদাস কহে গোসাঞি ইথে কর মন ।
 পুরীর তিনদিগে দেখ গড়ের পত্তন ॥
 পুরুবে যমুনা নদী বহে দক্ষিণমুখে ।
 উত্তর দক্ষিণ দ্বার গড়ের ছই দিগে ॥
 কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈঋতে ।
 পুরুবে উত্তরে ছই দ্বার তাহাতে ॥
 বলিবার চৌতারা দেখ বাড়ীর উত্তর ।
 পুরীর বায়ুকোণে দেখ হের কারাগার ॥
 মূত্রস্থান দেখ প্রভু ইহার দক্ষিণে ।
 বিবরি কহিয়ে কিছু শুন সাবধানে ॥
 কংসতরে বন্দুদেব লঞা যান পুজ ।
 আচািতে কৃষ্ণ তার কোলে কৈল মূজ ॥
 এইখানে বন্দুদেব বসিলা সশর ।
 প্রসাব করিলা কৃষ্ণ ত্রিবিলা পাথর ॥

মুত্রচিহ্ন রহিল এ পাষণ উপরে ।
 মুত্রস্থান বলি লোকে পুত্রয়ে ইচারে ॥
 ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর ।
 এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে দুই ধার ॥
 কণ্টকিত ভেল অঙ্গ খাপাদ মস্তক ।
 কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক ॥
 এই উদ্ধবের ঘর মুঞি আটলুঁ এবে ।
 এথা যে করিল কৃষ্ণ কহে অকৃতবে ॥
 এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবেতে কথা ।
 দেখিয়াছি তেন বাসেঁ মনে লাগে ব্যথা ॥
 এ বোল বলিতে প্রভু চাহে চারিদিকে ।
 তবে কহ কৃষ্ণনাম কহে অনুরাগে ॥
 উদ্ধবের পূর্বে দেখ রজকের ঘর ।
 মালাকর বাস দেখ পূর্বে ইহার ॥
 ইহার দক্ষিণে দেখ কুবজীর ঘর ।
 তাহার নৈঋতে রজস্বল মনোহর ॥
 বসুদেব অবাস দেখ তার অগ্নিকোণে ।
 এ বোল শুনিতে প্রভু হাসে মনে মনে ॥
 গদগদ স্বর কিছু অরুণ বদন ।
 উগ্রসেন বাড়ী দেখ তাহার ঈশান ॥
 দেখহ বিশ্রান্তিঘাট দক্ষিণে তাহার ।
 গতশ্রম নাম স্তুতি এথা পরচার ॥
 কংস মারি টানিঞা ফেলিতে তৈল খাল ।
 তেঞি কংসখালিঘাট দক্ষিণে ইহার ॥
 দেখহ প্রয়াগঘাট তাহার দক্ষিণে ।
 তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক নামে ॥
 সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে ।
 তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ নামে ॥
 ইহার দক্ষিণে দেখ মোক্ষতীর্থ আর ।
 তাহার দক্ষিণে কোটিতীর্থের প্রচার ॥

তাহার দক্ষিণে দেখ বোধিতীর্থ নামে ।
 দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিভ্রমানে ॥
 এইত দ্বাদশ ঘাট সপ্ততীর্থসার ।
 পুরীর দক্ষিণে রজতুমি দেখ আর ॥
 তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপক্লপ ।
 দুরাশয় কংস রাজা খনিলেক কূপ ॥
 কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব এই কাম ।
 কংসেতে খনিল কূপ কংসকূপ নাম ॥
 দেখহ অগস্ত্যকুণ্ড নৈঋতে তাহার ।
 সেতুবন্ধ সরোবর উত্তরে ইহার ॥
 এ বোল শুনিতে প্রভু কি কি বলি ডাকে ।
 অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে ॥
 সেতুবন্ধ সরোবরের স্তন বিবরণ ।
 সাবধানে শুন প্রভু হঞা এক মন ॥
 এককালে আছে কৃষ্ণ গোপীগণ মেলে ।
 রাসজৌড়া করে এই সরোবরকূলে ॥
 রাধাকে কহিল আমি সেই রঘুনাথ ।
 রাবণ মারিল আসি বানরের সাথ ॥
 এ বোল শুনিঞা রাধা হুটকি হাসয়ে ।
 মিছা কথা কহে কৃষ্ণ এইত আশয়ে ॥
 দেখিয়া তরুণ হঞা পুছরে রাধারে ।
 কি লাগিয়া হাস রাই বোলহ আমারে ॥
 রাধা বোলে মিছা কথা না বলিহ আর ।
 তুমি সে কেমনে হৈলে রাম অবতার ॥
 মহাজিতেজির তিহৌ পরম ঈশ্বর ।
 তোমাতে সম্ভবে নাহি তাঁর ব্যবহার ॥
 সমুদ্র বান্ধিলা তেহৌ এ গাছ পাথরে ।
 তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে ॥
 এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ লহ লহ হাসে ।
 আমি বলে খুলিলে সে ইটা পাথর ভাদে ॥

এ বোল শুনিয়া গোপী বলিছে বচন ।
 আনিবে পাথর দেখে বাক্যই এখন ॥
 মিছা গর্জ না করিহ শুন হে কানাই ।
 পাথর ভাসয়ে অলে কতু শুনি নাই ॥
 ঠাকুর কহয়ে তোরা আনহ পাথর ।
 পাথরে বাকিব আমি এই সরোবর ॥
 এ বোল শুনিয়া গোপী বহি আনে ইটা ।
 কাঠ খান খান আনে পাথর গোটা গোটা ॥
 এক কূলে রচি কৃষ্ণ বাক্যে সরোবর ।
 একূলে ওকূলে যবে লাগিল পাথর ॥
 এ গাছ পাথরে সরোবর গেল বাক্সা ।
 ভাল ভাল বোলে গোপী মুচকি হাসে রাখা ॥
 রাখার কারণে সরোবরে হৈল সেতু ।
 সেতুবন্ধ সরোবর কহি এই হেতু ॥
 এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর উল্লাস ।
 গৌরাঙ্গ গাধা গার এ লোচন দাস ॥

সপ্তসহস্রকুণ্ড ইহার উত্তরে ।
 দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥
 ইহার উত্তরে দেখে লিঙ্গ ভূতেশ্বর ।
 দেখে সরস্বতীকুণ্ড পুরীর উত্তর ॥
 এইখানে দেখে দশ-অশ্বমেধ-বাট ।
 ইহার দক্ষিণে সোম-তীর্থেই এ বাট ॥
 কর্ণাভরণমন্ডন ইহার দক্ষিণে ।
 নাগতীর্থে ধারা বহে পাতাল-গমনে ॥
 সংঘমন অসিকুণ্ড-বাটে গেলা তবে ।
 পুরী প্রদক্ষিণ করে নিজ অহুতবে ॥
 এইখানে ব্রহ্মিতে ব্রহ্মিতে দিন গেল ।
 ক্রিয়াকর্ম করিয়া প্রভু রজনী বকিল ॥

উৎকর্ষায় আকুল দীঘল ভেল ঝাতি ।
 গোহাইল গোহাটল পুছে হিঙ্গুর আরতি ॥
 রজনী প্রভাত হৈল হিয়ার উল্লাস ।
 প্রাতঃক্রিয়া করি বোলে আইস কৃষ্ণদাস ॥
 কৃষ্ণদাস বোলে গোসাঁঞ শুনক বচন ।
 মধুরামগুল-ভুমি একুইশ যোজন ॥
 দ্বাদশ বন ছয় যোজন ভিতর ।
 যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকল ॥
 নারদবচন কংস শুনে এইখানে ।
 বসুদেব দেবকী বাকিল এই স্থানে ॥
 এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভুজ দেখি ।
 এথা পরিহার মাগে বসুদেব দেবকী ॥
 এইখানে বসুদেব কৃষ্ণ লঞা কোলে ।
 নিজায় প্রহরিশগ পড়ি গেল ভোলে ॥
 ফণা-ছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছে ধায় ।
 যমুনাতে পার সে শৃগাল আগে যায় ॥
 এই মহাবনে নন্দদোষের বসতি ।
 নির্দে প্রসবিলা কস্তা যশোদা ভাগ্যবতী ॥
 নন্দ ঘরে পুত্র খুইয়া কস্তারে আনিল ।
 দেবকীর কস্তা বলি কংসেরে ভাঙিল ॥
 পাণিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কস্তারে ।
 বিহ্বাৎ হইয়া তেঁহ গেল আকাশে ॥
 অপরাধী কংস জ্বতি করয়ে তাঁহারে ।
 গগনে আকাশবাণী শুনে হেন কালে ॥
 শুনিঞা সে বাণী ধর্ম হিংসিতে লাগিল ।
 নিশ্চয় করিয়া কংস মরণ গণিল ॥ -
 মথুরা আইলা নন্দ পুত্রোৎসব করি ।
 বসুদেব বৈল রাখ শিশুরে আবরি ॥
 সাত দিবসের কৃষ্ণ পুতনা বধিল ।
 মাসেকের কালে কৃষ্ণ শকট ডাকিল ॥

ভূণাবর্ষ মায়ে কৃষ্ণ হঞা বিখ্যাতর ।
 জুড়ায় মায়েরে বিখ দেখাইল উদর ॥
 ছয় মাসের কালে নামকরণ তইল ।
 মৃত্তিকা ভক্ষণে বিখরূপ দেখাইলা ॥
 মস্থনের দণ্ড ধরি নাচিল এইখানে ।
 দুহু উথলিতে এথা যশোদা গমনে ॥
 উদ্বলে চিহ্ন শিকার ভাণ্ড ছেদ করি ।
 উর্দ্ধমুখে নবনী ভক্ষণ কৈল হরি ॥
 এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র চরি কৈল ননী ।
 উদ্বলে বাক্কে লৈয়া যশোদা জননী ॥
 যমল অর্জুন ভক্ষ কৈল এটখানে ।
 খান্ন দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণে ॥
 মহাবন দক্ষিণে দেখ গোকুলনগর ।
 শিশু সঙ্গে বৎস এথা রাখে দামোদর ॥
 হের দেখ গোপেশ্বর মূর্তি মনোহর ।
 সপ্তসমুদ্র কুণ্ড দেখেই স্নানর ॥
 আয়ানের ঘব দেখ গ্রামের পশ্চিমে ।
 স্নানগোপের ঘর ভার দক্ষিণে ॥
 উপনন্দ ঘর দেখ গ্রাম মধ্যখানে ।
 পশ্চিমে দেখে রাবণের তপোবনে ॥
 দেখে দুর্কাসাশ্রম ইহার উত্তর ।
 নিকটে দেখে লোহবন মনোহর ॥
 অপরূপ কহিব এট হের বিস্তবনে ।
 কৃষ্ণ কোলে করি নন্দ আছিল এখানে ॥
 রাখাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর ।
 কোলে করি লেহ কৃষ্ণ খোণ্ড লঞা ঘর ॥
 নন্দের আদেশে রাখা কৃষ্ণ লঞা কোলে ।
 চূষন করয়ে বাল্য আচরণ ছলে ॥
 কাজ নাহি বুঝে রাখা লঞা যায় পথে ।
 গাঢ় আলিঙ্গনে কুট চিরে নখাঘাতে ॥

দেখিয়া চরিত রাখার বিস্তর লাগিল ।
 হিয়া উপজিল ভাব বেকত না কৈল ॥
 হের আর দেখ পুন কৃষ্ণের চরিত ।
 মরয়ে সকল শিশু কৃষ্ণায় পীড়িত ॥
 পাঁচনি খনিল কুণ্ড দেখ বিস্তমান ।
 শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাঙ্ক্ষান ॥
 কথোক্ষণে গৌরচন্দ্র পাইল ত বাঙ্ক্ষ ।
 প্রভু কহে কৃষ্ণদাস কি তটল কার্য্য ॥
 এইখানে দেখ উপনন্দ আদি বত ।
 যুক্তি করিল সব গোয়াল সন্নত ॥
 বড়ই সে রাজপীড়া নিত্যই শকটে ।
 রজনী প্রবেশে সঙ্গে চালায় শকটে ॥
 শকটে চড়িয়া যান কৃষ্ণ বলরাম ।
 তার মুখ দেখি গোপ স্নেহে চলি যান ॥
 ভদ্র ভাণ্ডীর বনে ছিল দুই মাস ।
 আনন্দে কহে এ গুণ এ মোচনদাস ॥

তবে পার হৈলা সে নিকট বৃন্দাবনে ।
 অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শকট রাখিল এইখানে ॥
 কপিখ গাছের মূলে বৎসক বধিল ।
 পুচ্ছপদ ধরি তারে ক্রমে আছাড়িল ॥
 গিলি উগারিল কৃষ্ণ এথা বকাস্বর ।
 দুই চৌট চিরি তার প্রাণ কৈল দূর ॥
 এই গোষ্ঠে বিতরে বালক সব সঙ্গে ।
 শিলা বেণু বেজ হাথে নানাবিধ রঞ্জে ॥
 কেহো কোন জন্তু ছলে সেই শক করে ।
 উড়িতে পক্ষের ছায়া চাহে ধরিবারে ॥
 এ বোল শুনিঞা গৌর বিহ্বল হিয়ার ।
 বালকের মত প্রভু ইতিউক্তি ধায় ॥

মদুরের শব্দ করি ধরয়ে কৈকন ।
 পুলকে পুরল অঙ্গ আনন্দ বদন ॥
 ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বোলে ।
 শ্রীদাম স্নানাম বলি পাছ কৈল কোলে ॥
 ধবলী শাওলী বলি ডাকে যনে যন ।
 কতি গেল দেখুকাহর মারিব এখন ॥
 ইহা বলি কান্দে বাহু নাহিক শরীরে ।
 কৃষ্ণদাস বোলে এই সেই যদুবীরে ॥
 সজের সঙ্গতিগণ তারাও তেমন ।
 গৌর-মুখ নেহারয়ে নাতি সম্বেনন ॥
 কথোক্ষণে গৌরচন্দ্র পাইলা ত বাহু ।
 পুনরপি কৃষ্ণদাসে কহে কহ কার্য ॥
 বৎসক-কনিষ্ঠ সর্প নাম অঘাসুর ।
 এইখানে কৃষ্ণ তার ঐশ্য কৈল দূর ॥
 এই খানে যমুনা ছিল নাহিক এখন ।
 এইখানে হরিলো ব্রহ্মা বৎস-শিশুগণ ॥
 বৎসরেক রাখে গোবর্দ্ধনের ভিতরে ।
 সেই বৎস-শিশু দেখি ব্রহ্মা স্তব করে ॥
 দেখুকাহরিয়া ভাল খাইল বলরামে ।
 যমুনাতে দেখে কলিঙ্গ এই ঠানে ॥
 কদম্বতরু আরোহণ কৈল এইখানে ।
 কাঁপ দিয়া কৈল কালিনাগের দমনে ॥
 শ্রীতে আর্জ হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিলা ।
 স্বাদশ-আদিত্য তবে গগনে উদিলা ॥
 স্বাদশ-আদিত্য-ঘাট তেঞি বোলে লোকে
 কলীরদমন সৃষ্টি দেখে পরতেখে ॥
 এইখানে বালক-বৎস পোড়ে দাবানলে ।
 দাবানল পান করি রাখিল সত্যরে ॥
 শ্রীদামের কাছে কৃষ্ণ করিল এখানে ।
 প্রলব্ধ হারিরা কাকে করে বলরামে ॥

অসুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে ।
 মগুকে মারিল মৃষ্টি ছাড়িল পরাণে ॥
 ভাণ্ডীর বনেতে অঘাসুরের মরণ ।
 নিকটেতে দেখে গোসাঞি ভের বৃন্দাবন ॥
 ঈষীকা-মুঞ্জাটবী দেখে পরম মোহন ।
 এইখানে আচম্বিতে না দেখে প্রোথন ॥
 দেখু না দেখিয়া সে বীণীতে দিল ফুক ।
 উভপুচ্ছ করি দেখু আইসে উর্দ্ধমুখ ॥
 তৃণ মুখে দেখু ধায় বৎস স্তনমুখী ।
 মুরলীর গানেতে মোহিত মৃগ পাখী ॥
 পুন দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ ।
 দাবানল পানে শিশুর মূদিত নয়ন ॥
 এইমতে কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে ।
 আনন্দে দেখয়ে গৌর কহয়ে লোচনে ॥

গোপকুমারিকা ব্রত কৈল এইখানে ।
 কাম্য কৈল দাসী হব কৃষ্ণের চরণে ॥
 বস্ত্র অভরণ তারা থুঞা এই ঘাটে ।
 জলে নাছি স্নান তারা করয়ে লাজটে ॥
 আচম্বিতে বস্ত্র অভরণ লইয়া হরি ।
 নীপতরু পরে উঠি হাসে ধীরধীরি ॥
 গোপকুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে ।
 তুষ্ট হঞা দিল তারে বস্ত্র অভরণে ॥
 বৃন্দাবন প্রশংসয়ে শিশু সোধোধিয়া ।
 যজ্ঞপত্নী স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া ॥
 কংসের প্রভাপ ভয়ে উৎপাত দেখিয়া ।
 নন্দীশ্বরগিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া ॥
 বসতি করিল জনসঙ্গকার ছ কুলে ।
 বিলাস করিল গোবর্দ্ধনের শিখরে ॥

ইন্দ্র সনে বাদ করি এ পৰ্বত ধরে ।
 তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে ॥
 মানসগঙ্গার ধারা পৰ্বত ঈশানে ।
 স্থল নাহি পার হৈতে নারে গোপীগণে ॥
 নৌক। পারাবার করি বাচায় কৌতুক ।
 জলে ভাসি দেহ গোপী দিলেক যৌতুক ॥
 পৰ্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজপথ ।
 গোকুল মথুরার লোক করে গতাগত ॥
 পৰ্বত উপরে এক আছে রম্য স্থান ।
 এইখানে গোপিকার সাধে মহাদান ॥
 বসিয়া সাধিত দান এই ত পাষণে ।
 এই দান চোতারা প্রভু দেখে বিস্তমানে ॥
 পাষণ দেখিয়া প্রভু গদগদ স্বর ।
 অরুণ বরণ ভেল সব কলেবর ॥
 নিজ কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষণ ।
 এক দৃষ্টে চাহে নিজ বসিবার স্থান ॥
 ক্ষণে বুক দেই ক্ষণে করে নমস্কার ।
 ক্ষণে বোলে রাখা দান দেহ না আমার ॥
 অবশ শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে ।
 ক্ষণে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে ॥
 কৃষ্ণদাস বলে গোসাঞি শুন মোর বোল ।
 দেখিবে ত সব স্থান নহ উত্তরোল ॥
 পৰ্বতের পূৰ্ণ দেখ এ কুসুমবন ।
 তাহার দক্ষিণে রাসমণ্ডলের স্থান ॥
 এ বোল বলিতে গোরা বোলে রহ রহ ।
 শ্রীরাসমণ্ডল কথা ভাল মতে কহ ॥
 রাখাকৃষ্ণ রাস কৈল সেই এই স্থান ।
 এ বোল বলিতে গোয়ার ঝরে ছন্নয়ান ॥
 হা হা রাখা হা হা কৃষ্ণ বোলে বার বার ।
 অরুণ নয়ানে ঝরে সাত পাঁচ ধার ॥

শ্রীরাসমণ্ডল বলি পড়ে পড়াগড়ি ।
 ক্ষণে উত্তবাহ করে হৃৎকার ছাড়ি ॥
 জাগর উপরে জাহ্নু জিতজিম রহে ।
 শুন শুন বলি রাখাকৃষ্ণ কথা কহে ॥
 পুন কি কহিব বলি অট্ট অট্ট হাস ।
 এইখানে হয়ে রাখাকৃষ্ণ কৈল রাস ॥
 বিহ্বল দেখিয়া গৌর বোলে কৃষ্ণদাস ।
 পৰ্বত উপরে রাখা কদম্ব বিলাস ॥
 দেখ ইন্দ্র আরাধন অন্নকুট স্থান ।
 ইন্দ্রপূজা বাধ কৃষ্ণ কৈল এই স্থান ॥
 অভিমানে আপনা পাসরে ইন্দ্ররাজ ।
 ঝড় বরিষণ কৈল গোয়াল। সমাজ ॥
 সেইরূপ মূর্তি দেখ পৰ্বতশিখরে ।
 হরিরায় নাম মূর্তি পৰ্বত উপরে ॥
 গোবর্দ্ধন উপরে দক্ষিণভাগে বাস ।
 গোপালরায় নাম হেথা কৃষ্ণের বিলাস ॥
 ইন্দ্রদৰ্প হরি চড়ে পৰ্বত উপরে ।
 এথা অভিষেক করে রাজরাজেশ্বরে ॥
 সৰ্ব পাপহর কুণ্ড পৰ্বত দক্ষিণে ।
 তাহার দক্ষিণে দেখ শিলা উবটনে ॥
 আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পৰ্বত উপর ।
 ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড সৰ্বভীৰ্শসার ॥
 ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে ।
 পৃথিবীতে যত তীর্থ ইহাতে বিজ্ঞামে ॥
 এইখানে ষাটশ পীরণা স্থান কালে ।
 বরুণে হরিল নন্দ কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
 ব্রহ্মকুণ্ডমন্ডন হের দেখ বৃন্দাবন ।
 কৃষ্ণের বিত্তব শিত্ত দেখহ নরন ॥
 অশোকবন দেখ এই কুণ্ডের উত্তরে ।
 এক আশ্চর্য্য কথা শুনহ ইহারে ॥

কার্তিক-পূর্ণিমা তিথি দিবসের মাঝে ।
 কুহুমিত হয় তরু দেখে সর্বরাশ্যে ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু নেহারয়ে বন ।
 অকালে পুষ্পিত তরু হইল তখন ॥
 মুকুরিত তরু লতা ফল ফুল অকালে ।
 অকুতে দেখিয়া কিছু কৃষ্ণদাস বোলে ॥
 অদকুত গন্ধ গোরা অজের বাতাস ।
 কৃষ্ণদাস বোলে গোসাঞির কপট সন্ন্যাস ॥
 দণ্ডবত করে ভূমে স্তব্ধ হঞা রহে ।
 কহ কহ কহ গৌর কৃষ্ণদাসে কহে ॥
 কৃষ্ণদাস বোলে গোসাঞি শুনহ বচনে ।
 রাসকীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥
 এই কলতরু মূলে পূরে বংশীনাদ ।
 বোলকোশ পথে গোপীর ভেল উনমাদ ॥
 বিগত-চেতন গোপী কৃষ্ণ আকর্ষণে ।
 উপেখিল ফুল শীল লাজ ভর্য মানে ॥
 যত্ন বহু অভরণ হৈল সভাকার ।
 কৃষ্ণদাস চিত্তবৃত্তি মদন স্বাকার ॥
 অপ্রাকৃত কামেতে মুগ্ধ ব্রজবালা ।
 কৃষ্ণের নিকটে সম্মুখে আসিয়া মিলিলা ॥
 এইখানে দেখে নারি এ গোবিন্দরায় ।
 শুনিমাত্র গৌরচন্দ্র বিতোর হিরায় ॥
 হইল আবেশ প্রভু পুলকিত অঙ্গ ।
 এ ভূমি আকাশ জোড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥
 হৃদয় নাদে প্রেম অনিরা বরিবে ।
 পদ্ম পঙ্কী উনমাদ মদন হরিবে ॥
 অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর ।
 কোকিল ময়ূর নাদ মাতল ভ্রমর ॥
 বংশী বলি ডাকে প্রভু রাস প্রশংসিলা ।
 তালি রে তালি রে বোলে মুচকি হাসিলা ॥

কোন গোপী বোলে তোরা রহ এইখানে ॥
 কেহো কথা কহে যেন নিদের স্বপনে ॥
 চমকি চমকি নিজ অঙ্গ করে কোলে ।
 দ্রবময় ভেল দেহ সব অঙ্গ ঝরে ॥
 ক্ষণে বাল্যাবেশে নাচে অট্ট অট্ট হাস ।
 বিহ্বল চরণে পড়ি কান্দে কৃষ্ণদাস ॥
 মোর ভাগ্যে তিন লোকে নাহি কোন জন ।
 বড় ভাগ্যে পাইলুঁ মুঞি হারাইল ধন ॥
 এ বোল বলিতে প্রভুর বাহু হইল যবে ।
 কহ কৃষ্ণদাসে পুছে কি হইল তবে ॥
 এইখানে গোপীকে বুঝায় কুলাচার ।
 গোপীর নিগূঢ় ভক্তি ভাব বুঝিবার ॥
 কিম্বা অহরাগ বৃদ্ধি করিবার তরে ।
 রস পরিপাটী ভাব বাঢ়ায় অন্তরে ॥
 প্রমথ্যমাগণ কেনে রাজে কুজ মাঝে ।
 ভর্য না করিলে এথা আইলে কোন কাজে ॥
 পরপতি পরশ লালস হেতু তোরা ।
 পরনারী দরশ পরশ নহে মোরা ॥
 আপনার ঘরে গিয়া পতি সেবা কর ।
 নারী নিজ পতি ভজে এই ধর্ম সার ॥
 কিবা কৃষ্ণ কিবা বৃন্দ দয়িত্ব কুরূপ ।
 নিজ পতি সেবা পরধর্মের স্বরূপ ॥
 চল চল নিজগৃহে বাহ ব্রজবালা ।
 সতী নাহি করে নিজ ধর্ম্য অবহেলা ॥
 আমি মহাধর্মী কতু না করি অধর্ম ।
 না বুঝি আমার মন কৈলে কোন কর্ম ॥
 শুনিঞা রমণীগণ হৈলা মুকুহিতে ।
 তরু হইয়া রহে যেন চিত্র রহে ভিত্তে ॥
 অঙ্গ অঙ্গ খাস হৈল বাক্য নাহি কার ।
 মদনজ্বরেতে জ্বরিলেক কলেবর ॥

কতু ঘন খাস বহে বিরহের তাপে ।
 কতু নেত্র ঝরে কতু সর্ষ অঙ্গ কাঁপে ॥
 কতু কতু কৃষ্ণপানে ধির দিঠে চাহে ।
 কতু কতু মদনভরেতে ধির নহে ॥
 ভাবভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে ।
 সভারে মনের কথা বেকত কহয়ে ॥
 জগত মোহিত যার করে রূপে গুণে ।
 অবলা ধৈর্য মোরা ধরিব কেমনে ॥
 মোরা কুলবতী কুলব্রত মাত্র জানি ।
 কুলব্রত ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি ॥
 তুমি কিছু নাহি জান মোরা নাহি জানি ।
 জগত মোহন গুণে আনিলে রমণী ॥
 পতির পরমপতি তুমি আশ্রয়াম ।
 তুমি না থাকিলে পতি অগতি প্রমাণ ॥
 মোর আশ্রয়াম তুমি রমহ আমাতে ।
 তবে কোথা পরপতি দেখিলে ভজিতে ॥
 অহে পতিগতি পতি শবার আশ্রয় ।
 আনন্দ পরমানন্দ সর্বসুখময় ॥
 ভাবভরে ভাবিনীর গণ সত্য কহে ।
 ভাব কথা শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবময়ে ॥
 চাহিলা সরস হস্তে সব গোপী পানে ।
 যত সুখ গোপী পাইল কেহো নাহি জানে ॥
 বেটিলেক সব গোপী প্রভু বহুমণি ।
 মেঘেতে ঝলকে ঘেন ধির সৌদামিনী ॥
 এইখানে অপরূপ এ রাসবিহার ।
 এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার ॥
 কনক-চম্পক আর মরকত-মণি ।
 গাঁথিল যেমন মালা মণ্ডলী তেমনি ॥
 আর অপরূপ হের দেখে এইখানে ।
 রাই রাজা কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥

দিব্য চন্দন মালা দিয়া রাই অঙ্গে ।
 আপনে করয়ে স্তুতি গোপীগণ সঙ্গে ॥
 অভিষেক করি কহে শুন গোপীগণে ।
 আজি হৈতে রাধা রাজা হৈল বৃন্দাবনে ॥
 রাসহাট উপরে পতাকা শশধরে ।
 কোকিল কোটাল হুঞা আগার কামেরে ॥
 ভ্রমরা হাটের বাস্ত পসার ঘোবন ।
 গরাক রসিকবর মদনমোহন ॥
 যুখে যুখে পাটরারী পাটিনী গোপিনী ।
 নাটুরা তাহার মাঝে প্রভু বহুমণি ॥
 বলয়া নুপুর মণি কিকিণীর রোল ।
 মুরলী মধুর ধ্বনি তাহাতে উজোল ॥
 হেনমতে রাসে বিহরয়ে বহুরায় ।
 আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায় ॥
 এক গোপী লঞা গেলা সভারে এড়িয়া ।
 কান্দয়ে সকল গোপী অঙ্গু আছাড়িয়া ॥
 তুলসী মালতী বুধী তোমাকে সুধাই ।
 এ পথে দেখেছ যাইতে হলধরের ডাই ॥
 কৃষ্ণের চরণ প্রিয়া তুলসি কল্যাণি ।
 তুমি দেখিয়াছ কৃষ্ণ প্রাণ বহুমণি ॥
 কে মোর হরিয়া নিল নীলমণি কালা ।
 গহন কাননে কিরে আহারীর বালা ॥
 রামাচ্ছ আনা সভার দর্প ধরিয়া ।
 মন হয়্যা লয়্যা গেল সভারে এড়িয়া ॥
 শুন শুন আরে তুমি যুধিকা মল্লিকা ।
 কদম্ব দেখেছ কৃষ্ণ গৃহেছ গোপিকা ॥
 না পাইয়া লাগি তার যত গোপীগণ ।
 কৃষ্ণের বতেক লীলা করয়ে রচন ॥
 কেহত পুতনা হৈলা কেহ হৈলা কাপ ।
 স্তনপান করি কেহ বধিল পরাণ ॥

কোন সখী আইলা শকট রূপ ধরি ।
 ককরূপ ধরি কেহো তাহারে সংহারী ॥
 অথা বকা হঞা তবে কোন সখী আইলা ।
 ককরূপ হৈয়া কেহ তাহারে মারিলা ॥
 এইখানে গোপী কৃষ্ণচরিতে তন্ময় ।
 যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তেনমত হয় ॥
 সেই অভিনয় করে সেই সব রীত ।
 উনমত গোপী সব কৃষ্ণময় চিত ॥
 সন্দের গোপিকা সেই আদরে ইতর ।
 হাসিয়া কহয়ে মুঞি চলিতে কাতর ॥
 বেন মতে পার তেন মতে লহ তুমি ।
 কাণু কহে আইস কান্দে করি নিব আমি ॥
 মাতিল পাথর বুঝী শীতল বচনে ।
 টানিয়া কাঁকালি বান্ধে নেতের বসনে ॥
 কোলে করি লঞা গেলা আর কথো দূর ।
 আচরিতে তাহাকেহ ভৈগেলা নিঠুর ॥
 যে কালে চাপিবে কৃষ্ণের চড়ায় দিয়া হাথ ।
 সেই কালে অন্তর্দান কৈল গোপীনাথ ॥
 এইখানে অন্তর্দান হইলা তাহারে ।
 ব্যাকুলিত সেই গোপী কান্দে একেখরে ॥
 কক হারাইয়া আর গোপী সব বত ।
 এইখানে বলে তারা চরিত উন্নত ॥
 মিরহে ব্যাকুল গোপী কান্দে উত্তরায় ।
 এ কথা শুনিতে দুখ বাঢ়য়ে হিয়ায় ॥
 হেন মতে হুহুঁ বসে পাইল গোপীগণ ।
 এইখানে কক তবে দিল দরশন ॥
 পুনরপি কৈল তবে এ রাস বিলাস ।
 পুন রাসোৎসবে গোপী আনন্দ উল্লাস ॥
 বত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাসমণ্ডলে ।
 গড়িল রাসময় হাট বৃন্দাবন স্থলে ॥

কল্লবুক মূলে রাধাকৃষ্ণ দুই জন ।
 গোপীর অংশিনী রাধা রসের কারণ ॥
 কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণ তথা ঠইল অপার ।
 যত রাধা তত কৃষ্ণ ঠইল এ বিচার ॥
 এইমনে আনন্দ কোতুকে রাতি শেষে ।
 অলসে অবশ অঙ্গ শ্রবণ তেল বেশে ॥
 যমুনা পুলিন গেলা সব গোপী লঞা ।
 গোপা কোলে নিদ্রা যায় অময়ুক হঞা ॥
 এখানে যমুনাঙ্গল স্রুতীতল বায় ।
 কৃষ্ণ কোলে করি গোপী সুখে নিদ্রা যায় ॥
 রাই রাই জাগ জাগ শারী শুক বোলে ।
 কত নিদ্রা যাও কাল-মাণিকের কোলে ॥
 শারী বলে শুক যে গগনে উড়ি ডাক ।
 নবজলধর আনি অরুণেরে ঢাক ॥
 শারী বলে শুক মোরা গোবাণিয়া পাখী ।
 জাগিয়া না জাগে রাই ধরম কর সাধী ॥
 এই মতে শুভরাতি সুপ্রভাত হৈল ।
 প্রণতি করিয়া গোপী নিগমর গেল ॥
 এইমনে স্থানে স্থানে দেখে গৌররায় ।
 আনন্দে লোচনদাস গৌরগুণ গায় ॥
 ইহার ভিতরে দেখে এই খাদর বন ।
 দধি দুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন ॥
 এইখানে শিশু লঞা কৃষ্ণের মঙ্গলা ।
 ডর দরশাহ রাধা পাউক যজ্ঞা ॥
 বনে লুকাইয়া শিশু মহাশয় করে ।
 ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে ॥
 রাধা কোলে করি কৃষ্ণ বোলে হায় হায় ।
 চুষন করয়ে প্রিয়বাণীতে বুঝায় ॥

কৃষ্ণের গিরিতি পাঞা রাধিকা বিভোর ।
 মদন বিলাস রসে পাসরিল ঘর ॥
 এইখানে নিকুঞ্জেতে বিনোদ বিলাস ।
 প্রেমায় বিহ্বল দৌহে ভেল মহারাস ॥
 এইখানে নাম হৈল মদনগোপাল ।
 শুনিঞা আনন্দে গোরা বোলে ভাল ভাল ।
 দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত ।
 এইখানে খেলা খেলে বালক সহিত ॥
 শ্রীদাম সুবল গোষ্ঠে মুখা দুইজন ।
 বালকে বালকে খেলা কোন্দলী তখন ॥
 কোন্দলিয়া স্থান নাম তেঞি ত ইহার ।
 কটিল কুমুদবনে কৃষ্ণের বিহার ॥
 অধিকার বন দেখ সরস্বতী তীরে ।
 এথা গোপ-গোপী হরগোবী পূজা করে ॥
 অজিরাপুত্রেয় উপভাসেব কারণ ।
 সর্পদেহ ছিল বিজ্ঞাধর স্মদর্শন ॥
 শাপান্ত কারণে সেট নন্দকে গিলিল ।
 উগারিল নন্দে কৃষ্ণচরণে ছুইল ॥
 কুবেরের চর শঙ্খচড়ের মরণ ।
 মন্তকে মুষ্টিকাষাত মণির গ্রহণ ॥
 অরিষ্ট বৃষভ-শূল চরণে ধরিয়।
 মুখে রক্ত তুলি মাঝে ভূমি আছাড়িয়া ॥
 নারদ বচনে কংস চিন্তায় বিমন ।
 বসুদেব দেবকীর নিগড়-একন ॥
 অশ্রুপ ধরে কেশী কংস অশ্রুচর ।
 মহাতেন্ড কৃষ্ণবর্ণ দেখি লাগে ডর ॥
 দায়ু বদ্ধ করি তার মুখে ডরি হাথ ।
 এইখানে কেশিবধ কৈল গোপীনাথ ॥
 মেঘরূপে শিশু চুরি করয়ে অস্থর ।
 পাথর আছাড়ি রাখে পূর্ণতপস্বর ॥

আনিলেন শিশু যোম আছাড়ি মারিয়া ।
 আনন্দে খেলায় খেলা দুই নিবারিয়া ॥
 তবে ত নন্দের ঘর ছিল নন্দীঘর ।
 ইহার পশ্চিমে কাম্যবন মনোহর ॥
 পিছলি পাথর দেখ এ গোপ ছাওয়ালে ।
 পিছলি গেলায় এথা বিহান বিকালে ॥
 পাবন-সরোবর নন্দীখরের উত্তরে ।
 চৌদিগে দেখহ খুটা ঝাঁকিতে বাহুরে ॥
 মথুরাতে অক্রুরকে কংসের আদেশে ।
 এই পথে সন্ধ্যাকালে নগর প্রবেশে ॥
 পথেতে আসিতে যত মনঃকথা ছিল ।
 পদারবিন্দের চিহ্ন দেখি সিদ্ধ হৈল ॥
 এই গোষ্ঠে রামকৃষ্ণ দুই হাকে দেখিয়া ।
 দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥
 ঘর লঞা গেলা তারে করিয়া আদর ।
 রজনীতে কংসমর্শ কহিল সকল ॥
 প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সত্তারে ।
 ঘোষণা পড়িল যাব কংসে ভেটিবারে ॥
 এইখানে রামকৃষ্ণ চট্টলা ত রথে ।
 রাজ দরশনে চলে অক্রুর সহিতে ॥
 এইখানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া ।
 কৃষ্ণের বিচ্ছেদে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
 ভূমিতে পড়িয়া কান্দে আউলাইল কেশ ।
 বসন ভূষণ সব বাস্ত ভেল বেশ ॥
 তাহার কান্দনা মুখে কহেন না যায় ।
 প্রাণহীন দেহ যেন রহে হাথ পায় ॥
 এখানে গোয়ালী সব শকটে চট্টিয় ।
 মানসগজার ঘাটে সতে পার হৈল ॥
 যমুনার ঘাটে গেলা আচাঁই প্রহর ।
 আন কলাহার কৈল গোয়ালী সকল ॥

অক্রুরের আন কালে বিভূতি দেখায় ।
 বিকালে নন্দাদি গোপ পাছে কৃষ্ণ যায় ॥
 অক্রুর যতন কৈল নিজ ঘরে নিতে ।
 কহিল তাহারে বাব লেউটী আসিতে ॥
 কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা নিকটে ।
 সরস্বতী তীরে এথা রাখিল শকটে ॥
 নন্দ আদি যত গোপ রাখি এইখানে ।
 আগে জানায়েন অক্রুর কংসেরে আপনে ॥
 বুঝিল এখানে স্থিতি হবে কথোক্ষণ ।
 মথুরা দেখিতে ছুই ভাইর গমন ॥
 দেখিল রজক সে দুর্ধুখ তার নাম ।
 দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণ বলরাম ॥
 দুর্ধুখ পাণীঠ সেই বলে ছরক্ষর ।
 করাত্রে কাটিয়া তার ফোলল কক্ষর ॥
 সেই দিব্য বস্ত্রপরি অতি হরষিতে ।
 স্নানাদি মালীর যত্নে ভেল উপনীতে ॥
 স্নানাদি উঠিয়া কৈল চরণ বন্দন ।
 দিব্য মালা নিবেদিয়া করিল শুভন ॥
 তার পূজা লইয়া চলিল ছুই ভাই ।
 জিবকা কুব্জী এক দেখিল তথাই ॥
 এবিধা দেখিয়া মনে হস্ত উপজিল ।
 উপহাস করি তারে আইস আইস বৈল ॥
 আকরে দৌহারে কুব্জী নিজ ঘরে নিল ।
 অগৌর চন্দন গন্ধ ঐ অঙ্গে লেপিল ॥
 বড় তুষ্ট হয়্যা কুব্জী সোমর করিল ।
 ঐ অঙ্গ পরশে কুব্জী দিব্য দেহ পাইল ॥
 কামে অচেতন কুব্জী চাহে কাণু পানে ।
 লজ্জা পরিহরি কহে বেকত বদনে ॥
 আশ্বাস বচনে তারে তুষ্ট কৈল হরি ।
 চলিয়া সে ছুই ভাই নটবেশ ধরি ॥

তবে ধর্ম্মজ্ঞানে ধর্ম্মক ভাদিল ।
 কংস অচ্যুতর সব মারিতে ধাইল ॥
 তথ দেখু হাথে করি কংসচর মারি ।
 সন্ধ্যায় চলিলা যথা নন্দ আদি করি ॥
 সেই রজনীতে কংস কুশল দেখিল ।
 অতি উচ্চতর করি মঞ্চ বাজাইল ॥
 ইহার দক্ষিণে এই দুই মঞ্চ আর ।
 বহুদেব দেবকীর তরে বসিবার ॥
 কালি হেথা রামকৃষ্ণ মরিবে আসিয়া ।
 পুত্র মৃত্যু দেখে ঘেন ইহাতে বসিয়া ॥
 চৌদিকে পাত্র মিত্র সভে কৈল মঞ্চ ।
 অবিকলে মল্লযুদ্ধ দেখিতে স্নস্ক ॥
 পশ্চিমে খুদিল কুপ সেইত পান্নরে ।
 ছুই ভাই মারি তাথে ফোলবার তরে ॥
 প্রভাতে উঠিয়া মঞ্চে বসে কংসরাজ ।
 আনহ গোয়ালী সব দেউ রাজকাজ ॥
 তার দুই পুত্র আন কৃষ্ণ বলরাম ।
 ভাল শুনিয়াছি তার দেখিব সংগ্রাম ॥
 ধাইল ধাবক সেই রাজার আজায় ।
 সংগ্রামের শব্দ শুনি রামকৃষ্ণ ধায় ॥
 সত্বরে চলিয়া গেলা গড়ের দুয়ার ।
 গড়দ্বারে আছে গজ পর্বত আকার ॥
 রামকৃষ্ণ দেখি রুধি আইসে মারিবার ।
 রুধিয়া রহিল কৃষ্ণ সমুখে তাহার ॥
 শুড়ে ধরি টানাটানি চড়ে তার কান্ধে ॥
 মাহত মারিয়! টান দিল তার দাঁতে ॥
 দস্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায় ।
 আকাশে তুলিয়া চারি বোজনে ফেলায় ॥
 পড়িল ত মহাগজ শুনে কংসরাজ ।
 কাণিতে লাগিল অঙ্গ তরাসে হিরায় ॥

তবে রামকৃষ্ণ গেলা রাজার সম্মুখে ।
 তরাসে গোয়ালী সব হালে কাঁপে বৃকে ॥
 চাপুয় মৃষ্টিকে রাজা বলিল বচন ।
 মল্ল যুদ্ধ দেখিবারে ভেল যোর মন ॥
 এইখানে মল্লযুদ্ধ কৈল মহারণে ।
 চাপুয় সহিত কৃষ্ণ মৃষ্টি বলরামে ॥
 এইখানে হাহাকার কৈল সব লোক ।
 এ মল্লের যোগ্য নহে এ অতি বালক ॥
 অব্যোগ্য করয়ে কংস করয়ে বিরূপ ।
 যার যেন হিয়া কৃষ্ণ দেখে তেন রূপ ॥
 চাপুয় মারিলা কৃষ্ণ ঘুচিল উৎপাত ।
 মৃষ্টিক মারিলা রাম শব্দ নির্ধাত ॥
 পুন আর মূর্টিকিতে কোটিমল্ল মাবে ।
 শাস্ত্র নামে মল্ল কৃষ্ণ মারিল আছাড় ॥
 ভাঙ্গিল কতেক মঞ্চ চরণের বায়ে ।
 কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিগে পলায়ে ॥
 নীচ্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়া ।
 রামকৃষ্ণ বাড়ীর বাহির কর নিঞা ॥
 নন্দ আদি যতেক গোয়ালী বন্দী কর ।
 উগ্রসেন বহুদেব দেবকীরে মার ॥
 হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া ।
 মহাদর্পে উঠিলা মাঝেতে লাফ দিয়া ॥
 আশ্তে বাস্তে কংস খড়্গা ধরিবার কালে ।
 হৃৎকার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে ॥
 চুলে ধরি মঞ্চ বৈতে কেলিলেন ভূমে ।
 বিশ্বরূপ বৃকে চড়ে মঞ্চের পশ্চিমে ॥
 ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে ।
 ধস্ত কংসরাজ কৃষ্ণ বৃকের উপরে ॥
 কংসবধ হৈল লোকে দেই অর অর ।
 আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয় ॥

হেঁচুড়ি আনিল কৃষ্ণ চুলেতে ধরিয়া ।
 কথোদূরে ফেলাইলা তুলি আছাড়িয়া ॥
 কঙ্ক আদি করি কংসের অষ্ট মহোদর ।
 ভ্রাতৃ শোকে উনমত সতে ধরে বল ॥
 রামকৃষ্ণ মারিবারে আইসে সাত জনে ।
 ক্রক্ষেপে মারিলা তারে রোহিণী নন্দনে ॥
 কংসের হেঁচুড়ি নিল গ্রাম মধ্য দিয়া ।
 তেঁঞি কংসখালি নাম শুন মন দিয়া ॥
 ভ্রমশাস্তি কৈল সে বিজ্ঞান্দিবাট নাম ।
 কংসনারী বিলাপে প্রবোধে বলরাম ॥
 তবে নিজ মাতা পিতা করিল মোক্ষণ ।
 আনন্দে বিহ্বল তারা করয়ে চুশন ॥
 উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায় ।
 এ কথা আমার শক্ত্যে কহেন না যায় ॥
 কৃষ্ণের নিরূপনা শুনিতে তরাস ।
 কহিতে মরয়ে কহে এ লোভনদাস ॥

তবে বহুদেব পিতা দেবকী জননী ।
 এ দৌহার প্রেমস্থখে ভরিল ধরণী ॥
 পুত্রে উপবাত দিয়া গায়ত্রী শিখায় ।
 কথোদিন মথুরাতে বিলাসে গোড়ায় ॥
 কহিতে কৃষ্ণের কথা আছরে অপার ।
 সঘরণ নহে পুণি হয় ত বিস্তার ॥
 সেই বৃন্দাবন-পুরুষের কলিযুগে ।
 তখনে বে কৈল গাথা কাহি শুন এবে ॥
 রাখা বৃন্দাবনেধরী করি নিজ সাথে ।
 দৌহাকার প্রয়োজন দৌহার সহিতে ॥
 সেই মহাপ্রভু আইলা চৈতন্যচাকুর ।
 কহরে লোচন দাস আনন্দ প্রচুর ॥

প্রদক্ষিণ কৈল গোরা মথুরামণ্ডল ।
 মহাজন কৃষ্ণদাস দেখান সকল ॥
 প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া ।
 মো অতি কাঁতর মোরে না যাহ ছাড়িয়া ॥
 তুমি সেই কৃষ্ণ এই জানিল নিশ্চয় ।
 পরসাদ কর মোরে শুন গোরারায় ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু বোলয়ে বচন ।
 তোমার প্রসাদে মোর শুদ্ধ হৈল মন ॥
 মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধ ।
 দেখিল রহস্তস্থান তোমার প্রসাদ ॥
 আমার যেমন হিয়া হটল উল্লাস ।
 কৃষ্ণ পরসর তোব হউ কৃষ্ণদাস ॥
 মথুরামণ্ডলবাসী যত সর্বলোক ।
 গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল একমুখ ॥
 আরেক দেখয়ে বেই নারে পাসরিতে ।
 প্রেমার কান্দয়ে সেটী শ্রীমুখ দেখিতে ॥
 বাল বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী পুরুষ ।
 কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ এটী বোলয়ে সমুখ ॥
 সেই কৃষ্ণ পুন আটল মথুরা নগরে ।
 পুরুষ রহস্তস্থান দেখিবার তরে ॥
 রাজিদিবা থাকে লোক না ছাড়য়ে কাছ ।
 একে একে দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ ॥
 একে একে সব স্থান নিরিখে ঠাকুর ।
 এইখানে বনে বনে প্রেমে ভরপুর ॥
 মথুরামণ্ডলে ঘরে ঘরে পরকাশ ।
 কেহো শিশু দেখে কেহো যুবক বিলাস ॥
 কেহো আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশীনাদ ।
 কারু বাসি কোলে কৃষ্ণরসের উন্মাদ ॥
 কারু পরবৃদ্ধি নাহি সতে বেলে নিজ ।
 সজ্জার স্বরয়ে ঠুপজিল প্রেমবীজ ॥

বন বেড়াইতে মোর প্রভু যায় যবে ।
 সে বনের তরুণতা ভাসে প্রেমা-দ্রবে ॥
 কোকিল ভ্রমর ময়ূর বুলে মাঠে গোষ্ঠে ।
 ধাওয়া ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকটে ॥
 উর্দ্ধমুখে সর্বজন প্রভুমুখ দেখি ।
 সজ্জারে সমান নেহরসে প্রেম আঁখি ॥
 সব জন জানিল এ কপটসন্ন্যাস ।
 চলিল ত মহাপ্রভু নীলাচলবাস ॥
 মথুরামণ্ডল কথা কহিল ত সাঁয় ।
 আনন্দে লোচন দাস গৌরগুণ গায় ॥

সুহই রাগ ॥

নীলাচলে চলে প্রভু হরিব কিয়ায় ।
 তা হা জগন্নাথ বলি অজুরাগে ধায় ॥
 প্রেমারন্তে চলে প্রভু সিংহের গমনে ।
 সংহতি চলিতে নারে যত সজ্জনে ॥
 সজে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পিছাইল ।
 অরণ্য ভিতরে প্রভু একলা চলিল ॥
 অরণ্য ভিতরে এক আছয়ে নগর ।
 ঘোল পেচিবারে যায় গোয়ালী কোউর ॥
 ঠাকুর দেখিল তারে আওয়াসে তিরায় ।
 ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস ॥
 এ বোল শুনিঞা গোপ পড়িল চরণে ।
 লেহ ঘোল খাও গোসাঞি যত লয় মনে ॥
 ঘোল পান কৈল হৈল শূন্য কলসী ।
 ঘোল খাঞা চলি যায় কপটসন্ন্যাসী ॥
 গোয়ালীকে বৈল তুমি থাক এইখানে ।
 পাছু যে আইসে কড়ি নিহ তার স্থানে ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু চলিল সঙ্কর ।
 সেইখানে রহি গোপ চিন্তয়ে অন্তর ॥

গোপ বলে মিথ্যা কথা কহিল সন্ন্যাসী ।
 এই মনে করি গোপ কত মনে বাসি ॥
 ঘর গিয়া কি বলিব নিজ পরিজনে ।
 মিথ্যা কথা কহি ত্রাসী করিল গমনে ॥
 কথোক্ষণে সন্ন্যাসীর সঙ্গী যতজন ।
 সেই পথে আইসে তারা প্রভুগত মন ॥
 পুছিল গোয়লা পথে দেখিলে সন্ন্যাসী ।
 গোপ কহে ঘোল খাইল একটি কলসী ॥
 কড়ি নিতে বৈল মোরে তোমা সভার ঠাঞি ।
 জুয়ায় ত কড়ি দেহ আমি ঘরে যাউ ॥
 এ বোল শুনিঞা সতে সভা পানে চাই ।
 সতে কহে কড়িকোথা আমাসভার ঠাঞি
 গোয়লা কহিল চল তবে নাহি দায় ।
 মোর সেবা জানাইবা সন্ন্যাসীর পাশ ॥
 এ বোল বলিয়া সে কলসী করে হাথে ।
 ভারি বড় কলসী তুলিতে নারে মাথে ॥
 ঢাকন ঘুচাই রত্ন এক যে কলসী ।
 খাইয়া চলিল হা হা করিয়া সন্ন্যাসী ॥
 কথো দূরে সঙ্গীর বিলম্বে আছে পহঁ ।
 গোয়লা দেখিয়া সে ঘুচাক হাসে লহঁ ॥
 সজ্জের যতেক জন আইল তখন ।
 দেখিলা গোয়লা প্রভুর ধর্যাছে চরণ ॥
 প্রভু বোলে গোপ তুমি যাহ নিজ ঘর ।
 তোরে অজুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল পাটিলে বর ॥
 ইহ কালে খন লঞা করণা বিলাস ।
 অন্তকালে যাবে তুমি অগ্ন্যধের পাশ ॥
 লেউটি আসিতে গোপ পাইল পরসাদ ।
 নাড়িয়া বুলয়ে গোপ প্রেমায় উন্মাদ ॥
 গোয়লা দেখিয়া সভার বাঢ়িল উন্মাদ ।
 গোয়লাগুণ পায় স্নেহে এ লোটন দাস ॥

এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইসে ।
 সঙ্গতি সহিত উত্তরিল গৌড়দেশে ॥
 গঙ্গারান করি প্রভু রাত্রদেশ দিয়া ।
 ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া ॥
 জগন্স্থান দেখিব এ সন্ন্যাসীর ধর্ম ।
 নবদ্বীপ নিকটে গেলা এই তার মর্ম ॥
 প্রভু আগমন শুনি নদীয়ার লোক ।
 পুন গেউটিল সতে পাগরিল শোক ॥
 হা হা গোরচাঁদ বলি অম্বরগে ধায় ।
 কুলবধু ধায় তারা পাছে নাহি চায় ॥
 বিহ্বল চেতন শচী ধায় উর্দ্ধস্থে ।
 এ ভূমি আকাশ ঘর ডুবিয়াছে শোকে ॥
 কোথা মোর বিশ্বস্তর দেখে মো নরানে ।
 পুন চুষ দেউ মুঞি সে চান্দ বরানে ॥
 পুন নবদ্বীপে আইল আমার নিমাই ।
 ধরিয়া রাখহ লোক কিছু ঘোষ নাই ॥
 সভাকার প্রাণ সেই সভাকার জীউ ।
 প্রাণ বিনা ধর্ম রক্ষা সে কেমনে হউ ॥
 এই মনে কহিতে কহিতে গেলা তথা ।
 দেখিলত গৌরচন্দ্র বসি আছে বধা ॥
 শচী বোলে মোর বোল শুন রে নিমাই ।
 ঘর আইস আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই ॥
 সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম রাখিবি তো পাছ ।
 মোর বধ আগে লাগে আর সব আছ ॥
 বিহ্বলচেতন শচী কান্দে উত্তরায় ।
 সকল শরীরখানি একদৃষ্টে চায় ॥
 বাপু বাপু বলি অক পরাশিতে চায় ।
 আর সব থাকু বাপ হাথ দেউ গায় ॥
 শ্রীঅঙ্গে লাগ্যাছে খুলা কেলাউ কাড়িয়া ।
 এ বোল বলিয়া পড়ে অক আছাড়িয়া ॥

পুন উঠি বোলে বাপু শুন মোর বোল ।
 পালাউ হিয়ার সাধ ধরি দেউ কোল ॥
 শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী বিনরে ।
 আছুক মাছুষের কাজ এ পাষাণ বুঝে ॥
 চতুর্দিকে সব লোক কান্দিয়া বিকল ।
 কাছ না ছাড়য়ে কেহো পাগরিল ঘর ॥
 লোকের কান্দনা দেখি মায়ের ব্যগ্রতা ।
 মনে অহুমানৈ প্রভু কি কহিব কথা ॥
 মায়েরে প্রবোধ দিতে প্রভু তাবে মনে ।
 না কান্দ না কান্দ বোলে মধুর বচনে ॥
 সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে ।
 এখন বিকল হঞা কান্দ কি কারণে ॥
 পুত্র বলি মিছা মায়ী না ঘুচিল তোর ।
 ত্রৈলোক্য ছয়ন্ত মায়ী এ সংসারে ঘোর ॥
 ঘুচিলে না ঘুচে মায়ী বড়ই দারুণ ।
 শচী বোলে মোর বোল শুন নিকরুণ ॥
 মোর পুত্র বলি জন্ম লৈলে পৃথিবীতে ।
 জগতের লোক মোরে করিত পূজিতে ॥
 তুমি সবলোকবন্ধু জিজগতে পূজি ।
 তোমার সে স্নেহ মায়ী শাস্ত্রে ভাল বুঝি ॥
 যে হউ সে হউ মোর তুমি হয় পুত্র ।
 জন্মে জন্মে রহ মোর এই কর্মসুত্র ॥
 মায়ের বচনে প্রভু অন্তবাস্ত হঞা ।
 মায়ায় জিনিতে নারে উত্তারয়ে দয়া ॥
 যে তোর আছয়ে ইচ্ছা কর নিজ সুখে ।
 একমাত্র শেষ আমি নিবেদিব তোকে ॥
 শচী বোলে নবদীপ ছাড়ি যাহ তুমি ।
 নবদীপে ছুটি বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি ॥
 মায়ের বচনে পুন গেলা নবদীপ ।
 বারকোণা ঘাট নিম্নবাড়ীর সদীপ ॥

গুরাঘর ব্রহ্মচারি ঘরে ভিক্ষা ঠেকল ।
 মায়ে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিল ॥
 মায়েরে কহিল মুঞি বন্দী তোর গুণে ।
 পুত্র বরহস্ত কথা পাগরিলে কেনে ॥
 কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা তুমি ।
 যে ভজিবে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি ॥
 মায়ে নমস্করি প্রভু বোলে বার বার ।
 না ছাড়িহ কৃষ্ণ না ভজিহ এ সংসার ॥
 শচীর অন্তর হিয়া করে দগ্ধদগ্ধ ।
 চলিলা ঠাকুর পাছে ধায় ভক্ত সব ॥
 শাস্তিনগরে গেলা আচার্য্যের ঘর ।
 কীর্ত্তনবিলাসে গেল সে অষ্টপ্রহর ॥
 পুন পরভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে ।
 উৎকর্ষা বাঢ়িল অগ্নিমাধ দেখিবারে ॥
 সত্যরে কহিলা প্রভু সন্তে যাহ ঘর ।
 নীলাচলে আছি আমি কহিল উত্তর ॥
 যে যায় তথায় অগ্নিমাধ দেখিবারে ।
 তথাই আমার দেখা হইব সভারে ॥
 এ বোল বলিয়া প্রভু বোলে হরিবোল ।
 চলিলা ঠাকুর উঠে কান্দনের রোল ॥
 ক্রমে ক্রমে তমোলিপ্তে উত্তরিলা গিয়া ।
 যে পথে আসিয়াছেন পূর্বে সেই পথ দিয়া ॥
 পথে চলি যায় প্রভু প্রেমানন্দ সুখে ।
 প্রেমবরিষণে ভাসে সে পথের লোকে ॥
 হাসিতে খেলিতে যায় নাহি পথশ্রমে ।
 পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে ॥
 দেখিব ত অগ্নিমাধ নীলাচলরায় ।
 হা হা অগ্নিমাধ বলি অতুরাগে ধায় ॥
 সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ি ছাড়িয়ার ।
 ধাইল সকল লোক আনন্দ অপার ॥

জগন্নাথ দেখি তুই হৈলা গোরারায় ।
 তাহারে দেখিয়া লোক বড় স্তম্ভ পায় ॥
 হরি হরি বোলে লোক উচ্চ উচ্চ রায় ।
 আনন্দিত দিবানিশি হরিশুণ গায় ॥
 রাজ্যদিন করে প্রভু কীৰ্ত্তনবিলাস ।
 শ্রুখে আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥

আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে ।
 হরিশুণ সঙ্কীৰ্ত্তন করে তত্ত্বমেলে ॥
 অনেক ভক্ততগণ মিলিয়া তথায় ।
 নিতুই নূতন প্রকাশয়ে গোরারায় ॥
 হেনই সময়ে কথা কহিব এখনে ।
 প্রতাপরুদ্রের কৃপা কৈল যেন মনে ॥
 লোকমুখে শুনি রাজা মহাপ্রভুর গুণ ।
 আশ্চর্য্য মানয়ে সে না কহে কিছু পুন ॥
 একদিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে ।
 জগন্নাথ না দেখয়ে দেখে স্তাসিবরে ॥
 কি কি বলি মনে গুণে বিস্মিত তিয়ার ।
 পড়িছাকে পুছে রাজা কি দেখেহ রায় ॥
 পড়িছা কহয়ে দেব জগন্নাথ দেখি ।
 রাজা কহে তো সভাকে বার্থ আমি রাখি ॥
 জগন্নাথ কোলে স্তাসী বসিয়াছে হের ।
 মোর দণ্ডভয়ে কিছু না দেখিয়ে বোল ॥
 আঁখি তাড়িমু যেন হেন নহে কতু ।
 নহে বা কি দেখে সত্য করি কহ ততু ॥
 এ বোল শুনিঞা পড়িছা বলে পুনর্বার ।
 জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখি আর ॥
 তবে ত প্রতাপরুদ্র গুণে মনে মনে ।
 সন্ন্যাসীকে কেন দেখি আমার নয়নে ॥

শুনিঞাহি সন্ন্যাসীর মহিমা অপার ।
 ইহার কারণ কতু করিব বিচার ॥
 এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সম্বর ।
 পদব্রজে গেলা যথা আছে স্তাসিবর ॥
 দেখিল টোটায়ে স্তাসী আছে নিজ মেলে ।
 বৃন্দাবন কথা কহে হরি হরি বোলে ॥
 পুনরপি জগন্নাথ দেখি আর বার ।
 দেখিল সন্ন্যাসী সেই স্নমেক আকার ॥
 দেখিয়া রাজার ভেগ হিয়া চমৎকার ।
 এত জগন্নাথ সেই স্তাসি-অবতার ॥
 প্রতাপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অমুরাগ ।
 সম্বরে খাটলা যথা আছেন মহাভাগ ॥
 টোটায়ে নাহিক কেহো ভাদিল দেওয়ান ।
 বিহ্বল হইল রাজা হরিল গেরান ॥
 গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর বচন ।
 কোন্ মতে দেখেঁ। মূঞি গোসাঁঞির চরণ ॥
 ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন ।
 এই মত বার বার কহয়ে বচন ॥
 গোবিন্দ কহয়ে রাজা না হও কাতর ।
 এখনে না পাবে দেখা হৈল অনবসর ॥
 কখন আসিব মূঞি কহ মহাভাগ ।
 ক্ষুণ্ণতর বরান রাজা বাঢ়ে অমুরাগ ॥
 সেদিন রহিল রাজা সেই ত নগরে ।
 সজ্জিগণ দেখি কাকু করয়ে সভারে ॥
 পুরীগোসাঁঞি আদি করি যত ভক্তগণ ।
 গোসাঁঞির গোচর করিবারে হৈল মন ॥
 এইমনে দিন দুই চারি গেল যবে ।
 কাশীমিশ্র ঘরেতে একত্র হৈলা সতে ॥
 সকল ভক্ত মেলি যুগতি করিল ।
 সতে খেলি গোচরিব এই যুক্তি কৈল ॥

আর দিন মহাপ্রভু কালীমিশ্র করে ।
 আচম্ভিতে বসি আছে নিজ ভক্ত মেলে ॥
 রাজার ব্যগ্রতার সত্যার কাতর অন্তর ।
 পুরীগোসাঞি কহিল সে প্রভুর গোচর ॥
 এক নিবেদন গোসাঞি কহিতে ডরাও ।
 নির্ভয়ে পুছিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাও ॥
 ঠাকুর কহয়ে শুন পুরী যে গোসাঞি ।
 মোর ঠাঞি তোর ডর কোন কালে নাঞি ॥
 কি কহিবে কহ শুনি হৃদয় তোমার ।
 পুরীগোসাঞি বোলে বোল রাখিবে আমার ॥
 কালীমিশ্র আদি করি যত ভক্তগণ ।
 সত্যার বচনে মুঞি বলিএ বচন ॥
 শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস ।
 প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তাঁর নিজ দাস ॥
 তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সভারে ।
 আজ্ঞা পাউলে হৃদ রাজা চরণগোচরে ॥
 প্রভু বোলে সব জন শুনহ বচন ।
 সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে রাজ-দরশন ॥
 আমি ত সন্ন্যাসী সেট হয় মহারাজ ।
 দৌহার নৃশর্পে দৌহার ভাল নহে কাজ ॥
 পুরীগোসাঞি বোলে প্রভু কর অবধান ।
 এ বোল শুনিলে রাজা তেজিবে জীবন ॥
 যে দেখিল আমরা তাহার অমুরাগ ।
 এ কথা শুনিলে গ্রাণ ছাড়িবে মহাভাগ ॥
 আজি ত হইল রাজার দশ উপবাস ।
 সব ছাড়ি পড়ি আছে চরণপ্রত্যাশ ॥
 কাতর হইয়া পুন বোলে সব জম ।
 রাজার ব্যগ্রতার সতে করয়ে যতন ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিছে বচন ।
 আনহ রাজারে মুঞি হইলু পরসর ॥

এ বোল শুনিঞা সত্যার তৈরেল উদ্ভাস ॥
 আনিল রাজারে প্রভু করে পরকাশ ॥
 প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরণাম করে ।
 টলমল করে দেহ অমুরাগ ভরে ॥
 পুলকে ভরিল অঙ্গ চলল আঁখি ।
 প্রেমে গরগর ভেল গোরমুখ দেখি ॥
 রাজারে দেখিয়া প্রভু লহ লহ হাস ।
 বড়তুঙ্গ শরীর প্রভু করে পরকাশ ॥
 বড়তুঙ্গ শরীর দেখি গুণবৎ করে ।
 প্রেমায় বিহ্বল রাজা আপনা পাসরে ॥
 অবশ শরীর নীর ঝরে ছনরানে ।
 চৌদিগে হবিধ্বনি পরশে গগনে ॥
 বড়তুঙ্গ শরীর দেখি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ।
 আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমার সমুদ্রে ॥
 কটাকত ভেল অঙ্গ আপাদ মস্তকে ।
 গদগদ ভাষে প্রভু প্রভু বালি ডাকে ॥
 উভবাহ করি নাচে হরি হরি বোলে ।
 জনম সফল প্রভু পরসর মোরে ॥
 আনন্দে ভাসয়ে চতুর্দিকে ভক্তজন ।
 প্রভু বোলে রাজা শুন আমার বচন ॥
 প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম ।
 প্রজা পুত্র রাজা পিতা কহিল এ মর্ম ॥
 কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্ব জীবে ।
 দেহের স্বভাব নিজ আনি অহুতবে ॥
 কিবা রাজা কিবা প্রজা সম সুখ দুখ ।
 কর্ম অহুসারে জীব হয় গোণ-মুখ্য ॥
 নিজ অনুমান করি যে জানে সত্যারে ।
 সেই সে কৃষ্ণের দাস কহিল তোমারে ॥
 এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ ।
 পরণাম করে রাজা আনন্দ আবেশ ॥

শুন সর্বজন গৌরাচাঁদের প্রকাশ ।
গৌরাগুণ গায় শ্রুখে এ মোচননাস ॥

বরাড়ী রাগ ॥

কহিব নিগূঢ় কথা শুন একচিতে ।
অধম-জনের মনে না হয় প্রীতিতে ॥
বৈক্যব জনের ইথে পরম উন্নাস ।
পরম নিগূঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥
দ্রাবিড়ে ব্রাহ্মণ এক আছে 'রাম' নাম ।
পরমদুঃখিত অজ অহি আর চাম ॥
অন্নকষ্টে দক্ষ সেই অঠর-অনলে ।
রক্ত মাংস নাহি তার শুদ্ধ কলেবরে ॥
দুরন্ত দারিদ্র্যদুঃখ কত সহ্য যায় ।
মনে মনে চিন্তে বিপ্র করিল উপায় ॥
পূর্বজন্মে কৈলু মুক্তি অনেক অধর্ম ।
দরিদ্র হইলু মুক্তি সেট সব কর্ম ॥
না জুজিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্ট লিখন ।
দুরন্ত ব্রহ্মণা হুখ ঘুচরে কেমন ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার ।
প্রভু বিনা নারে কেহো দুঃখ ঘুচাবার ॥
অগ্নাথ নীলাচলে আছরে সাক্ষাতে ।
তার ঠাঞি আঙ মুক্তি বাচিঞা করিতে ॥
অন্নকষ্টে মরোঁ মুক্তি ব্রাহ্মণ শরীর ।
'বিপ্রপ্রিয়' বলি তারে বোলে সব বীর ॥
মোর দোবে মোরে যদি না করে অবধান ।
তাহার উপরে বধ ত্যজিব পরাণ ॥
এই মনে অহুমানি চলিলা ব্রাহ্মণ ।
ক্রমে ক্রমে গেলা যথা কমললোচন ॥
অগ্নাথ দেখি করে আশ্র-নিবেদন ।
অন্নকষ্টে মরোঁ মুক্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥

তো বিহু নাহিক কেহ রাখি জীবন ।
ঘুচাই দারিদ্র্য-জালা দেহ মোরে ধন ॥
ইহা বলি সেদিন রহিল। সেইখানে ।
ভিকার পাটল বাহা করিল ভোজনে ॥
তার পর দিন পুন করে নিবেদন ।
ঘুচাই দারিদ্র্য প্রভু মররে ব্রাহ্মণ ॥
ভূরি করিয়া ধন দেহত আমারে ।
এ দুঃখ না পাউ যেন আশ্রয় তিতরে ॥
ধন-বয় মারোঁ প্রভু না হও বিমূখ ।
নহিলে জীবন দিব তোমার সমুখ ॥
ইহা বলি উপবাস কৈল অল্পবন্ধ ।
এখা নিজ জন মেলে আছে গৌরচন্দ্র ॥
নিজজন সঙ্গে বৃন্দাবন গুণ গায় ।
আচরিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ার ॥
বিস্মিত হইয়া রহে হিয়া তেল আশ ।
যে রসে আছিল। তাহা কৈল সমাধান ॥
সভার জনয়ে তবে বিশ্বয় সাগিল ।
আচরিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল ॥
এখা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মণ ।
অগ্নাথ স্থানে কিছু না পায় বচন ॥
তবে ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস ।
অগ্নাথদেব কিছু না করে আশাস ॥
দুর্ভল হইল বিপ্র কীণ উপবাসে ।
সমুদ্রে মরিব বর্ষি দঢ়াইল শেষে ॥
সমুদ্রের কূলে বিপ্র গেলা ধীর ধীর ।
'হান দেহ' সমুদ্রে বোলে নমস্করি ॥
হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল ।
সমুদ্রের মধ্যে আইসে পূর্বত-আকার ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে চিন্তিতে লাগিল ।
সমুদ্রের মাঝ দিয়া এ কে বা আইল ॥

সমুদ্রের মাঝে এক হাঁটু তার পানী ।
 এই সব দেখি বিগ্ন মনে মনে গুনি ॥
 দেখিতে দেখিতে কূলে আইল সেইজন ।
 সামান্য যাত্রাব বের হইল তখন ॥
 বিগ্ন বোলে এই অগরাথ বিস্তমান ।
 সমুদ্রের মাঝে আইসে কাহার পরাণ ॥
 ইহা বলি তার পাছু গোড়াইয়া যার ।
 কখনোহুঁ গিয়া পাছু চাহে মহাশয় ॥
 দেখিল ব্রাহ্মণ সেই আইসে পাছে পাছে ।
 কোথা যাবে বলিয়া বিগ্নেরে কিছু পুছে ॥
 ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন শুন মহাশয় ।
 কে তুমি কোথায় যাবে কহনা নিশ্চয় ॥
 সাত উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ দুর্জল ।
 তোমারে দেখিছ আমি জন্ম সকল ॥
 নিশ্চয় করিয়া কহ না ভাঙিহ মোরে ।
 নহে বা ব্রাহ্মণবধ লাগিব তোমারে ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে বোলে মহাজন ।
 আমি জানিবারে তোর কোন প্রয়োজন ॥
 যে হই সে হই আমি তোর কিবা দায় ।
 কেনে উপবাসী মর হরন্ত হিয়ার ॥
 ব্রাহ্মণ কহয়ে হৃৎকারিজ্যের অয়ে ।
 জন্মের হইল মোর সব কলেবরে ॥
 ব্রাহ্মণের ধর্ম নাহি হর আমি ছারে ।
 এ দিব্য রজনী যার অন্ন হাহাকারে ॥
 নিরুজ্জ্বল আদর নাহিক কোন থানে ।
 দা জানিএ কোন্ ঠাঞি নাহি অপমান ॥
 জীবন অধিক সে মরণ ভালবাসি ।
 কহিল তোমারে তেঞি মরোঁ উপবাসী ॥
 এ বোল শুনিঞা চিত্ত ত্রবে মহাজন ।
 বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাহ্মণ ॥

দেখিবারে যাই অগরাথের চরণ
 কর্দমোরে হৃৎ পাও শুনহ ব্রাহ্মণ ॥
 কর্দমুজ্জ্বল বন্দী লোক স্রুত হৃৎ সাত ।
 তুমিলে সে ঘুচে সেই কর্দ পূর্ণ পাণ ॥
 অগরাথমুখ দেখ করিয়া পিরিত্তি ।
 জগন্মুখে নহে বেন হৃৎ উতপ্তি ॥
 ইহা বলি চলি যার রাজা বিভীষণ ।
 পাছেপাছে যার ততু দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
 বসি আছে গোরচাঁদ নিজজন্ম মেলে ।
 ছয়ারে কে আছে দেখ গোবিন্দের বোলে ॥
 ছয়ারে দাঁড়াঞা আছে বিভীষণ রায় ।
 ব্রাহ্মণ দেখিয়া অজুলি দিল মাসিকায় ॥
 হেন কালে গেলো গোবিন্দ টোটার ছয়ারে ।
 দেখিল ছয়ারে হুই ব্রাহ্মণ কুমার ॥
 দেখিয়া গোবিন্দ গেলো প্রভু বিস্তমান ।
 কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মণ হুই জন ॥
 আইস আইস বলি হাসি সম্ভাবে ঠাকুর ।
 একে বসাইল কাছে আর রহে দূর ॥
 সব ছাড়ি প্রভু তারে সম্ভাবে আদরে ।
 কাছে যত ছিল বিশ্বয় লাগিল সত্যরে ॥
 ঠাকুর কহয়ে চিরদিনে দরশন ।
 অমরাগে দৌহাকার স্বরয়ে নয়ন ॥
 ত্রিহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার ।
 কুশলে কুশল পুছে ইজিত আকার ॥
 সে দৌহার কথা আর না বুঝে কেহো ।
 গোরচন্দ্র বোলে বিগ্ন দুঃখিত বড় এহো ॥
 দারিদ্র্য জালায় জান হরিল ইহার ।
 অগরাথ উপরে এ করয়ে প্রহার ॥
 আপনায় দোষ জীব না দেখয়ে কিছু ।
 আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু ॥

আগনি কররে নিজ ভাল মল বলি ।
 তুজিবার বেলে দোষ প্রকুর উপরি ॥
 মুখ সে তুজিতে গুণ কহে আপনার ।
 প্রকুরে দোষেরে দোষ দুখ তুজিবার ॥
 সাত উপবালে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার ।
 বিপ্র-প্রিয় অগ্নিধর্ম কি করিব আর ॥
 তোমার দর্শনে ইহার ঘুটিল দারিद्र ।
 ধন দেহ যেন হয় ধনের সমুদ্র ॥
 ভাল ভাল বলি তিহো উঠিলা সম্বর ।
 যে ছিল সেখানে সতে পড়িলা ফাঁপর ॥
 দণ্ডবত করি তারা চলে দুই জন ।
পথে বাইতে বিতীর্ণে পুছরে ব্রাহ্মণ ॥
তুমি বোল আমি সেই রাজা বিতীর্ণ ॥
 সন্ন্যাসীরে নমস্করি চলিলা এখন ॥
 অগ্নিধর্মের তুমি না দেখিলে কেনে ।
 বরুণ করিয়া কহ দুঃখিত ব্রাহ্মণে ॥
 সন্ন্যাসীর আত্মা তুমি কৈলে শির'পরি ।
 সন্ন্যাসী বা কেবা কহ না কর চাতুরী ॥
 রাজা কহে শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ ।
 অগ্নিধর্ম দেখ এই সাক্ষাত নয়ন ॥
 তোমার অতীষ্ট সিদ্ধ ধন পাইলে তুমি ।
 দ্রাবিড়ে তোমায়ে ধন লঞা দিব আমি ॥
 এ বোল শুনিঞা বিপ্র শিরে তানে বা ।
 আরতি করিয়াধরে বিতীর্ণের পা ॥
 পুন চল যাই সেই প্রভু বরাবরে ।
 অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুক্তি কহ মোর তরে ॥
 অনেক যতন কৈল এড়াইতে নারি ।
 পুন লেউটিয়া যায় প্রভু বরাবরি ॥
 প্রকুর সম্মুখে গেলা অন্ধরে তরাস ।
 পুন দোহা দেখি প্রকুর উপল হাস ॥

প্রভু বোলে লেউটিয়া আইয়া কি করহ ॥
 রাজা কহে যে কারণ পুছহ ব্রাহ্মণে ॥
 ব্রাহ্মণ কহরে গোসাঞি আমি ত অবুধ ।
 কত কত জীব আছে অর্কুণ অর্কুণ ॥
 সভাকার প্রাণ তুমি সজাকার নাথ ।
 তো বহি নাহিক কেহো তুমি অগ্নিধর্ম ॥
 আমি মহাধর্ম ছার মহা অপরাধী ।
 নিজকর্ম দোষে মো দারিद्र্য রোগ ব্যাধি ॥
 ব্যাধির পীড়ারে মো কুণ্ঠ্য করোঁ আশা ।
 ঔষধ না রুচে মুখে কুণ্ঠ্যে প্রত্যাশা ॥
 বুঝিয়া ঔষধ দেহ তুমি ধনন্তরি ।
 কর্মদোষে তবব্যাধে আমি ছার মরি ॥
 এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসিতে লাগিলা ।
 অগ্নিধর্মের তোমার সব ভাল কৈলা ॥
 আগাও ইন্দিব তুমি তুজিবে এখন ।
 শেখরালে পাবে অগ্নিধর্মের চরণ ॥
 এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডবত করে ।
 চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলের
 শুন সর্বজন হের অপূর্ব কথন ।
 বর পাঞা চলি গেলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
 হরিষে হইলা দোহে বাড়ীর বাহিরে ।
 ভক্তজন প্রকুরে পুছরে বীরে বীরে ॥
 পুরীগোসাঞি বোলে প্রভু দয়া কর যদি ।
 ইহার কারণ কহ সভে কর ভক্তি ॥
 সুধাইতে নারে কেহো মনে বড় ইচ্ছা ।
 সাহস করিয়া মুক্তি সুধাইল পিছা ॥
 ঠাকুর কহরে শুন শুনহ গোসাঞি ।
 এ কথা তোমরা সভে কিছু বুঝ নাঞি ॥
 দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 অনেক যত্না-দুখ পাঞাছে শুখন ॥

হারিজ্য আলস্য দৃষ্ট আইল এই দেশে ।
 অগ্ন্যধ উপরে প্রহার করে শেবে ॥
 হুংখিত দেবীরা তুট হৈলা অগ্ন্যধ ।
 আচকিতে বিভীষণ সনে হৈল সাধ ॥
 বিভীষণ এষ্ট যে বলিল মোর পাশে ।
 যন দান কৈল তেহেই ব্রাহ্মণ সন্তোষে ॥
 এ বোল শুনিঞা সর্বজনেন উদ্ভাস ।
 প্রেমায় ভাসিল সব এ ভূমি আকাশ ॥
 সর্বজন নাচে সতে বোলে হরিবোল ।
 আনন্দে সভাই সতে ধরি দেই কোল ॥
 শুন সর্বজন গোরচানন্দ প্রকাশ ।
 গৌরাক চরিত্র কহে এ লোচনদাস ॥

ধানশী রাগ ।

প্রভু আরে অর অর গোরচানন্দ ।
 বাকিলে জীবের মন দিয়া প্রেমকান্দ ॥ ক ।
 অবনি মণ্ডলে গৌর রূপের অবধি ।
 বিলাইলা প্রেমধন আচণ্ডাল আদি ॥
 বাচাল করয়ে গোরাগুণে মুক জন ।
 পক্ষু গিরি লত্মে অন্ধে দেখে তারাগণ ॥
 কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর ।
 যে উঠয়ে তাহা বলি না উঠয়ে ডর ॥
 সর্ব অবতার সার চৈতন্যগোস্বামি ॥
 এ হেন করুণানিধি আর হৈতে নাঞি ॥
 বিহু কৃক আর কেহো নাহিক ঈশ্বর ।
 সত্য কিবা আর জেতা এ কলি যাপর ॥
 একমাত্র প্রভু সেই নাম করে ভেদ ।
 লোক বুঝাবয়ে করে নানা মতভেদ ॥

যত যত অবতার সেই সব যুগ ।
 করুণা কারণ ছোট বড় বলে লোকে ॥
 চৈতন্যগোস্বামি এই করুণাভিত বড় ।
 তেঞি অবতার-শিরোমণি কলি দড় ॥
 হেন অবতার কেহো না বুঝে লোকে ॥
 অমৃত ঢাকিয়া যেন রাখে হৃদয় পোকে ॥
 হেন অবতার কথা কহিল আলোক ।
 হেন গোরচান্দ পছ ভজ ছাড়ি শোক ॥
 করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত ।
 ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা অবিরত ॥
 এই মতে মহাপ্রভুর উৎকলবিহার ।
 উৎকলবিহার কথা অনেক বিস্তার ॥
 বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়েত অনেক ।
 সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্বলোক ॥
 হেনকালে মহাপ্রভু কালীক্সি যেরে ।
 বৃন্দাবন কথা কহে বাখিত অন্তরে ॥
 নিখাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু ।
 এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কতু ॥
 সম্মুখে উঠিলা অগ্ন্যধ দেখিবারে ।
 ক্রমে ক্রমে গিরা উত্তরিল সিংহঘারে ॥
 সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল ।
 সম্বরে মন্দির তিতর উত্তরিল ॥
 নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায় ।
 সেইখানে মনে প্রভু চিস্তিল উপায় ॥
 তখনে হুয়ারে নিজ লাগিল কপাট ।
 সম্বরে চলিলা গেল অন্তরে উঁচাট ॥
 আষাঢ় মাসের তিথি শশুদী দিবসে ।
 নিবেদন কই প্রভু ছাড়িয়া নিখাসে ॥
 সত্য জেতা যাপর সে কলিযুগ আর ।
 বিশেষতঃ কলিযুগে সাক্ষীভূত সার ॥

কপা কর অগ্নিরাধ পতিতপাবন ।
 কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ ॥
 এ বোল বলিয়া সেই জিহগত রায় ।
 বাহু ভিত্তি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ার ॥
 তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে ।
 অগ্নিরাধে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥
 গুজাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ ।
 কি কি বলি শব্দে সে আইল তখন ॥
 বিপ্রে দেখি তক্ত কহে শুনহ পড়িছা ।
 যুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা ॥
 তক্ত আশি দেখি পড়িছা কহয়ে কখন ।
 গুজাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥
 সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন ।
 নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥
 এ বোল শুনিঞা তক্ত করে হাহাকার ।
 শ্রীমুখ-চন্দ্রিয়া প্রভুর না দেখিব আর ॥
 শ্রীবাসগণ্ডিত আর দত্ত যে মুকুন্দ ।
 গোবিন্দ বাসুদত্ত আর শ্রীগোবিন্দ ॥
 কান্দিলেন সনাতন আর হরিদাস ।
 উৎকলের সতে কান্দি ছাড়য়ে নিখাস ॥
 শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে ।
 পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে ॥
 সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য তহু সহায় ।
 প্রভু প্রভু বলি ডাকে শুন গৌররায় ॥
 অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ ।
 ইহা বা শিখিব কত মো অধমজন ॥
 সম্যক প্রভুর গুণ করিল বিস্তার ।
 এবে না দেখিরা মোর হৈল অককার ॥
 মিনতি করিরা রুপি শুন সব জন ।
 দিবানিশি রুদ্র ভাই গৌররায় চরণ ॥

নির্মল হইয়া সতে শুন গৌররায় ।
 ভবব্যাদি নানিবার এই সে কারণ ॥
 এত শোকে বিলপন করয়ে লোচন ।
 শেবখণ্ড সার হৈল প্রভুর কীৰ্ত্তন ॥

গৃহ ব্যবহার কথা শুন সর্বজন ।
 হেনই সময়ে করোঁ শ্রীহরি শ্ররণ ॥
 সতে সভাকার চিত্ত কর আরাধন ।
 সত্য করি জানিহ শ্রীবৈষ্ণবচরণ ॥
 শ্রৌরগদ-কমলে মো করিয়ে প্রণতি ।
 তিলেক করুণা দিঠে কর অবগতি ॥
 শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার ।
 বিশেষে কহিল কিছু চরিত্র ঠাহার ॥
 ঠাহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি ।
 আপন বুদ্ধির শক্ত্যে বৈষ্ণব অঙ্গমানি ॥
 অভিমান কেহ কিছু না করিহ মনে ।
 প্রণতি করিরা নিজগুরু চরণে ॥
 যার পদ পরসাদে আমি হৈল ছারে ।
 তো সব ঠাকুর গুণ কহৌ তো-সভারে ॥
 শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার ।
 বৈষ্ণবুলে মহাকুল প্রভাব বাহার ॥
 অঙ্গুলে কৃষ্ণপ্রোমা কৃষ্ণময় অঙ্গ ।
 অঙ্গগত জনে না বুঝায় প্রোমা বিঙ্গ ॥
 অসংখ্য জীবেরে দয়া কান্তর ক্রমর ।
 কৃষ্ণ অঙ্গুরাগে সদা অধির আশর ॥
 রাখাকৃষ্ণ রসে তহু গুড়িরাছে বেন ।
 ভাবের উত্তরে বলি কখন যে হৈল ॥
 কণে কৃষ্ণ করণে কৃষ্ণপ্রোমা অঙ্গবেশে ।
 রাখাকৃষ্ণ রস বুদ্ধিমত্ত পরকাশে ॥

চৈতন্যময় পথে সে শুদ্ধবিচার ।
 অতুল সন্ন্যাস ভাবে সব অবতার ॥
 সকল বৈকবে যোগ্য সমান পিরিতি ।
 সকল সংসারে ধীর নির্মল কিরিতি ॥
 তার আত্মপুঞ্জ রত্নলক্ষণ ঠাকুর ।
 সকল সংসারে বশ ঘোষণা প্রচুর ॥
 কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য ভগবন মোহে ।
 নাহি ভিন্নাভিন্ন সব সমান সিনেহে ॥
 সর্বদা মধুর বাণী বলয়ে বদনে ।
 সর্বকাল না দেখিল উৎকট কখনে ॥
 চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য ।
 রসময় দেহ সেই সংসারের ধ্বজ ॥
 পিতা ধীর মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস ।
 চৈতন্যময় পথে মধুর বিশ্বাসী ॥
 কি কহিব আর অঙ্গ পারিষদ বত ।
 পৃথিবীতে আইলা সতে নাম লব কত ॥
 সমুদ্রে জল হবে কলসী করি মানি ।
 পৃথিবীর রেণু হবে একে একে গনি ॥
 আকাশের তারা হবে গণিবারে পারি ।
 তত্ব গৌরা অবতার লিখিবারে নারি ॥
 মুক্তি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর ।
 মুকুট হইয়া করি বেদের বিচার ॥
 অঙ্গ যেন ছুটিহীন নিবারণ চাহি ।
 ধর্ম যেন চান ধরিবারে মেলে বাহি ॥
 পদু মই লজ্জিবারে করে অহকার ।
 অঙ্গ পিপীলিকা চাহে গিরি বাহিবার ॥
 ঐহন আশার আশা হৃদয়ে বিশাল ।
 গৌরা অবতার কথা কহিতে বিস্তার ॥
 করজোড় করি বল ওঁদে সর্বজন ।
 বাচস্পতি গৌরাঙের মুখ জন ॥

নির্জিহ্ব কহয়ে সে একট পুণ্ড্রবাণী ।
 না পট্ট মুকুট কহে ব্রহ্মের কাহিনী ॥
 পৃথিবী জনম মহা মহাভাগবত ।
 কৃষ্ণের গোপত কথা করয়ে বেকত ॥
 অকারণে করণা করয়ে সর্ব জীবে ।
 মাতা যেন দুঃস্থ তনয় পরিত্রবে ॥
 ঐহন প্রভুর দয়া দেখিয়া অবোধ ।
 অধম হইয়া অমৃতের করোঁ সাধ ॥
 শ্রীমদহরিনাম দয়াময় দেখে ।
 কি দেখিয়া করে মোরে অবোধ সিনেহে ॥
 দুঃস্থ পাতকী অঙ্গ অতি অনাচারে ।
 অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে ॥
 তাঁর দয়া বলে আর বৈকল্য প্রসাদে ।
 এই ভরসারে পুঁখী হইল অবোধে ॥
 বৈকল্য প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ ॥
 প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিনাম ॥
 তাঁর পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ ॥
 গৌরগুণ কহিবারে করোঁ অভিলাষ ॥
 শ্রীমুখারি গুণ বোঝা প্রভুর অন্তরীণ ।
 সকল জানয়ে সেই তকত প্রবীণ ॥
 লোক নিস্তারিতে কৈল চৈতন্যচরিত্র ॥
 তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র ॥
 লোককল্যে কৈল গৌরগুণের কবিত্র ।
 তাহাই হইল এবে সকলের পুত্র ॥
 শুনিয়া মাধুরীলোকে চিত্ত উত্তরোল ।
 নিজ ঘোষ না দেখিলু মন হৈল তোল ॥
 পাচালী প্রবন্ধে আমি রচিল এখন ।
 দোষ ভী লইবে কেহ মো অতি অধম ॥
 অধিকারী নহে তত্ব করিলু সাহসা ।
 বৈকল্যকরণা দেখি কনের ভয়সা ॥

চারিখণ্ড পুথি হৈল বৈষ্ণব কুপার ।
 সমাধা করিতে বাধা লাগয়ে হিয়ার ॥
 সূত্রখণ্ডে আশ্রয় কথা অমৃতের খণ্ড ।
 অন্নাদি রহস্য কথা কহিল আশ্রয় ॥
 মধ্যখণ্ড কথা তাই করণার ঘর ।
 শেষখণ্ড কথা ছিল তিন খণ্ড পর ॥
 চারি খণ্ড কথা হৈল বৈষ্ণব কুপার ।
 সমাধা করিতে বাধা লাগয়ে হিয়ার ॥
 গৌরগুণ কথা এই অমিয়া সমুদ্র ।
 কহিতে না পারে প্রভু প্রজাপতি রুদ্র ॥
 আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক ।
 বৈষ্ণব কুপার বলে বলিল যতেক ॥
 করজোড় করি বলোঁ কাতর বরানে ।
 আশ্রয় নিবেদণ্ড মুঞি বৈষ্ণব-চরণে ॥
 মো-অধিক অধম নাহিক মহী মাঝ ।
 বৈষ্ণব-কুপার বলে সিদ্ধ হৈল কাজ ॥
 চৈতন্তচরিত কথা কহিতে কে জানে ।
 স্মরণিতে নাহি কিছু কহিল বদনে ॥
 চারি খণ্ড পুথি যেই করিল প্রকাশ ।
 বৈষ্ণবকুলে অন্ন মোর কো-গ্রাম নিবাস ॥

মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী-নাম ।
 বাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম ॥
 কমলাকরদাস মোর পিতা অন্নদাতা ।
 বাহার প্রসাদে কহি গৌরগুণগাথা ॥
 মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে ।
 ধন্ত মাতামহী সে অন্নদাদাসী নামে ॥
 মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত ।
 নানাতীর্থ পুত্রে তেঁহ তপস্তার তৃপ্ত ॥
 মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র ।
 সহোদর নাহি, নাহি মাতামহের পুত্র ॥
 বধা তথা যাই সে ছলিল করে মোরে ।
 ছলিল লাগিয়া কেহো পড়াইতে নায়ে ॥
 মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর ।
 ধন্ত পুরুষোত্তমগুপ্ত চরিত্র তাহার ॥
 চারি খণ্ড পুথি যেই করিল প্রকাশ ।
 প্রাণের ঠাকুর মোর নরকুরিদাস ॥
 তার দয়া বলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে ।
 এই ভরসায় পুথি করিল অবাধে ॥
 চিন্তিয়া চৈতন্তচান্দ্রের চরণকমল ।
 কহয়ে লোচনদাস চৈতন্তমঙ্গল ॥

ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্তমঙ্গল

শেষখণ্ড সমাপ্ত ।

— :: :: —

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥

॥ * ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রোপনিষৎ * ॥

পরিশিষ্ট । (ক)

[ত্রিচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ ।]

সূত্রখণ্ড পৃষ্ঠা ১ “ভক্তিপ্রেমমহাধারদ্বনিকরত্যাগেন সন্তোষক্লম্” ইত্যাদি

যিনি ভক্তি ও প্রেমরূপ মহামূল্য রত্নসমূহ প্রদান করিয়া ক্ষতজনগণের শেষ অজানতমটুকু বিনাশের নিমিত্ত এবং যিনি হৃদয়রূপ বজ্রাকুল দ্বারা পাপগুণের পাপগুণের চূর্ণ করার জন্য পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ভাগ্যশিরোমণি চৈতন্যরূপ প্রভুর জয় হউক । *

“নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং” ইত্যাদি

বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল স্বরূপ শ্রীভাগবতরসরসিকাতারুণ্যগণ মুক্ত প্রাপ্তির পয়েও মুহুমূহ পান করেন । এই শ্রীভাগবতরস শুকদেব নিজে পান করিয়া ইহাতে তাঁহার শ্রীমুখের অমৃত সংমিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন ।

১৪ “দ্রয়োপযুক্তস্তগংগক্ষবাসোহলঙ্কারভূমিতাঃ ।” ইত্যাদি

ভগবন্ ! আমরা আপনার উজ্জিষ্টভোজী দাস, আপনার উপভুক্ত মালা গন্ধ বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপনার মাথাকে অঙ্গ করিব ।

* মুদ্রিত অনেক পুথিতে এই শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণে “ভক্তজনাতিনিহুতিবিধৌ” এই সমাসবদ্ধ পদে যে “বিধৌ” পদটি আছে তাহা ‘বিধি’ শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে সাধিত হইয়াছে । সেরূপ প্রয়োগে কষ্টকল্পনা করিয়া “বিধানার্থ” অর্থ ধরিয়া লইতে হয় । কোন কোন অঙ্কবাদক তাহাই করিয়াছেন । আমাদের মনে হয় “ভক্তজনাতিনিহুতিবিধেঃ” এইরূপ পাঠ হইলে অর্থবোধে কোনও কষ্টকল্পনা করিতে হয় না । এই পাঠে হেতুর্থে পঞ্চমী প্রয়োগে অর্থবোধের সুস্পষ্টতা ঘটে । “সন্তোষক্লম্” ও “পরিচূর্ণক্লম্” এই দুই পদের অর্থ কেহ বা “সন্তোষ করিয়া” ও “পরিচূর্ণ করিয়া”—এইরূপ করিয়াছেন, আবার কেহ বা “সন্তোষ বিধান করিতেছেন” ও “সর্বতোভাবে চূর্ণ করিয়া বিলাস করিতেছেন”—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই দুইটি পদই নিমিত্তার্থে শত্ৰুপ্রত্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে । উভাদের প্রকৃত অর্থ এই যে, যিনি সমস্ত করিবার জন্য, পরিচূর্ণ করিবার জন্য পূর্ণরূপে অতীর্ণ হইয়াছেন । অগিচ “বজ্রাকুলে” এ পাঠও সমস্ত বলিয়া মনে হয় না । অঙ্ক শব্দে এখানে কোন সুসঙ্গত অর্থবোধ হয় না । অঙ্ক শব্দটি চূর্ণ করার অঙ্কুলার্থবোধক নহে । আমাদের মনে হয় ‘অঙ্ক’ই এখানে অসঙ্গত পাঠ ।

সূত্র পৃ: ২০ “আসন্ বর্ণাজ্জয়ো হস্ত গৃহতোহমুযুগং তনুঃ ।” ইত্যাদি
ভগবান্ প্রতিযুগে বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। অজ্ঞাত যুগে ইহার
শুভ্র রক্ত পীত এই তিন বর্ণ হইয়া থাকে, ইদানীং এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন ।

“কস্মিন্ কালে চ ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশৈর্নৃভিঃ ।” ইত্যাদি

রাজা পরিক্রিয় বলিলেন, কোন্ কালে ভগবান্ কি বর্ণ হইয়াছিলেন এবং কি
প্রকার জনগণ কি নামে বা কোন বিধিতে ভগবান্কে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা
এখন সম্যকরূপে কীর্তন করুন ।

“কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশবঃ ।” ইত্যাদি

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) নানাবিধ তত্ত্ববিধানে
ও নানাপ্রকার বিধি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ শুভ্রবর্ণ, চতুর্ভুজ,
অটিল, বহুলধারী, কৃষ্ণসায়ের উপবীত ও অক্ষধারী দণ্ডকমণ্ডলুগাণি হইয়াছিলেন।
তৎকালে মনুষ্যগণ শান্ত, বৈরশূন্য, সুহৃদ ও সকলের প্রতি সমভাব ছিলেন, শম (অন্ত-
রিত্তির জয়) এবং দম (বাহ্যেস্ত্রির জয়) সম্পন্ন হইয়া ভগবান্ দ্বারা ভগবানের সন্তোষ-
বিধান করিতেন।

“দ্বৈতাত্ম্যং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমৈখলঃ ।” ইত্যাদি

ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিমৈখলা-পরিবেষ্টিত, হিরণ্যকেশ, বেদাত্মা
এবং ফক ও ফব্ নামক যজ্ঞপাত্রযুক্ত ছিলেন। তখন মনুষ্যগণ বেদপরায়ণ ও বেদ-
বাদী হইয়া সর্বদেবময় দেবহরিকে ত্রয়ো-বিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যায় অর্চনা করিতেন।

“দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজামুধঃ ।” ইত্যাদি

দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতাবর, স্মীর অস্ত্রধারী, শ্রীকৃষ্ণাদি নিজ চিহ্নে চিহ্নিত
ছিলেন। তৎকালে মনুষ্যগণ পরমতত্ত্বের জ্ঞানার্থী হইয়া সেই মহারাজ-লক্ষণাবিত
ভগবান্কে বেদ ও তত্ত্ব মতে অর্চনা করিতেন। হে রাজন্ ! দ্বাপরযুগে এই প্রকারে
জগদীশ্বরকে উপাসকগণ নানাতত্ত্ব বিধানে শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং কলিযুগেও নানা-
তত্ত্ব বিধানে উপাসনা করিতে হইবে, সে বিধান বলিতেছি শ্রবণ করুন।

২১ “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিমাক্ষং সাদ্রোপাজ্জপার্বদং ।” ইত্যাদি

ইহার নামে ‘কৃষ্ণ’ এই দুই বর্ণ আছে, অথবা ইনি কৃষ্ণনাম কীর্তনকারী এবং
কীর্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত। ইনি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পারিষদ সহিত নিত্যযুক্ত।
সুসেবাগণ তাঁহাকে সর্বাঙ্গমবল যজ্ঞসমূহে অর্চনা করিয়া থাকেন।

সূ: পু: ২২ “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।”

অগিচ, এই সমস্ত (পূর্ব নির্দিষ্ট দেবগণ) আদিপুরুষ ভগবানের কেহ অংশ কেহ বা কলা । কিন্তু কৃষ্ণই সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্ । ভগবানের অংশকলা বরূপ দেবগণ প্রতিযোগে দৈত্যদানবাদি দ্বারা উৎপীড়িত জীবগণকে তিন্ন তিন্ন মূর্তিতে রক্ষা করিয়া থাকেন ।

২৩ “তমারাধ্য তথা শত্ৰুং গ্রহীষ্যামি বরং সদা ।” ইত্যাদি

আমি নিয়তকাল শত্ৰুকে আরাধনা করিয়া সেইরূপ বর লইব যে, “দ্বাপরাদি যুগে কলারূপে মহাযুদ্ধে অগ্নিয়া আপনি কলিত আগম দ্বারা অনগণকে হরিবিমুখ করুন ও আমাকেও গুপ্ত করিয়া রাখুন । বাহাতে উত্তরোত্তর সৃষ্টি হইতে থাকে ।” তাহা না হইলে হরিপরাধন হইয়া সকলেই মুক্ত হইবে, সংসারের সৃষ্টি লোপ পাইবে ।

“পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ চক্ষুতাম্ ।” ইত্যাদি

সাধুদিগের পরিভ্রাণ, পাপিদিগের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ।

“যদা যদা হি ধর্মশ্চ মানির্ভবতি ভারত ।” ইত্যাদি

হে ভারত ! যখন যখন ধর্মের মানি হইবে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হইবে, তখন তখন আমি অবতীর্ণ হইব ।

২৪ “সুবর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরাজ্চন্দনাক্ষদী ।” ইত্যাদি

ধাঁহার নামে কৃষ্ণ এই দুইটা সুবর্ণ আছে, ধাঁহার অঙ্গের বর্ণও সুবর্ণ সদৃশ ও সুন্দর । অথবা যিনি বেদবর্ণিত হিরণ্য বর্ণ ও চন্দনের অঙ্গ পরিহিত ; যিনি সন্ন্যাসকারী, সন্ন ও শান্ত গুণাবলম্বী এবং নিষ্ঠা ও শাস্তিপরাধন ।

“অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ ।” ইত্যাদি

এই দুই পংক্তি ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এই দুই পংক্তি এক শ্লোকের উপাদান নহে । প্রথম পংক্তির অর্থ—“আপনারা হইয়াছিলেন, হইয়াছিলেন, হইয়াছিলেন, ইহাতে আর সংশয় নাই ।” দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ—“কলিতে সর্কারিনার সঙ্গে আমি শতীসুত হইব অথবা শতীসুতরূপে অন্যগ্রহণ করিব ।” এই দুই পদের অর্থ ও অর্থ সঙ্গতি নষ্ট হয় না । ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ অর্থের অসঙ্গতি-দোষদুষ্ট শ্লোক থাকি সম্ভবপর নহে । মূদ্রিত পুস্তকের অর্থবাদকগণের কেহ কেহ অর্থবাদ করিয়াছেন—“কলিযুগে সর্কারিনার সঙ্গে শতীসুতরূপে আমি অন্যগ্রহণ করিব, অন্যগ্রহণ করিব, অন্যগ্রহণ করিব, তথ্যকো ন সন্দেহ নাই ।” এই অর্থবাদকে

দেখা উচিত ছিল যে প্রাক্কর্তব্যার্থক বিবাদিগণের ‘অনী’ ধাতুর উত্তরে ঈশ্বরপুরুষের বহুবচনে লঙ্ (হস্তনী, বী) কালে ধন্য প্রত্যয় হইরা থাকে । তাহাতে “অজারধন্য” পদ লিখ হয়, তন্নিম্ন অঙ্ক প্রকারে “অজারধন্য” পদ হয় না । উহার অর্থ—পুরাকালে আপনারা অগ্নিরাছিলেন, অগ্নিরাছিলেন, অগ্নিরাছিলেন ।

যদি “মুদ্রর ভবিষ্যতে (লূট, ভবিষ্যী, তী) আমি অন্নগ্রহণ করিব” এই অর্থে এই অনী ধাতুর প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় তবে উহার পদ হইবে—“অনিষ্যে” ।

মূল গ্রন্থে এই পংক্তিটি যে কল্পণে স্থান পাইল, ইহাই বিশ্বাসের বিষয় । শ্রীপাদ লোচনদাস সংস্কৃতভাষার পণ্ডিত ছিলেন । নচেৎ তিনি সংস্কৃত মূরারি-কড়চা বা জগন্নাথ-বল্লভ নাটকাদির পদ্ধতিবাদ করিতে পারিতেন কি ? তাঁহার গ্রন্থে এই অনর্থক অসঙ্গত পংক্তিযুগল একটি শ্লোকের আকারে কি প্রকারে স্থান পাইল তাহা বুঝা যায় না । সম্ভবতঃ ইহা কোন অঙ্ক লেখকের পণ্ডিতম্ভুতার উৎকট প্রাসমূলক প্রক্ষিপ্ততা অথবা অনভিজ্ঞ লিপিকরের অজ্ঞতাজনিত গুরুতর ভ্রম । এই ভ্রম সংঘটনের আরও একটি হেতু আছে বলিয়া আমাদের ধারণা হইতেছে । শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল গৌরহরির অবতরণ সম্বন্ধে কোন কোন ভক্তপণ্ডিত কোন কোন গ্রন্থের টীকার পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাবৃত্ত গ্রন্থের আনন্দী টীকার আরম্ভে একটী পৌরাণিক শ্লোক দেখিতে পাই, উহা নারদীয়পুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া লিখিত আছে । সে শ্লোকটি এই :—

“দিবজা ভূবিজারধন্য জারধন্য ভক্তকৃশিণঃ ।

কলৌ সর্কীর্জন্যরম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥”

অর্থাৎ হে দেবগণ তোমরা মর্ত্যধামে অন্নগ্রহণ কর, ভক্তরূপে অন্নগ্রহণ কর । আমি কলিতে সর্কীর্জন্যরম্ভে শচীর পুত্ররূপে অন্নগ্রহণ করিব । শ্রীভাগবতের আখ্যান অনুসারে জানা যায়, ব্রহ্মাদি দেবগণ পৃথিবীদেবীর চুঃখপ্রশমনের প্রার্থনার সদয় হইয়া কীরোদসাগরতটে গমন করিয়া কীরোদশারী নারায়ণের নিকট পৃথিবীর প্রার্থনা ক্রীড়ামি করেন । তখন নারায়ণ বলেন—দেবগণ তোমরা মর্ত্যে যাইয়া সাব্ধতবংশে অন্নগ্রহণ কর, পরে আমিও মথুরার আবির্ভূত হইব । এই শ্লোকটিরও উক্ত ঘটনার সঙ্গে এবং শ্রীভগবৎ-বাক্যের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য ও ঐক্য আছে । সম্ভবতঃ এই শ্লোকের “জারধন্য” “জারধন্য” পদ দুইটাই অনভিজ্ঞের অকারণ এবং অজ্ঞানজনিত কল্পনার বর্তমান উপহাসাম্পদ আকার ধারণ করিয়াছে । অগমতি বিস্তরণ ।

মধ্যখণ্ড পৃঃ ৪ “অপাগিপাদো জরনো গ্রহীতা” ইত্যাদি

যে পরমাত্মা হরি ব্রহ্মপদমুখ হইয়াও ধারণ ও গ্রহণ করিতে সক্ষম, লোচনেবিহীন

হইয়াও দর্শন করিতে পারণ, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করিতে তৎপর, তিনিই সকল বস্তু বা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন, তাহার আর কেহ বেত্তা নাই অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। সেই পরমাত্মাকেই তৎকাল ব্যক্তিগণ পূরণ পূরক বলিয়া থাকেন।

মধ্য পৃঃ ৫ “হরেনর্নাম হরেনর্নাম হরেনর্নামৈব কেবলাং ।” ইত্যাদি

কলিযুগে একমাত্র হরিনামেই জীব মুক্ত হয়, কলিতে জীবের অস্ত্র গতি বা উপায় নাই, ইহা দৃঢ়নিশ্চয়। এই কথা স্মৃঢ় করিবার জন্যই “হরেনর্নাম” এবং “নাস্ত্যেব” অর্থাৎ “নিশ্চয়ই নাই” এই কথা তিনবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা সত্যে সমাধি, ত্রেতায যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা, এই তিনটাই, কলিতে উপকরণ-অভাবে অসম্ভব, সুতরাং ঐ তিনের কার্য এই একমাত্র হরিনামেই হইবে। তিনের কার্য জীবের মোক্ষসাধন করিতে হরিনামই সক্ষম, এই অস্ত্র দুইটি কথাই তিনবার করিয়া উচ্চারণ করা হইয়াছে।

৬ “মীনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুঙ্ মেঘোহপি পর্ণাশনঃ” ইত্যাদি

মৎস্ত চিরদিন জলে থাকে সুতরাং নিত্যস্নানী, সর্প পবন-ভক্ষক, মেঘ পত্র-ভক্ষক, কলুর বলাদ নিত্য ভ্রমণশীল, মৎস্ত-গ্রহণার্থ বক সততই ধ্যান-মগ্ন (অস্থির), সুবিক-নিত্যই গর্ভস্থারী এবং সিংহ বনবাসী; ইহাদের এই সকল আচরণকে কি তপস্তা বলিতে হইবে? অর্থাৎ ভাবশক্তি ব্যক্তিরেকে কিছুতেই ফললাভ হইতে পারে না।

“আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং” ইত্যাদি

যিনি হরি-আরাধনা করিয়াছেন তাহার তপস্তার প্রয়োজন নাই, যিনি হরির আরাধনা করেন নাই তাহারও তপস্তার প্রয়োজন নাই। যাহার কি অন্তর কি বাহ্য সর্বত্রই হরি বর্তমান তাহার তপস্তার প্রয়োজন নাই, যাহার অন্তর বাহ্য কোথাও হরি বর্তমান নহেন তাহারও তপস্তার প্রয়োজন নাই।

১১ “রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাশ্বনি ।” ইত্যাদি

সত্যানন্দ ও চিদাশ্ব-স্বরূপ পরমাত্মার যোগিগণ রমণ বা বিহার করেন, এই অস্ত্রই “রাম” এই পদে পরমব্রহ্মকে অভিহিত করিয়া থাকে।

১৭ “রাজং কিরীটমগিদীধিতিদীপিতাশং” ইত্যাদি

যাহার দীপ্তিশীল কিরীটস্থিত মণির কিরণে দিক্ সকল আলোকিত এবং যাহার দুই কর্ণে দুইটি উজ্জল স্বর্ণ কুন্তল দোহল্যমান একত্র বোধ হইতেছে যেন ঐ কুন্তল দুইটি উদয়শীল বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের সদৃশ, সেই কুন্তলধারী নিকলক চন্দ্রবদন ত্রিজগৎ-পুত্র জীৱাত্মকে আমি নিরত ভজনা করি।

মধ্য পৃঃ ১৭ “উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাজ্জ” ইত্যাদি

ধাঁহাৰ লোচনযুগল উদীয়মান মরীচিমালীৰ মরীচিমালীয়া স্বন্দর প্রস্তুতিত কমলেন্স
ভাৰ, ওষ্ঠদেশ স্বপক বিষ (তেলাকুঁচো) ফলেন্স মত, নাসিকা মনোহর এবং হাতও যেন
চক্ৰকিরণের বিজ্ঞতা, সেই ত্রিজগৎগুরু শ্রীৰামচন্দ্রকে আমি সতত ভজননা করি।

১. “ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাধ্যং ধর্ম উদ্ধব।” ইত্যাদি

হে উদ্ধব ! আমার প্রতি বর্জিত ভক্তিযোগ যেমন আমাকে সাধন করিতে পারে,
কি যোগ, কি সাধ্যা-প্রতিপাদিত ধর্ম, কি স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), কি তপস্বী এবং কি
জ্ঞান, এই সকলের মধ্যে একটীও আমাকে তেমন রূপে সাধন করিতে পারে না।

৩৪ “কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।” ইত্যাদি

আহা ! কোথায় আমি হুর্ভাগ্য নীচ ও অত্যন্ত পাপাত্মা দরিদ্র, আর কোথায়
সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ ! উভয়ের এই বাক্যব সম্বন্ধ অতীব দুর্ঘট। আমি অযোগ্য
ব্রাহ্মণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দুই হস্তে বেটনপূরক আলিঙ্গন করিলেন।

৭৮ “ধৈর্য্যং যন্ত পিতা ক্রমা চ জননী শান্তিস্চিরং গেহেনী”

সখে ! বল দেখি যোগীর আবার ভয় কোথা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ?
কারণ তাঁহার অনেকগুলি কুটুম্ব সহায় আছে এবং সম্পত্তিও যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রথমত
দেখ, ধৈর্য্য ধাঁহার পিতা, ক্রমা ধাঁহার জননী, শান্তি ধাঁহার চির-গৃহিণী, সত্য ধাঁহার
পুত্র, দয়া ধাঁহার গৃহিণী এবং মনঃসংযম ধাঁহার ভ্রাতা। এই ত গেল কুটুম্বের কথা,
আবার সম্পত্তিও তাঁহার যথেষ্ট আছে। কারণ ভূমিতল ধাঁহার শয্যা, দশদিক ধাঁহার
বলন এবং জ্ঞানরূপ অমৃত (সুধা) ধাঁহার ভোজ্যবস্ত্র, তাহার আবার ভয় কোথায় ?



পরিশিষ্ট । (খ)

[ঠাকুর লোচনদাসের পদাবলী]

শ্রীগৌরাকাবতার ।

শ্রীরাগ ।

অবতার সার, গৌরা অবতার, কেন না চিনিলি তারে ।
করি নীরে বাস, গেল না তিরাস, আপন করম করে ॥
কণ্টকের তরু, সেবিলি সদাই, অমৃতফলের আশে ।
প্রেমকল্পতরু, গৌরাক আমার, তাঁহায়ে ভাবিলি বিধে ॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট ।
ইক্ষুদণ্ড বলি, কাঠ চুইলি, কেমনে লাগিবে মিঠ ॥
হার বলিয়া, গলার পরিলি, শমন-কিঙ্কর-সাপ ।
শীতল বলিয়া, আগুনি পোহালি, পাটলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি, গৌরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা ।
ইহ পরকাল, উভয় খোয়ালি, পাইলি লোচন মাথা ॥ ১ ॥

শ্রীরাগ ।

কে বাবে কে বাবে তাই ভবিলু পার । খন্ত কলিযুগের চৈতন্ত অবতার ॥
আমার গৌরাক্ষের বাটে আদান খেদার । জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয় ॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীশঙ্কর কাঙারী । সংকীৰ্ত্তন কেরোরাল দুবাহু পসারি ॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে । পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে ॥ ২ ॥

বাল্যলীলা ।

বিভাস বা তুড়ী ।

হের দেখিয়া, নরান ভয়িয়া, কি আর পুছসি আনে
নদীয়া-নগরে, শচীর মন্দিরে, টাঁদের উন্নয় দিনে ॥
কিহুে জ্ঞানবাণ, কবিল-কাকন, রূপের নিছনি গৌরা ।
শচীর উন্নয়, জলদে নিকসিল, হির বিজুয়ী পারা ॥

কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি বিশি সম্মোহে ।
 নয়ান-ভ্রমর, প্রতি-মরোরুহে, ধার মকরজ্য গোতে ॥
 আঁজাগুলবিত, ছুর স্ববলিত, নাতি হেম-মরোবর ।
 কটি করি-অগ্নি, উরু হেমগিতি, এ লোচন মনোহর ॥ ৩ ॥

বিভাস-দশকুসি ।

দেখ দেখ আসি, যত নৈদাবাসী, আমার গৌরাজ্ঞানে ।
 বিহানে উঠিয়া, অঞ্চলে ধরিয়া, ননী দে বলিয়া কঁাদে ॥
 নহি গোয়ালিনী, কোথা পাব ননী, একি বিষম হৈল ঘোরে ।
 শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে, সেই যে আমার মরে ॥
 একি অদভূত, অতি বিপরীত, আমার গৌরাজ্ঞান ।
 আজিনার দাঁড়াঞা, জিভল হইয়া, মধুর মুরলী বায় ॥
 আর একদিনে, খেলে শিশুসনে, নয়নে গলয়ে লোর ।
 করয়ে লোচনে, শচীর ভবনে, বাসনা পূরল মোর ॥ ৪ ॥

রূপ ।

রামকেলি ।

আমার গৌরাজ্ঞানুর । (কিবা) ॥ ৫ ॥

ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাজা রাজা পাড় দিয়েছে, চরণ উপর তুলি বাইছে কোচা ।
 বাঁকমল লোণার নুপুর, বাঁজাইছে মধুর মধুর, রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা ॥
 দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তার দিয়াছে টাপাফুল, কুল-মালতীর মালা বেড়া খুটা ।
 চন্দল মাথা গোরা গার, বাহু দোলাঞা চলে বার, লগাট উপর ভুবনমোহন-কোঁটা ॥
 মধুর মধুর কর কথা, শ্রবণ-মনের ঘুচার ব্যাধা, তাঁদে যেন উগারয়ে সুধা ।
 বাহর হেলন দোলন দেখি, করীর শুণ্ড কিসে লেখি, নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা ॥
 এমন কেউ ব্যথিত থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে, নয়ান ভৈরে দেখি রূপখানি ।
 লোচন দাসে বলে কেনে, নয়ান দিলি উহার পানে, কুল মজালি আপনা আপনি ॥ ৬ ॥

তুড়ী বা মায়ুর ।

বিনোদ ফুলের, বিনোদ মালা, বিনোদ গলে দোলে ।
 কোন বিনোদিনী, পাখিল মালা, বিনোদ বিনোদ ফুলে ॥ ৭ ॥

বিনোদ কেশ, বিনোদ বেশ, বিনোদ বরণখানি ।
 বিনোদ মালা, পলায় আলা, বিনোদ দোলনি ॥
 বিনোদ বন্ধন, বিনোদ চিকুর, বিনোদ মালায় বেড়া ।
 বিনোদ নয়ানে, বিনোদ চাহনি, বিনোদ আখির তাঁরা ॥
 বিনোদ বুক, বিনোদ মুখ, বিনোদ শোভা করে ।
 বিনোদ নগরে, বিনোদ নাগর, বিনোদ বিহরে ॥
 বিনোদ বলন, বিনোদ চলন, বিনোদ সজ্জিয়া সঙ্গে ।
 লোচন বলে, বিনোদিনির, বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥ ৬ ॥

যথারাগ।

সই গো, গোরাক্ষণ অমৃত-পাথর । ডুবিল তরুণীর মন না জানে সঁতার ॥
 সখি রে, কিবা ব্রত কৈল বিফলপ্রিয়া । অগাধ অঞ্চল তার চিরা ॥
 সেই রূপ হেরি হেরি কাদে । কোন্‌ বিধি গড়ল গো হেন গৌরাট্টাদে ॥
 গোরাক্ষণ পাঁসরা না যায় । গৌরা বিহু আন নাহি তার ॥
 দিবা নিশি আর নাহি ক্ষুরে । লোচনদাসের মন দিবানিশি সুরে ॥ ৭ ॥

বিহাগড়া।

আলো সই নাগরে দেখিয়া বাসরঘরে ।
 মন উচাটন, গ্রাণ ছন্থন, চিত্ত যে কেমন করে ॥ ১ ॥
 গৌরাট্টাদেয়, অঙ্গেতে হলুদ, দিতে সই গিরিচ্ছিন্ন ।
 সে রূপের আগে, হলুদ মলিন, রূপেরে ঝরিয়া ময় ॥
 ময় ময়, ময় গো সখি, হেরিয়া গোরাক্ষ-রূপে ।
 সাধ হয় হেন, কনে হই পুনঃ, এ বরে দি সব স্ত্রীপে ॥
 অঙ্গের সৌরভে, আকুল করিল, কি তার পুণ্যের জোর ।
 জনম সকল, হইবে যখন, নাগর করিবে কোর ॥
 আখির ভজিয়া, দিতে নারি সীমা, কেমন কেমন বীকা ।
 পীরিত্তি ছানিয়া, কে খুইল তাতে, চাহনি পীরিত্তি-মাখা ॥
 ত্রিলোচন বলে, আলো দিদি শুন, হিয়াটা কর লো দড় ।
 পরের নাগরে, পরাণ স্ত্রীপিলে, কলঙ্ক হইবে বড় ॥ ৮ ॥

কামোদ ।

মনমথ কোটি কোটি, জিনিয়া গৌরাজ-তরু, সর্ব্ব অঙ্গে লাভণ্য অপার ।
অবিরত বদনে কি, অগতহ নিরবধি, নিরুপম নটন সঞ্চার ॥

মধুর গৌরাজ-রূপ বুঝিয়া প্রাণ কাঁদে ।

নব গোয়ালচনা কান্তি, ধূল্য লোটার গো, নি ভিতলে পূর্ণিয়ার চাঁদে ॥ ৫ ॥
আজুললম্বিত গোরার, সুবাহ যুগল গো, উত করি রহে ক্ষণে ক্ষণে ।
ডগমগ অরুণ, কমল জিনি আঁখি গো, কেন সদা রাধা রাধা ভণে ॥
সোণার বরণ খানি, শোণকুমুম জিনি, কেন বা কাঁজর সম ভেল ।
কহয়ে লোচনদাস, না বুঝি গৌরাজ-রতি, রহি গেল হৃদিমাঝে শেল ॥ ৯ ॥

যথারাগ ।

কিবা সে লাভণ্য রূপ বরসে উত্থান । চাহিতে গৌরাজ পানে শিহলে নয়ান ॥
প্রতি অঙ্ক নিরুপম কি দিব তুলনা । হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে ধোঁটনা ॥
কেশের লাভণ্য দেখে না রহে পরাণ । তুর-খজুর কামের উন্নত নানা বান্ ॥
লোল দীঘল আঁখি যার পানে চায় । না দিয়ে নিছনি কুল কেবা ঘরে যায় ॥
জলের ভিতর ডুবি তবু দেখি গোর । জিতুবনময় গোর চাঁদ হৈল পান্না ॥
চিতের আকৃতি যদি মুদি ছুটি আঁখি । হিয়ার মাঝারে তবু গোররূপ দেখি ॥
করিত্তও জিনি কিরে বাহর হেলা দোলা । হিয়ার দোলনে দোলে মালতীর মালা ॥
মনে করি নৈদে যুড়ি এ বুক বিছাই । তাহার উপরে আসি গৌরাজ নাচাই ॥
মনে করি নৈদে যুড়ি হোক মোর হিয়া । বেড়ান গৌরাজ তাতে পদ পসারিয়া ॥
বলুক বলুক সকল লোকে গোর-কলঙ্কিনী । যিক্ যারা কুল রাখে কুলের কামিনী ॥
নদীমানগরে গোরচাঁদ চলে যায় । চঞ্চল নয়ন করি ছই দিকে চায় ॥
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি । গোরমুখ-পদ্মমধু পিউ মাতি মাতি ।
পদ্মমধু পানে তাদের দেখিয়া উল্লাস । গোরগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ১০ ॥

যথারাগ ।

এ হেন সুন্দর গোর, কোথা বা আছিল গো, কে আনিল নদীমানগরে ।
নিরখিতে গোরারূপ, হৃদয়ে পশিল গো, তত্ৰ কাঁপে পুলকের ভরে ॥
ভাবের আবেশে ওলা, এলায়ে পড়েছে 'গে', প্রেমে ছলছল ছুটি আঁখি ।
দেখিতে দেখিতে আমার, হেন মনে হয় গো, পরাণ-পুতলি করি রাখি ॥

বিধি কি আনন্দ নিধি, মধি নিরমিল গো, কিবা সে গড়িল কারিকরে ।
 পীরিতি কুঁদের কুঁদে, উহারে কুঁদিল গো, (উহার) নয়ান কুঁদিল কামণরে ॥
 গোবুল-নেটোর কাণ, বক্সিম আছিল গো, কালিয়ে কুটিল বার হিরা ।
 রাখার পীরিতি উহার, সমান করেছে গো, সেই এই বিহরে নদীয়া ॥
 মনের মরম কথা, কাহারে কহিব গো, চিত্র যেন চুরি কৈল চোরে ।
 লোচন পিন্নাসে মরে, ও রূপ দেখিয়া গো, বিধাতা বঞ্চিত ভেল ঘোরে ॥ ১১ ॥

যথারাগ ।

শারদচন্দ্রিকা স্বর্ণ, ধিক চম্পকের বর্ণ, শোণ-কুম্ভম গোরোচনা ।
 হরিতালু সে কোন্ ছার, বিকার সে যুক্তিকার, সে কি গোরাক্ষপের তুলনা ॥
 ধিক্ চন্দ্রকান্তমণি, তার বর্ণ কিসে গনি, ফনি-মণি সৌদামিনী আর ।
 ও সব প্রাপকরূপ, অপ্রাপক-রসভূপ, তুলনা কি দিব আমি তার ॥
 যত দেখ বর্ণন, অহুসারে উদ্দিগন, গোররূপ বর্ণন কে করে ।
 জান না যে সেই গোরা, ধরাক্ষপে অজ্ঞতরা, দরশে দৈরজ দূর করে ॥
 শুন ওগো প্রাণ সই, জগতে তুলনা কই, তবে সে তুলনা দিব কিসে ।
 জগতে তুলনা নাই, যার তুলনা তাঁর ঠাই, অমিয়া মিশাব কেন বিধে ॥
 কেবা তার গুণ গায়, গুণের কে ওর পায়, কেবা করে রূপ নিরূপণ ।
 রূপ নিরূপিতে নারে, গুণ কে কহিতে পারে, ভাবিয়া বাউল হৈল মন ॥
 পক্ষী যেন আকাশের, কিছুই না পায় টের, যতদূর শক্তি উড়ি যায় ।
 সেইরূপ গোরাক্ষের, রূপের না পায় টের, অহুসারে এ লোচন পায় ॥ ১২ ॥

নদীয়া-নাগরীর পদ ।

নাটিকা ।

নদীয়া-নাগরী, সারি সারি সারি, চলিলা পক্ষার ঘাটে ।
 হেন রূপছটা, যেন বিধুছটা, গগন ছাড়িয়া বাটে ॥
 শচীর নন্দন, করয়ে নর্ত্তন, সঙ্গে পারিষদ লঞা ।
 দেখিবার তরে, সুরধুনী-ভীরে, আইলা আকুল হৈয়া ॥
 কারু, গলিত অম্বর, তাহা না সধর, কাহার গলিত বেণী ।
 যেন, চিত্রের পুতলি, রহে সবে মেলি, দেখে গোরা-গুণমণি ॥

ও রূপ-রাজী, তেজিয়া নাগরী, সুবাই বিজোর হৈরা ।
 অল-পুত্রিকল, হুয়া চক্কেল, পড়িতে চাহে উড়িয়া ॥
 কেহো ভাবতরে, গুড়ে কাক কোরে, নরানে বহরে ধারা ॥
 কাহার গুলক, ক্রমে পুরতেক, কেহ ব্রহ্মিতপারা ॥
 লোচন কহরে, গেল কুল তরে, হাজের মাথার বাহুর ।
 ধৈর্যবধি আমি, হুজুল বিনাশি, নাচে গোরা-নটরাজ ॥ ১৩৫ ॥

পারিতোষ ।

গৌরান-করুণে, নয়ন মজিল, কিবা সে করিব সার ।
 রূপকের ডালি, মাথার ধরিয়া, যরে না রহিব আর ॥
 সেই একে সে করিব কি ।
 গৌরানচাঁদের, লিহনি লইয়া, গৃহে সমাধান নি ॥
 গৃহবর্ষ বত, হইল বেকত, গোরা বিনা নাহি আনি ।
 আনরে যেকিয়া, তরনে তুলিয়া, গৌরান বলি যে আমি ॥
 গুহির মজিতে, গুহিয়া থাকিতে, গৌরান আগরে মনে ।
 আলি ফরাতি, আণ গৌরহরি, পড়িরে ফেলাঞা ক্রমে ॥
 আরারে লইরে, করে উরপরে, বদনে বদন দিয়া ।
 জারেনে গৌরান, অগা উপারয়ে, প্রতি অঙ্গে গড়ে বাইঞা ।
 গৌরান-রঞ্জন, করিরে যতন, মোড়াঞা লইব কোলে ।
 তিনাঞি দিয়া, সকলি জাগর, এ দ্যাস লোচন বলে ॥ ১৩৬ ॥

কামোদ ।

তন তন গই, আর কিছ কই, গৌরান নাহব নয় ।
 জুবন মাঝারে, শটীর কুঝারে, উপমা কিসে বা হয় ॥
 ছাড়িতে না পারি, যে অবধি হেরি, গৌরান-বদনচাঁদ ।
 সে রূপসারয়ে, নয়ান ডুবিল, লাগিল পীরিতি-কাঁদ ॥
 বাটে বাটে বাই, হেরি গো সদাই, কনক-কেশর গোরা ।
 কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড়া ॥
 থাকি শুধু মাঝে, হেরি গো নয়নে, ইয়ান পড়িছে মনে ।
 নিবারণিতে চাই, নাহি নিবারণ, বিকল্প করিল এণে ॥

গৌরাজ-চাঁদের, নিছনি লইয়া, সকলি ছাড়িয়া দিব ।
লোচনের মনে, হর রাস্তি দিনে, হিরার মাঝারে খোব । ১৫ ॥

কামোদ ।

হিরার মাঝারে, গৌরাজ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব ।
মনের সাথে, ও মুখচাঁদে, নরমৈ নরমৈ খোব ॥
তনেছি পূরবে, গোফুলনগরে, নন্দের মন্দিরে যে ।
নবদীপ আসি, হৈলা পরকাশি, শচীর মন্দিরে সে ॥
লোচনের বাণী, শুন গো সজনি, কি আর বলিব ভেতরে ।
হেরিয়া বদন, কুলে গেল মন, পাসরিতে নারি তীরে ॥ ১৬ ॥

কামোদ ।

গৌরাজবদনে, হরিল চেতনে, বড় পরমান দেখি ।
পাসরিতে চাই, পাসরা না যায়, উপায় বলগো সখি ॥
গোরা পশিল হিরার মাথে ।
নদীরা-নাগরী, হইল পাগলী, বুঝিল আপন কাচক ॥
যখন দেখিলু, গৌরাজচরণ, তখনি হরিল মন ।
কুলবতী সতী, যুবতী যে জন, তাহে নিজ পতিধন ॥
না জানি ধরমে, কি জানি করমে, কহিতে বাসি হেলাক ।
লোচনদাসের, মন বেয়াফুল, এবে সে বুঝিল কাঁক ॥ ১৭ ॥

ত্রিরাগ ।

আর শুনেছ আলো সই গোরা-ভাবের কথা ।
কোণের ভিতর কুলবধু কানে আফুল তথা ॥
হলুদ বাটিতে গোরা বসিল যতনে ।
হলুদ-বরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে ॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন-প্রাণ টানে ।
ছন্দনানি মনে লো সই ছট্‌কটানি প্রাণে ॥
কিসের রাখন কিসের বাড়ল কিসের হলুদ-বাঁটা ।
আখির জলে বুক ভিজিল ভেসে খেল পাটা ॥

উঠিল গৌরাক্তার সম্বন্ধিতে নারে ।
লোহেতে ভিজিল বাটল গেল ছারেখারে ॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর ।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥ ১৮ ॥

যথার্নগ ।

(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝোরে শুণে মন ভোর ।
প্রতি অঙ্গ লাগি কঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিরার পরশ লাগি হিরা মোর কঁদে ।
পরান-পুতলী মোর হিরা নাহি বাঁধে ॥
আমি কেন হুঁসখনী গেলাম । (গেলাম । গেলাম !!)
কেন গৌররূপে নয়ন দিলার ॥
আমি কেনই চাহিলাম গৌরপানে ।
(গৌর) আমার হান্ধলে ছুটী নয়ন-বাণে ॥
আমার নয়ন বোলে ও-রূপ দেখে আসি ।
আমার মন বলে তার হৈগা দাসী ॥
করে নয়ন-পথে আনাগোনা ।
আমার পাঁজর কেটে করল থানা ॥
গৌররূপ-সাগরের লিছল বাটে ।
আমার মন গিরা তার পড়ল ছুটে ॥
এক গৌররূপ তার পীরিত মাথা ।
(তাতে আবার) দৈব হালি নয়ন বাকী ॥
(গৌরের) বস রূপ তত বেশ ।
ও ! সে ! ভাজিতে পাঁজর শেষ ॥
(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝোরে ।
শুণে মনোভোর করে ॥
(গৌররূপ) ভিল আধ পাগলিতে আরি ।
কি ধনে (গৌরাক্ত-রূপ) হিরার মাঠে ধরি ॥
এ বুক চিরিয়া রাখি পরাণেরই সন্নিবিষ্ট ।
মনে হোলে বাহির কোরে দেখি মুগ্ধতা ॥

গৌররূপ হেরি সবার অন্তর উল্লাস ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ১২ ॥

যথারাগ ।

উষাকালে, সখী মিলে, জল ভরিতে যার ।
সজে সখী, পথে দেখা, হলো গোরারার ॥
মরমে মরি, কলসি ভরি, তুলে নিলাম কাঁখে ।
থাকিত পারা, চোউর হারা, ঝুঁ দাঁড়ারে দেখে ॥
ওবা কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই ।
কোন বিধি, রসের নিধি, কৈল এক ঠাই ॥
যুগ্মভুরু, কামের গুরু, ছাড়ছে ফুলের বাণ ।
কেমন কালি, ধরে তুলি, করেছে নির্মাণ ॥
আঁখির তল, নিরমল, নীল-কমলের দল ।
অরুণতা, দুটি পাতা, করছে ছলছল ॥
তিল ফুল, কিসে তুল, এমনি নাসার শোভা ।
কুঁদে কাটি, পরিপাটি, কিবা দস্তুর আভা ॥
হিন্দুল ভালে, হরিভালে, নবনী দিল ভেঁজে ।
কাঁচা সোণা, টানধানা, রসানু দিল মেজে ॥
আলতা তুলি, দুখে গুলি, কর দিয়েছে ছেনে ।
টানকে আনি, ছানি ছানি, তার বসালে জেনে ॥
গলে হার, শোভে তার, কিবা বাহর ভাতি ।
গগন হ'তে, জল তুলিতে, নাম্নো সোণার হাঁতী ॥
কটি আঁটি, পরিপাটি, ধবল-বসন সাজে ।
স্বলিত, সুবনজিত, পায়ে হুপুর বাজে ॥
রূপের নাগর, রসের সাগর, উদয় হলো এসে ।
নাগরী-লোচনের মন, তাইতে গেলো ভেসে ॥ ২০ ॥

যথারাগ ।

শচীর গোরা, কামের কোড়া, দেখলাম ঘাটের কূলে ।
চাঁচর চুলে, বেড়িয়া ভালে, নব-মালতীর দালে ॥

কাঁচা লোণা, লাগে দুগা, রূপের তুলনা দিতে ।

(এমন) চিতচোরা, মনোহরা, নাইকো অবনীতে ॥

কি আর বলিছ গো সুই (তোমার) বুঝাব কি ।

(ছাদে) জানে যেতে, সখীর সাথে, গৌর দেখেছি ॥

(সে) রূপ দেখি, ছুটি আঁখি, কিরাইতে নারি ।

পুনঃ তারে, দেখবার তরে, কতো সাধ করি ॥

কি আর কহিব গো সুই, তুমি ত আঁই ভাল ।

আমার মরমের কথা মরমেই রহিল ॥

আগিতে যুমা'তে সদা গৌর আগে মনে ।

লোচন বলে যে দেখেছে, সেই সে উহা জানে ॥ ২১ ॥

যথারাগ ।

এক নাপরী, বলে নিদি, নাইতে যখন ঘাই ।

ঘোমটা খুলে, বদন তুলে, দেখে ছিলাম তাই ॥

রূপ দেখে, চমকে উঠে, বরকে এলাম ধরে ।

ছুটি নয়ন, বাঁধা রইল, গৌরপানে চেয়ে ॥

গা ধরধর, করে আমার, অঙ্গ সকল কাঁপে ।

নাসার নোলক, বলক দিয়ে, মনের ভিতর কাঁপে ॥

অলের ঘাট, আলো করেছে, গৌর-অঙ্গের ছটা ।

রূপ দেখিতে, হৃড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘটা ॥

সাধ কৈরে, দেখতে গেলাম, এমন কেবা জানে ।

অহুরাগের, তুরি দিয়ে, আঁপকে ধৈরে টানে ॥

উছু উছু, করে প্রাণ, রইতে নারি ঘরে ।

গৌরটানকে, না দেখিলে, প্রাণ সে কেমন করে ॥

চাটিলে নয়ন, বাঁধা রবে, মনচোরা তার রূপ ।

হাত বয়ান, বাঁকা নয়ান, এই না রসের কূপ ॥

চাইলে মেনে, মরবি কেনি, কুল সে রবে নাই ।

কুলখিল, রাখবি যদি, থাকি'য়া কিয়ল ঠাই ॥

কুল খৌড়রাবি, বাঁড়ি'রি হবি, লাগবে রসের ডেউ ।

লোচন বলে, রাসক হলে, বুঝতে পারে কেত ॥ ২২ ॥

যথারিগ ।

গোরাক্লপ, রসের ক্লপ, সহজেই এত ।
 করে কলা, রসের ছাঁদা, তবে হয় কত ॥
 যদি বাঁধে, বিনোদ ছাঁদে, চাঁচর চিকণ চুল ।
 তবে সতী, ক্লগবতী, রাখতে নায়ে ক্লগ ॥
 যারে দেখে, নয়নে বাঁকে, তার কি রহে মন ।
 যদি যাচে, তবে কি বাঁচে, রসবতীর প্রাণ ॥
 গলায় মালা, বাহু দোলা, দিয়ে চলে যায় ।
 কামের রতি, ছাড়ি পতি, ভাঙে গোরার পায় ॥
 বুক ভরা, গোরী মোরা, দেখলে ভরে বুক ।
 কোলে হেন, করি বেন, স্নেহের উপর স্নেহ ॥
 হাসির ধারা, স্নেহাধারা, স্নাতক করা প্রাণ ।
 রসবশ, (সর্বশ) সরবস, সাধের স্বরূপখান ॥
 শুন প্রাণ-প্রিয় সখি, কি কহিবো আর ।
 লোচন বলে, এবার আমি, গোরী করেছি সার ॥ ২৩ ॥

যথারিগ ।

গোর-রতন, করে রতন, রাখব হিরার মাঝে ।
 গোর-বরণ, ভূষণ পরবো, যেখানে যেমন সাজে ॥
 গোর-বরণ, ক্ললের কাঁপায়, লোটন বাঁধবো চুলে ।
 গোর বৈলে, গোরব কৈরে, পথে যাব চলে ॥
 গোর-বরণ, গোরোচনার, গোর লিখবো পায় ।
 গোর বৈলে, রূপ-যৌবন, সমর্পিবো পায় ॥
 ক্ললের মূল, উপাড়িয়ে, ভাসাব গঙ্গার জলে ।
 লাজের স্নেহ, আশুন দিয়ে, বেড়াবো গোরী বলে ॥
 গোরটাদ, রসের কাঁদ, পেতেছে যেরে যেরে ।
 সতী পতি ছাড়ি দেহ দিয়ে সাধ করে ॥
 (তোমরা) কিছুই বলো, ক্লগ-সাগরে, সর্বলি গেল জেসে ।
 লোচন বলে, ক্লত্বলে, দেখে বৈসে বৈসে ॥ ২৪ ॥

যথারাগ ।

নয়নে নয়ন দিয়ে, কি গুণ করিল প্রিয়ে ॥
 (ওষা-রাগ গুণীয় শিরোমণি ॥ ঞ্জ ॥)
 দুটা আঁখি, ছলছলায়ে, এক নাগরী বলে ।
 গৌর লেহের, কিবা আনি, রসে অজ ঢলে ॥
 অনেক দিনের, সাধ ছিল মোর, অধর-রস পীতে ।
 মনের দুঃখে, ভাবনা ক'রে, স্তরেছিলাম রেতে ॥
 বখন আমি, মাঝ নিশিতে, ঘুমে হয়েছি ভোরা ।
 তখন আমি, দেখছি যেন, বৃকের উপর গোরা ॥
 নবকিশোর, গা-খানি তার, কাঁচা-ননী হেন ।
 ভুলতায়, বেঁধে কথা কয়, ছেড়ে দিব কেন ॥
 হেন মতে, মন ডুবিয়ে, ঠেকলাম স্বপ্নের দুখে ।
 বদন ঢলে, অধর-রস, পড়লো আমার মুখে ॥
 অধর-রস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো ।
 বিলাসান্তে, সময় মতে, নিশি পোহাইলো ॥
 হায় হায় হায় বাল, উঠলাম চমকিয়ে ।
 হায় রে বিধি, রসের নিধি, নিলি কেন দিয়ে ॥
 প্রাণ ছন্থন্থ, করে আমার, মন ছন্থন্থ করে ।
 আধ-কপালে, মাথার বিষে, রৈতে নারি ঘরে ॥
 লোচন বলে, কাঁদছি কুনে, ঢোক আপনার ঘর ।
 হিয়ার মাঝে, গোরাচাঁদে, মন ডুবিয়ে ধর ॥ ২৫ ॥

যথারাগ ।

হেঁই গো, হেঁই গো, গোরা কেনে, না যায় পাসরা ।
 গোরা-রূপে, মন মজিলো, বাউল হৈল পারা ॥
 নয়নে লাগিল গোরা, কি করিব সই ।
 গুণত কথা, ব্যক্ত হলো, দিন ছুই চার বৈ ॥
 শয়নে স্বপনে গোরা, হিয়ার উপরে ।
 নিজ পতি, কোরে থাকি, কি আর বলা মোরে ॥

তৈল খুঁরি, লৈয়া যদি, সিনান্ বায়ে যাই ।
 গোরাক্ষপ, মনে পড়ে, পড়ি সেই ঠাই ॥
 গা ধরধর, অঙ্গ কাঁপে, কিছু বলতে নারি ॥
 নিশি দিশি, হিম্মর আগে, কি বলবো তা ব'নে ।
 লোচন বলে, বল গো কেনে, পা গ্যালো পিছলে ॥ ২৬ ॥

যথারাগ ।

এক নাগরী, হেসে বলে, শুনগো মরম সই ।
 মরম্ জানিস্, রাসিক বটিস্, তেঁই-সে তোরে কই ॥
 তো বিনে গো, রসের কথা, কইবো কার ঠাই ।
 এমন রসের, মাছব মোরা, কভু দেখি নাই ॥
 কিবা অলদ, বলক মতি, নাশার নোলক দোলে ।
 স্থির হৈতে, নারি গোরার, হাসির হিল্লোলে ॥
 হঠাৎকারে, দেখতে গেলাম, এমন কে তা জানে ।
 অহুরাগের, ডুরি দিয়ে, মনকে ধরে টানে ॥
 অঙ্গঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যায় ।
 গোরাক্ষপের, ঠমক দেখে, চমক লাগে গায় ॥
 গা ধরধর, করে মোর, অঙ্গ সকল কাঁপে ।
 নাসার নোলক, রূপের ছটা, হিম্মর মাঝে কাঁপে ॥
 আড়-নয়নে, ঘোমটা দিয়ে, দেখেছিলাম চেয়ে ।
 রসের নেটো. নেচে যায়, নদের বাজার দিয়ে ॥
 তোরা খুব্-খুব্, রসে ডুব্-ডুব্, রস-কাজলি মোরা ।
 রসের ডালি, রসে পেলি, নবকিশোর গোরা ॥
 আর এক, নাগরী বলে, এদেশে না রবো ।
 রসের মালা, গলায় দিয়ে, দেশান্তরি হবো ॥
 এদেশেতে কপাট দিলে, সে দেশ তো পাই ।
 বাহির গায়ে কাম নাই, (চল) জিতর গায়ে যাই ॥
 সাপের মণি, বান্ কসিলে, হারাই যদি মণি ।
 মণি হারাইলে তবে, না বাঁচিয়ে কণী ॥

যতন করে, রতন রাখা, বাহির করা নয় ।
 প্রাণের ধনকে, বাঁধ করিলে, চৌকি দিতে হয় ॥
 লোচন বলে, তাঁবিস্ কেম, চোক আঁপনার ঘর ।
 হিয়ার মাঝে, গোরার্চাদে, মনুঁঝায়ে ধর ॥ ২৭ ॥

যথারাগ ।

আমার গোরাজ নাচে হেমকিরণিরা ।
 হেমের গাছে, প্রেমের রস, পড়ছে চুরাইয়া ॥
 ঠার ঠম্কা, কাঁকাল বাঁকা, মধুর মাথা হাসি ।
 রূপ দেখিতে, আভিকুল, হারাই হারাই বাসি ॥
 অদ্বুত, নাটের ঠান. গোরাজ অঙ্গের ছটা ।
 রূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘটা ॥
 মন মজিল, কুল ডুবিল, বৈছে প্রেমের বান্ ।
 লোচন বলে, মদন তোলে, আর কি আছে আনি ॥ ২৮ ॥

যথারাগ ।

হেঁই গো হেঁই গো সই, (তোরে) বিরল পেয়ে কই ।
 শগনে শচীর গোরাজ দেখিলার শুই ॥
 গলা আলা, মালতী মালা, সৰু পৈতা কাঁখে ।
 অমির পাঁরা, কত ধারা, বইছে মুখচাঁদে ॥
 হাসি হাসি, কাছে আসি, গলায় দেয় মালা ।
 তার কাজ, কৈতে লাগ, কত জানে ছায়া ॥
 আপন বলে, মুখানি মোছে, চেয়ে থাকে পুন ।
 হাতে ধ'রে, আগর কৈরে, মনের মত যেন ॥
 গোরাজ-প্রেম, যেন হেম, পাসনিতে নারি ।
 লোচন বলে, বসু বিরলে, আর হুখে মরি ॥ ২৯ ॥

যথারাগ ।

হের আর গো, মনের কথা, বিরল পেয়ে কই ।
 শচীর রায়, বিকাল বেলায়, ধৈখে এলায় সই ॥

চন্দন মাখা, চাঁদে ও সই, চন্দন মাখা চাঁদে ।
 কপালে চন্দন ফোটা, মন ব্যাক্তিবার ফাঁদে ॥
 ভরম সরম করি, (অমুনি) আপনা সমুবারি ।
 দীঘল আঁধি, দেখে সখি, আর কি আসতে পারি ॥
 গৌররূপ, দেখে হৃদে, হইয়া উল্লাস ।
 আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ৩০ ॥

যথারাগ ।

মুখ ঝলমল, বদন কমল, দীঘল আঁধি ছুটি ।
 দেখে লাজে, মনঃখেদে, খঞ্জন কোটি কোটি ॥
 চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তার ।
 চ'লে চ'লে, চ'লে চ'লে, পড়ছে সখার গায় ॥
 আমরা পানে, নয়ন কোণে, চাইল একবার ।
 মন-হরিণী, বাঁধা গেল, তুরূ পাশে তার ॥
 গৌররূপ, রসের কুপ, সহজেই এত ।
 কনুদে কলা, রসের ছলা, তবে হয় কত ॥
 যদি বাঁধে, বিনোদ ছাঁদে, চাঁচর চিকণ চুল ।
 তবে সতী, কুলবতী, রাখতে নায়ে কুল ॥
 বারে ডাকে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান ।
 যদি যাচে, তবে কি বাঁচে, রসবতীর প্রাণ ॥
 যদি হাসে, কতই আসে, রাশি রাশি হীরে ।
 নয়ন মন, প্রাণধন, কে নিবি আশ্রয় ফিরে ॥
 গলায় মালা, বাহ দোলা, দিয়া চ'লে যায় ।
 কামের রতি, ছেড়ে পতি, ভাজে গোরার পার ॥
 কঠোর তপ, করে অপ, কত জন্ম ফিরে ।
 হিরায় থুয়ে, পরাণ দিয়ে, দেখি নয়ন ভরে ॥
 লোচন বলে, তাবিস্ কেন, থাক আপনার ঘর ।
 হিরায় গায়ে, গোরা নাগর, আটক ক'রে ধর ॥ ৩১ ॥

যথারাগ ।

নিরবধি গোরাক্রপ, (মোর) মনে আগিয়াছে গো,

কহ সখি কি করি উপায় ।

না দেখিলে গোরাক্রপ, বিদরিয়া যায় বুক,

পর্যণ বাহির হৈতে চায় ॥

সখি হে! কি বুদ্ধি করিব ।

গৃহ-পতি-গুরুজনে, ভয় নাই মোর মনে,

গোরা লাগি প্রাণ তেয়াগিব ॥ ৬ ॥

সব সুখ তেয়াগিব, কুলে তিলাঞ্জলি দিব,

গোরা বিদু আর নাহি ভায় ।

নিখোরে ঝরয়ে আঁখি, শুন-হে মরম সখি,

লোচনদাস কি বলিবে তায় ॥ ৩২ ॥

যথারাগ ।

নবদ্বীপ-নাগরী আগরি গোরারসে । কহিতে গোরাক্র-কথা প্রেমজলে ভাসে ॥

ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা । শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা ॥

গোরা-ক্রপগুণ-অবতংস পরে কাণে । দিবানিশি গোরা বিনা আর নাহি জানে ॥

গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাথে গায় । যতন করিয়া গোরা নাম লেখে তায় ॥

গোরোচনা হরিদ্রার পুতলী করিয়া । পূজয়ে চক্রে জলে প্রাণকুল দিয়া ॥

প্রেমেনেত্রে প্রেমজল ঝরে ছনরনে । তায় অতিসিঞ্জে গোরার রাজা ছ-চরণে ॥

পীরিত্তি নৈবেদ্য তাহে বচন তাহুল ॥ পরিচর্যা কায়ে ভাব সময় অহুকুল ॥

অজকান্তি-প্রদীপে করয়ে আরাজিকে । কঙ্কণ শব্দে বট। আনন্দ অধিকে ।

অজগন্ধ ধূপধূনা বহে অমুরাগে । পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে ॥

দিনে দিনে অমুরাগ বাড়িতে লাগিল । লোচন বলে এত দিনে জ্ঞান-শেল গেল ॥ ৩৩ ॥

সুহৃদ ।

গোরাপদে, সুখদ্রুদে, মন ডুবায়ে থাকি । কপাট খুলে, নয়ান মেলে, গোরাচাঁদে দেখি ॥

আই গো মাই । এমন গোরা, রসে ভোরা, কোথাও দেখি নাই ॥ ৬ ॥

নৈদে মাঝে, ভক্ত সাঙ্গে, আইল রসের বেশে ।

রাধাক্রপে, মাথা গোরা, ভাল ভুলাচ্ছে রসে ॥

রূপের ছটা, বিজুরী বাটা, রূপে ভুবন ভোলে ।
 গোরারূপ, ভুবন-ভূপ, পাশরা যে নায়ে ॥
 ধীর শাস্ত, রসে দাস্ত, হেরলে নয়ন-কোণে ।
 লোচন বলে, কুতূহলে, গোরী ভাব মনে ॥ ৩৪ ॥

কল্যাণী ।

অরুণ কমল আঁধি, তারক ভ্রমরা পাখী, ডুবুডুব করুণা মকরন্দে ।
 বদন-পূর্ণিমাচাঁদে, ছটায় পরাণ কাঁদে, তাহে নব প্রেমার আরম্ভে ॥
 আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে, শটীর ছুগাল গোরী নাচে ।
 অর অর মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে, মদন-বোহন নটরাজে ॥
 পুলক পুরল গায়, বর্ষ বিন্দু বিন্দু তায়, রোমচক্রে সোণার কদম্ব ।
 প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভাস্কর, আধবাণী কহে কল্কপুষ্ঠ ॥
 শ্রীপাদ-পদ্ম-গন্ধে, বেড়ি দশ নগ চাঁদে, উপরে কলক-বন্ধরাজ ।
 যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে, চম্কে অমর-সমাজ ॥
 সপ্তদ্বীপ-মহীমাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে, তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ ।
 তাহে নব-গৌরহরি, গুণ সংকীর্ণন করি, আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥
 সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জন হেন, হৃদয়-হিলোল প্রেমসিক্ত ।
 হরি হরি বোল বলে, অগত পড়িল ভোলে, দুকূল খাইল কুলবধু ॥
 অজের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন, তাহে লীলা বিনোদ-বিলাস ।
 কোটি কোটি কুমুদময়, জিনিয়া বিনোদ তনু, তাহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥
 লাখ লাখ পূর্ণিমাচাঁদে, জিনিয়া বদনচাঁদে, তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা ।
 নয়ন অঞ্চল ছলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে, জনম মুগ্ধ পাইল প্রেমা ॥
 কি কব উপমা সার, করুণা বিগ্রহসার, হেন রূপ মৌর গোরারার ।
 প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে, আনন্দে লোচনদাস গায় ॥ ৩৫ ॥

সুহিনী বা ভুড়ি ।

গোরী নাচে নব নব রঞ্জিয়া ।

হেমকিরণিয়া, বরণখানি গোরী, প্রেম পড়িছে চুম্বাইয়া ॥ ৩৬ ॥
 গুণ শুনিয়া, মন মানিয়া, দেখিয়া নাটের ছটা ।
 রূপ দেখিবারে, হৃদ পড়িয়াছে, নদীয়া-নাগরীর ঘটা ॥

গৌর-বরণ, সুরমা বসন, সুরমা কাঁকালি বেড়া ।

লোচন কহিছে, দুদিকে ছলিছে, রজিরা পাটের ডোরা ॥ ৩৬ ॥ *

ভাবাবেশ ।

কামোদ ।

নাচে শচীনন্দন, তকত-জীবনধন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ ।

অবেশে শ্রিনিবাস, আর নাচে হরিদাস, বাসুদেব, রায় রামানন্দ ॥

নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বোলে পছঁ হরি হরি, প্রেমায় ধরণী গড়ি যায় ।

প্রিয় গদাধর আসি, প্রভুর বামপাশে বসি, ঘন নরহরি মুখ চায় ॥

প্রভু নাহি মেলে আঁখি, কহে মোর কাঁহা সখী, কাঁহা পাব রায় দরশন ।

কহ কহ নরহরি, আর সখরিতে নারি, ইহা বলি তেল অচেতন ॥

এখনি আছিহু সেখা, কে মোরে আনিল এখা, রসে রসে নিকুঞ্জ-ভবন ।

গেল স্নখ সম্পদ, এবে তেল বিপদ, বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥ ৩৭ ॥

তুড়ী ।

কি ভাব উঠিল মনে, কান্দিয়া আকুল কেনে, সোণার অলু ধুলার লোটার ।

ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন, করে গোরা সোডরণ, ললিতা বিশাখা বলি ধায় ॥

রাধা-ভাব অঙ্গে করি, রাধার বরণ ধরি, রাধা বিনা আর নাহি তার ।

স্বরধুনি-তীরে বন, দেখি মনে বৃন্দাবন, যমুনা-পুলিন বলি ধায় ॥

রাধিকা রাধিকা বলি, তুমে যায় গড়াগড়ি, রাধা-নাম অপয়ে সদায় ।

প্রেমরসে হৈরা তোরা, সংকীৰ্ত্তন মাঝে গোরা, রাধা-নাম জীবেরে বুঝায় ॥

দ্বিতল হইয়া গোরা, ছনরনে প্রেমধারা, পীতবসন বংশী চায় ।

প্রেমধন অহুক্ষণ, দান করে জনে জন, এ লোচনদাস গুণ গায় ॥ ৩৮ ॥

রজনী আগিরা গোরা থাকে । হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে ॥

প্রভাতে উঠিরা গোরাগায় । চঞ্চল নয়নে সদা চায় ॥

নমিত বদনে মহী লেখে । আঁখিজলে কিছুই না দেখে ॥

লোচন কহে এই রস গুচ । বুঝয়ে রসিক জন না বুঝয়ে মুচ ॥ ৩৯ ॥

গৌরান্ন নাচিছে, দেখিরা হইছে, নয়নানন্দ তোরা ॥ পাঠান্তর ।

বিয়ে দেখতে আর সত্তর ।

একলা বেতে মন সরে না, গা কাঁপে থরথর ॥

লেগেছে গোর-আশুণ কুলের ঘরে, কি করবি তাই কর ।

বাজলো সেই বিয়ের বাজনা, ঘরে আশুণ, উঠলো বিষম ঝড় ॥

দিরেছে আমার বিয়ে পোড়া বিধি, থাকতে বিশ্বস্তর ।

রইলো দুঃখ মনে মনে, মনাশুণে জলতেছে অন্তর ॥

লোচন কয় দুঃখ ঘুচাইতাম, আশুণ দিতাম, চিন্তলে বিধির বর ॥৪০॥

আমা পানে কিরে চাঁও হে, (ওহে) গৌরকিশোর । ৬ ।

আমা পানে চেয়ে কও কথা । আমার ঘুচাঁও হে মনের ব্যথা ॥

আমার অনেক দিনের সাধ আছে । আমি বসবো তোমার কাছে ॥

(ওহে) বিবাহের বর যে জন হয় । দুটো রসের কথা (তার) কৈতে হয় ॥ ৪১ ॥

বেয়োলো পাড়ার লোক চোর চুকেছে ঘরে ।

চোরের গলায় ফুলের মালা ঘর মৌ মৌ করে ॥

না লয় মোর ঘটি বাটী, না লয় মোর খুরী ।

যে ঘরেতে সুল্লরী বৌ, সেই ঘরেতে চুরি ॥

ছয়ার চেপে বসলো বুড়ি চোর ধরিবার আশে ।

ঠমক দিয়ে চোর পালালো, লোচন দেখে হাসে ॥ ৪২ ॥

শুনলো সজনি, আমি সে অবলা, সুরধুনী তীরে গিয়ে ।

লাজের মাথাটী, খাইরে আইলাম, কাঁপিছে আমার হিয়ে ॥

গোর-বরণ, রসের সুরতি, দেখিলাম ঘাটের কূলে ।

আধ-নয়ানে, বরান হেরিতে, বাতালে ঘোমটা খুলে ॥

বুকের বসন, খসিয়া পড়িল, ডরেতে পরাণ ঘোরে ।

পবন ঝটকে, নটন নটকে, কটকি আইলাম দূরে ॥

তা দেখি হাসিয়া, ঢলিয়া পড়িল, রসিক গৌরাজনায় ।

সে রজ দেখিয়া, মরমে মরিচ্ছ, সে কথা কহিব কার ॥

দয়নি হইলে, দয়দ বুঝায়ে, তাহারে নাহিক ডর ।

জনম ভরিয়ে, মরিব ডরায়ে, বিষম আমার বর ॥

লোচন কহয়ে, মরদি পাইলে, পরাণ বাটিয়া দি ।
বাহার বাহাতে, মরম পশিল, ডরেতে করিবে কি ॥ ৭০ ॥

এক নাগরী হেসে বলে শোন গো মরম সই ।
তুই সে আমার মরম জানিস্ তেই সে তোরে কই ॥
যখন আমি অলকে গেলাম হেরে হইলাম তোরা ।
মনের ভিতর রসে পাইলাম নবকিশোর গৌরা ॥
আর এক নাগরী বলে এ দেশে না রবো ।

(আমরা) রসের মালা গলার দিবে দেশান্তরি হবো ॥

(তার) বালাই লয়ে মরে যাই সহস্র মাছুষ গোবা ।
বাহিরে আছ বরে ঢুকনা রস-কাজালী তোরা ॥
লোচন বলে হাদে ওলো নদের নাগরী বহ ।
গৌর-প্রসঙ্গে বাধা গেলে এ জনমের মত ॥ ৪৪ ॥

এক নাগরী বলে হেইগো শোনগো মরম সই ।
মরম জানিস্ রসিক বটিস্ তেই সে তোরে কই ॥
শুধু কথা কৈতে বাধা না কহিলে নয় ।
আহা মরি নদের চাঁদ নিগূঢ় রসিক হয় ॥
হটাৎ কেনে দেখতে গেলি লাজের মাথা খেয়ে ।
কেমন দেখলে নদের চাঁদ আধ-নরানে চেয়ে ॥
অহুসানে বুঝলাম রসের রসিক বটিস্ তোরা ।
রসের ডালি রসে পেলি নবকিশোর গৌরা ॥]
আর এক নাগরী বলে এ দেশেতে না রবো ।
গৌর-রসের মালা পরে দেশান্তরি হবো ॥
এই দেশে কপাট দিলে সে দেশকে পাই ।
বাহির পীরে কাজ নাইকো ভিতর পীরে বাই ॥
গাল মুটুকী হেসে বলে এইটি রসিক-কারী ।
এসে বাবার পক্ষ বটে কেই এসে যেতে পারি ॥]
সাপের মনি সাপের ভিতর বাইরে একই ব্যাপার ।
যদি বাহিরে নদের চাঁদ দেখে কেন আর ॥

পারিশিষ্ট ।

বালাই লয়ে মরে যাই নবকিশোর গৌরা ।
বাহিরে আছ ঘর ঢুকনা রস-কাদালী তোরা ॥
লোচন বলে শুন শুন নব-নাগরী যত ।
রসের জালে বাঁধা গেলে এ জনমের মতে ॥ * ॥ ১৫

শুনগো মরম সই, মরম তোমায়ে কঠ, না কহিলে না পারি রহিতে ।
এক নববোবন, আতি কুল প্রাণধন, সাধ হয় গৌরাচাঁদে দিতে ॥
নিষ্কলান্তি অমাদুর্ঘ্য, দেখিয়া কে ধরে ধৈর্য, গরবিনীর পরব লুকাই ।
হেদে শুন রজ আর, কোন কোন অবলার, অহুরাগ অন্তরে বাঢ়ায় ॥
মন তার করে চুরি, দিবে অহুরাগের ডুরি, আনন্দরসের নিধি গোরা ।
এমন করিছে হিয়ে, এ দেহ গৌরাঙ্গে দিবে, রসের ভিকারী হই মোরা ॥
রদানন্দ রসে তোরা, ভালো কুলাইলে গোরা, বাউলি হইল সব নারী ।
এ দাস লোচনে বলে, নরহরির পদতলে, ত্রিগৌরাঙ্গের ষাণ্ড বলিহারি ॥৩৬

দুটা আঁখি ছলছলায়ে এক নাগরী বলে ।
গৌর-লেহের কিবা আনি রসে অজ ঢলে ॥
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর অধর-রস গিতে ।
মনের দুঃখে ভাবনা করে গুরেছলাম যেতে ॥
যখন আমি মাঝ নিশিতে ঘুমে হয়েছি তোরা ।
তখন আমি দেখছি যেন বৃকর উপর গোরা ॥
নবকিশোর গা-খানি তার কাঁচা-ননী হেন ।
ভুলতায় বেঁধে কথা কয় ছেড়ে দিব কেন ॥
হেন মতে মন ডুগাতে ঠেকলাম অধর-দুঃখে ।
বদন ঢলে অধর-রস পড়লো আমার মুখে ॥
অধর-রস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো ।
বিলাসান্তে সমর মতে নিশি পোহাইল ॥
হায় হায় বলি আমি উঠলাম চমকিয়ে ।
হায়রে বিধি রসের নিধি নিলি কেন দিবে ॥



শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।

লোচন বলে কঁাদছিস্ কেন ঢোক আপনার ধর ।

হিরার মাখে গোরাক্টাদে মন্ ডুবায়ে ধর ॥ ৪৭ ॥

গৌরাজ-নাগর, রসের সাগর, কোতুক করিয়ে মনে ।
 ধরি নারী বেশ, নগরে প্রবেশ, অশেষ চাতুরী জানে ॥
 নীলসাড়ী প'রে, যায় ধীরে ধীরে, অজভঙ্গি করি পথে ।
 সোণার বরণ, চাঁদ সে বদন, ঘোমটা ঝাঁপল তাতে ॥
 নদীয়া-নাগরী, কাঁখে কুন্ত করি, জল তরিবারে যায় ।
 হেনকালে পথে, দেখে আচম্বিতে, হাসিয়ে নাগরী প্রাঙ্গ ॥
 আমাদের বাড়ি, এস হে স্নানরী, যতনে লইয়া গেল ।
 আদর করিয়া, তাহারে লইয়া, বসিতে আসন দিল ॥
 কর্পূর ভাঙ্গুল, যতনে আনিয়া, ষেরিয়া বলিল সখি ।
 কি নাম তোমার, কোথা তোমার ঘব, কভু না তোমারে দেখি ॥
 কিসের লাগিয়া, এসেছ নদীয়া, স্বরূপ কহনা মোরে ।
 না কহিবে যদি, আমার সপথি, বিরোধ করেছ ঘরে ॥

সখি কহনা মনের কথা ।

পতির সহিতে, বিরোধ করিয়া, অচরাগে যাবে কোথা ॥
 শুনি সখী বাণী, গৌর-গুণমণি, মুখে মুছ মুছ হাসি ।
 হাসির সহিতে, বেশর তুলিছে, বিজুরী সহিতে আসি ॥
 রসময় তথা, হাসি কম কথা, নাগরী বুঝিল কাজ ।
 লোচন কহয়ে, নাগরী নহে যে, গৌরাজ রসিকরাজ ॥ ৪৮ ॥

হেদে হে নাগরী, দেখে দেখে মরি, তোদেব ঠমক ঠাট ।
 তোরা যেন রাজা, মোরা যেন প্রজা, এবার তোদেব নাট ॥

বিধি দিলেছেন তোদের তরে ।

তোদের সুসার, সারপা এবার, বঞ্চিত মোদের ঘরে ॥
 গরবে পৃথিবী, দেখে সরি থানি, ডাকিলে না শুন কাণে ।
 ও নবদোবন, দেখিতে চিকণ, বোয়ে বাঁবে দিনে দিনে ।
 এরারি তোদের, বড় অহঙ্কার, এ সুখ সম্পদ পেয়ে ॥
 তোদের ঘরেতে, পুঙ্কব করিব, আমরা ছইব মেয়ে ॥

দেখায়ে তুলাব, নিকটে না যাব, ডাকিলে না কব কথা ।
তখন ঝুরিবি, পিরীতি বুঝিবি, মরমে পাইবি ব্যথা ॥
এ দাস লোচন, কহিছে বচন, শুনলো নাগরী যত ।
গৌরাজ-নাগরে, বেঁধেছো অস্তরে, সেখে নেগা মনের মত ॥ ৪৯ ॥

ধূয়া । ওগো ওগো অমনি ডুব্‌লো ।
গোর-প্রেম-পাখারের মাঝে, এখনি যে এলো সেও তো ডুব্‌লো ॥
সুধাকরময় রে গৌরা প্রেমের পাখার ।
তাহে ডুব্‌লো তরলী-মন না জানে সাঁতার ॥ ৫০ ॥

রসিকা-রমণী যে গো ধনি, রসিকা-রমণী যে ।
মদনমোহন গৌরাজ-বদন, দেখিয়া জীব কি সে ॥
যে ধনী রঞ্জিণী হয় গো সজনি, যে ধনী রঞ্জিণী হয় ।
জুফ ভাঙ্‌ ধনু সন্ধান বাণে, তার কি পরাণ রয় ॥
রসের পরাণ যার গো সজনি, রসের পরাণ যার ।
গৌরাজ-চাঁদের ভঞ্জিয়া হেরিয়া, কুলে কি করিবে তার ॥
যে জানে পিরীতি-ব্যথা গো সজনি, যে জানে পিরীতি-ব্যথা ।
সেও কি শুনিয়া ধরষ ধরয়ে, সে চাঁদ-মুখের কথা ॥
বিলাসিনীর মনে সুখ গো সজনি, বিলাসিনীর মনে সুখ ।
আজাহ-বাহ হেরিয়া ঝুরয়ে, পরিসর গোরার বুক ॥
কামিনী কামনা করে গো সজনি, কামিনী কামনা করে ।
শুধুয়া নিতম্ব বিলাস রসের, পরশ পাবার তরে ॥
লোচনদাসের চিতে গো নাগরী, লোচনদাসের চিতে ।
সদা আলিঙ্গিয়া গৌরাজ নাগরের, অধরের সুধা পিতে ॥ ৫১ ॥

আর শুনেছ কালিকার কথা শই কহি তোরে ।
শচীর গৌরা বিকাল বেলা দেখিছ বাজারে ॥
হে হে হেইলো যেন চন্দন-মাখা চাঁদ ।
কপালে চন্দন ফোঁটা মন বাঁধিবার ফাদ ॥

ঐতিহাসিক কবিতা ।

কাঁখে হুইতে খসে কলসী আউলাউলা গা।
বাউলির পারা হুইলাম, না চলয়ে পা ॥
ভরমে সরমে যদি আপনা পাগরি।
দীঘল আঁধি দেখে বুক ধরাইতে নারি ॥
যে এক ননদী সনে সেহ মোর মত ।
তবে ডর কি কহে লোচন কহ না বেকত ॥ ৫২ ॥

ঠার ঠমকা কাঁকাল বাঁকা মধুর মন্দ হাসি ।
রূপ দেখিয়া জাতি-কুল হারাই হারাই বাসি ॥
কি করিলি তৈল ফেলালি বলে বুড়া নারী ।
বুড়ীর ডরে গা থরথর কিছু বলতে নারি ॥
গলায় আলা মালতীমালা সর পৈতা কাঁখে ।
কথার ধারা অমিয়া পারা বৈছে বদনচাঁদে ॥
লোচন বলে কি কৈলি চাইলি উহার পানে ।
হুতুল খালি কুল মজালি নয়ন দিলি কেনে ॥ ৫৩ ॥

আরলো সেই ভাল হলো গিয়াছিল কোথা ।
বড় ভাবি কৈতে নারি আনমনের কথা ॥
সাঁজের বেলা করে ছালা জল তরিতে গেলাম ।
শচীর পোরা দেখে মোরা লাজের মাথা খেলাম ॥
দরদরিয়ে বুক বহিয়ে পড়ছে চোখের জল ।
পুলক ঘটা শিমূল কাঁটা ঢাকতে করি ছল ॥
ধর ধর ধর চরণ অধর ধর ধরিতে নারি ।
নয়নকোণে বিঁধলে প্রাণে আর কি আসতে পারি ॥
অবশ হলো অজ্ঞ আমার কিবা হয় শেষে ।
লোচন বলে ওলো দিদি কলসী গেল তেলে ॥ ৫৪ ॥

শুন শুন প্রাণ সেই মরম কহিয়ে গো, কিনা হলো কি করি উপায় ।
নদীয়া-সগরে বড় প্রবাহ পড়িল গো, বসতি করিতে হলো দায় ॥
শচীর ছালালটাব কাঁদ পাতিয়াছে গো, রমণী চলিতে মারের পথে ।
বক্ষিস মরনের কোণে যার পানে চার গো, হয়ে মন প্রাণের সহিতে ॥

মদন-ধনুয়া জিনি ফুলের তুলিমা গো, বদন শরদশশী জিনি ।
 সুরজ-প্রবাল জিনি অধরের শোভা গো, মুকুতা-দশন হুই পাতি ॥
 করিবর-গুণ জিনি বাহর বলনী গো, করতল হিজুলে মতিভ ।
 কাঁচা-কাঞ্চন তত্ত্ব গোরচনা দিগে গো, বাজিয়াছে মিশারে তড়িৎ ॥
 কিবা সে চাঁচর কেশ পীঠেতে তুলিছে গো, কেশরী জিনিয়া কটীদেশ ।
 সুরমা বসন তার কিমতি সেজেছে গো, মদনমোহন গোরাবেশ ॥
 সুরগন্ধ চন্দন গায় কপালে তিলক গো, কে দিল মালতী মালা গলে ।
 বাহু দুটী দোলাইয়া পথে চলে যায় গো, দেখিয়া সতীর মন টলে ॥
 গুনিয়া লোকের মুখে অপক্লপ রূপ গো, আমার দইব ঘটে গেল ।
 দ্রৈবৎ নয়নের কোণে চকিৎ চাহিলাম গো, তহু মন প্রাণ হয়ে নিল ॥
 জাতিকুললীল ব্রত নিছনি করিয়ে গো, কি আর যৌবন-ধন লিখি ।
 কি খেনে গোরাজ্ঞান অস্তরে লাগিল গো, ভিতরে বাহিরে সদা দেখি ॥
 কহয়ে লোচন দাস হিয়া অহুরাগ গো, কেন হেন না হৈল আমার ।
 গোরাজ-সাধের হার কলক পাঁথিরে গো, গলায় পরিয়ে নিতাম হার ॥৫৫॥

চলগো সজনি পিরীতি নগরে, বসতি করিগে মোরা ।
 মরম না জানে ধরম বাথানে, চৌরাশি ভ্রমিবে তারা ॥
 সদর দুয়ারে কপাট হানিয়ে, খিড়কী দরজা খোলা ।
 চলগো সজনী নিশ্চিন্ত হইয়ে, আঁধারে দেখিবি আলা ॥
 আলায় ভিতরে গোরারে দেখিবি, চোঁকি রাখিবি তথা ।
 সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে, মরমে পাইবে ব্যথা ॥
 সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে, এ কথা না কহ কাকে ।
 সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর, জানয়ে সকল লোকে ॥
 পিরীতি-নগরে মাহুঘ রতন, বিরাজে সহজ-ঘরে ।
 ধরম করম কুলের আচার, সেখানে ঘাইতে না পাইর ॥
 সেখানে কিসের ধরম করম, যেখানে বিরাজে গোরা ।
 এ দাস লোচন কহয়ে বচন, দশদিক তার আলা ॥ ৫৬ ॥

দিদি কৈলে ঘটে রূপের ঘাটে, বুকের পাটা ভোর ।
 রূপ-সাধনা মোর হলো না, মদন-রসে ভোর ॥

আর নাগরী বলে গো দিদি, কইলে এমন কেনে ।
 কশির মাখায় ফণি দিয়ে, ভেটগা রূপের সনে ॥
 রূপকে হেরে রইবি সুখে, মদন ষাবি কুলে ।
 মনের মতন নাগর পাবি, কইবি কপাট খুলে ॥
 খুলি যখন দেখি তখন, রূপ স্বরূপে মাখা ।
 বাঁকায় বাঁকায় দেখা হলে, ঘুচবে মনের ধোকা ॥
 ধোকায় কাটি পরিপাটি, জগত গেছে মেতে ।
 আঁধার ঘরে ঘুরে মরে, ঘরের ঘরে যেতে ॥
 শমন রাজা বাজার খুলে, বসে আছে যে ।
 ঘরের মাণিক পরকে দিয়ে, বন হাতাড়ে মজে ॥
 মনে মনে আলো জ্বলে, থাকগা অনুরাগে ।
 লোচন বলে এই তত্ত্ব, বাগ তত্ত্ব গাগে ॥ ৫৭ ॥

শুনলো সুল্লরী, না করি চাতুরী, মরম কহিয়ে তোরে ।
 শচীর দুলাল, বিনোদ নাগর, স্বপনে দেখেছি তোরে ॥
 হাসি হাসি আসি, মোর কাছে বসি, যে সব করিল কাজ ।
 অতি বিপরীত, তাহার চরিত, কহিতে বাসিয়ে লাজ ॥
 আপন গলার, গজমতি হার, যতন করিয়ে মোরে ।
 বিচিত্র বসন, রতন জুষণ, পরাইল থরে থরে ॥
 কাজরে সাজল, নয়ন যুগল, মাঝয়ে বয়ান চাঁদ ।
 করিতে চম্বন, পাইছ চেতন, জগয়ে লাগল খাঁদ ॥
 স্বপন-তরাসে, ঠেসিয়া বালিসে, মুখে নাহি সরে ভাষ ।
 বসন সঘরি, কাঁপি থরহরি, কহয়ে লোচন দাস ॥ ৫৮ ॥

বেকত হবে মমের কথা, দিন দুই তিন বই ।
 হিয়ার বসিল গোরা, কিবা হবে সুই ॥
 গৃহকাজ করিতে চাহি, হাত নাহিলে আসে ।
 গৌররূপে মন মজিল, সকলই গেল ভেসে ॥
 গোরা-প্রেম গা আউলাইয়ে, পড়ে থাকি কুমে ।
 স্বপনে দেখিয়ে গোরা, রাক্তি আর দিনে ॥

গৃহ মাঝে শুয়ে থাকি, ঘর মৌ মৌ করে ।
 যে দিকে সে দিকে গোরা, দেখি নিরন্তরে ॥
 রসহীন বিহি ভালে, না জানে স্নেহনে ।
 কুলবতী করে কেন, এ রসিক জনে ॥
 লোচন বলে ঠেকে গেলা, গোরাচাঁদের ফাঁদে ।
 বোল বলিতে নায়ে সবে, কোণে বসি কাঁদে ॥ ৫২ ॥

মরি কি গৌররূপ রসরূপ অপরূপ রূপলাবণী ।
 বাঁচি না ও বাঁচি না (গৌরবলে) আর কত বা কাঁদবো ধনি ॥
 প্রতি অঙ্গ অনঙ্গে গঢ়া নবীন-কামের কোড়া হে ।
 কত সতী কুলবতী ছাড়িয়ে নিজপতি, গৌররসে পাগলিনী পাগলিনী গো ।
 মজিল আমার মন ইহ নবযৌবন হে ।
 সট সই তোরে বলি, দিব ডালি, গৌরপদে নিছনী, নিছনী গো ।
 হব গৌর-কলঙ্কিনী, কলঙ্কের হার পরবো আমি হে ।
 যে যা বলে সে তা বলুক, নিজ লোকে ছাড়ে ছাড়ুক,
 করবো হিয়াতে দোলনী দোলনী গো ।
 গৌর-গরবিনী হব, গরব করে বেড়াইব,
 আগে পাছে নাহি চাব, মনের সাধ মিটায় লব,
 সে আমার তার আমি, তার আমি গো ।
 শোনুলো শোনু বিনোদিনী, লোচন কয় তোর সঙ্গিনী,
 তোর সঙ্গে রসরঙ্গে গোড়াইব দিবস রজনী, রজনী গো ॥ ৬০ ॥

মকর-কুণ্ডল কাণে বনমালা গলে । কামিনী-মাহন-কুল শোভা করে ভালে ॥
 নদীয়ার বাজারে গৌরচাঁদ চলে যায় । চঞ্চল নয়ন করি দুই দিকে চায় ॥
 তা দেখিয়া কুলবধু কোণে বসে কাঁদে । বিপাকে হরিণী যেন পড়ে গেল কাঁদে ।
 কাঁকালে আপন কর দিয়ে গোরারায় । নব-গজরাজ জিনি চরণ বাড়ায় ॥
 শুধু জ্বালাময় গোরার বাহুর দোলনী । দীঘল নয়ান তাহে জাতিয়া চাহনী ॥
 কি হইল গোরার রূপ শরনে অগনে । লোচন বলে ঐনা হঃখে মুই বৈছ কেনে ॥ ৬১ ॥

ଆହା ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସହି କିବା ରସେର ଛାନ୍ଦ । କେବା ଦିଲ ଗୋରୀ-ଅଙ୍ଗେ ଝୁମଢ଼େ ଏନେ ଟାନ୍ଦ ॥
 ଟାନ୍ଦ ନର କାନ୍ଦ ନର ଛନ୍ଦର-କାଟା ଛୁରୀ । ଆକାଶେର ଟାନ୍ଦ କେନଗୋ ଶୂନ୍ୟ କରିବେ ଛୁରୀ ॥
 ଡର ଆର ନାହିଁ ମହି, ଡର ଆର ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧ ହିର କର ସବେ ରହ ଏକ ଟାହି ॥
 ବଳେ ବଳୁକ ଲୋକେ ବଳୁକ ଗୋର-କଳାଝିନୀ । ଧିକ୍ ସାରା କୁଳ ଗାଥେ ମୋହି କୁଳେର କାମିନୀ ॥
 ନଦୀରା-ନଗରେ ଗୋରୀଟାନ୍ଦ ଚଳେ ସାର । ଚକ୍ରମ ନୟନ କରି ଛୁଇଁ ଦିକେ ଚାନ୍ଦ ॥
 ତା ଦେଖିଲା କୁଳବଧୁ କୋଣେ ବସି କାନ୍ଦେ । ବିନାକେ ହରିଣୀ ସେନ ମଢ଼େ ମେଲ କାନ୍ଦେ ॥
 ନାଗରୀଦେର ନେଇ ସେନ ଢମରାର ମାତି । ଗୋର-ସୁଧ ମନ୍ଦ-ସୁଧ ମିଠି ମାତି ମାତି ॥
 ମନ୍ଦସୁଧ ମାନେ ତାଦେର ଦୋଷରା ଉଜ୍ଜାସ । ଆନନ୍ଦ ଛନ୍ଦେ କହେ ଏ ଲୋଚନ ଦାସ ॥ ୬୨ ॥

ଗୋରୀକ୍ରମେର ତରଙ୍ଗ ଲହରୀ, ଯନ୍ତ୍ରମେ ବିଞ୍ଚିଲ ଲେହ ।
 କାନ୍ଦେ ଛୁଲି ଛୁଲି ନଦୀରା ବାଉଁଶୀ, ଚଳିଲା ମଢ଼େଇ ଦେହ ॥
 ଅତି ସୁକୋମଳ ବଚନ ଶୀତଳ, ସବାରୀ ନବୀନ ରାଗ ।
 ନବୀନ ବୟସେ ନବୀନ ଯନ୍ତ୍ରମେ, ଲାଗିଲ ଗୋରୀକ୍ରମ-ମାଗ ॥
 କଥନ କଥନ, ଯନ୍ତ୍ରମେ ବିରୋଗେ, ବିରଳେ ବସିରେ ରହି ।
 ଗୋରୀକ୍ରମେ ବଳିତେ ଠୋର ନାହିଁ ଧାକେ, ଅବଶ ହଇଲା ସାହି ॥
 ସେ ସେ କୁଳବତୀ ରସିକା ସୁବତୀ, ନବୀନ ଭାବେର ଭାର ।
 ଗୋରୀକ୍ରମେର ଲାବଣ୍ୟମାଧୁରୀ, ଅନ୍ତରେ ଡିଞ୍ଚିଲ ସାର ॥
 ନିଗୁଡ଼ ନଦୀରା ନିଗୁଡ଼ ନାଗରୀ, ନିଗୁଡ଼ ଗୋରୀକ୍ରମାର ।
 ଲୋଚନ କହରେ, ସହଜେ ସହଜେ, ମରାଣ ମିଳିଲା ସାର ॥ ୬୩ ॥

ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ଛାତି, ତରଙ୍ଗ କୁଞ୍ଜର ଗତି, ଅକ୍ଷୟ ଅଧିକ କରଣ ଆଳୟ ।
 ଓ ଟାନ୍ଦ ବଦନେ ଡାନ୍ଦ, ଏକବାର ସାରେ ଡାନ୍ଦ, କୁଳ ଲେଲା ସେ କି ଧରେ ସାର ॥
 ରଞ୍ଜିତା ରଞ୍ଜିତା ଡାନ୍ଦ, ସମସାର ସବାକାର, ହାସିଲା କହରେ ଠାରେଠାରେ ।
 ଚାହିଁଲା ନୟନ କୋଣେ, ହରିଣୀ ଲହିଲ ଶ୍ରୀମେ, ଅପତ କନ୍ଦିରା ସାଧି ତୋରେ ॥
 କନକେର ନଂ ସେନ, ଭୁଞ୍ଜେର ବଳନ ସେନ, ଆରୋପିଲା ବୟସେର କାନ୍ଦେ ।
 ମେଲେ ଲାଳତୀର ମାଲେ, ବେଢ଼ିଲା ବକୁଳ କୁଳେ, ଯନ୍ତ୍ରମେ କାନ୍ଦେ ମଢ଼ି କାନ୍ଦେ ॥
 ବତନ କରିବା ବିଧି, ନିରଞ୍ଜିତ ରସନିଧି, ଅନ୍ତେର ମାଧ୍ୟମ ନଦୀରାୟ ।
 ଲୋଚନ ବୋଲରେ ଶୁଭ, ଏହ ନବଦୋଷ, ନିହିଲା ନିହିଲା କେଲି ମାର ॥ ୬୪ ॥

ভাবিয়া গোরার রূপ এ দিন বামিনী । হৃদয়ে বসিল কাঁচা সোশার বরণ খানি ॥
 দশদিক্ ভরি হৈল প্রেমের কান্দনা । গোরা গোরা বলিয়া কি হইল ঘোষণা ॥
 গোরা পরিবাদ এত নহে পরমাদে । গোরা লাগি হেরব সব নট চাঁদে ॥
 কলঙ্কী হইব সখি কলঙ্কী হইব । না সহে লোকের কথা বল কি করিব ॥
 যে দিকে চাহিছে সখি সেই দিকে গোরা । লোচন কহয়ে গোরা বড় মনচোরা ॥৬৫॥

কিয়ে কাঁচা কাকুন চম্পক-দল, কিয়ে নব গোয়োচনা তান ।
 কিয়ে কুসুম শোন মনোহর মাধুরী প্রাতর সুরজ স্থান ॥
 পেখলু অপরূপ গোরা ।

শরদক চাঁদ ছাঁদ হেরি যোয়ন্ত হরিগুণ গাওন্ত মনভোরা ॥
 সংকীৰ্ত্তন রসে হরব কলেবর কঠ শরদ নব মেহ ।
 নয়ন-সুগলবর ফুল-কমলদল ভাঙ মনমথ গেহ ॥
 রসের পাথারে সাঁতারে কুলকামিনী, ওর না পাওই কোই ।
 লোচনদাস কহে, চরণনখ-মাধুরী, উপমা নাহিক হোই ॥ ৬৬ ॥

রসের গৌরাজ বড় রসিয়া ।

রসের গোরা রসে ভরা, তরুণ কামের কোড়া, রসময় গৌরাজ-রসরসিয়া ।
 অরুণ কমল আঁখি, গুঞ্জরে ভ্রমরা পাখী, আকুল করিল মজ হাসিয়া ॥
 চুড়াটা হৈছেছে টেড়া, নবগুঞ্জা দিয়া বেড়া, নানাফুলে সাজনি করিয়া ।
 চুড়াটা বেড়িয়া গুঞ্জে, কত অলি পুঞ্জে পুঞ্জে, নকরন লোভে মত্ত হৈয়া ॥
 নিরখিয়া টাঁদমুখ, মনে যত হর সুর, ইথে কি রহিতে পারি তুলিয়া ।
 অবলা কুলবালা, গৌরাজ কলঙ্কের মালা, সাথে সাথে গলে দিব দোলাইয়া ॥
 আসি গৌর-কলঙ্কিনী, এই গরবে গরবিনী, জীবন পরাণ বেধন বধুয়া ।
 টাঁচর কেশের ছাঁদে, যুবতী পড়িল ফাঁদে, লোচনের মন এলোথেলো
 বারেক হেরিয়া ॥ ৬৭ ॥

তুই চারি নাগরী তারা বিরল ঘরে বসি ।
 গৌরাজ-রসের কথা কইছে হাসি হাসি ॥

ঠারে ঠোরে কইছে কথা বুঝতে নারে কেউ ॥
 গৌরাজ-রসের নদী বয়ে যায় চেউ ॥
 নদীরা-নাগরী যত গৌর-প্রেমে রত ।
 গৌর-রসে সদা ভালে রস-কাঙ্ক্ষালী যত ॥
 লোচন বলে ও নাগরী কি ভাবহিস্ তোরা ।
 আমি জানি রসিক বটে শচীর ছালা গৌরা ॥ ৬৮ ॥

কাম-জলধির মাঝে বিধি বদন-কমল রচে ।
 নয়ন-যুগল খঞ্জন-পাগল তার উপরে নাচে ॥
 সক্রিয়া মাজা কামের ধরা সক্রিয়া বসন সাজে ।
 পঞ্চম সাজে কিঙ্কিনী বাজে মীনকেতনের তেজে ॥
 ভাবভূষণে নাগরপণা সকল গেল জানা ।
 উপরে জানান্ ভাবকালীখান ভিতরে নাগরপণা ॥
 বলে এ লোচন, যদি গৌরধন, শুধুই নাগব হতো ।
 মতন তোদের, কত সে নারীব, কুলের ভরম যেতো ॥ ৬৯ ॥

গৌরাজ রূপলাবণ্য তরঙ্গ সম্পূটে । সে উৎসবে মাতিএ পড়িল সঙ্কটে ॥
 কুলাঙ্গনাগণ যুগী-নেত্রোৎসবে বাধে । মুখাঙ্গ চন্দ্রিমা বিন্দু আনন্দের ফাঁদে ॥
 বরষভূজলভাঙ বরণ চিকণ । মাধুর্য্যবৃন্দের কত হরে নিল মন ॥
 সুরধুনী তীরে কেলি-কদম্বের বন । ছতুল করেছে আলো গৌরাজ-বরণ ॥
 মনে করি নদে যুড়ি এ দেহ বিছাই । হিরার মাঝারে গৌরাটাদেয়ে নাটাই ॥
 মনে করি নদে যুড়ি হোক মোর হিয়া । তাহাতে গৌরাজ বেড়ান পদ-পসারিরা ॥
 এ বৃক চিরিয়া রাখি পরাণের সজ । মনে হলে বাহির করে দেখি গৌরচন্দ্র ॥
 হেরিরা নবীন অঙ্গ প্রতি অঙ্গ তুলে । এ লোচন কহে গৌরাটাদ তোদের কোলে ॥ ৭০ ॥

শোন্ সজ্জনী মনের কথা, তোদের খুলে বলি গো, কাল নিশিতে দেখেছি স্বপন ।
 (সেই) বিনোদ-গৌরা করে ছালা, আমার কাছে এসে গো, হাসি হাসি কর মধুর বচন ॥
 সে হেমকমল করকমলে, কমলকুচ ধরে গো, অধর কমলমুখা দিল মোরে ।
 এমনি হাসি গগন-শশী, হাতে হাতে মিলে গো, গৌরশশী আনি আমার করে ॥

ছিল স্মৃধা পেয়ে স্মৃধা, সকল দূরে গেল গো, নয়ন-কমল চকিত-পারা ।
 চেতন হৈয়ে হাত বুলাইয়ে, দেখি শিওর পাশে গো, না দেখে তার হলাম প্রাণে সারা ॥
 হৃদমাঝারে বিক্সি শরে, অর অর করে গো, এমনি হলে চেতন হয়ে বসে ।
 আঁহা মরি হরি হরি, এমন কেন হলো গো, পেয়ে হারা হলাম করম-দোষে ॥
 লোচন বলে এবার পেলে, ছাড়িয়ে না দিবি গো, রাখ'বি তাকে প্রেম শিকলে বেঁধে ।
 হৃদ-মাঝারে রতন পূরে, দেখ'বি নয়ন ভরে গো, নিতুই নিতুই মরিস কেন কৈদে ॥৭১॥

সখি, গৌরান্ন-নাগর দেখ ।

সুগঢ় বিধাতা রসের মুরতি নিরমল পরতেক ॥
 বুক পরিসর সে চন্দন মাখা ভাজিল মানিনীর মান ।
 আলিঙ্গন আশে চিত বেয়াকুল সদাই ঝুরিছে প্রাণ ॥
 জিনি পাঁচবাণ নয়ান সন্ধান চাহনি পরাণ-কাড়া ।
 ভুরুর ভজিমা অতুল ভুবনে করত ধরম-ছাড়া ॥
 চাঁচর কেশের বেশ কত না বর্ণিব গো, গ্রীবার ভজিমা ভাব কত ।
 কহয়ে লোচন নদীয়া-নগরে মজিল যুবতী যত ॥ ৭২ ॥

কোণের ভিতর বৈসে আছে মনে লাগে ভয় ।

আর এক নাগরী বলে না কহিলে নয় ॥

(তোর) বুঝি ধরম করম সব খোয়াবি, দেখলে রসের দেহ ।

কুল খোয়াবি বাউল হবি, লাগবে রসের লেহ ॥

বুঝি দশায় ছকুল ধসায়, মোর দশা বা ধরে ।

তবে রসে মন ডুবায়ে, থাকবো একই ঘরে ॥

চাইলে নয়ন বাঁধা রাখে, মনচোরা তার রূপ ।

হাস্ত বরান রাজা নয়ান, ও হুটী রসের কূপ ॥ :

ঘোমটা দিয়ে জল্কে যাবি, হেট বদনে রবি ।

নদের টাঁদের বদন দেখলে, খেপার পারা হবি ॥

এবার দেখলে মরুবি খেপি, কুল রহিবেক নাই ।

কুলশীল যদি রাখ'বি তোরা, থাকুগে বিরল টাই ॥

নদের রসের ফাঁদ পেতেছে, নবকিশর গোরা ।

সইতে নারি মিছাই কুলের গরব করিস্ তোরা ॥

ଏ କଥା-ଶୁନିବା ମନେର ଚିତ୍ତର, ଠେକିଲ ଅଛୁରାଗ ।
 ରାନ୍ଧିର ମନେ ରଞ୍ଚ ଚଢ଼ିଲ, ଗୌର-ରସେର ନାମ ॥
 ତାଳ ଝୁଲାଇ ନାଗରୀ-କୁଳେ ଆଗ୍ଲ ରସେର ଡେଉ ।
 ଲୋଚନ ବଳେ ସାର ହଇଲେ, ବୁଦ୍ଧତେ ପାରିବେ କେଉ ॥ ୧୦ ॥

ସହିଲୋ ମଟି ଗଜାତେ ଜଳ ଆନନ୍ଦେ ଗିରେ ।
 ରସେର ଗୋରା ଚିତ୍ତଚୋରା ସେହିଧାନେତେ ନାଢ଼ାହିରେ ॥
 ଧୂଳାବାଲୁକା ଲରେ ଗୋରା ଦେଇ ଆମାର ଗାୟେ ।
 ଯୋବ-ପ୍ରକାଶି ଝାଡ଼ୁତେ ବସନ ଅଜ ନିଲାମ ଉଠାଡ଼ିରେ ॥
 ଚାହିରେ ତାହାର ପାନେ, ହାନିଲାମ କୁହୁମବାଣେ,
 ମିଶିଲ ମନେ ଶ୍ରୋଣେ, ଆସୁତେ ନାରି ଛାଡ଼ାଟିରେ ।
 ଲୋଚନ ନାସେର ବାନ୍ଧି, ଶୁନଲୋ ବିନୋଦିନୀ,
 ତଥନ ଆମି ଧାକଲେ ସେବା, ଦିତାମ ତୋରେ ମିଳାହିରେ ॥ ୧୧ ॥

ଢର ଆର ନାହିଁ ମହି ଢର ଆର ନାହିଁ । ବୁକ ହିର କରି ମବେ ରହ ଏକ ଟାହି ॥
 ସେ ବଲୁକ ସେ ବଲୁକ ତାହା ନା ଶୁନିବ । କଳକ-ନାଥାର ଯାଏେ ମାତାର ଶ୍ରଦ୍ଧିବ ॥
 ବଲୁକ ସକଳ ଲୋକେ ଗୋରା-କଳାହନୀ । ଧିକ ଧିକ ଧିକ ସେହି କୁଳେର କାମିନୀ ॥
 ଗୋରା-ପରିବାଦ ଏତ ସବାହି ମାହିବେ । ଲୋଚନ ବଳେ କାରେ ଢର କର ଆର ତବେ ॥ ୧୨ ॥

ଆଜୁ ଗୋରାଟାଣ ବଢ଼ ରଞ୍ଜି ।

କୁହୁମ ଚନ୍ଦନ, ଅଜ ବିଲେପନ, ବେଶ କରଲ ବହ ଢଞ୍ଜି ॥
 ଚାଟର କେଶେ, ବେଢ଼ି ନବମାଳତୀ, ବିରଚିତ କରୁ ଶୋଭା ।
 ମଧୁକର ଓଢ଼ି, ଓଢ଼ି ତାହେ ବୈଷ୍ଣବ, ମଧୁଲୋତେ ମତି-ରତି ଲୋଭା ॥
 ନିରଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜ, କୁଣେ କୁଳକାମିନୀ, ନିଷଗନ ବହ ମୁଖ ଚାହି ।
 ଡାଢ଼ କତ ଢଞ୍ଜି, ରଞ୍ଜି ସନ ବାଧୁଳ, ସନ ସନ ନରୀନ ନାଟାହି ॥
 ଗନ୍ଦାଧର ଅଜେ, ଅଜ ମହ ଧରି, ଲହ ଲହ ହାସବିଲାସ ।
 ଶ୍ରେୟନାଥୀର, ମରଣେ ରହ, ବଞ୍ଚିତ ଏକାଳି ଲୋଚନନାମ ॥ ୧୩ ॥

ଆହିଲୋ ଗୋରାଜୟେଶ କାନ୍ଦିନୀ ହରେ । ତାମାହିଲା ଗୋପବେଶ ଶ୍ରେୟସୁଟି ଦିରେ ॥
 ନିବ୍ୟାନନ୍ଦ ରାସ ତାହେ ନାକତ ମହାର । ସାହା ମାହି ଶ୍ରେୟସୁଟି ତାହା ଲରେ ସାର ॥

হুড়্ হুড়্ শব্দে আইল শ্রীঅষ্টোচাঁদ । অল-রসধারা তাহে রায় রামানন্দ ॥
চৌবটি মোহাস্ত আইলা মেঘ শোভা করি । শ্রীকৃষ্ণনাতন তাহে হৈল বিজুরী ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসের ভাণ্ডারী । যতনে রাগিল প্রেম হেমকুন্ত ভরি ॥
এবে সেই প্রেম লয়ে অগতনে দিল । এ দাস লোচন-ভাগ্যে বিন্দু না মিলিল ॥ ৭৭

অগতির প্রেম দিল দয়াল নিতাই ।
মোর কর্ণদোষে তারে পেলাম নারে ভাই ॥
জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন ।
বিশ্বাস হইতে আমার গেল এ জীবন ॥
নিতাই-প্রেমের কালাল হয়ে গেলার প্রেমিকপাড়া ।
অবিশ্বাসী দোষী বলে বার করে দিল তারি ॥
এ দেশে না গেল থাকা যাব কোন দেশে ।
বার লাগি প্রাণ কান্দে তারে পাব কিসে ॥
কোথা যাব প্রাণ জুড়াব পেয়ে দেশের দেশী ।
তাপিত হয়েছ প্রাণ দেখা দাওহে আসি ॥
কৈতব আদি দূর না হলে সে কি গোর পার ।
ঠেলে দিলে ভেসে উঠে লোচনকাসে গার ॥ ৭৮ ॥

আর শুনেছ আলো সট গোরভাবের কথা । কোণের ভিতর কুলবধু কৈদে আকুল তথা ॥
হলুদ বাটিতে গৌরী বসিল যতনে । হলুদবরণ গোরচাঁদ পড়ে গেল মনে ॥
উঠিল গোরাজ-চেউ সঘরিতে নারে । লোরেতে তিমিল বাটন গেল ছারেছারে ॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদবাটা । আখির অলে বুক হলুদ ॥
ভেসে গেল পাটা ॥

শাকেতে শুকুতা দিল অঘলে দিল ঝাল । শুকনা হাঁড়িতে চাল দিই ভেজাইল আল ॥
কোথা ছিল ননহ যাগি এসে দিল তাড়া । শুকনা কাঠে ধূম কল্লি এত বিবন জালা ॥
লোচন বলে মন রেবুলি ভাবচিস্ কেনে এতো । হাঁকিটা কেন ভাঙলি নাকো ॥
দিই বেড়ির শুতো ॥ ৭৯ ॥

ঢর ঢর কাঁকন জিনি গোরা-অঙ্গখানি । চাঁদমুখে কয় কথা অক্ষরাকৈ জিনি ॥
 তরুণ-কুঞ্জরে-গোরা-চলন-মাধুরি । কুলল নদীয়া-নারী চিত না য়বরি ॥
 কণাণে চন্দন-চাঁদ যুবতী-কলকে । পিন্নাসে খাইতে জল যুগী পঙ্কু পকে ॥
 সব অঙ্গ গোরাটাদের নিরুপম ভুলনৌ । কি করিবে লাজে আর এ কুল-কামিনী ॥
 লোচন বলয়ে গোরা পানে যদি চাই । যে অঙ্গে পড়য়ে আঁখি রহে সেই ঠাঞি ॥৭৯ক

দেখাসিয়ে গোরাচাঁদ, কামিনী-মোহন ফাঁদ, রঞ্জিয়া রজন-মালা গলে ।
 চন্দনে চর্চিত দেহ, ভূষণে মণ্ডিত গো, না চলিতে মকর কুণ্ডল দোলে ॥
 করিবর শুণু জিনি, বাহর বলনি গো, পুরট পুন্দর জিনি বুক ॥
 বিজুরী ছানিয়া কেবা, অঙ্গ নিরমাণ কেল, চাঁদ জিনিয়া কৈল মুখ ॥
 সুরুয়া কাঁকালী বাঁকা চলন ঈষত গো, সুরুয়া বসন শোভে তার ।
 গুরুয়া নিতম্ব ভরে, কামিনী-কণ্টক গো, সত্তা মতি কুলটা করায় ॥
 ও রাম-কদলী-জিনি, উরুর মাধুরী গো, ও নথ কোমল পদতল ।
 লোচন কহয়ে বাণী, যেন কুল-কামিনী, কুলশীল গেল রসাতল ॥৭৯খ

শুনলো সকল সই, স্বপনের কথা কই, শচীর ছুলাল গোরা আসি ।
 চাঁদমুখে কয় কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা, আমারে উঠায় হাসি হাসি ॥
 হে হেইলো মই, পতিকোলে রই, একি বিষম জালা ।
 খরখরি কাঁপে গা, আপাদ মস্তক পা, তবু আসি গলার দেয় মালা ॥
 চুষনে চেতন পেয়ে, আপে পাশে দেখি চেয়ে, পত্তি কোলে দেখিয়ে স্বপন ।
 কি হইল মনে ভাবি, আপনে আপনা হাসি, গৃহ-কাঁজে নাহি রহে মন ॥
 এমন গোয়ার রীত, দেখি লাজ মনে ভীত, কি হইল কি করিব মোরা ।
 লোচন কহয়ে সই, দেখান হইল গো, শচীর ছুলাল নব-গোরা ॥৭৯গ

* পাঠান্তর—

করিবর-শুণু জিনি, বাহর দোলনী গো, চাঁদ নিগাড়িয়া মালা মুখ ।
 সিংহের শাবক-জিনি, গ্রীবার বলনী গো, পুরট দর্পণ জিনি বুক ॥
 সুরুয়া কাঁকালী গোয়ার, গুরুয়া নিতম্ব গো, সুরুয়া বসন শোভে তার ॥
 খগেন্দ্র জিনিয়া কিবা, নাসার ভজিনী গো, মধুর মধুর কথা কয় ॥
 রাবরভা জিনি কিবা, উরুর বলনী গো, ওখল কমল পদতল ।
 লোচন কহয়ে বাণী, যে কুল-কামিনী গো, তার কুল গেল রসাতল ॥

কামোদ ।

প্রাণ কিয়া ভেল বলি, কাঁদিছে গৌরাজপহঁ, নয়ান বহিয়া পড়ে ধারা ।
 দিবানিশি অবশ অঙ্গ, অরুণ আঁখিয়া গো, ছল ছল জল চিরবিরহিনী-পারা ॥
 সাধি হে না বুঝিয়ে কি রস রাখার ।
 বিনোদনাগর গোরা, খুলা বেশ মাখে গো, চন্দন মাখা গারে আর ॥ ৬ ॥
 পুরুষের ভাব গোরা, বিলসই নিরবধি, তাহা বিহু আন নাহি ভায় ।
 স্তম্ভ পট্ট পরিহরি, এ ডোরকোপীন পরি, অকিঞ্চন বেশে গোরারায় ॥
 ত্যজিয়া সকল স্মৃতি, বিরলে বসিয়া থাকে, ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস ।
 এ হেন গৌরাজ-রীতি, বুঝই না পারই, কুরত এ লোচনদাস ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ।

তুড়ী ।

এইবার করুণা কর চৈতন্ত নিতাই । মোর সম পাতকী আর জিজ্ঞাস্তে নাই ॥
 মুক্তি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর । এই সব পাপে মোর তুচ্ছ জরজর ॥
 স্নেহ অধম ছিল যত অনাচারী । তা সত্তা হইতে যদি মোর পাপ ভারী ॥
 অশেষ পাপের পাপী অগাই মাখাই । তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা হুতাই ॥
 লোচন বলে মুক্তি অধমে দয়া নৈল কেনে । তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে ॥ ৮১ ॥

ধানশী ।

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই । জুবনমোহন গৌরাটাদ নিতাই ॥
 কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন । হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন ॥
 হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই । পাতকী উদ্ধার কৈলা যেরে যেরে বাই ॥
 হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে । কোন অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে ॥
 রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার । যাঁচি প্রেম দিয়া তারে করিলা উদ্ধার ॥
 নাম-প্রেম-স্বধাতে তরিল জিতুবন । একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাগ ।

পরম করুণ, পহঁ দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র ।
 সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ-বন্দ ॥

ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, স্নদুচ বিশ্বাস করি ।
 বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, সুখে বল হরি হরি ॥
 দেখে অরে ভাই, জিতুবনে নাই, এমন নয়াল দাতা ।
 শুকপাখী বুঝে, পাখাণ বিদরে, শুনি যায় গুণগাথা ॥
 সংসারে মজিয়া, রহিল পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ ।
 আপন করম, ভুজায় শমন, করয়ে লোচন দাস ॥ ৮৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ।

শ্রীরাগ-লোভা ।

অক্ৰোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় । অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
 চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা । হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া ॥
 যারে দেখে তারে কহে দস্তে তৃণ ধরি । আমারে কিনিয়া লহ বল গোরহরি ॥
 এত বলি নিত্যানন্দ কুমে গড়ি যায় । রক্ত-পর্কিত যেন ধুলার লোটার ॥
 হেন অবতারে যার রতি না অন্মিল । লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাগ ।

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি । আনিয়া প্রেমের বস্তা ভাসাইলা অবনী ॥
 প্রেমের বস্তা লৈয়া নিতাই আইলা গোড়দেশে । ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে ॥
 দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে । ব্রহ্মার দ্বন্দ্ব প্রেম সবাচারে যাচে ॥
 অবাক্ষবে সাক্ষর নিতাই স্মরন । ঘরে ঘরে করে প্রেমায়ুত বিতরণ ॥
 লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে । আনল অলিয়া দিব তার মাঝ মুখখানে ॥ ৮৫ ॥

শ্রীরাগ ।

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি । নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥
 অসার সংসার-সুখে দিয়া মেনে ছাই । নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই ॥
 যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব । নিতাই-বিমুখ জনের মুখ না দেখিব ॥
 পদা যার পদজল হয় শিরে ধরে । হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে ॥
 লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের করতল । কাঁকালের ঠাকুর নিতাই অগতের গুরু ॥ ৮৬ ॥

সিন্ধুড়া ।

মেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী ।

পুণ্ডকে পুণ্ড তল, কদম্ব কেশর অন্ত, বাহ তুলি বোলে হরি হরি । ৩ ॥
 শ্রীমুখমণ্ডল ধাম, জিনি কত কোটি কাম, সে না বিহি কিনে নিরমিল ।
 অখিয়া লাবণ্য-সিন্ধু, তাহে নিঝাড়িয়া ইন্দু, সুখা দিয়া সু-খানি পড়িল ॥
 নব কঙ্কনল আঁখি, তারক জ্বর পাখী, ডুবি রহ প্রেম-মকরন্দে ।
 সেকরূপ দেখিল যেহ, সে আনিল রসমেহ, অবনী ভাসল প্রেমানন্দে ॥
 পুরুষে যে ব্রজপুরে, বিহরে নন্দের ঘরে, রোহিণীনন্দন বলরাম ।
 এবে পদ্মাবতী-সুত, নিত্যানন্দ-অবধূত, ভুবনপাবন হৈল নাম ॥
 সে পছঁ পতিত হেরি, করুণাময় অবতারি, জীবেরে বোলায় গৌরহরি ।
 পড়িয়া সে ভববন্ধে, কাঁদরে লোচন অন্ধে, না দেখিয়া সেকরূপ মাধুরী ॥ ৮৭ ॥

শ্রীঅষ্টোতাচার্য্য ।

অয় অয় অষ্টোত আচার্য্য দয়াময় । যার হৃদয়কারে গৌর অবতার হয় ॥
 প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-নাগর । যার প্রেমরসে আইলা গৌরাক-নাগর ॥
 যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চার । প্রেমরসে যে অন চৈতন্ত গুণ গার ॥
 তাহার পদেতে যেবা লইল শরণ । সে অন পাইলা গৌরপ্রেম-সহায়ন ॥
 এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ । গোচন বলে নিল মাখে বন্ধ পাড়িলুঁ ॥ ৮৮ ॥

তুড়ী ।

নাস্তিকতা অপার্থ জুড়িল সংসার । কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কোথা আর ॥
 দেবিয়া অষ্টোতপ্রভু বিবাদিত হৈলা । কেমনে তরিবে জীব তাবিত্তে লাগিলা ॥
 নেত্র বুজি তুলসী প্রণামি বিফুপদে । হৃদয় দিলেন লক্ষ আচার্য্য আক্লাদে ॥
 জিতিলু জিতিলু মুখে বলে বার বার । জীব নিভারিতে হবে গৌর-অবতার ॥
 এ কথা শুনিয়া নাচে সাধু-হরিদাস । লোচন বলে খসিল জীবের মোহপাশ ॥ ৮৯ ॥

জীবিতৈত্তমঙ্গল ।

বৈশাখে বিষম কড় এ হিরা-আকাশে । কে রাখে এ তরি পতি-কাণ্ডারী বিদেশে ॥
 জ্যৈষ্ঠে ১সাল রস সবে পান করে । বিরস আমার হিরা পিরা নাই যবে ॥
 আবারুতে রথযাত্রা দেখি লোক ধম্ব । আমার ঘোবন-রথ রহিয়াছে শুভ ॥
 শ্রাবণে নৃতন বস্ত্রা অলে ভাসে থরা । কাস্ত লাগি চক্ষে মোর সদা অলধারা ॥
 ভাদ্রমাসে অন্নার্থী হরি-অন্নমাস । সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা হতাশ ॥
 আশ্বিনে অধিকা-পূজা স্থখী সব নারী । কাঁদিয়া গোড়াই আমি দিবস শরীরী ॥
 কার্তিকে হিমের জন্ম হয় হিম পাত । ভয়ে মরে বিষ্ণুপ্রিয়া শিরে বজ্রাঘাত ॥
 আশ্বনে নবার করে নৃতন ততুলে । অন্ন জল ছাড়ি মুঞি ভাসি এ অকুলে ॥
 পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে । বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে ॥
 মাঘের দারুণ শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী । একেলা কামিনী আমি বঞ্চিতা যামিনী ॥
 ফাল্গুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে । কাস্ত বিহু অভাগী জুলিবে কার কোলে ॥
 চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত উদয় । লোচন বহে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয় ॥ ২০ ॥

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গটান পূর্ণিমা দিবসে । উদ্বর্তন-তৈলে আন করাব হরিষে ॥
 পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপ-গন্ধে । সংকীৰ্ত্তন করাইব মনের আনন্দে ॥
 ও গৌরাঙ্গ পহঁ হে তোমার অন্নতিথি পূজা । আনন্দিত নবদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ-যুবা ॥
 চৈত্রে চাতক-পক্ষী গিউ গিউ ডাকে । তাহা শুনি গ্রাণ কঁাদে কি কহিব কাকে ॥
 বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুকুহুহু । তাহা শুনি আমি যুচ্ছা যাই মুহুহু ॥
 পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বলে । তুমি দূর দেশে আমি গোড়াইব কার কোলে ॥
 ও গৌরাঙ্গ পহঁ হে আমি কি বলিতে আনি । বিধাইল সরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥
 বৈশাখে চম্পকলতা নৃতন গামছা । দিব্য ধৌত কৃষ্ণকলিবেসনের কোচা ॥
 বৃহস্প চন্দন অঙ্গে সঙ্গপৈতা কাঁধে । সে রূপ না দেখি মুট জীব' কোন ছাঁদে ॥
 ও গৌরাঙ্গ পহঁ হে বিষম বৈশাখের রোজ । তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুজ ॥
 জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড লিকতা । কেমনে বঞ্চিত প্রভু পাদাশ্রয়তা ॥
 সোঙরি সোঙরি গ্রাণ কঁাদে নিশিদিন । চট্‌ফট্‌ করে যেন জল-বিহু মীন ॥
 ও গৌরাঙ্গ পহঁ হে নিদারুণ হিরা । আনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
 আবারু নৃতন ধূম দাহুরীর নাদে । দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥
 শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ুরীর নাট । কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥
 ও গৌরাঙ্গ পহঁ মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও । যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥

প্রাণে গলিত ধারা ঘন বিভ্রাজিতা । কেমনে বক্ষি প্রভু করে কং কথা ॥
 লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পাগকে শয়ন । সে চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥
 ও গৌরাজ পহঁ হে তুমি বড় দয়াবান । বিফুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥
 ভাদ্রে ভাষত-তাপ সহনে না যার । কাদম্বিনী-নাথে নিজা মন আগার ॥
 যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে । হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্র-ঘাত শিরে ॥
 ও গৌরাজ পহঁ হে বিষম ভাদ্রের ধরা । প্রাণনাথ নাহি যার আবহু সে মরা ॥
 আশ্বিনে অধিকাংশু দুর্গা-মহোৎসবে । কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে ॥
 শরৎ সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে । হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিারে ॥
 ও গৌরাজ পহঁ মোরে কর উদ্দেশ । জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥
 কার্তিকে হিমের অগ্নি হিমালয়ের বা । কেমনে কোপীন-বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা ॥
 কত ভাগ্য করি তোমার হৈরাহিলাম দাসী । এই অভাগিনী সুই হেন পাপরাশি ॥
 ও গৌরাজ পহঁ হে অন্তরযামিনী । তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥
 অগ্রাণে নূতন ধাতু অগতে বিলাসে । সর্বস্বত্ব ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ধ্যাসে ॥
 পাটনেত তোটে প্রভু শয়ন কহলে । সুখে নিজা যাও তুমি আমি পদতলে ॥
 ও গৌরাজ পহঁ হে তোমার সর্বজীবে দয়া । বিফুপ্রিয়া মাগে রাধা চরণের ছায়া ॥
 গোষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে । কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে ॥
 নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে । বিরহ-আনলে বিফুপ্রিয়া পরবেশ ॥
 ও গৌরাজ পহঁ হে পরবাস নাহি শোহে । সংকীর্ণন অধিক সন্ধ্যাসধর্ম নচে ॥
 মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব । তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥
 এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি । পৃথিবীতে না রহিল তোমার সজ্জতি ॥
 ও গৌরাজ পহঁ হে মোরে লহ নিজ পাশ । বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস ॥১১॥

বিফুপ্রিয়ার এই বারমাতাটি পদকল্পতরু, শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থে লোচনদাসের ভণিতায়ুক্ত আছে। পল্লীগ্ৰামে অনেক স্ত্রীলোকদিগের মুখে লোচনের ভণিতায়ুক্ত এই পদ শুনা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত জ্ঞানানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থেও এই পদটি আছে, তবে ইহাতে কাহারও ভণিতা নাই। প্রাচ্য-বিদ্যানুসন্ধান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় জ্ঞানানন্দের গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন লোচনদাসের কোন গ্রন্থে এই বারমাতাটি কিবা। ইহার কোন আভাস নাই, সুতরাং ইহা জ্ঞানানন্দের রচিত বলিয়াই তাঁহার ধারণা। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্তর্ভূত। কারণ, স্বামী বা অতি প্রিয়জন বহুকাল বিদেশে থাকিলে তাঁহার প্রণয়িনীর পক্ষে আক্ষেপ করিয়া এইরূপ বারমাতা বর্ণনা করাই স্বাভাবিক,—স্বামী দূরদেশে বাইবেন

শুনিয়া ভবিষ্যৎ-বিবাহ এই ভাবে বর্ণনা করিবার কথা শুনা যায় না। কিন্তু অগ্ন্যানন্দের গ্রন্থে তাহাই আছে,—ঐগোরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন শুনিয়া বিষ্ণু-প্রিয়ার মুখ দিয়া অগ্ন্যানন্দ এই বারমাস্তা বাহির করিয়াছেন। আরও একটা কথা। লোচনের অনিত্যবৃত্ত বারমাস্তার লহিত অগ্ন্যানন্দের গ্রন্থের এই পদটীক স্থানে স্থান মিল নাই এবং যে যে স্থানে পরিবর্তন দেখা যায়, সেই সেই স্থানেই খাপছাড়া ও রসভঙ্গ হইয়াছে। “বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহকুহ। তাহা শুনি আমি মুচ্ছা যাই মুহমুহ।” এই চরণ ছয় লোচনের অনিত্যবৃত্ত পদে চৈত্রমাসের বর্ণনায় আছে, কিন্তু অগ্ন্যানন্দের গ্রন্থে বৈশাখমাসের বর্ণনায় মধ্যে এই দুই চরণ সামান্য পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে “চুতাকুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোলে” প্রকৃতি চরণ বোগ করা হইয়াছে। কিন্তু বৈশাখ মাস যে বসন্তকাল নহে এবং চুতাকুরও যে সে মাসে হয় না, তাহা সকলেই জানেন। এতদ্ভিন্ন অগ্ন্যানন্দের গ্রন্থের বারমাস্তাটীতে এমন সকল কথা আছে যাহা পাঠ করিলেই মনে হয় যে, বহুকাল বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই বারমাস্তা বলিতেছেন। যেমন “তুমি দূরদেশে আমি জুড়াব কার কোলে”, “তোমা না দেখিঞা মুচ্ছা যাই মুহমুহ”, “তোমার বিচ্ছেদে মরি দুঃখ-সমুদ্র” ইত্যাদি। এই সকল চরণ পাঠ করিলে কি বোধ হয় না যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া এই বারমাস্তা বলিতেছেন? ইহা অগ্ন্যানন্দের রচিত হইলে এইরূপ অসংগত হইত না। আমার মনে হয়, পদটী লোচনদাসের, অগ্ন্যানন্দ মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন করিয়া ইহা আপনার মত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ ।

এ সুখি প্রাণ কেমন করে মনে বড় ভয় উঠে ।
 শ্রামবধুর পীরিত খানি তিলেক পাছে ছুটে ॥
 তিলেক না দেখলে বধু বড় দুঃখ পাই ।
 চাঁদমুখের হাসিতে পরাণ জুড়াই ॥
 ভাবিতে পীরিত বধু আছে কত জনা ।
 ভাবিলে গড়িয়া দেয় সেই সে আপনা ॥
 হিরার মাঝে তোমার বধু রাখিব বাধিয়া ।
 অনেক সাথে পাইরাছি না দিব ছাড়িয়া ॥

অজের আবরণ সব আউলাইয়ে গার ।
 বাজন নুগর হয় বাজিব-রাজাপার ॥
 কহে ত লোচনদাগ মনের আকৃতি ।
 ছাড়িলে না বার ছাড়া বিষম পীড়িত ॥ ৩২ ॥

হলুদ বাটীতে গৌরী বসিল ষড়নে ।
 হলুদ বরণ গৌরচাঁদ প'ড়ে গেল মনে ॥
 উঠিল গৌরাজ চেউ সম্বর না করে ।
 লোরেতে ভিজিল, বাটা গেল ছারে ধারে ॥
 চাঁদ নাচে সূর্য নাচে আর নাচে তারা ।
 পাতালে বাসুকি নাচে বলে গৌরা গৌরা ॥
 লোচন বলে এ গৌরাজ কোথা বা আছিল ।
 কত কুলবতীর মন কোঁছড়ে গুলিল ॥ ৩৩ ॥

এই পদটির প্রথম চারিটি চরণ ১৮নং পদের অংশ বিশেষ । ইহাতে অপর যে চারিটি চরণ আছে তাহা লোচনদাসের রচিত বলিয়া মনে হয় না । লোচনের হইলে একুশ রসভঙ্গ হইত না ।

সকল কঁকলি ভাঙ্গিয়া পড়ে । তাহে সে স্তম্ভ বসন পরে ॥
 কোঁটার শোভায় মদন ভোগে । যুবতীর মন ঘুরিয়া বুলে ॥
 নিতম্ব তলে কামই নিহিত । নিছনি লইয়ে পরাণ দিত ॥
 তাহে কোন্ ছার যৌবন রাখে । লোচনদাসের মরমে আগে ॥ ৩৪ ॥

লোচনের ধামালীতে এই পদটি আছে, কিন্তু ইহা লোচনদাসের পদ নহে গোবিন্দদাসের একটি পদের প্রথম চারি ও শেষ চারি চরণ লইয়া এই পদটি হইয়াছে । লোচনের ধামালী, ত্রিগৌরপদ-ভরজগী, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে লোচনের তনিতা-যুক্ত যে সকল পদ আছে তাহা এবং আরও অনেকগুলি পদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই অপ্রকাশিত পদগুলির অধিকাংশ ত্রিখণ্ডনিবাসী সুবিখ্যাত কবিরাজ ত্রিযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র মল্লিক শাস্ত্রাতীর্থ, ভিষাগশাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন । সুন্দরবর ত্রিযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ও কয়েকটি পদ পাঠাইয়াছেন ।

পরিশিষ্ট (গ)

শ্রীশ্রীমতী লক্ষ্মী-নির্যাত্তনে সাস্থনা ।

শ্রীল লোচনদাসের অট্টোত্তমকালে দেখা যায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীশ্রীমতী লক্ষ্মীঠাকুরাণীর নির্যাত্তনে বিরহবিধুরা শ্রীমতী শচীমাতাকে স্বয়ং শ্রীশ্রীগোয়ালসুন্দর এই বলিয়া সাস্থনা দিলেন যে তোমার এই পুত্রবধু স্বর্গে ইচ্ছসভায় নর্তকী-অঙ্গরা ছিলেন । নৃত্যের সময়ে পদস্থলনে তালভঙ্গ হওয়ার ইচ্ছা উহাকে পৃথিবীতে পতিত হইয়া মল্লব্যবধু হওয়ার অস্ত্র শাপ প্রদান করেন । অঙ্গরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হওয়ার ইচ্ছা বলিলেন ঐ সময়ে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার দর্শনে উহার শাপ মোচন হইবে এবং তদন্তে পুনর্বার স্বর্গলাভ হইবে । যথা :—

মাগ্নেরে বলিলা প্রভু শুনহ বচন । পূর্বকথা কহি তার জন্মের কারণ ॥

ইচ্ছের অঙ্গরা নৃত্য করে এক কালে । উদয়ের নির্মল পদস্থলন তাহারে ॥

তালভঙ্গ চৈল শাপ দিল সুরেশ্বরে । পৃথিবীতে জন্ম লহ মল্লেশ্বর ঘরে ॥

শাপ দিয়া পুন শ্রীমতী ভেল দেবরাজে । দুঃখ না পাইবা বৈল হৈব বড় কাজে ॥

পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর । তাঁর বধু হৈবা তুমি দিল এই বর ॥

তবে ত আসিবা তুমি এই ইচ্ছপুরী । কহিল সকল এই ইচ্ছের সুন্দরী ॥

ইহা পাঠ করিয়া ভক্তপাঠকগণের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও দুঃখ উদ্ভিত হয়, তাঁহাদের কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে প্রদত্ত হইল,—

১। ইচ্ছের শাপে মর্ত্যলোকে কোন মল্লেশ্বর বধু হওয়াই অঙ্গরার প্রীতি শাপোচিত কার্য্য হইত । তাহা না হইয়া ইনি স্বয়ং ভগবানের পত্নী হইলেন, ইহা কি শাপ ? শ্রেষ্ঠতম বরও এ সৌভাগ্য ঘটে না ।

২। অঙ্গরা শ্রীভগবানের পত্নী হইয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন এবং তাহার শাপান্ত হইল, তিনি পুনর্বার স্বর্গে গেলেন এবং নর্তকী হইলেন । শাপবিমোচনে অঙ্গরা স্বয়ং ভগবানের পত্নী হইয়াছিলেন । ইহা শাপ-বিমোচন অস্ত্র সৌভাগ্য কিংবা নারকীর দুর্ভাগ্য ? সাধু-সম্মান ও শাস্ত্রবিদগণ অবশ্যই ইহা নারকীর দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিবেন ।

৩। যিনি শিব-বিরিকি-ইচ্ছ-চন্দ্র-সুখাদির পরমারাধ্য সেই স্বয়ং ভগবান্ একটা শাপপ্রদ নর্তকীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন ইহাই বা পবিত্রাত্মা সনাতারী সাধুসম্মান-জন আশ্রিত হইবেন কেন ?

৪। লোচনদাস স্মৃতি। তাঁহার কাব্য-প্রতিভা প্রশংসনীয়, তাঁহার কাব্যকল্পনাও সমৃদ্ধ। এই অবস্থায় তিনি ভক্তজনের স্বাধীনতানাময়ী এই কুরুচিময়ী কদর্য কল্পনার আশ্রয় লইলেন কেন ?

এই সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়া জনৈক প্রসিদ্ধ ভক্ত আমাদিগকে এক পত্র লিখেন। এইরূপ সন্দেহ অনেকের মনেই উদিত হইতে পারে। আমাদের মনে হয় এই বিবরণের অল্প স্রীমৎ লোচনদাস সম্পূর্ণদায়ী নহেন ; তবে তিনি অনেক পরিমাণে দায়ী বটে। এই বিবরণের বিস্তৃত উল্লেখ এবং উহার মীমাংসা শ্রীপাদ মুরারির কড়চায় দ্রষ্টব্য। শ্রীপাদ লোচনদাসের গ্রন্থের ক্রটি এই যে, ইহাতে সমগ্র বিবরণ দেওয়া হয় নাই—আংশিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিবরণের বক্ষ্যত্ববাদ এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইলে ভক্তপাঠকগণের হৃদয়ে আদৌ যাতনা হইত না। শ্রীপাদ মুরারিগুপ্তের কড়চায় উহা এই ভাবে লিপিত হইয়াছে, যথা :—

আত্মগোপনবলৈর্বচনৈশ্চন্দ গোপয়ন্ হি সকলং জগদীশঃ ।

শৃণু যথেষ্মমবাতরদম্ভবা সুরবধুঃ পৃথিবীমহু সাস্ত্রাণ্যম্ ॥

মম্বতঃ সদসীন্দুনিভাননাং স্থলিতনৃত্যপদাং বিধিনা গমু ।

সমবলোক্য শশাপ সুরেশ্বরো ভব নরশ্চ সূতেত্যবধাৰ্য্য তং ॥

সমপতৎ পদয়োরিতি তাং পুনঃ সকল নাথবধু ভব শোভনে ।

পুনরিহাভিমুখং সুরদুর্জ্জ্জ্বলং সমহুভুয় হরেঃ পদমুজ্জ্বলম্ ॥

বত গমিস্তসি গচ্ছ স্থশোভনে সুরপতে বচস্যাভিমুখোদ সা ।

সুরনদীসলিলে পরিমুচ্য তং জিহ্বাশাপজপাপমধাগমৎ ॥

কিঞ্চা লক্ষ্মীবদ্বা জগদীশ্বরী নিজপ্রভুচরণাজমগাং স্বয়ম্ ।

তদলমেব শুচা ভবিতবাতা ভবাত কালকৃতং সকলং জগৎ ॥

ইতি নিশম্য শচীমুতস্ত তদ্বচনমিন্দুমুখস্ত শুচং জহৌ ।

প্রকটৈবভবগোপনকারণং মনুজভাবধরশ্চ হরেশ্বরঃ ॥

ন খলু চিত্রমিদং ভগবান্ স্বয়ং সুরকথাবচনং কুবান দ্বি যৎ ।

বদন্তুভাবরসেন পিতামহঃ সৃজতি হস্তি জগৎজন্মমাখরঃ ॥

পরিশিষ্ট (ঘ)

নদীয়া-নাগরী পদ ।

(বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রসিকমোহন গোস্বামী বিদ্যাক্ষরণ লিখিত ।)

বদীর পদসাহিত্যে নদীয়া-নাগরী পদ বলিয়া যে এক শ্রেণীর অতি সুমধুর পদ দেখিতে পাওয়া যায় সেই সকল পদের কর্তা শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর বলিয়াই প্রসিদ্ধ । কলতঃ কবির লোচনদাস ব্যতীত আর কেহ একরূপ পদের রচয়িতা বলিয়া আমাদের মনে হয় না । এমন মধুর পদ-রচনার আর যে কেহ একরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না । সান্নাতিগ্রাম্য ভাষায় এমন কোমল মধুর প্রাণম্পর্শি পদরচনা সর্বিশেষ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন কাব্য ব্যতীত অপরের নিকট আশা করা যায় না ।

এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা অতি স্থূল কথা । কিন্তু ইহার অন্তরঙ্গ কথাই সর্বিশেষ আলোচ্য । নদীয়া-নাগরী পদ কোন ইতর নায়ক সম্বন্ধে রচিত হয় নাই । এই সকল পদের যিনি বিষয় তিনি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত—শচী-জগন্নাথ-নন্দন । পিতামাতার অতি আদরের ছেলে হইলেও বাল্যকাল হইতেই কঠোর অধ্যয়নশীল । যে সময় ইহার আবির্ভাব হয় সে সময় লেখাপড়া না শিখিলে ব্রাহ্মণসমাজে অতীব হেয় ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইত । ছেলেটা সোহাগে যত্নে লালিত-পালিত হইলেও বিলাস জানিতেন না । যজ্ঞোপ-বীতের পর হইতেই ইহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত শাস্ত্রবিচারে যথেষ্ট চাপল্যের নিদর্শন ও প্রমাণের অভাব না থাকিলেও বালিকাদের সহিত ইহার বাক্চাপল্যের বা স্প্রীতিমুচক আলাপসম্ভাবণের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না । শারীরিক সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা কোন নরবালকেই কেহ কখনও দেখিতে পান না । কবিকুল-বর্ণিত কুসুমায়ুধ কন্দর্পের রূপও ইহার রূপের নিকট বিলজ্জিত । সৌন্দর্য্যমাদুর্য্য-গুণ-গ্রহণে অব্যবতঃ নিপুণ নদীয়া-কিশোরীগণ যে এই জুবনতুলানো সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন এবং দ্রাবেন্ন বেলায় গঙ্গাঘাটে বাইরা ইহার রূপ দেখিয়া হুর্নিবার মগ্ন-মনোমগ্নন প্রভাবে বিভাবিত হইয়া ইহার রূপের কথা বলাবলি করিবেন ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় অথবা অস্বাভাবিকতাই বা কি আছে । স্বাভাবিক ভাবের বর্ণনাই প্রকৃত কবির কাব্যকুশলতা, অপরের ভাব নিজ জগরে টানিয়া আনিয়া সেই ভাবেই আশোষণ (Absorption), সমীকরণ (Assimilation) ও তন্ত্রায় সাহায্যে সেই ভাবের প্রকাশ

(Expression)—ইহা প্রকৃত কবির ভগবৎপ্রদত্ত কবিত্বশক্তি । ইহা বাস্তবিকই সুদূরভূত । সাহিত্যদর্পণকার বলেন :—

“নরসিং দুর্জভং লোকে বিত্তা তত্র সুদূরভা ।

কবিত্বং দুর্জভং তত্র শক্তিশত্রু সুদূরভা ॥”

অর্থাৎ ইহজগতে নরসিং অতি দুর্জভ, মনুষ্যকুলে অমূল্য করিলেও বিভালাভ সুদূরভ । কিন্তু বিভালাভ করিলেও কবিত্ব সকলের পক্ষে ঘটে না । আবার যদিও বা কেহ কেহ কবি হন, কিন্তু শক্তিশালি কবিত্ব অতীব সুদূরভ ।

কবির লোচনদাস প্রকৃতপক্ষেই সুদূরভ কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন । নদীরা-নাগরীদের হৃদগত ভাব অবলম্বন করিয়া তাহাদের স্বভাব-স্বলক-সরল সরস সহজ ও সজীব ভাষায় যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন বঙ্গসাহিত্যে সেই সকল পদ চিরদিনই বঙ্গভাষার গৌরব উদ্‌ঘোষণা করিবে । কিশোরীগণের উদামপূর্ণ নবানুরাগের প্রথম উচ্ছ্বাসময় আশা উৎসাহ ও ব্যাকুলতাময় ভাবরাশি এমন সরস সজীব সরল ভাষায় প্রকাশ করা স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব শক্তিরই পরিচয় ।

অপর কথা এই যে, লোচনদাস শ্রীশ্রীগোরাঙ্গসুন্দরকে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই জানিতেন । তিনি যে মহামহাপ্রেমরস-বিগ্রহ তাঁহাও তাহার জানা ছিল । অজ্ঞাত কবি ও লীলালেখকগণ শ্রীগোরাঙ্গসুন্দরের যে লীলাকাহিনী-বর্ণনা করিয়াছেন লোচনদাস দেখিলেন সে সকল ঐশ্বর্য্যভাবপূর্ণ; কিন্তু মাধুর্য্যভাবের বর্ণনা না থাকিলে প্রেমিক-ভক্তগণের চিত্তবিনোদন হইতেই পারে না । তাঁহার শ্রীগোরাঙ্গসুন্দর যে—

“রসময় রসিকশেখর গুণধাম । সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বীৰ্য্য সুন্দর সূতাম ॥”

তাঁহার সে চিদানন্দরসসৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-আশ্বাসনের পাত্র কাহারো ? শীতের অন্তে এত বিশ্বপটে যখন নববসন্তের উপর হয়, যখন আমের মুকুলে নবকিশলয়ে উবার কনকরাগে স্তম্ভিত মলয় সমীরে উহার প্রথম প্রকাশ উদ্‌ঘোষিত হয়, তখন কলকর্ত্ত কোকিলকুলসহ কাননের বিহগগণ ভিন্ন কে সেই নববসন্তের সুখানন্দ গ্রহণ করে । সুহৃদকোমলা ভাবব্যাকুলা ভগবৎরসের নিগূঢ় সম্পূর্ণরূপিনী নদীরাবালা-দলই আমার রসিকশেখর শ্রীগোরাঙ্গসুন্দরের রূপলাবণ্য সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য সুধার আশ্বাসন সর্ব্বপ্রথমে পাইয়াছিলেন এবং কবি লোচনদাসের ঐহিক-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রথমে চম্পুলেখার দ্বায় সেই ভাবের উন্মেষও উদয় হইয়াছিল । বাহারী এই পুষ্পবিজ্ঞানার্থী প্রেমরসের বৃন্দাবনীর স্বকার স্তম্ভিতা নাসিকাসঙ্কোচন করিয়া অচিন্ত্যতা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান, তাহাদের হৃদয়টা সরসকণ্ঠসের জঘন্য বারণ-

রক্তশ্রী কিনা, তাঁহারা নিজেরাই তাহার অসুস্থকান করিয়া দেখুন। এমন দেব-
দুর্ভাগ্য ভাবরসে অপবাদ আরোপ করা কেবলই স্বীয় কুকটিক অবস্থা আত্ম-প্রকাশ
ভিন্ন আর কিছুই নয়। শ্রীশ্রীগোরাঙ্গমন্দের অখিলরসামৃত-মূর্তি ।

“আনন্দলীলামরবিগ্রহায় । হেমাভদিব্য-চ্ছবি-সুন্দরায় ॥

তস্মৈ মহাপ্রেম-রস প্রদায় । চৈতন্তচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥”

এই নমস্কারসূচক পঞ্চটি যতীন্দ্রশিরোমণি পরমমহাভাব শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধানন্দ
সরসভীকৃত শ্রীচৈতন্তচন্দ্রামৃত হইতে উদ্ধৃত। ইনি সাংখ্য-পাতঞ্জল-পুরুষীমাংসা-
উত্তরমীমাংসা-ম্ভ্যস-বৈশেষিক-আগমনিগম-পুরাণ-ইতিহাস-পঞ্চরাত্র-মল্লভার-কাব্য-নাট্য-
কাহি নিখিল রহস্যসিদ্ধান্তের পারদর্শী ছিলেন। ইনি অসাংখ্য সন্ন্যাসীর আচার্য্য।
হলাদিনী শক্তির সারস্বত মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্ত মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি-পাতে ইহার স্বরূপে বিশ্বকসিদ্ধান্ত স্মরিত হইয়াছিল।

উদ্ধৃত পঞ্চটিতে জানা যায় শ্রীগোরাঙ্গ আনন্দলীলামর বিগ্রহ-স্বরূপ এবং তিনি
মহাপ্রেমরসপ্রদ। বেদ-বেদান্ত পরমতত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে—
“সত্যজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম”, “আনন্দময়তরুণং যদ্বিভাতি”, “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্” ইত্যাকার
বহুল শ্রুতিতে জানা যায়, তিনি আনন্দময়তরুণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শেষ
সিদ্ধান্ত এই যে, “রসোবৈ সঃ রসঃ স্বেয়াং লভা আনন্দোভবতি।” সুতরাং তাহার
স্বরূপ সৰ্ব্বদে সৰ্ব্বসিদ্ধান্তের সার নিরূপ এই যে—তিনি প্রেমানন্দরসস্বরূপ।

শ্রীপাদ রূপগোষ্ঠানিমহোদয় তক্তিরসামৃতসিদ্ধ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে
লিখিলেন “অখিলরসামৃতমূর্তিঃ”। “শ্রীরাধাভাবদ্রুতিসুবলিত” শ্রীকৃষ্ণও যে “রস-
রাজ মহাভাবস্বরূপাখিলরসামৃতমূর্তিঃ”—ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-চরণাভ্যুগত ভক্তমাত্রেয়ই
পরমাদরসম্রত সূচিসিদ্ধান্ত। তাঁহার লীলায় ষাঁহারা মায়াবাদিসিদ্ধান্তসম্রত শুধু
সন্ন্যাসের ভাব আরোপ করেন, তাঁহারা তাঁহার ভগবত্ত্বকে বিশ্বাসী নহেন। তিনি
যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন উদ্দেশ্য-সাধনের অস্ত্র-কপটবেশ মাত্র।
আদিপুরুষের অবতারগণের মধ্যে আমরা কচ্ছপ-অবতারের কথা শুনিতে পাই।
সেইঅস্ত্র তগবান্ প্রাকৃত কচ্ছপ নহেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ এইঅস্ত্র শ্রীগোরাঙ্গের
সন্ন্যাসকে ‘কপট সন্ন্যাস’ বলিয়া দৃষ্টান্ত রবে ঘোষণা করিয়াছেন :—

“প্রবাহৈরশ্রণাং নবজলদকোটি ইব দৃশ্যে। দধানং প্রেমর্দ্যা পরমপদকোটি-প্রহসনম্ ॥
বনস্তং মাধুর্যৈরমৃতনিধিকোটিক্রিতম্—চ্ছটাভিভুং বন্দে হরিরমহাসন্ন্যাসককটম্ ॥”

কেবল বৈরাগ্য, তগবস্তার এক অংশমাত্র। বৈরাগ্য যেমন ভগবস্তার এক
উপাদান, শ্রী বা সৌন্দর্য্যও তেমনিই তগবস্তার এক উপাদান। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-

মাধুর্য্যে যেমন স্বাবয়বজগৎস্বয়ংক অনন্তকোটি বিশালবিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকৃষ্ট হয়, তাঁহার এই আবির্ভাবেরই বা তাহা না হইবে কেন? সেই পরমতত্ত্বের শ্রীগৌরঙ্গ-আবির্ভাবেরই বা নরনারীগণ আকৃষ্ট না হইবেন কেন?

শ্রীশ্রীরাগ-বর্ণনায় মহামুনি গোপীদেব কথায় লিখিয়াছেন :—

“কান্ত্যাক্ত তে কলপনায়তবেণুগীতং । সম্মোহিতার্থাচরিতায়তলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ॥

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং । যদেগাবিজক্রমমৃগপুলকান্তবিক্রম্ ॥”

তাঁহার এই জগদাকর্ষিরূপ জগতে প্রকটন করা তাঁহার মহাকাব্যের পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনায় ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধকার স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন; নারী-মনোহারিত্ব তাঁহার একটি প্রধান গুণ। শ্রীকৃষ্ণ, নারী-মনোহারীগুণে যদি সমাদৃত ও সম্পূজিত হন, শ্রীগৌরাজে সেই গুণ স্বীকার করিলে এবং তদ্ব্যবহিতাবিত হইয়া তাঁহার ভজন করিলে শাস্ত্রযুক্তির ও ব্যবহারের কোন মর্যাদা নষ্ট হয় বলিয়া ধারণা করা অসম্ভব। ভাব-ভেদে,—ধান-ভেদে অতীব স্বাভাবিক।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীশ্রীগৌরাজদেব সন্ন্যাসী—মহম্মদ নহেন। তিনি সর্ববিধ নরনারীগণের পরমোপাস্ত রসতত্ত্ব—তিনি সচ্ছিত্তানন্দ রসধন মূর্তি। রসিক ভাবুক সাধক ও সিদ্ধগণ যেমন তাঁহার উপাসক,—রসিকা ভাবুকা সাধিকা ও সিদ্ধা-রমণীগণও তাঁহার ভেদনই উপাসিকা। সে রূপ উপাসনা—সর্ব্বাংশেই সাধুসকল সম্মতা ও স্বতীক্ষ্ণ-রাজ-চূড়ামণিগণেরও ভজননিষ্ঠ চিত্তের লালসা বর্দ্ধন করে। একদেশ-দর্শী অজ্ঞাত তত্ত্বার্থ অনতিজ্ঞ লোকদের পক্ষে প্রগাঢ় স্মৃতিভাবপূর্ণ ভগবৎপাসনার সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করা, কেবল যে অশাস্ত চপল চটুল বুদ্ধির বিড়ম্বনা তাহা নহে—অপরাধজনকও বটে। জগৎ অনন্ত ও বিশাল; বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীও অনন্ত, শ্রীভগবানের লীলাও অনন্ত, উপাসনার প্রকারভেদও অনন্ত—অথচ এই অনন্ত তত্ত্বের সকলই নিত্য সত্য। আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ-সম্মূল জাবসমূহ (apparently conflicting ideas) পরিণামে সকলই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া জানীতভক্তগণের নিকট সমাদৃত ও সম্পূজ্য হইয়া থাকে। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোপালদেব ভগবৎসন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি নিখিলবিরুদ্ধশক্তির সমাপ্তর। তাঁহাতে এক দিকে যেমন কঠোর বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, অপর দিকে আবার ভেদনই লীলা-বিলাস-রস-সম্ভোগ। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যে সকল গুণ তদীয় ভজনীয় গুণ বলিয়া ভূষণ স্বরূপে গ্রহীত হইয়াছে, শ্রীশ্রীগৌরলীলায় তাহার কোন কোন গুণ কেনই বা ভূষণ হইবে?

শ্রীমন্তগবতগীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

“যে যথা মাং প্রপদন্তে তাস্মৈব ভজাম্যহম্” ।

যে আমার যেরূপ ভাবে ভজন করিবে আমিও তাহাদের ঐকট তৎতৎরূপ ভজনীয় ভাবে আত্মপ্রকটন করিয়া তাহাদের অভিপ্সিত ভজনের সহায় হইব । ঐহারা তাঁহাকে কান্তভাবে ভজনা করিয়া আনন্দ লাভ করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের সমক্ষে শ্রীভগবানের “কাঠ-খোটা” সম্যাসীর ভাব প্রদর্শন একবারেই অস্বাভাবিক ও অসাধু-সম্মত । গোপোপলংঘ্যাবৃত মধুসর শ্রীরক্ষাবনে শ্রীশ্রীনরসিংহদেবের উদয় হইলে এক ভীষণ বিভীষিকা উৎপাদিত হইয়া নিদারুণ উৎপাতের সৃষ্টি হইবে । সেখানে শ্রীশ্রীমদন-গোপাল বিগ্রহই শোভনীয় । সেইরূপ শ্রীগৌরলীলাতেও মধুর ভাবের উপাসকগণের সমক্ষে সম্যাস-বেশ এক “গুরুবল্লী” একবারেই খাপছাড়া ও হৃদবিদারক রেশজনক দৃশ্য ।

ভাব-ভেদেই দর্শনভেদ ও ধ্যানভেদ হইয়া থাকে । একই সময়ে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দর্শকগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছিলেন । কংসরজালরে কংসারি-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করুন :—

“মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্বরোমুর্তিমান্ ।

গোপানাং স্বজনোহসিতাং কিত্তিভূজাং শান্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ॥

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদূষাং তত্বং পরং যোগিনাং ।

বৃক্ষীণাং পরদৈবতেতি বিদিতো রজং গতঃ সাগ্রজঃ ॥”

অগ্রজসহ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রজস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন মল্লগণ তাঁহাকে বজ্রসার-পুঙ্খ, নৃপতিগণ নৃপতিকুলশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ কন্দর্প, গোয়ালারা স্বজন, ছুই রাজারা শান্তা, বহুদেব-দেবকী নিজেদের শিশু, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যু, অভয়ভূজগণ বিরাট পুঙ্খ, যোগিগণ পরমতত্ব এবং বৃক্ষগণ আপনাদের কুলদেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ।

এরূপ ভাবের গভ সংস্কৃতভাবার আরও আছে যথা :—

মল্লৈঃ শৈলৈঃকল্পশিশুরিতরজনৈ পুষ্পচাপোহঙ্কনভি

গৌণৈশ্চ প্রাকৃতায়া দিবি কুলিশভূতা বিশ্বকায়েহপ্রেমেরঃ ॥

ক্লুঙ্ক কংসেন কালো ভয়চকিতদৃশা যোগিভির্ধৈর্যমুর্তি ।

দৃষ্টী রজাবতাবো হরিরমরগণানন্দক্লং পাতু বিশ্বান্ ॥

লোকে কথার বলে “কৃষ্ণ কেমন ?” তদুত্তরে বলা হয় “যার মন যেমন” । শ্রীগৌরাজও যখন পূর্ণভ্রম তত্ব তখন তাঁহার সমক্ষেই বা নাগরীভাবের ভজন অশ্রদ্ধের হইবে কেন ? নাগরীভাবের ভজনের ন্যাস্তর—গোপীভাবের ভজন ; শ্রীভাগবতের ভাষার—শ্রীরাসনারিকাগণের ভজন । সর্বসীলা মুকুটমণি বসিরা শ্রীরাসলীলা যখন পরমহংস-কুলবর্ধাগণের গ্রোহা ও শিক্ষাপ্রদা, তখন অধিলক্ষ্যাদৃশ্যমুষ্টি শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বস্তরের মধুরসমর ভজনই বা অপবাদাই হইবে কেন ?

নদীয়া-নাগরী ভাবের যুক্তিযুক্ততা ।*

(ত্রিপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্কভৌম লিখিত)

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণউপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, নিজের উপাসনার উপদেশ দেন নাট, অতএব শ্রীকৃষ্ণউপাসনা বিধেয়, শ্রীগোরাঙ্গউপাসনা বিধেয় নয় । শ্রীগোরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসনা অবিহিত, কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম নির্দেশ কা উপাসনার বর্ণন কোন গোস্বামী-গ্রন্থে নাই ।

শ্রীগোরাঙ্গ-নাগরী-ভাবের আর শ্রীগোরাঙ্গমূলার্চনের প্রতিপক্ষ দলের এইটাই প্রবল যুক্তি ; এইটি অনিবার্য ব্রহ্মাস্ত্র—“নহস্তান্ততমং কিঞ্চিদন্তং প্রত্যবকর্ষণং”

ব্রহ্মাস্ত্রের প্রত্যবকর্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন অস্ত্র অস্ত্র করিতে পারে না । শ্রীগোরাঙ্গ-মূলার্চনকারী তত্ত্বজনও এইরূপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেন ।

শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্তানুযায়ী বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন অবিহিত । শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপাসনার উপদেশ কোন স্থানে করেন নাই । শ্রীগোরাঙ্গের লীলা-পরিকর দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গোরাঙ্গ-মূলপূজনের বর্ণনা নাই, অতএব গোরাঙ্গ-মূলার্চন সঙ্গাচার বিরুদ্ধ । শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকরের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূলার্চনের প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে নাই, সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন সঙ্গাচার বিরুদ্ধ ; বরং শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ সূর্য্য, কাত্যায়নী, চন্দ্রভাগা পূজন করিতেন, বর্তমান শ্রীকৃষ্ণউপাসকের তাহাই কর্তব্য । বিশেষতঃ যাহারা ব্রজনাগরীভাবাপন্ন-সাম্যক তাঁহাদিগের ইহাই কর্তব্য । কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-পূজনের সময়ে নিজের পূজনের বিধান দিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপূজনের বিধান । কিন্তু সে বিধান গিরি-রূপের অন্ত । নন্দসুতের রূপের অন্ত নহে । যদি বলেন শ্রীকৃষ্ণের ও গিরিবরের তত্ত্বগত অভিন্নতাগ্রন্থিত গিরিবরের অর্চনের উপদেশ শ্রীকৃষ্ণার্চনে পর্য্যবসিত হয়, তবে শ্রীমদ্ব্যখ্যাত ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বগত অভিন্নতা হেতু শ্রীকৃষ্ণউপাসনার উপদেশটি শ্রীগোরাঙ্গউপাসনার উপদেশরূপে পর্য্যবসিত হওয়াতে গোরাঙ্গার্চন বিরোধিগণের শিরঃশূল হয় কেন ?

কেহ কেহ বলেন, শ্রীগোরাঙ্গোপাসনাকে গর্হিত বলি না,—শ্রীগোরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া-মূলপূজনের উপাসনাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া অবিহিত সিদ্ধান্ত করি । বেশ, শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টরূপে শ্রীরাধিকাজীওর নাম নির্দেশ নাই, মন্ত্র ও উপাসনার উপদেশ নাই, শ্রীগোপালমন্ত্রের উপদেশ নাই, তবে কি শ্রীরাধাকৃষ্ণউপাসনা শাস্ত্র সঙ্গাচার বিরুদ্ধ ?

“বাহারা শ্রীমদ্ভাগবতম্ পমানমখিলং” বাক্যের অনুসারে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে অমূল্য শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার ঢক্কাবাত্ত করিয়া থাকেন, তবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অপ্রকাশিত শ্রীগৌরবিকৃষ্ণপ্রার্থনকারী জনসমূহকে অসম্প্রদায়ী বলিয়া নিজের প্রোচি প্রকাশ করিতে অসম্মুচিত থাকেন কোন্ বলে? অর্থাৎ ইহা বালতে তাঁহাদের লজ্জাবোধ হয় না কেন, ইহাই পরমাশ্চর্য্য। “গরজ বড় বালাই”।

একদল, অতি প্রগল্ভ নবাপত্তিতেরা বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, গীতাতে অর্জুনকে নিজোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, এই দুইটী আমাদের প্রমাণ গ্রহ।

বা! বেশ অকাটা যুক্তি! কিন্তু অর্জুনের ও উদ্ধবের উপদেশটা বাস্তবের। নন্দ-নন্দনের উপাসনার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় করিয়াছেন? বিশেষতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপদেশ কোথায় আছে?

এইরূপ যুক্তি সকলকে যুক্তি বলা যায় না, ইহা তর্ক। বাস্তবিক ইহা তর্কও নহে, কুতর্ক। জিজ্ঞাসুর বৈষ্ণবের পক্ষে এইরূপ কুতর্ক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

“নৈবা তর্কেন মতিরপনেয়া প্রোক্তান্তেনৈব স্তজ্ঞানায়শ্চেষ্টং”। “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাম্”।

তর্ক জিজ্ঞাসুর পক্ষেও নিষিদ্ধ, মূমূক্ষুর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ, আবার ভগবৎ-প্রেমেক্ষুর পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ, অশ্রোতব্য ও ঘৃণ্যই। তাহাই এই সিদ্ধান্ত দুশ্রুতি বাজাইতেছে,—“বিশ্বাসে পাঠবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর”—বহু দূর শব্দের অর্থ কি? বহু দূর শব্দের অর্থ এই যে তর্ক করিলে ভক্তনের বৈমুখ্য হয়, বিমুখ হইয়া যিনি যতদূর অগ্রসর হইবেন, তিনি ততই দূর হইতে থাকিবেন। এইটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে, “বারুণি দিক্গতং বস্ত্র ব্রজমৈন্দ্রিং কিমপূর্য্যং”। কেহ কুলিয়া মথুরার কোন জিনিষ ফেলিলেন, অথচ আগ্রার গিয়া তাহার অমূল্যদান পাইলেন। মনে করুন আমার রূপার খটি মথুরায় কেলে এসেছি বলিয়া মথুরার দিগে চলিলাম। মার্গে ভোজ-নাদি করিয়া তরুতলে বিশ্রাম করিলাম। উঠিবার সময়ে দিগ্ভ্রান্তি ঘটিল। মথুরার দিকে পৃষ্ঠ করিয়া আগ্রার দিকে চলিলাম। এখন আমি যতই অগ্রসর হইব, মথুরা হইতে ততই দূরে অগ্রসর হইব। ভ্রান্ত জীবেরও এই গতি। উপাস্ত বস্তুর তর্ক আরম্ভ করিলেই নিশ্চয়ই এইরূপ সে দূর্য্য দূরতর হইয়া যাইবে। তর্কের আরম্ভ হইলেই তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে।—

“যদা ভদেবাসত্ত্বক্খিরোধিয়েত বিপ্লুতং”

গৌর-বিরোধিগণের অসত্ত্বকের কুআটিকাজালে তাহাদের হৃদয়গত পরতত্ত্ব (গৌরান্ধ-

ভাব) বিলুপ্ত হইয়া যায়, হুতরাং তাহার শাস্ত্রসম্মতায়িত্ব ঐগৌরাজ-উপাসনাকে দেখিতেই পারেন না। ইহাতে শাস্ত্রের বা সমাচারের কি দোষ? এই বিষয়ে বেদমীমাংসাতে উত্তম দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে।

“নৈবহ্যামোরপরাধো যদেন মঙ্কো ন পশ্যতে”

অর্থ,—কেহ কেহ যদি মার্গে একটি স্থাপুর (পত্রাধাবিহীন বৃক্ষ) আঘাত পাইয়া পড়িয়া যায় ও তাহার কপাল ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে স্থাপুর কি অপরাধ? ঐগৌরাজ-দেবকে যদি ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, আর শ্রীভগবৎতত্ত্বকে বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে শক্তিমৎ প্রতিপন্ন করা হয়, তবে সেই গৌরাজের নিত্যশক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর উপাসনা ‘গলে গৃহীত জ্বায়েন’ স্বীকার করিতেই হইবে।

ঐগৌরাজ যদি ভগবান্ হন, এবং অসং সূর্য্যস্থানীয় হইয়া রশ্মিস্থানীয় তটস্থ শক্তিরূপ জীব সকলের আশ্রয় হন, আর যদি জীব সকল তাঁহার শক্তি হয়, তবে কোন শাস্ত্র, কোন সিদ্ধান্ত, কোন বিবেক ও কোন যুক্তি জীবগণকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দাসীভাব হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না এবং জীবগণকে ঐগৌরাজ-বিষয়ক কাস্তভাব হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না (১)। কারণ, শক্তিমান্ ভোক্তা, শক্তি ভোগ্য, ভাবাবেশে ভোক্তাই পুরুষ বা নাগর, আর ভোগ্যবস্ত্ত শ্রী বা নাগরী।

ঐগৌরাজ যদি ঈশ্বর হন এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিময় নিত্যলীলাধার নবদীপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে জীবগণের নদীয়া-নাগরীভাব অবশ্যস্তাবী।^{*} এই তাত্ত্বিক নিয়মের বাধাবিহ্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেহ জন্মাইতে পারে না। মুখে যাণা ইচ্ছা তাহাট বনুন, কাগজে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখুন, শ্রীভগবৎতত্ত্বকে খণ্ডবিখণ্ড

(১) ভগবাং তাবদসাধারণ স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যত্ব বিশেষঃ। তত্ত্ব স্বরূপং পরমানন্দম্, ঐশ্বর্য্যমসমোদ্ধীনন্ত স্বাভাবিকপ্রভুতা, মাধুর্য্যমসমোদ্ধিতরা সর্ব্বমনোহর স্বাভাবিক রূপগুণলীলাদি সৌষ্ঠবম্।—শ্রীজীবগোষ্ঠাসমী।

অর্থ—ভগবান্ কি বস্ত্ত? ভগবান্ অসাধারণ স্বরূপ, অসাধারণ ঐশ্বর্য্য, অসাধারণ মাধুর্য্যময় তত্ত্ববিশেষ। স্বরূপ শব্দে পরমানন্দ, ঐশ্বর্য্য শব্দে অসমোদ্ধ ও অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা, মাধুর্য্য শব্দে অসমোদ্ধিতরূপে সর্ব্বমনোহর স্বাভাবিক রূপগুণ ও লীলাদির সৌষ্টব। এই তিনটি লক্ষণবিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ শ্রীভগবান্। যাহারা শ্রীময়প্রভুতে এই সর্ব্বমনোহর স্বাভাবিক রূপ, গুণ, লীলাদির সৌষ্টব স্বীকার করেন না, তাঁহারা তাঁহাকে পূর্ণ পরতত্ত্বরূপ শ্রীভগবান্ বলিতে চাহেন না এবং শ্রীভগবানের অখণ্ড স্বরূপ হইতে একটি মাধুর্য্যবস্ত্তকে কুস্তন করিতে চাহেন। অতএব শ্রীভগবত্বের আংশিক খণ্ডনরূপ ব্রহ্মদেয়রূপ অপরাধ তাঁহাদের অবশ্যস্তাবী।

করিয়া কেহ অপূর্ণ করিতে পারেন না, মণ্ডিতমূৰ্ত্তিকে পটৈশ্বর্য্য, চতুর্ভুজমূৰ্ত্ত্য করুন, সৰ্ব্ব
রক্ষক হুঁয় রমের অধোগ্য বলিয়া অসম্বরণ করুন, কিন্তু তিনি ঘাই আছেন তাহাই
ধাকিবেন, এবং তাঁহার তত্ত্বজ্ঞ ভক্তগণের সেই জাব তাহাই থাকিবে। গৌরবিনোদী-
গণের প্রয়াস নিম্নক-রসবিন্দু স্নান দ্রব-সিক্ত হ্রাদ করার সমান নিষ্ফল।

“নামিকা কীরগিজুঃ স্রাৎ জঘীর রসবিন্দুনা”

তত্ত্ববিচারনিকাত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ প্রসঙ্গে
তর্ক করিয়াছিলেন, যে, পুরুষ হইরা স্ত্রীভাবে ভাবিত হইরা সেবা করাকে অনেক
উপাসকসম্প্রদায় উপহাস করিয়া থাকেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, নির্বিশেষ-
বাদীগণ সাধকের পক্ষে স্ত্রীভাবনাকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু স বিশেষবাদীগণ
যদি স্ত্রীভাবশূন্য হন, তবে তাঁহারা সেবার অনধিকারী। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বলুন,
শীতারামই বলুন, শ্রীরাধাকৃষ্ণই বলুন, কল্লিগীকৃষ্ণই বলুন, তাহ্মিকবিচারে শক্তিমৎ
পরতত্ত্বই সমর্চনীয়, বিশেষে সিদ্ধান্তে শক্তিমান পরতত্ত্ব পুরুষ, আর শক্তিভব স্ত্রী,
ইহাই যুগলার্চন।

যুগলার্চনে সাধক যখন মানসিক অন্তর্ধাণ বা বহির্চর্চা করিতে প্রস্তুত হন, তখন
শক্তিমান পুরুষতত্ত্বকে সমর্চা করিতে পারেন, কিন্তু শক্তিভবকে পুরুষভাবে
সমর্চা করিতে পারেন না। কারণ শক্তিভব শ্রীযুগতানন্দিনী-রূপে পরাশক্তিরূপে
ক্ষুরিত হউন, বা শ্রীজনকনন্দিনীরূপেই ক্ষুরিত হউন, বা লক্ষ্মীরূপেই ক্ষুরিত
হউন, বা গুণাবতারাদি অংশরূপে সরস্বতী-দুর্গাদিরূপে ক্ষুরিত হউন, তাঁহার
সমর্চনে অজ্যোৎস্বর্ভন, অভ্যঞ্জন, কেশসংস্কার, স্নান, গাত্রমার্জ্জনাदि সেবা
পুংস্তাববিশিষ্ট সাধক করিতে পারেন না, করিলে অপরাধ হয়, না করিলে সমর্চন
পূর্ণ হয় না। স্বাহারা শ্রী-বিগ্রহকে কেবল কাঠপাথরের প্রতিমা (প্রতিক) মাত্র
জানিয়া সমর্চন করেন, তাঁহাদেরও মনোবিকার হওয়া নিশ্চিত। ত্রিভগদগুরু শ্রীচৈতন্য-
দেব রামানন্দরায়ের প্রশংসা প্রকরণে তাহা স্পষ্টাকরে নির্দারণ করিয়াছেন, যথা
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

তবহঁ বিকার পায় যোর তহু মন। প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন ॥

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাহাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥

মিলের দৃষ্টান্ত দিয়া মহাপ্রভু তাহা সাধক-জীবের পক্ষে বিশুদ্ধরূপে উপদেশ
দিয়াছেন।

পুরুষভাবে ভাবিত থাকিরা শ্রীভগবদ্ভক্তভাবের অঙ্গ-সেবা সর্বতোভাবে অসম্ভবঃ
যেহেতু কোন ভাবেই তাহা লাভসম্ভব হয় না, লাগ-রূপেই হইতে পারে না, পিতা-

রূপেও হইতে পারে না, সখারূপেও সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং শ্রীহরিবল্লভগণের সম্বন্ধন, দাসী কি সখিতাব ভিন্ন অন্য ভাবে হইতে পারে না ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডাইবার যুক্তি কোন সন্দাচার বা শাস্ত্রে দেখা যায় না । এইত গেল যুগলার্কনের বিষয়, এখন নদীয়া-নাগরীভাবেয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাউক ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অঙ্গসেবা করিতে হইলে তাঁহার দাসীতাব বা সখিতাব গ্রহণ করিতেই হইবে । তদ্ভাবাত্য হইয়া স্নানের পূর্বে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অঙ্গে তৈলমর্দন করা হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীগোরাঙ্গমুন্দর স্নান করিয়া দিব্য পট্টবস্ত্র-পরিধান চন্দন-পুষ্পমালা-বিভূষিত কোটা-কন্দর্পমুন্দররূপে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । শ্রীমতী চমকিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে অঙ্গ আবৃত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সজ্জমাবেগে সেই তৈলমর্দনকারিণী সখীও সলজ্জ নয়নে প্রভুকে দর্শন করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে তৈলবাটী লইয়া দ্রুতপদে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ও গৃহান্তর হইতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও সেই সখী হাসিতে হাসিতে কবাটরন্ধ্র হইতে শ্রীপ্রভুর রূপলাবণ্যসুখা নয়নপটক দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, এবং সেই রূপমাধুরীর ভুবনমোহিনীচ্ছটা শ্রীমতীর কাছে বর্ণনা করিতে লাগিলেন । এইভাবে দুইজন পরস্পরানন্দে মগ্ন হইয়া দেহদৈহিক ব্যাপার তুলিয়া গেলেন । ইহা কেমন রস ? মধুর রস ভিন্ন ইহা আর কিছু হইতে পারে কি ?

ইহাতে ব্যভিচার দোষ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিতে কলঙ্কারোপণ, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিরোধ, তাঁহাদেরই প্রতীত হইয়া থাকে,—ঐহারা চক্ষু-নির্দোষ দোষে মধ্যাহ্নে দিবালোকেও অন্ধকার বলিয়া অসম্ভব করেন ।

ঐহারা দিবালোকে ঘোর তমিশ্র জ্ঞান করেন, তাঁহারা যে শ্রীগোরাঙ্গমুন্দরকে গোখররূপ দেখিতে পাইবেন, বা নদীয়া-নাগরীভাবেকে পৌত্তলিকতা অসম্ভব করিবেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে ।

“বিপাট্য কদলি স্তম্ভং সারং দধৃশিরে নতে”

“গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে”—চৈঃ ভাঃ

“জনেবন্তিজ্যেযু স এব গোখর”

নরাস্তে গোখরা জেরা অপি তুপাল বন্দিভা।

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় অত্যাচর্য্য শুব নদীয়ানাগরী-ভাবনিষ্ঠ নীনহীন ভূপাদপি নীচ” শ্রীবগণের উপযুক্ত নহে, তাহারা এই শুব-স্তোত্রের অশ্রুপযুক্ত, তাহারা অকিঞ্চন,— এই সমস্ত বহুমূল্য রত্নরাশি রাখিবার লোহার সিঁদুক তাহাদের কাছে নাই, অতএব “স্বদীর্ঘং বস্ত্র ভো বিদন্ তুভ্যমেব সমর্পিভং” । এতদ্বির তাহাদের আর গতি নাই ।

নদীয়া-নাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ।

(শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম লিখিত)*

নদীয়া-নাগরীভাব ভক্তিমার্গের পরমোচ্চ ভাব, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অপরিমার্জিত
কৃষ্ণের কার্য্য নহে ।

স্বাং শীলরূপ চরিতৈঃ পরম প্রকটৈঃ
সংগেন সাঙ্গিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাষ্ট্রৈঃ
প্রখ্যাত দৈব পরমার্থ বিদ্যাং মতৈশ্চ
নৈবাস্তুর প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোধুন্ম ।

নদীয়া-নাগরীভাবে যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পূর্ণ অভিমত ছিল, তাঁহার
একটি প্রমাণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

‘সজ্জনতোষিণী’ পত্রিকা তিনি স্বয়ং সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহার নিজের অনভি-
মত কোন বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন না ।

সজ্জনতোষিণী ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যাতে “শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলী”
হেডিং দিয়া কতকগুলি প্রাচীন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদাবলী জেলা বর্দ্ধমান
উকরা নিবাসী শ্রীকিশোরমোহন গোস্বামীর প্রেরিত বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহা
হইতে একটা পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

গৌর কলেবর মৌলি মনোহর চিকুর ঐছে নেহারি ।

জহু হেম-মহীধর-শিখরে চামর দেই মনমথে জারি । †

আহা ! এই চিকুরের কি শোভা ! যেন হেম-মহীধরের শিখরে চামর রহিয়াছে ।
এই চিকুর দর্শনে নাগরীগণের হৃদয়ে মন্থত (কন্দর্প) জারিয়া দেয় (উদ্দীপনা করে) ।

* শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাক্ষ পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৩ পৃষ্ঠা ।

† পাঠান্তর—“উরণর ডারি,”

উক্ত পদটির শেষাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

পীন উন্ন উপনীত কৃত উপবীত, সীতিম রঙ্গ । *

অজ, কনয়া কুধর, বেড়ি বিলগই, সুরতরঙ্গিনী গঙ্গ ॥

আধ-অঘর আধ-সঘর আধ-অজ সুগোর ।

অজু জলদ সঙ্গে, অতি বাল-রবিচ্ছবি, নিকসে অধিক উজোর ॥

অগত আনন্দ পহঁথ পদনথ, লখই ঐছন ছন্দ । *

অজু মীন কেতন, কর নির্দ্বন্দ্বন, চরণে দেই দশ চন্দ ॥

এই কন্দর্প-উদ্দীপন বা মন্থন-আরণ পুরুষের হঠাতে পারে না। অবশ্য নদীয়া-নাগরী-গণের ভাবে বিভাবিত সাধকের এই উক্তি সম্ভব।

“সজ্জন তোষিণী”তে প্রকাশিত আর একটি পদ এই,—

সহজই মধুর মধুর যছু মাধুরী জিতুবন-জন-মনোহারী।

অলজ কি হুলজ চলাচল জগতরি, সবহঁ বিমোহনকারী ॥

মাইরি অপরূপ গোরারূপ কঁাতি।

নিরখি অগতে ধরু, দামিনী কামিনী, চঞ্চল চপল খেয়াতি ॥৩

হার কি ছল কিয়ে, তাকর বিলসই, উরপ বিবকে নেহারি।

গগণহি ভগন, রমণ নিজপরিজন, গণি গণি অন্তর কারি ॥

যাহা দেখি সুরপুর, নারী নয়ন ভরি, বারি ঝরত অনিবারি।

অগদানন্দ ভণ, তাহারি ধৈরজ-ধর, দ্বিজবর কুলজকুমারি ॥

“মাইরি অপরূপ গোরারূপ কঁাতি”—ইহাতে “মাইরি” শব্দটি নাগরীগণের আশ্চর্য্যোক্তি। যে রূপ আশ্চর্য্য ভাবে বঙ্গভাষায় “বাপ্‌রে বাপ্‌ কি হ’ল” ভাষা প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণের উক্তিতে “মাইরি” প্রয়োগ হয়। ইহার ভাব এই যে, গোরারূপকাস্তি অত্যশ্চর্য্য মন-প্রাণ-হরণকারী, যাহা দেখিলে অগতের কামিনী-কুল দামিনীর (বিদ্যাতের) স্তায় চঞ্চল :হইয়া চঞ্চলখ্যাতি অর্জন করেন অর্থাৎ অধীর হইয়া বিদ্যাতের স্তায় চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন। যে রূপকে দর্শন মাত্র সুরপুরের নাগরীগণের (দেবাজনাগণেরও) নয়নে অনিবারিত অশ্রুবর্ষণ হয়, তাহা দেখিয়া দ্বিজবর কুলজ কুমারীগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুমারীগণ কিরূপে ধৈর্যধারণ করিতে পারেন? এই ব্রাহ্মণ-কুমারীগণই নদীয়া-নাগরীগণ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় নিজ সম্পাদিত পত্রিকায় নদীয়া-নাগরীভাষার পদাবলী কখনও প্রকাশিত করিতেন না, যদি নদীয়া-নাগরীভাষা তাঁহার অনভিমত হইত। তিনি কি সিদ্ধ ভোতারাম বাবাজির ভণিতায়ুক্ত কবিতাটি জানিতেন না? এক্ষণে এই কবিতাটির দোহাই দিয়া তাঁহার গণ বিশুদ্ধ নদীয়া-নাগরীভাষাকে গর্হণ করিতেছেন।

সজ্জনতোষিণী হইতে আর একটি নদীয়া-নাগরীভাষার পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

শশধর-যশোহর, নলিন-মলিনকর, বসন নয়ন দুহঁ ভোর।

তরুণ অরুণ জিনি, বসন দশমগনি, মোতিময়োতি উজোর ॥

চিতচোর-গৌর তুহঁ ভাল।

জিতলি শীতল কিরণে হিরণ মণি দলিত অলিত হরিভাল ॥৪

পদকর শরদর বিন্দই নিন্দই নখবর নখতর পাতি ।

রসনা রসারন বধন ছদন হেরি মোতিম মোতিত কাঁতি ॥

সুখ মুখ দুঃখগতি ধরণী বরদি নহ বিধিক অধিক নিরমাণ ॥

অতএব তেজি কুল, যুবতী উন্নতি ভেল, জগত জগতে করু গান ॥

নদীনাগরীভাষের-বিরোধীগণের উচিত দুঃখগ্রহের চশমা দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই সকল প্রাচীন মহাজনপদের গুঢ় মর্মার্থ বিচার করা। উক্ত পদটির ভণিতায় মহাজন-কবি জগদানন্দ তাঁহার প্রাণবধূয়া গৌরাক্ষপদে নিবেদন করিতেছেন,—“অতএব তেজিকুল যুবতী উন্নতি ভেল জগত জগতে করু গান”। ইহার মর্ম এই যে, সমস্ত জগজ্জন সমগ্র জগতের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে এইরূপ গান করুক যে কুলযুবতীগণ গৌরাক্ষরূপ দর্শনে কুমতি (উন্নত) হইয়াছে।

আরও সুশ্লীষ্টরূপে নদীনাগরীভাষ জগদানন্দ প্রাকুর পদে দেখুন—

নিরখিতে ভরমে, সরমে মঝু পৈঠল, যব সঞ্চে গৌরকিশোর ।

তব সঞ্চে কোন কি করি কাঁহা আছিএ, অহুভাব নহ পুন ঠোর ॥

কহল শপথ করি তোয় ।

ষিজকুল গৌরব, গৌরক সৌরভে, চোর সদৃশ ভেল মোয় ॥এ।

বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসরণ, স্মৃতি-পথ-গত মুখচন্দ ।

করেঁ ধরি কতএ, যতন করি রাখব, অবিরত বিধি নিরবধ ॥

ধৈর্য আদি পহিলে দূর ভাগল, হেতু কি বুঝিএ না পারি ।

জগদানন্দ সব, অব সমুদারব, রহ দিন দুই তিন চারি ॥

এই প্রাচীন পদের অর্থ রাগদেবশূন্যভাবে বিচার করিলে সুবুদ্ধিমান এবং সত্য-সন্ধিৎসু ধর্ম-তত্ত্ববিচারকগণ অতি সহজেই বুঝিবেন, নদীনা-নাগরীভাষ পৌত্তলিকা নহে, বা আউল, বাউল, সহজিয়া, কণ্ঠাভজার দলের মত সদ্বিগর্হিত অসৎ ভজনপন্থা নহে। ইহা মহান্ উচ্চ ধর্ম্যতাব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজনাভ্যন্তর রাগমার্গের ভজনপন্থা।

উপরোক্ত মহাজনীপদের মর্মার্থ—

একজন সখী তাঁহার প্রিয়সখীকে বলিতেছেন, হে সখি, আমার ইচ্ছা ছিল না যে গৌরকে দেখি, কিন্তু প্রতিবাসিনী সকলে বলিতে লাগিলেন একটি সোণার মাছ নদীয়ার পথে নাচিতে নাচিতে যাইতেছে, তাহাই ভরমে নিরখিতে অর্থাৎ ভ্রমে দেখিতেই সেই অবধি গৌরকিশোর মঝু (আমার) সরমে পৈঠল (প্রবিশ্ট হইয়াছে)। তদবধি আমি যে কোথায় আছি, কি করিতেছি, এই সকল আমার অহুভাব অল্পই আছে, আমি শপথ করিয়া তোমাকে বলিতেছি যৌরাক্ষরূপ প্রাপ্তিতে আমার

ব্রাহ্মণকুলের গৌরব চোরসদৃশ হইয়াছে অর্থাৎ দূরে পলাইয়া গিয়াছে। আমি গৌরাজ ভুলিতে চাহি, কিন্তু স্মৃতি-পথপ্রাপ্ত সেই গৌরমুখচন্দ্র আর কিছুতেই বিস্মরণ হয় না, কি বলিব এই বিধির নির্বন্ধ আমার প্রারব্ধের ভোগ। এখন যাহা হইবে তাহাই হইবে। এই ভাবকে হাতে চালিয়া কি করিয়া গোপন করিব। সখী বলিলেন, তুমি কুলবতী ধৈর্যধারণ কর, উতলা হইও না। তাহার উত্তরে নদীয়া-নাগরী বলিতেছেন, ধৈর্য আদি পহিলে দূরে ভাগল, হেতু কি বুঝিয়ে না পারি। পদকর্তা অগদানন্দ সেই ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, দুই চারি দিন পরে ত্রীগৌরাজ-দর্শনে তোমাদেরও এই দশা হইবে। একটু অপেক্ষা কর। (সঙ্কলন-তোষিণী ৮ম খণ্ড ১১ সংখ্যা)

ইহার অপেক্ষাও প্রজ্জ্বলিত পূর্বাহ্নরাগের আর একটা উদাহরণ সঙ্কলনতোষিণীর ৮ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শারদ ইন্দু কুন্দ নব বন্ধুক ইন্দীবর নিন্দ।

যাকর বদন বদনাবলী ছদন নয়ন পদ অরবিন্দ ॥

দেখ শচীনন্দন সোই।

যহু গুণ কেতন তহু হেরি চেতনহীন মীনকেতন হোই ॥ ৫ ॥

হেরইতে যাক চিকুরকুচি বিগলিত কুলবতীকুন্দর দুকুল।

সো কিরে পামরী চামর ঝামর চামর সমতুল মূল ॥

নিরখত নয়ন নহত পুন তিরপিত, অপরূপ রূপ অতিক্রম ॥

অগদানন্দ ভণই সতী-ভাবিনী সো আসে চনক স্বরূপ ॥

নদীয়ানাগরী উক্তি। সখি, দেখ দেখ শচীনন্দন কেমন গুণের কেতন (নিবাস)। তাঁহার সূন্দর তহু দর্শনে মীনকেতন (কন্দর্প) চেতনহীন হইয়া যায়, অর্থাৎ মোহগ্রস্ত হয়। সেই কন্দর্পমোহন বরকুচি হেরইতে অলক সন্দর্শনে কুলযুবতীগুণের কুন্দের দুকুল আপনা আপনিই খসিয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহাদের মনে মোহ উদয় হয়।

“কুজগতিং গমিতা নবিন্দামঃ কস্মলেন কবরীং বসনং বা।”

এই সমস্ত নদীয়া-নাগরীভাবের পদাবলীতে স্পষ্টভাবে নগরীভাব মহাজন প্রাচীন পদকর্তাগণ বর্ণনা করিয়া গিয়া হইয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রথম সমাজের এই ভাবকে সঙ্কলনতোষিণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় স্বয়ং সঙ্কলনতোষিণী পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। এই সমস্ত পদাবলী এবং এই ভাব তাঁহার অনতিমত হইলে তিনি কখনও পত্রিকার স্থান দিতেন না। কোন কোন সম্পাদক অন্তের অনুরোধে নিজের অনতিমত বিবরণে নিজ পত্রিকার প্রকাশ

করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে লিখা হয় সম্পাদকের অনতিমত। এইজন্য তিনি দায়ী নহেন। কিন্তু এই সমস্ত পদাবলী প্রকাশ বিষয়ে কোথাও লিখা ঠাই, সম্পাদকের অনতিমত, বরং তিনি “শ্রীশ্রীপ্রভু অগদানন্দের পদাবলী” বলিয়া ভেঁড়ি দিয়াছেন। শ্রীশ্রীধর ও প্রভুশঙ্কর যে কত আদর ও প্রচার বিষয়, তাহা গোড়েশ্বর বৈষ্ণববৃন্দ অবশ্যই জানেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, নদীয়া-নাগরীভাবরূপ অপসিদ্ধান্তকর্তাকে এইরূপ সম্মান কখনও দিতেন না। তিনি আঙ্গকালকার কোন কোন ধর্মপ্রচারকের মত “মনে এক মুখে আর” ভাবের লোক ছিলেন না। তিনি সত্যপ্রিয়, যথার্থবক্তা, ধর্মভীরু, নির্ভীক, বিশুদ্ধহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের দল পাকাটবার জন্য প্রকৃত সত্যকে অসত্য প্রমাণ করিয়া কেবল পরাপ্রবাদের দ্বারা নিজদল পোষণ করাকে এবং আত্মপ্রমাণকে মহাপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য তিনি নদীয়া-নাগরীভাব প্রকাশক পদাবলী দ্বারা তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষিণীর কলেবর ভূষিত করিয়া প্রকৃত সত্যের আদর করিয়াছিলেন এবং তাদৃশ ভাব-বিশিষ্ট পদকর্তার নামের অগ্রে শ্রীশ্রীধর যোজনাপূর্বক প্রভুশঙ্কর দ্বারায় মহাসম্মানিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অমূল্য শিষ্যগণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধবাদী হইয়া বিশুদ্ধ নদীয়া-নাগরীভাবকে ছুঁই বলিতেছেন। অহো! কালস্ত কুটিল গতি!

গোলকগত অগবন্ধু ভদ্র মহাশয় “শ্রীগৌরপদম্বরঞ্জিনী” নামক পদগ্রন্থের “নাগরীর পদ” অধ্যায়ের মূখবন্দে লিখিয়াছেন—

“ব্রজলীলার গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগ ও অমুরাগের যে সকল পদ আছে, পদকর্তৃগণ তদমুদকরণে শ্রীগৌরাজলীলার অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এই সকল পদ বৈষ্ণবসমাজে নাগরীর পদ বা রসের পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল পদে দেখান হইয়াছে যে, নদীয়ানাগরীগণ যেন শ্রীগৌরাজ-রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অমুরাগিণী হইয়াছেন। যে সকল গ্রন্থে আত্মপূর্বক শ্রীগৌরাজলীলা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়, প্রভু বিশ্বম্ভর বাল্যকালে অনেক চাকল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জীলোকের প্রতি কখনও কামকটাক ক্ষেপ দূরে থাকুক, যুবতী জীলোকের মূখপানে জন্মেও তাকান নাই। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই শ্রীগৌরাজের সর্ববিষয়ে, অতি বিশুদ্ধ চরিত্র দেখা যায়। সন্ন্যাসগ্রহণের পর অস্ত্রে পরে কা কথা, মহাপ্রভু ঐদ্য বর্ষপত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ায় মূখদর্শন পণ্ডিত করেন নাই। পরমা তপস্বিনী বৃদ্ধা দাম্বী দাসীর সহিত দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীগৌরাজ ঐদ্য বিশ্বম্ভর পরম

প্রিয়ভক্ত ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। অথচ এই নাগরীগঙ্গসমূহের তাব দেখিয়া অত্যন্ত পাণ্ডুর। শ্রীগোরাঙ্গচরিত্রে লাম্পটদোষের আরোপ করিতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জানিয়া শুনিয়া ভক্তপদকর্ষণ, ঈদৃশ ভাবাত্মক পদ কেন রচনা করিলেন? এ প্রশ্নের বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসভায় উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে কেহ শত্রুভাবে, কেহ পুত্র কেহ স্বামীভাবে, কেহ বা নবীন-নাগর ভাবে অর্থাৎ যাহার যেমন মনের ভাব তিনি সেই ভাবে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। এইজন্য প্রচলিত কথায় বলে,—“কৃষ্ণ কেমন?” “যাঁর মন যেমন”। এখানেও তদ্রূপ। যে নয়নভঙ্গী, যে হাস্য, যে হস্তাদিসকালন দেখিয়া, শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ ভাবিয়া, অতরঙ্গ ভক্তগণ ব্যাকুল, এবং যে ভাবভঙ্গীকে বায়ুরোগ সন্দেহ করিয়া স্নেহবতী শচীমাতা আকুলা, সেই ভাবভঙ্গীকে হাবভাব কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদীয়ার নাগরীগঙ্গ যে তাঁহাকে নব-নাগর ভাবিবে, তাহার বিচিত্রতা কি? ফলতঃ মহাপ্রভুর নবীন-নাগররূপ ভক্তের ইচ্ছানুসারে। যাহারা ব্রজভাবে মাতোয়ারা, মধুর দসের রসিক, রসশেখর শ্রীগোরাঙ্গকে তাঁহারা আর কোনরূপে দেখিতে চাহিবেন? দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোরাঙ্গ এক ও অতিয়; ‘ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই’—তাই রসিকভক্ত পদকর্ষণ শ্রীগোরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনারা নাগরীভাবে, তাঁহার রূপগুণ বর্ণন করিয়াছেন।”

নিত্যধামপ্রাপ্ত গোরগতপ্রাণ রাজীবলোচনদাস মহাশয় শ্রীশ্রীগোরবিকৃপ্রিয়া পত্রিকার “নাগরীভাব” সঙ্ঘক্ষে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করা গেল—

“নদীয়ার শ্রীনিমাইচাঁদ ভুবনমোহন স্বন্দর * * তাঁহার রূপের আলোকে দশদিক প্রদীপ্ত * * নিমাই পণ্ডিতের অতুলনীয় রূপমার্ঘ্যে নদীয়াবাসী বিমোহিত। * * * রূপের আকর্ষণ অতি সাহজিক অতি বিষম। বিশেষতঃ রমণী-মন স্বতই রূপমুগ্ধ হয়। সুরূপে রমণীর মন কেবল ভুলে না, ভুলিয়া মজে, মজিয়া রূপবানকে ভজিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইহা প্রামাণিক খাটি সত্য। এ অবস্থায় রূপান্তিলাষী সৌন্দর্য্যপ্রিয়া নদীয়ানাগরীগঙ্গ শ্রীগোরাঙ্গরূপে আকৃষ্ট। না হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত লোক পতিতপাবনী স্রগন্ধনীতে স্নানাবগাহন করেন। তাঁহারা গজাজল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি বিলের তল ব্যবহার করিতেন না। কাজেই নাগরীহীন সময় সময় গজাঘাটে আসিতেন, বসিতেন, পরস্পর কথোপকথন করিতেন এবং যুখে যুখে গৃহে কিরিতেন। * * * নিমাইচাঁদ গজাঘাটে যাইতেন,

তা' ছাড়া তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন, স্নাত্তরাং নাগরীকুল তাঁহাকে সাধ পুরাইয়া দেখিতে পাইতেন। পূর্বেই বলিরাছি, রূপাকর্ষণ অতি বিহীন। রূপনাধুরী অজ্ঞাতসারে নরক টানে, মন হরিয়া লয়। নাগরী-চকোরী গৌরচন্দ্রস্বাপানে সৌরভপ্রাপ্ত। ঘাটে আসা যাওয়া ব্যপদেশে গৌরদর্শন স্নাত্ত হইলেও, তাহা এখন তাঁহাদের নিত্যকার্য্য মধ্যে গণ্য। গৌরান্ন না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটকট করে, আমচান করে; এমন কি, তাঁহারা সোয়াস্তি পান না। গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাকদৃষ্টিও করেন না। নাগরীসমূহ গৌরান্নকে দেখিয়াই সুখী। গৌর নাগরীদের পানে চান, তাঁহাদের মনে আদর্শে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গুঢ় রহস্য।”

“মধুকরী” পত্রিকার ১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যায় রসশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল—

* * “শুন লো সই স্বপনের কথা—এই স্বপ্ন-সমাগমের দ্বারা ব্যঞ্জিত সমাগমাকাক্ষা দ্বারাও কি নদীয়া-নাগরীদিগের অন্তরাগজনিত অনঙ্গ-লিপ্সা সূচিত হয় নাই? এই ভাবের অসংখ্য পদ রহিয়াছে। নাগরীদের পক্ষে অনঙ্গ-লিপ্সার স্বার্থতা স্বীকার করিলেও যখন শ্রীগৌরান্নের চরিত্রে ইহা দ্বারা অন্তমাত্র দোষস্পর্শ ঘটে না, তখন আত্মবিকংখা, তাহার অপলাপ করিয়া লাভ কি? লোচনদ্বার প্রভৃতি পদ-কর্তারা প্রেমভ্রমরতার প্রভাবে নদীয়া-নাগরীদের ভাবে অপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদিগের ধ্যানগম্য, প্রেমোচ্ছ্বাসের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বার্থতা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। ব্রজলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের চিত্রে অপূর্ণ প্রেমভাবের উদ্দীপন ও তৎপরে অপার বিরহ-সাগরে নিক্ষেপ দ্বারা যেরূপ তাঁহাদিগকে সর্বকামনার অতীত নিজের প্রেমানন্দময় সত্তায় বিলীন করিয়া তাঁহাদের জীবনের পরম ও চরম চরিতার্থতা সংসাধিত করিয়াছিলেন,—নদীয়া-নাগরী শ্রীগৌরান্নের কুবনমোহন রূপ, প্রেমোন্মাদ ও সন্ন্যাস দ্বারাও কি নদীয়া-নাগরীদিগের জীবনের সেইরূপ চরিতার্থতা ঘটে নাই? তবে, উহা হইতে প্রকৃতপক্ষে নদীয়া-নাগরীদিগের চিত্রে কামবাসনারূপ অমঙ্গল উৎপাদনের অলৌক আশঙ্কার সঙ্কচিত হওয়ার কি কারণ আছে? নদীয়া-নাগরীগণের চরিত্র বস্তুতঃ অপবিত্র হইলে আত্মজীবন ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ লোচনদ্বার ঠাহর তাঁহাদিগের তাদৃশ চরিত্রের রসাত্মক বর্ণন দ্বারা গৌরচন্দ্রিকা করিবেন কি ভক্ত?”

পরমগৌরবত্মক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় কর্তৃক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গোরাঙ্গ পত্রিকার ১ম বর্ষে লিখিত “রূপাকর্ষণ” শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল—

“মারিক অগতে নরনারীর মধ্যে যে রূপোন্মাদ দৃষ্ট হয়, তাহা লাগলাম—কামনাময়, সুতরাং কলুষিত। শ্রীগোরাঙ্গকে কেবল পুরুষই নহে, নদীয়ার অনেক ভাগ্যবতী নারীও পথে ঘাটে দেখিতে পাইতেন। ষাঁহার ভুবনমোহন রূপ দর্শনে পুরুষগণ আত্মহারা হইত, তাঁহার রূপ-মহিমা নারী-চিত্ত আকর্ষিত হইলে, সে তাঁহার দোষ নহে। তবে গোরাঙ্গের রূপের মহিমা এই যে, এ রূপ দর্শনে দর্শকের চিত্ত পবিত্র হইয়া যাইত,—হোক সে নারী কি পুরুষ।

গৌরকৃষ্ণ অভেদ, তাই “সুরম্যাকাদি” কৃষ্ণের যে সমস্ত গুণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, গোরাঙ্গ সম্বন্ধেও তাহা বর্ত্তিবে। শ্রীকৃষ্ণের এক গুণ “নারীগণ-মনোহারী,”—গৌরহরিও নদীয়ার নাগরী-চিত্তহারী। এইজন্তই মহাজনগণের রচিত নদীয়া-নাগরী ভাবের বহুতর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গ নদীয়ার পথে স্ত্রীলোক দেখিলে মাথা হেঁট করিয়া পথের এক পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন, নারীদের প্রতি ভ্রমেও তিনি চাহিতেন না; নারী-বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক। এজন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গোরাঙ্গ ‘নাগর’ নহেন বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাসের একথা সত্য ও অর্থপূর্ণ। কেন না শ্রীগোরাঙ্গ ছদ্মবতার। ‘ছদ্ম কলো’ ইতি শ্রীমদ্ভাগবত। অতএব যশোদানন্দনের ছায় শচীনন্দন প্রকাশ্য নাগর নহেন; এতেও তাঁহার ছদ্ম,—তিনি ‘ছদ্ম’ নাগর। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের একটি কথা আছে, তাহা এই—

যেখানে যেক্রমে ভক্তগণে করে ধ্যান। সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান ॥

বৃন্দাবনদাসের কথার মর্ম্ম যাহা, যুগান্তরে কংস সভায় একদিন তাহাই হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকে কেহ কোমলাঙ্গ বাগক, কেহ কঠিন কলেবর মন্ত, কেহ মিত্র, কেহ শত্রু, কেহ পতি, কেহ বা নবীন-নাগররূপে দর্শন করেন। এখানেও ঠিক তেমনি। * * * যদি কোন রমাবতী সুরধুনীতে জল আনিতে গিয়া যুবক রসস্বরূপ গৌরস্বল্পরের অপূর্ণরূপ নেহারিয়া সে রূপের রসে—নেশায় আকৃষ্ট হন এবং নিজ সহচরীর কাছে তাহা বর্ণন করেন, তবে তাহা অস্বাভাবিক হইবে না কি? রূপাকর্ষণ অতি প্রবল, অতি শক্তিসম্পন্ন; রূপমাদুরী অজ্ঞাতসারে মন-প্রাণ হরণ করে। নিমাই যদিও নারীর প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিও করিতেন না, কিন্তু নারীরা সে সন্ধান রাখিতেন না; তাঁহার দেখিয়াই আত্মবিস্মৃত—দেখিয়াই মুখী। ইহাই রূপোন্মাদের বিশেষত্ব ও ইহাই নদীয়া-নাগরীভাবের গূঢ়রহস্য।”

শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকানুবাদ হইতে উদ্ধৃত ।

বাক্যলার পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীলোচনদাসের পদাবলী নানা স্থানে বিকীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। সেই সব পদের অতুলসন্ধান খুব সহজ নহে। কিন্তু শ্রীপাদ রায় রামানন্দ প্রণীত শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকের শ্রীলোচনদাসকৃত পদ্মভূবান্দ সকলেরই সুবিদিত। লোচনদাস এই নাটকের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, সেরূপ অনুবাদ করা প্রকৃত কবির কার্যও নহে। মূলের ভাব স্বাভাবিকরূপ সংরক্ষণ করিয়া লোচনদাস তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ললিতলাবণ্যময় প্রাণস্পর্শি ভাষায় এই নাটকের যে পদ্মভূবান্দ করিয়াছেন তাহা বাস্তব পক্ষে মূলভূগত হইয়াও সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যে মূলকেও অতিক্রম করিয়াছে। লোচনদাস স্বভাবসিদ্ধ কবি। সরস সুন্দর সজীব সুমধুর পদবিশ্বাসনৈপুণ্য তাঁহার লেখনী-ফলকে সর্বদাই যেন স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত হয়, বিনা আয়াসে ও বিনা প্রয়াসে নৈসর্ঘ্যকাব্য ও গীতগোবিন্দের ছায় তাঁহার পদাবলীতে ললিতলাবণ্যময়ী স্নগদ্বতী সর্বদাই যেন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আনন্দোন্মাদে নাচিয়া নাচিয়া বিদ্যাজ করেন—যেমনই পদ-লালিত্য তেমনই ছন্দো-মাধুর্য্য—আর যেমনই ভাববৈভব তেমনই অর্থগৌরব! এই নাটক হইতে নিম্নে কতিপয় সুনির্বাচিত পদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। যাহারা এই গ্রন্থের সকল পদের বসান্বাদন করিতে ইচ্ছুক তাঁহার্য্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন গোস্বামি-বিভাভূষণ অনুদিত ও প্রকাশিত উক্ত নাটক ও উহার পরীক্ষা সমলকৃত সংস্করণ পাঠে সে আনন্দ সন্তোষ করিতে পারিবেন।

একদিন গোপীগণ, হেরি কৃষ্ণ-সুন্দর, প্রেমাবেশে কহে হাসি হাসি ।
 কি দেখিছ ওনা রূপ, অমিয়া রসের কুপ, মুখ নহে শরদের শশী ॥
 কে বলে চকল আঁখি, আঁখি নহে পদ্ম সখি, ভাসি গেল লাবণ্য-সলিলে ।
 হেন মোর মনে লয়, জগৎ করিয়া জয়, অনন্দের গুণ শ্রীতিমূলে ॥
 হেরিয়া নয়ন-কোণে, নানা ভয় হয় মনে, প্রেমোত্তে প্রলাপময় বাদ ।
 গোপিকার ভ্রম যত, ভক্তে দিতে শুভ শত, লোচনের পরম আহ্লাদ ॥ ২

কেহ বলে শুন সখি, চাঁদে নানা গুণ দেখি, এ চাঁদে সে সব গুণ কোথা ।
 হাসি কহে আর জন, না ভাবিহ অস্ত্র মন, সেই গুণে পূর্ণচন্দ্র হেথা ॥
 দেখিয়া ব্রজেন্দ্র ইন্দু, উথলয়ে প্রেমসিন্ধু, গোপিকার আনন্দ নিশ্চয় ।
 স্থনির কুসুদ-চিত, যে বা করে প্রকল্পিত, সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয় ॥

অসুরাদি চক্রবাক, চাঁদে হেরি পায় শোক, দুঃখ পাঞা চাঁদে নিন্দা করে ।
অগৎ উজ্জলকর, মুখচ্ছলে শশধর, মনের তিমির করে দূরে ॥৩

ভজহঁ নন্দকি নন্দনা ।

মলয়জ পবনে, চলিত শিখি চন্দ্রক, চাঁদ মূরছে হেরি বদনা ॥
অলকা-আবৃত্ত হার, তিলক মনোহর, ঝলমল বদন উজ্জোর ।
মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রবণহি লোলত, দোলত ধোরহি ধোর ॥
কুটিল দৃগঞ্চল, মদন কুসুম শর, ভালে শোভিত ভাঁউ কামান ।
কুলবতী মরমে, ভরমে যদি পৈঠাই, তব কিয়ে রহই পরাণ ॥
মধুর মনোহর, রণভরে ঢর ঢর, মূরছিত কত শত কাম ।
লোচন দাস ভণ, ব্রজকুল-নন্দন, নিখিল জুবন গুণধাম ॥ ৪

যুবতী মনোহর ওনা বেশ গো ।

অবনী-মণ্ডলে সখি, চাঁদের উদয় ঘেন, অধাময় রূপের বিশেষ গো ॥ ৫ ॥
চুড়ার উপরে শোভে, নানা ফুলদাম গো, তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা ।
(যেন) চাঁদের উপরে চাঁদ, উদয় করিল গো, ললাটে চন্দন-বিন্দু-রেখা ॥
সঘনে দোলায় কানে, মকরকুণ্ডল গো, কুলবতীর কুল মজাইতে ।
(উহার) নয়ন-কুসুম-শর, মরমে পশিল গো, ধৈর্যজ ধরিতে নারি চিতে ॥
এমন স্নানরূপ, কোথা হ'তে এল গো, মনোভব ভুলিল দেখিয়া ।
লোচন মজিল সই, ও রূপ-সাগরে গে', কিবা সে নাগর-বিনোদিয়া ॥ ২২

চলিল ব্রজমোহিনী ধনো কুঞ্জবর-গমনী ।

কেলি-বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ-রমণী ॥

মদন আভঙ্গে পুলক অঙ্গ, নব অমুরাগে প্রেম-তবঙ্গ, চঞ্চল যুগনয়নী ॥
কবরী-মণ্ডিত মালতী-মাল, নবজলধরে তড়িত-জাল, অঙ্কিত চকিত অমনি ।
বদনমণ্ডল শারদচন্দ্র, মদনের মনে লাগল ধন্দ, নিখিল-জুবন-মোহিনী ॥
নীলবসন রতনভূষণ, মণিময় হার দোলরে সঘন ; কটিটটে বাজে কিঙ্কিনী ।
চরণকমলে মাতল ভঙ্গ, মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ, সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি ॥
চকিত যুগল-নয়ন-পন্দ, খঞ্জন-মনে লাগল ধন্দ, চম্পক-কাঞ্চন-বরণী ।
হেলিয়া ছলিয়া চলিল রঙ্গে, নব নব নব নাগরী সঙ্গে, লোচন-মন-রঞ্জনী ॥ ৩৭

মালব শ্রীরাগ ॥

(সখি) কেও নাগর, রসের সাগর, দাঁড়ারে অশোক-মূলে ।
 সে রূপ-লহরী, লাবণ্য-মাধুরী, ফেরিয়া নয়ন ভূলে ॥
 নীল-উৎপল,-দল সুকোমল, জিনিয়া বরণ-শোভা ।
 দলিত-কাঞ্চন,-জিনিয়া বসন, কুলবতী মনোলোভা ॥
 নব নব মালা, শশি ষোলকলা, পাঁখিয়া দিয়াছে গলে ।
 হাসির হিল্লোলে, নাসিকার তলে, সঘনে মুকুতা দোলে ॥
 চঞ্চল নয়ান, কামের সন্ধান, বাহার মরমে হানে ।
 তাহার তরম, ধরম সরম, সব দূরে যায় মেনে ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল, করে ঝলমল, সঘনে কম্পিত চুড়ে ।
 তাহার উপরি, ভ্রমরা ভ্রমরী, মধুলোভে বৈসে উড়ে ॥
 ত্রিভঙ্গ হইয়া, করে বেণু লঞা, মধুর মধুর বায় ।
 লোচন-বচন, ভুবন-মোহন, সেই ভ্রামচাঁদরায় ॥ ৪৪

ধানশ্রী রাগ ।

এ কথা শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, মদনিকা কয় বাণী ।
 যার গুণাগুণ, তোমার সদন, সত্যত বর্ণিত ধনি ॥
 সেই সে নাগর, রূপের সাগর, নয়নে দেখিলে এবে ।
 (দেখ) নয়ন-ভরি, ও রূপ-মাধুরী, সব দুঃখ দূরে যাবে ॥
 সেই সে নাগর, রসের সাগর, এ বটে কলপ-পাখী ।
 এ তরুর ডালে, বৈসে কুতূহলে, যুবতী-হৃদয়-পাখী ॥
 এই নটবর, পরমসুন্দর, কিবা সে সাক্ষাৎ কাম ।
 কিবা রসময়, কি মাধুরী হয়, কিবা সে গুণের ধাম ॥
 ও রূপ মধুর, নয়নে বাহার, লাগয়ে পরাণ-সখি ।
 সেই নারীগণ, নীতির বন্ধন, সহজে শিথিল দেখি ॥
 হৃদয়ে বাহার, লাগে একবার, তার কুল-লীল নাশে ।
 সে রূপ-তরঙ্গে, মগন হইয়া, লোচন প্রেমভে তাশে ॥ ৪৫

অতুল রূপের রাই, তুলনা দিবার নাট, নিখিল-ভুবনে নাহি সীমা ।
 হেন বস্তু দ্রিষ্টুবনে, নাহি কৈল বিন্ধনে, এ রূপেই কি দিব উপমা ॥

কিন্তু শুভক্ষণ-জাত, পদ্ম আর নিশানাথ, সেই এই মুখ-তুলা নয় ।
তা বিনা তুলনা স্থান, নাহি আর কর্তমান, এষ্ট হেতু শুভ অতিশয় ॥
এতেক বিচারি কৃষ্ণ, হইলেন সতৃষ্ণ, প্রেম-জল বহে দুঃস্বপ্নে ।
ভাবে অজ গদগদ, অশ্রু-কল্প সবিষাদ, এ দাস লোচনে রস ভণে ॥ ৪৭

সিদ্ধুড়া রাগ ।

সখি ! কি কব সে সব কথা ।

রাগার অন্তর, হয় জর জর, পাইয়া সে সব ব্যথা ॥ ১ ॥
সেই সে অবলা, বুঝভা-বালা, কখন না জানে দুখ ।
তার দুখ দেখি, শুন প্রাণসখি, বিদরে আমার বুক ॥
না করে আদর, তেরি শশধর, দেখিলে মূদরে আঁখি ।
তনি পিকবাণী, কর্ণে দিয়া পাণি, ছল করি রোধে দেখি ॥
সখীর বচনে, থাকে অস্ত্র মনে, ডাকিলে না কর কথা ।
উত্তরে উত্তর, কহে কথাস্তর, চিত্ত আরোপিত তথা ॥
অতএব শুন, মদন-বেদন, জানিলাম অচুমানে ।
তার দুঃখ দেখি, প্রাণ কাঁদে সখি, এ দাস লোচন ভণে ॥ ২৪ অঙ্ক—১১

কর্ণাট রাগ ।

কি কহব রে সখি মনসিজ বাধা ।

নব নব ভাব-ভরে তনু পুলকিত, শিব শিব অপতহি রাধা ॥ ১ ॥
বীভল চন্দন, পরসে সমাকুল, পিকরুতে শ্রবণহি আপ ।
মলয় সমীর, পরশে হই জর জর, থর থর নিশি দিশি কাঁপ ॥
অলিকুল পান, শুনুই বর-নাগরী, উথলত মদন-বিকার ।
গুরু পরিবাদ, গোপত লাগি নাগরী, রচয়তি বালক-বিহার ॥
নয়ন-যুগলে, গলে বারি নিরন্তর, অমর বদন-সরোজে ।
তিমির তিরোহিত, নিভৃত নিকেতনে, চিন্তাই ব্রজকুল রাজে ॥
রাইক বদন, বেদন তেরি সুন্দরি, কাটত হৃদয় হামারি ।
পামরী লোচন দাস বরি যাওব, মো দুখ সহই না পারি ॥ ২০

কামোদ রাগ ।

ছাড়হ চাতুৰি, শুনলো স্তম্ভি, তোরে বলি আমি সার ।
 সে কুলকামিনী, ভুবনমোহিনী, দয়িত বসন্ত তার ॥ ৮৭ ॥
 তাহে রাজসুতা, রূপগুণ-সুতা, সকল ভুবন-সীমা ।
 কি সুখ লাগিয়া, রাখালে ভজিয়া, কুল হারাইবে রামা ।
 এ সব বচন, না শুন কখন, শুনলো পরাণ-সখি ।
 তোর পরিহাসে, এই হবে শেষে, কলঙ্ক রটিবে দেখি ॥
 নাগরেব কলা, না বুঝে অবলা, সরল তাহার মন ।
 হৃদয়ে বিবাদ, গণয়ে শ্রমাদ, আখ্যাসয়ে দাস লোচন ॥ ৮২

সামন্তজয়ী রাগ ।

শুন বর-নাগর কান। তুঁহ চরিত হাম কিছুই না জান ॥ ৮৮ ॥
 শয়নে স্বপনে তুঁহ হেরি রূপ তার। রাধে রাধে বোলসি লাখ লাখ বার ॥
 হৃদয়ক মাঝে ভাবতি তাক নাম। কাহে কপট অব কর গুণধাম ॥
 অবসো অল্পরাগিণী ভেঙ্গল দূতী। তুঁহ কাহে উপেক্ষল তাকর পাতি ॥
 যাচত লছমী চরণে কর দূর। শেষে দুখ পাণ্ডবী মূৰখ চতুর ॥
 অজানক না হোই এত অবিচার। লোচন দাস কহত রসসার ॥ ৮৩

ভরী রাগগণ ।

নির্মল শারদ শশধর বদনী। বিদলিত কাক্ষন-নিন্দিত-বরনী ॥ ৮৯ ॥
 পিক-রুত-গঞ্জিত-সুমধুর-বচনা। মোহনরুতকবি শত শত মদনা ॥
 দেবি শূণ বচনং মম সারং। কিল গুণধাম মিলিত তলুবারম্ ॥
 চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টং। তব কৃপয়াতি ফলিত মনোভিষ্টম্ ॥
 ইদমস্তু কিং মম বাচিতমস্তি। নিখিল চরাচরে শ্রিয়মপি নাস্তি ॥
 প্রণয়তু রসিক হৃদয় স্তম্ভমসিতং। লোচন-মোহন মাধব-চরিতম্ ॥ ৯০

সম্পূর্ণ ।

